শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান
ও
তাঁর রাজনীতি

Dhaka University Institutional Repository

শায়খুলহিন্দ মাহ্‌মূদ হাসান ও তাঁর রাজনীতি

পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

382360

GIFT

উপস্থাপনায়
এ.এইচ.এম. মুজতবা হোছাইন
সহযোগী অধ্যাপক

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
382360

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জানুয়ারি, ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান
ও
তাঁর রাজনীতি

পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

382360

উপস্থাপক
এ.এইচ.এম. মুজতবা হোছাইন
সহযোগী অধ্যাপক

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক
ড. এ.বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী
সিনিয়র প্রফেসর

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জানুয়ারি, ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

382360

প্রস্তাবনা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর ফলে উপমহাদেশের মুসলমান সম্প্রদায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে এক বেদনাদায়ক অবস্থার মধ্যে পতিত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বণিকেরা- যারা এসেছিল শুধু বাণিজ্য করতে এবং যারা দীর্ঘদিন স্থানীয় রাজন্যবর্গের সামনে মাথা উঁচু করে কথা বলতেও সাহস পেত না– ঘটনাক্রমে তারাই ছলে বলে ও কৌশলে এদেশের ভাগ্যবিধাতা হিসেবে আবির্ভূত হলো এবং প্রায় দীর্ঘ দু'শ বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে এদেশের ঘটনা প্রবাহকে একতরফাভাবে নিয়ন্ত্রণ করলো তাদেরই স্বার্থের অনুকূলে।

মোগলদের স্থানে রাজশক্তি হিসেবে ইংরেজদের আগমন এদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট ততোটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল না। কারণ তাদের কাছে এটা ছিল শাসকের পরিবর্তন মাত্র এবং তারা এ পরিবর্তন আনন্দের সাথেই গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ক্ষমতাচ্যুত মুসলমানদের কাছে এটা ছিল এক দারুণ ভাগ্য বিপর্যয়। ১৭৬৫ সালে ইংরেজদের দিওয়ানী লাভ, ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন এবং ১৮৩৬ সালে সরকারি ভাষা হিসেবে ফারসীর স্থানে ইংরেজী ভাষার মর্যাদা লাভ– এসবই মুসলমানদের জন্য ছিল ধ্বংসাত্মক এবং তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রাধান্যের প্রতি মৃত্যু – আঘাতস্বরূপ। মুসলমানগণ এই পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে নি। দীর্ঘদিন তারা ফারসী ভাষাকে নিজেদের ভাষা হিসেবে দেখেছে, 'আরবী, ফারসী ও উর্দুকে তারা নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতির অঙ্গ বলে মনে করেছে। তাই ইংরেজী ভাষা শিক্ষাকে তারা অনেকেই 'খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার প্রথম সোপান' বলতেও ইতস্তত করে নি। অপরদিকে যে হিন্দুগণ একদা মুসলমান শাসনামলে ফারসী ভাষা শিখেছিল অকুণ্ঠ চিত্তে চাকরি পাবার প্রয়োজনে– এখন তারাই আবার ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বরণ করে নিল আগ্রহ সহকারে। অনেক গোঁড়া হিন্দুও তাদের সন্তানদের খ্রীস্টান মিশনারীদের স্কুলে পাঠাতে দ্বিধা করতো না।

নূতন পরিবর্তনকে সাদরে গ্রহণ না করতে পারার কারণে মুসলমান সমাজের ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হলো। সরকারি ও বেসরকারি সব ধরনের চাকুরি থেকে তারা বিতাড়িত হতে লাগলো। অপরদিকে হিন্দু সমাজ আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও সরকারি চাকুরিতে অবাধে প্রবেশ করতে থাকে শাসক শ্রেণীর অনুগ্রহ লাভের মাধ্যমে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পরাজিত মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু সমাজের সঙ্গে দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের ফলে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে হীনবল ও শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে থাকার কারণে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে নানারকম কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতিনীতি অনুপ্রবেশ করে। যেমন– পীর পূজা, গোর পূজা, কালী পূজা ও অন্যান্য অনৈসলামিক প্রথা। এমনকি বিংশ শতকের প্রথম দিকেও উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে মুসলিম সমাজে এসব লক্ষ্য করা যায়। ইসলামে বিধবা বিবাহের বিধান থাকা সত্ত্বেও মুসলিম সমাজে বিশেষত অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে এটা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানরা অনেক স্থানেই তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ ছিল– যেমন ইসলামিক প্রথানুসারে বিয়ে দেয়া বা তালাক নেয়া সম্বন্ধে তারা কিছুই জানতো না। মুসলিম সমাজের বিয়ে অনেক সময় হিন্দু ধর্মের রীতি অনুসারে 'মঙ্গল চণ্ডীজয়' পূজা, নাচ, গান, মদ্যপান ও অন্যান্য অনৈসলামিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হতো। হিন্দু সমাজের অনুরূপ বর্ণভেদ বা জাতিভেদ প্রথাও মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছিল। যদিও ইসলামে উচ্চ নীচ বিভেদ সৃষ্টির কোন অবকাশ নেই।

যেহেতু উপমহাদেশের মুসলমানদের একটা বড় অংশ ছিল ধর্মান্তরিত – সেহেতু এদের মধ্যেই অনৈসলামিক রীতিনীতি ও নানা প্রকার কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল, কারণ একাধিক কারণে নূতন ধর্ম গ্রহণ করলেও পুরানো অভ্যাস ও বিশ্বাস ত্যাগ করা তাদের পক্ষে ছিল সু-কঠিন। তাই মুসলমান হবার পরও তারা কালী পূজা, নবান্ন ও দশরা পূজা ইত্যাদি নিয়মিতভাবে করতো। এমনকি তারা কুর'আন পাঠ করতো ঠিক সেইভাবে – যেভাবে ব্রাহ্মণরা মন্ত্র পাঠ করে।

এই চরম নৈরাশ্যজনক অবস্থায় ইসলামী চিন্তানায়ক, দার্শনিক, প্রখ্যাত 'আলিম, মুজতাহিদ, রাজনীতিক, লেখক ও সমাজ সংস্কারক শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ (১৭০৩-১৭৬২) মুসলিম মানসকে উন্মোচনের যে আন্দোলন শুরু করেন তার সফল রূপকার, বাস্তবায়নকারী ও উপমহাদেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রক হিসেবে আবির্ভূত হন শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান (১৮৫১-১৯২০)। তিনি ছিলেন একাধারে বিজ্ঞ পণ্ডিত, বাগ্মী, গবেষক-লেখক, কূটনৈতিক, আধ্যাত্মিক শায়খ ও রাজনীতিবিদ। তিনি কূটনৈতিক তৎপরতা এবং রাজনৈতিক সঠিক নির্দেশনা দিয়ে অচিন্তনীয় মুহূর্তে শক্তিশালী ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে বিচক্ষণতা ও সাহসিকতার সাথে আন্দোলন পরিচালনা করে এ দেশকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যান। তাই সময়ের দাবির কারণে এই মহান্ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক।

শায়খুলহিন্দের জীবন ও অবদান সম্পর্কে বাংলাদেশ-পাক-ভারত তথা উপমহাদেশে বিক্ষিপ্তভাবে অনেক কিছু পাওয়া গেলেও তা' ত্রুটিপূর্ণ। স্বাধীনতা পূর্বকালে রচিত লেখাগুলোও রাজনৈতিক কারণে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পরবর্তীকালে তাঁর সম্পর্কে যা' কিছু লেখা হয়েছে তা'ও অপ্রতুল এবং বিশেষ করে রাজনৈতিক বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। এ কারণে তাঁর রাজনীতি সম্পর্কে সার্বিক একটি গবেষণা কর্মের প্রয়োজন অনুভব করি। মূলত এ-অভাব পূরণের জন্যই এই অভিসন্দর্ভ রচনার প্রয়াস।

Dhaka University Institutional Repository

উপমহাদেশের ছোট-বড় বিভিন্ন গ্রন্থাগারসহ বিশেষত দারুল 'উলূম দেওবন্দ লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, বড় কাটরা মাদ্‌রাসা লাইব্রেরি, জামি'আ কুর'আনিয়া লালবাগ মাদ্‌রাসা লাইব্রেরি, ইমদাদুল 'উলূম ফরিদাবাদ মাদ্‌রাসা লাইব্রেরি, ঢাকা 'আলিয়া মাদ্‌রাসা লাইব্রেরি, কবি নজরুল কলেজ লাইব্রেরি এবং বিভিন্ন গুণীজনের ব্যক্তিগত পাঠাগার ও সংগ্রহশালা থেকে তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ করে গবেষণা পরিকল্পনাটি পাঁচটি অধ্যায়, উপসংহার ও তিনটি পরিশিষ্টে বিন্যস্ত করেছি। এখানে এর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া গেল ঃ

ভারতবর্ষে ইংরেজ বেনিয়াদের আগমন এবং তাঁদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পটভূমি বর্ণিত হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে। প্রসঙ্গক্রমে এ উপমহাদেশের বিশাল সাম্রাজ্যের অঙ্গরাজ্যগুলোর আমীর ও শাসকবর্গ কিভাবে সংশয়হীনভাবে ভোগ বিলাসে মত্ত ছিল এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় উদাসীন ছিল- সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত শাসকবর্গ পরস্পরের মধ্যে বিশেষ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় উপমহাদেশকে রক্ষাকল্পে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহ্লবী আহ্মদ শাহ্ আবদালীকে ভারতবর্ষ আক্রমণের আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন। কিন্তু পতনোন্মুখ মোগল সম্রাটগণ আবদালীর আক্রমণেও সজাগ হতে পারে নি। তদুপরি শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দিল্লীর রাজতখতের বিপর্যয় এবং বিশৃঙ্খলা রোধ কল্পে একটি বৈপ্লবিক কর্মপন্থা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। শায়খুলহিন্দের আন্দোলন ছিল মূলত ওয়ালিউল্লাহী আন্দোলনের অনুরণন। এভাবে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র আন্দোলনের বর্ণনা এসে যায়। সাথে সাথে এ আন্দোলনের অন্যতম সফল ব্যক্তিত্ব সায়্যিদ আহ্মদ বেরেলবীর আলোচনাও করা হয়েছে।

ইংরেজদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পর হতে ভারতীয়গণ শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ আত্মিক ক্ষেত্রেও দুর্বল হয়ে পড়ে। এ দিকে ইংরেজগণ খ্রীস্টধর্ম প্রচার করে ভারতবাসীকে খ্রীস্টান বানাবার জোর প্রয়াস চালায়। ইত্যাকার নানাবিধ কারণে ভারতবাসী ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতবাসী সিপাহী বিপ্লবে পরাজিত হয়ে নিরাশ হয়ে পড়লেও ওয়ালিউল্লাহী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ দেওবন্দে একটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। এ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্য শুধু ধর্মীয় শিক্ষার প্রসারই ছিল না বরং অন্তর্নিহিত বৈপ্লবিক লক্ষ্যও ছিল। মূলত এসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে।

শায়খুলহিন্দের পিতা মওলানা যুলফিকার 'আলীর সংক্ষিপ্ত জীবন কথা বিশেষত বিদ্যা এবং ধর্মীয় অবদান ছিল তুলনাহীন। শায়খুলহিন্দের জন্ম, বাল্যকাল, শিক্ষা, দারুল 'উলূম দেওবন্দে শিক্ষকতা ইত্যাদি বিষয় ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান শায়খে তরীকত, পীরে কামিল, মহান সংস্কারক হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কীর হাতে বয়'অত হয়ে আধ্যাত্মিক দীক্ষালাভ করার পর খিলাফত লাভ ও তাসাউউফ সম্পর্কিত বিষয়ের বর্ণনাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। শায়খুলহিন্দের রচিত গ্রন্থাবলী

Dhaka University Institutional Repository

অতীব তাৎপর্যবহ। ফলে উক্ত গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনাও ছিল একান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসব বিষয় বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

শায়খুলহিন্দ ভারতবর্ষকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সরাসরি রাজনীতিতে অবতীর্ণ হন। রাষ্ট্রীয় অবস্থা প্রতিকূল থাকায় অতি সন্তর্পণে তিনি রাজনীতি করতে থাকেন। দীর্ঘ সাধনার পর তিনি একটি সুসংগঠিত দল ও সুনির্ধারিত পরিকল্পনা তৈরী করেন। শায়খুলহিন্দের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল ব্যাপক। রাজনৈতিক আন্দোলনের সহায়কস্বরূপ 'সামরাতুত তরবিয়ত', 'জম'ইয়াতুল আনসার', 'নিযারাতুল মা'আরিফ', ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সম্পর্কেই তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

শায়খুলহিন্দ মাহ্‌মূদ হাসান স্বাধীনতা আন্দোলনকে সফল ও সার্থক করে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বনেতৃবৃন্দের সমর্থন লাভের প্রত্যাশায় কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েন। এলক্ষ্যে মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্‌ সিন্ধীকে আফগান সরকারের সমর্থন ও সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে কাবুলে প্রেরণ, সীমান্তের বীর অধিবাসীদেরকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করণ এবং চীন, বার্মা, ফ্রান্স, জাপান ও আমেরিকায় দূত প্রেরণ, তদুপরি আন্দোলনকে সুষ্ঠুভাবে রূপ দেয়া ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে তুরস্ক সরকারের সহায়তা ও সমর্থন লাভের জন্য শায়খুলহিন্দ স্বয়ং হিজাযে গমন করেন। এই সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে পড়ায় মওলানা সিন্ধীর কাবুলে নযরবন্দ হওয়া, শায়খুলহিন্দের সহচরবৃন্দসহ মাল্টায় বন্দী হওয়া এবং তিন বছর সাত মাস পর মুক্ত হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ চতুর্থ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে।

শায়খুলহিন্দের মুক্তি লাভের পর ভারতে আগমন, অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও সভা সমিতিতে যোগদান ; অণলবর্ষী বক্তৃতা প্রদান, মুসলিম ন্যাশনাল ইউনিভারসিটি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তাঁর সভাপতিত্ব; অসহযোগ আন্দোলনে ফত্‌ওয়া প্রদান এবং জম্'ইয়াতে 'উলামায়ে হিন্দের বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে যোগদান ইত্যাদি বিষয় পঞ্চম অধ্যায়ে সংযোজিত হয়েছে।

অধ্যায়গুলোর শেষে বর্ণিত হয়েছে উপসংহার। এতে সামগ্রিক অধ্যায়গুলো থেকে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রয়াস চালানো হয়েছে। শায়খুলহিন্দ সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোক চিত্র 'পরিশিষ্ট–১'-এ, ইন্ডিয়া অফিস লন্ডনে সংরক্ষিত সহস্র পৃষ্ঠা সম্বলিত রেশমী রুমাল সম্পর্কে সি.আই.ডি. রিপোর্টের অনূদিত কিছু অংশ 'পরিশিষ্ট–২'-এ এবং ১৯১৮ সালে প্রকাশিত শায়খুলহিন্দ মাহ্‌মূদ হাসান সংক্রান্ত রাওল্যাট সিডিশন কমিটির রিপোর্ট থেকে কিছু অংশের উদ্ধৃতি 'পরিশিষ্ট–৩'-এ উদ্ধৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"শায়খুলহিন্দ মাহ্‌মূদ হাসান ও তাঁর রাজনীতি" শীর্ষক গবেষণাপত্র প্রণয়নে আমি বিশেষভাবে অত্র গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক এবং বিভাগীয় সিনিয়র প্রফেসর ড. এ.বি.এম. হাবিবুর রহ্‌মান চৌধুরী-এর প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, মূল্যবান উপদেশ ও উৎসাহদানে সাহায্য করেছেন। তাঁর এই সহানুভূতি ও স্নেহঋণ শুকরিয়া আদায় করে কোন দিনই পরিশোধ করা যাবে না।

এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে। তাঁরা ইন্ডিয়া অফিস লন্ডনে সংরক্ষিত সহস্রাধিক পৃষ্ঠা সম্বলিত Silken Letter Conspiracy Case and Who is Who-এর সি.আই.ডি. রিপোর্টটি মাইক্রোফিল্‌ম্‌ করে আনাবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বর্তমানে এটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন মাইক্রোফিল্‌ম্‌ করে আনার যাবতীয় ব্যয় বহন করায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতাসহ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দেশ-বিদেশের নিপুণ সুধী ও পণ্ডিতবর্গের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছি তা' অতীব শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। নানা অন্তরায় ও প্রতিকূল অবস্থায় গবেষণা কাজ চালিয়ে যাবার জন্য যাঁরা আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ এ.বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী
পিএইচ.ডি. (লন্ডন), এম.এ. (ডবল), বি.এ. অনার্স (ঢাকা),
এম.এম. (ঢাকা), এফ.আর.এ.এস

সিনিয়র অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ ও ধর্ম-দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

دكتور محمد حبيب الرحمن شودري
الاستاذ الكبير والرئيس السابق
قسم الدراسات الاسلامية ومقارنة الاديان
جامعة داكا، بنغلاديش

DR. A.B.M. HABIBUR RAHMAN CHOWDHURY
Ph.D. (London), M. A. (Double), B. A. Hons (Dhaka),
M. M. (Dhaka), F. R. A. S

Senior Prof. & Ex. Chairman
Dept. Of Islamic Studies & Comparative Religion
University Of Dhaka, Bangladesh
Phone : Off. - 505161/277, 505710
: Res. - 862992
Fax : 880-2-835342, 831962

Ref ....   Date ....

প্রত্যয়নপত্র

জনাব এ.এইচ.এম. মুজতবা হোছাইন, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ ও ধর্ম-দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত "শায়খুলহিন্দ মাহ্‌মূদ হাসান ও তাঁর রাজনীতি" শীর্ষক থিসিস সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে,

১. এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে লিখিত হয়েছে।

২. এটি সম্পূর্ণরূপে জনাব এ.এইচ.এম. মুজতবা হোছাইন-এর নিজস্ব এবং একক গবেষণা কর্ম। কোন যুগ্ম কর্ম নয়।

৩. এটি একটি তথ্যবহুল, তাৎপর্যপূর্ণ ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে, ইতোপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতেই এই শিরোনামে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য কোন গবেষণা সন্দর্ভ লিখা হয় নি।

এই গবেষণা সন্দর্ভটি পি-এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য সন্তোষজনক। আমি এই গবেষণা নিবন্ধের চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পড়েছি এবং পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

২৫/১/৯৮

ডঃ এ.বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী
সিনিয়র অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

‘আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত

ا - অ	ق - ক	اُوْ - ঊ
ب - ব	ك - ক	وَ - ওয়া
ت - ত	ل - ল	وِ - বি
ث - স	م - ম	وِيْ - বী
ج - জ	ن - ন	وُ - উ
ح - হ	و - ব,ও	وُوْ - ঊ
خ - খ	ه - হ	يَ - য়্যা
د - দ	ء - ’	يَا - য়্যা
ذ - য	ي - য়	يِ - য়ি
ر - র	ـَ - া	يِيْ - য়ী
ز - য	ـِ - ি	يُ - ইউ
س - স	ـُ - ু	يُوْ - ইউ
ش - শ	ـَا - া	عَ - ‘আ
ص - স	ـِيْ - ী	عَا - ‘আ
ض - দ, য	ـُوْ - ূ	عِ - ‘ই
ط - ত	اَ - আ	عِيْ - ‘ঈ
ظ - য	آ - আ	عُ - ‘উ
ع - ‘	إِ - ই	عُوْ - ‘ঊ
غ - গ	إِيْ - ঈ	
ف - ফ	اُ - উ	

ع = সাকিন হলে ’-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়; যথা- نَعْتٌ = না‘ত।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রত্যয়নপত্র

প্রথম অধ্যায়

শায়খুলহিন্দের রাজনীতির পটভূমি (১০ – ৫১)

- সম্রাটগণের নৈতিক অবক্ষয় / ১১
- ধর্মীয় অবক্ষয় / ১৩
- রাজনৈতিক অবক্ষয় / ১৫
- ইংরেজদের রাজত্ব / ২০
- ওয়ালিউল্লাহী আন্দোলন / ২২
- শাহ্ 'আবদুল 'আযীযের আন্দোলন / ২৭
- সায়্যিদ আহ্মদ বেরেলবীর আন্দোলন / ২৯
- উপমহাদেশে কোম্পানী শাসনের বিষময় ফল / ৩৪
- সিপাহী বিপ্লব / ৩৮
- ১৮৫৭ সালের যুদ্ধের ফলাফল / ৪২
- 'আলীগড় অরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা / ৪৬
- দারুল 'উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা / ৪৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবন বৃত্তান্ত (৫২ – ৯৪)

- বংশ / ৫২
- জন্ম / ৫৫
- শিক্ষা / ৫৬
- অধ্যাপনা / ৫৯
  - সনদের সূত্রপরম্পরা / ৬৩
  - হাদীস শিক্ষাদানের পদ্ধতি / ৬৫
- শায়খুলহিন্দের রচনাবলী / ৬৯
  - আদিল্লা-ই কামিলা / ৬৯
  - ঈযাহুল আদিল্লা / ৭১
  - আহ্সানুল কুরা / ৭৫
  - আল্-জুহ্দুল মুকিল / ৭৭
  - কুর'আন মজীদের অনুবাদ / ৭৯
  - আল্-আব্ওয়াব ওয়াত্ তারাজিম / ৮০

Dhaka University Institutional Repository

- ◆ তাস্হীহ্-এ আবূ দাঊদ / ৮১
- ◆ হাশিয়া-এ মুখতাসারুল মা'আনী / ৮২
- ◆ তকরীর-এ তিরমিযী / ৮৩
- ◆ আল্-ওয়ারদুশ শাযী / ৮৩
- ◆ আল্-ফয়যুল জারী / ৮৪
- ◆ মকতূবাত-এ শায়খুলহিন্দ / ৮৪
- ◆ ইফাদাত-এ মাহ্মূদিয়া / ৮৪
- ◆ কুল্লিয়াত-এ শায়খুলহিন্দ / ৮৪

❑ বয়'অত ও খিলাফত / ৮৬
- ◆ বয়'অতের পদ্ধতি / ৮৮
- ◆ শাজারা / ৮৯

❑ সন্তান-সন্ততি / ৯১

❑ চরিত্র / ৯১

❑ শায়খুলহিন্দের অসুস্থতা ও ইন্তিকাল / ৯২

তৃতীয় অধ্যায়

শায়খুলহিন্দের সাংগঠনিক তৎপরতা (৯৫ – ১১৫)

❑ সাম্রাতুত্ তরবিয়ত / ৯৬
- ◆ সাম্রাতুত্ তরবিয়তের অবদান / ৯৮

❑ জম্'ইয়াতুল আনসার / ১০১
- ◆ জম্'ইয়াতুল আনসারের প্রথম কনফারেন্স / ১০৪
- ◆ জম্'ইয়াতুল আনসারের দ্বিতীয় কনফারেন্স / ১০৭
- ◆ আত্মাবিহীন জম্'ইয়াতুল আনসার / ১০৮
- ◆ জম্'ইয়াতুল আনসারের অবদান / ১০৯

❑ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন / ১০৯

❑ নিযারাতুল মা'আরিফ / ১১১

চতুর্থ অধ্যায়

শায়খুলহিন্দের আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক তৎপরতা (১১৬ – ১৯৩)

❑ রাজনৈতিক পরিবেশ / ১১৬

❑ বিপ্লবী দলের উৎপত্তি / ১১৯

❑ শায়খুলহিন্দের ভূমিকা / ১২০

❑ দেশ-বিদেশে মিশন প্রেরণ / ১২৫
- ◆ চীন ও বার্মা মিশন / ১২৫
- ◆ জাপানী মিশন / ১২৬
- ◆ ফ্রান্স মিশন / ১২৭
- ◆ আমেরিকান মিশন / ১২৭

Dhaka University Institutional Repository

- সিন্ধী ও শায়খুলহিন্দের দেশত্যাগ / ১২৯
- মওলানা সিন্ধীর আফগানিস্তানে গমন / ১৩১
- শায়খুলহিন্দের হিজাযে গমন / ১৩৩
- বৃটিশ ভারতের উপর বহিরাক্রমণের পথ নির্ধারণ / ১৩৪
- দেশের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ কেন্দ্র / ১৩৫
  - হেড কোয়ার্টার / ১৩৫
  - অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ কেন্দ্রসমূহ / ১৩৫
- আন্তর্জাতিক বিদ্রোহ কেন্দ্র / ১৩৬
- প্রবাসী স্বাধীনতাকামীদের কাবুলে আগমন / ১৩৭
- মওলানা সিন্ধীর কাবুলে কূটনৈতিক তৎপরতা / ১৪০
- অস্থায়ী সরকার গঠন / ১৪১
- রাশিয়া, ইস্তাম্বুল ও জাপানে মিশন প্রেরণ / ১৪৩
- মুক্তি ফওজ গঠন / ১৪৫
- হিজাযে শায়খুলহিন্দের কূটনৈতিক তৎপরতা / ১৪৯
  - গালিবনামা / ১৫০
  - আন্ওয়ারনামা / ১৫২
- ইংরেজদের রেশমীপত্র উদ্ধার / ১৫৭
- শায়খুলহিন্দের গ্রেফতার / ১৬১
  - জিদ্দা থেকে মিসর অভিমুখে যাত্রা / ১৬৭
  - মাল্টার বন্দীশালায় অন্তরীণ / ১৭৩
- ভারতবর্ষে শায়খুলহিন্দের মুক্তির আন্দোলন ও মুক্তি / ১৮১

পঞ্চম অধ্যায়

উপমহাদেশে শায়খুলহিন্দের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা (১৯৪ – ২১১)

- খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে পৃষ্ঠপোষকতা / ১৯৬
- মুসলিম ন্যাশনাল ইউনিভারসিটি স্থাপন / ১৯৯
- জম্'ইয়াতে 'উলামায়ে হিন্দের সম্মেলনে সভাপতিত্ব / ২০৯

উপসংহার / ২১২

পরিশিষ্ট-১

শায়খুলহিন্দের স্মৃতি বিজড়িত কিছু ঐতিহাসিক ছবি / ২১৫

পরিশিষ্ট-২

রেশমী রুমাল সম্পর্কে সি.আই.ডি. রিপোর্টের অনূদিত কিছু অংশ / ২২৫

পরিশিষ্ট-৩

শায়খুলহিন্দ সম্পর্কে রাওল্যাট কমিটি প্রদত্ত রিপোর্টের আংশিক উদ্ধৃতি / ২৩৫

গ্রন্থপঞ্জি / ২৩৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

শায়খুলহিন্দের রাজনীতির পটভূমি

ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁরা নিজেদের জীবনকে আত্মোৎসর্গ করে রেখেছিলেন শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান তাঁদের মধ্যে অন্যতম। শায়খুলহিন্দ এই উপমহাদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্রান্তিকালে রাজনীতির অঙ্গনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। শায়খুলহিন্দের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মূলে ছিল তাঁর উপনিবেশ-বিরোধী চেতনা। তিনি ছিলেন প্রগতিবাদী শ্রেষ্ঠ 'আলিম, বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ, বিশিষ্ট সংগঠক, শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহ্লবী (রহ.)[১] -এর রাজনৈতিক চিন্তাধারার বাহক এবং ওয়ালিউল্লাহী আন্দোলনের রূপরেখার বাস্তবায়নকারী। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিচিত্র গতি-প্রকৃতি এবং

---

১. শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ (১৭০৩-১৭৬২) ঃ ইসলামী চিন্তাবিদ, সর্বশ্রেষ্ঠ 'আলিম, দার্শনিক, মুজতাহিদ, রাজনীতিক, গ্রন্থকার ও সমাজ সংস্কারক। কুর'আন ও হাদীসের শিক্ষা বিস্তারে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র বিশেষ অবদান রয়েছে। তিনি ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শাহ্ 'আবদুর রহীম। পনের বছর বয়সে তিনি তাঁর পিতার নিকট কুর'আন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ ও দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। সতের বছর বয়সে তরীকত শিক্ষা দান ক্ষেত্রে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। পিতার মৃত্যুর (১৭৯১ খ্রী.) পর তিনি রহীমিয়া মাদ্রাসায় বার বছর শিক্ষকতা করেন। ১৭৩০ সালে তিনি মক্কা ও মদীনায় গমন করে তথাকার মুহাদ্দিসদের নিকট হাদীসের উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। ১৭৩২ সালে ভারতে আগমন করে পুনরায় রহীমিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। আমৃত্যু শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থেকে ১৭৬২ সালে ইন্তিকাল করেন এবং দিল্লীতে সমাহিত হন। শাহ্ সাহেবের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক চিন্তাধারা মুসলিম জাহানে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এতে মুসলিম জাতি শরী'অত ও তরীকতের পাশাপাশি জগত ও জীবন তথা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলী নিয়ে চিন্তাভাবনা করার চেতনা লাভ করে। শরী'অতের যাবতীয় বিধানের নিহিত দর্শন সম্বলিত তাঁর প্রণীত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে এক অমূল্য সংযোজন। এতে মানব সমাজের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হয়েছে। 'ইযালাতুল খাফা' নামক গ্রন্থে তিনি খিলাফতে রাশিদাকে ইসলামের মূলনীতির উৎস বলে বর্ণনা করেন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বসমূহের পূর্ণ ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। (শায়খ মুহাম্মদ ইকরাম, *মওজে কাওসার,* লাহোর, ফিরোয সন্স, ১৯৫৮, পৃ ৩৪৫-৩৪৬; মুহাম্মদ ইসহাক ভাট্টী, *ফুকাহায়ে হিন্দ,* লাহোর, ১৯৮১, ৫ম খণ্ড, পৃ ৩১৭-৪০৫।)

Dhaka University Institutional Repository

বিবর্তন-পরিবর্তন তিনি ঘনিষ্ঠভাবে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।[২] শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরী করেছিলেন এবং তা বাস্তবায়ন করেছিলেন এখানে তার পটভূমি দেওয়া গেল।

সম্রাট আওরঙ্গযেব 'আলমগীর (রা. ১৬৫৮-১৭০৭)-এর মৃত্যুর চার বছর পূর্বে ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেন। বাস্তবিকপক্ষে তিনি ছিলেন ভারতীয় মুসলমানদের একজন শ্রেষ্ঠ ত্রাণকর্তা। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই সাম্রাজ্যের জাঁকজমক ও শক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। এটি ছিল বেদনাদায়ক। পক্ষান্তরে আনন্দদায়ক ছিল শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র ধর্মকে বিনষ্ট ও বিকৃত হওয়া থেকে রক্ষা এবং সাম্রাজ্যের জাঁকজমক ও শক্তির পুনরুদ্ধারের রূপরেখা প্রদান করা।[৩]

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হন তখন মোগল সাম্রাজ্যের সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হচ্ছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের সম্ভ্রম ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছিল। সম্রাট 'আলমগীরের মৃত্যুর পর সম্ভাব্য সকল উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং সাম্রাজ্যের পতন ও অবনতি দ্রুত এগিয়ে যায়।[৪] এ সময়ে এ উপমহাদেশে নৈতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবক্ষয়ের পরাকাষ্ঠা ছিল। বিভিন্ন আন্দোলন ও আক্রমণে দেশ অবনতির চরম শিখরে পৌছে ছিল। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেশের নৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক অবক্ষয় ও দিল্লীর রাজতখ্তের বিপর্যয় ও বিশৃংখলা রোধকল্পে একটি বৈপ্লবিক কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। এটাই ছিল ওয়ালিউল্লাহী আন্দোলন।[৫]

সম্রাটগণের নৈতিক অবক্ষয়

সম্রাট আওরঙ্গযেব 'আলমগীরের ইন্তিকালের পর ভারতবর্ষের সুবিশাল রাজনৈতিক অঙ্গন এমন অযোগ্য শাসকগণ কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছিল যার ফলে কেন্দ্রীয় হুকূমত প্রায় নিঃশেষ হয়ে পড়েছিল।[৬]

---

২. মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, *শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ আওর উনকী সিয়াসী তাহ্রীক,* (লাহোরঃ সিন্ধ সাগর একাডেমী, ১৯৫২), পৃ ৩।

৩. সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদবী, *সীরতে সায়্যিদ আহ্মদ শহীদ,* (লক্ষ্ণৌঃ মাকতাবা ইসলাম, ১৯৬৮), ১ম খণ্ড, পৃ ২৭।

৪. খলীক আহ্মদ নিযামী, *শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ কে সিয়াসী মাকতূবাত,* ('আলীগড় ঃ নফীস মনযিল, মুসলিম ইউনিভারসিটি, ১৯৫০), পৃ ১।

৫. মওলানা 'উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫।

৬. সম্রাট 'আলমগীরের ইন্তিকালের পর যে সকল সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন তার সূচি এই ঃ

(১) শাহ্ 'আলম বাহাদুর শাহ্ (১৭০৭-১৭১২) = ৫ বছর

(২) কাম বখ্শ্ (১৭০৭-১৭০৮)

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন সুবা ও প্রদেশ কেন্দ্রীয় ক্ষমতা থেকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়। অপরদিকে সুবাদারদের মধ্যেও ক্ষমতা লাভের প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

বিলাস ও প্রমোদের জন্য বিভিন্ন ধরনের মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্য আমীরগণের আহারের আবশ্যকীয় উপাদানে পরিণত হয়েছিল। সম্রাট 'আলমগীরের মৃত্যুর পর মোগল রাজ দরবার মদ্যপানে নিত্য সম্বন্ধযুক্ত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিলাসমত্তদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। প্রমোদবালা প্রকাশ্য অস্তিত্বে এসে যায়। প্রধান প্রধান নগরীতে এদের পাড়া গড়ে উঠে। উত্তর ভারতে ছোট ছোট শহরগুলোতেও এদের আড্ডাখানা জমে উঠেছিল। এই প্রমোদবালাদের সাথে নর্তকী এবং গায়িকারাও থাকত। সম্রাট মুহাম্মদ শাহ্ (রা. ১৭১৯-১৭৪৮) এবং সম্রাট আহ্মদ শাহ্ (রা. ১৭৪৮-১৭৫৪)-এর আমল নৈতিক অবক্ষয়ের চরম সময়।[৭] অপরাধ ও পাপাচার তাদের জীবনের অত্যাবশ্যকীয় উপাদানে

---

(৩) জাহাঁদর শাহ্ (১৭১২-১৭১৩) = ১ বছর

(৪) ফররুখ্ সিয়ার (১৭১৩-১৭১৯)= ৬ বছর

(৫) রফী'উদ্দারাজাত (২৮ ফেব্রুয়ারী ১৭১৯–৪ জুন ১৭১৯)= ৩ মাস ৪ দিন

(৬) রফী'উদ্দওলা দ্বিতীয় শাহ্ জাহান (৪জুন ১৭১৯–১৮ সেপ্টেম্বর ১৭১৯) = ৪ মাস ১০ দিন

(৭) নেকো সিয়ার (১৭১৯)

(৮) মুহাম্মদ শাহ্ (১৭১৯-১৭৪৮)=২৯ বছর

(৯) ইব্রাহীম (১৭১৯-১৭২০)

(১০) আহ্মদ শাহ্ (১৭৪৮-১৭৫৪) = ৬ বছর

(১১) দ্বিতীয় 'আলমগীর (১৭৫৪-১৭৫৯) = ৫ বছর

(১২) তৃতীয় শাহ্ জাহান (১৭৫৯-১৭৬০)

(১৩) দ্বিতীয় শাহ্ 'আলম (১৭৫৯-১৮০৬) = ৪৭ বছর

(১৪) বেদার বখ্ত্ (১৭৫৯-১৭৮৮)

(১৫) সম্রাট দ্বিতীয় আকবর (১৮০৬-১৮৩৭)= ৩১ বছর

(১৬) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ যাফর (১৮৩৭-১৮৫৭)= ২০ বছর

(যহীর আহ্মদ সিদ্দীকী, *মুমিন ঃ শাখসিয়ত আওর ফন,* (দিল্লী ঃ দিল্লী ইউনিভারসিটি, ১৯৭২), পৃ ৪২।

৭. আবূ সালমান শাহ্জাহানপুরী, "শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ কে 'আহ্দ্ কে আখলাকী ও মাযহাবী হালাত," *মাসিক আর-রহীম,* (দিল্লী ঃ ১৯৬৬, নভেম্বর সংখ্যা), পৃ ৪১১।

Dhaka University Institutional Repository

পরিণত হয়। মদ্যপান ও অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়। নর্তকী ও গায়িকারা সাধারণ সভা এমনকি ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করত। তদুপরি অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাও নিজেদের সন্তানদেরকে ভাষা ও মজলিসের আদব শিক্ষার জন্য তাদের নিকট প্রেরণ করতেন। এগুলো ছিল সে আমলের মর্যাদা ও গৌরবের বিষয়।

অষ্টাদশ শতকে মুসলিমবিশ্ব দুর্বলতার চরমে পৌছে। তখন কলুষমুক্ত শক্তির প্রভাব কোথাও পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। সর্বত্রই আড়ষ্ট ও অবক্ষয় বিদ্যমান ছিল। আদব ও আখলাক ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্টমানের। এ সময়ে ইসলামের প্রাণবায়ু বের হয়ে পড়েছিল। এগুলো প্রাণহীন প্রথা এবং নোংরা কল্পনা বৈ আর কিছুই ছিল না। মোটকথা এ ধরাধামে মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাব পুনরায় ঘটলে তিনি তাঁর অনুসারীদের ধর্মত্যাগী বলে আখ্যায়িত করতেন।[৮]

ধর্মীয় অবক্ষয়

মুসলিম সমাজে শির্‌ক্ ও প্রতিমা পূজা ইত্যাদি ইসলামী অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়ে উদ্‌যাপিত হত। কবর ও মৃতদেরকে উপলক্ষ্য করে স্বতন্ত্র একটি শরী'অতের উদ্ভব ঘটে। কবর বা মাযারে সিজ্‌দা করা, তাদের নামে মান্নত করা, তাদের উপর চাদর চড়ানো এবং এ সকল স্থানে মহিলাদের সমবেত হওয়া ইত্যাদি ছিল এই স্বতন্ত্র শরী'অতের বৈশিষ্ট্য। মোটকথা য়্যাহূদী ও খ্রীস্টানদের অপসংস্কৃতি মুসলিম সমাজে প্রবিষ্ট হয়। তদুপরি হিন্দু ধর্মের প্রচলিত রীতিনীতি মুসলিম কৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।[৯]

সম্রাট জাহাঁদর শাহ্ (রা. ১৭১২-১৮৭৫) ঃ জনৈকা ফল বিক্রেতা বেদিনীকে ভালোবেসে সম্রাজ্ঞী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। (যহীর আহ্‌মদ সিদ্দীকী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪২)।

সম্রাট মুহাম্মদ শাহ্ (রা. ১৭১৯-১৭৪৮) ঃ এত অধিক বিলাসী ছিলেন যে, তিনি "রঙ্গীলা" নামে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি তাঁর দরবারে ন্যূনধিক তিনশ' পতিতাদের উলঙ্গ নাচাতেন। তাঁর রন্ধনশালার মাসিক ব্যয় ছিল প্রায় তিনশ' কোটি টাকা। বিলাস ও প্রমোদের জন্য বিভিন্ন ধরনের মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্য তাঁর অত্যাবশ্যকীয় উপাদান ছিল।

(খুরশেদ মুস্‌তফা রিয্‌বী, *জঙ্গে আযাদী সন্নে আঠারা সও সাতাওয়ান,* দিল্লী, মাকতাবা বুরহান, ১৯৫৯, পৃ ৭১)

সম্রাট আহ্‌মদ শাহ্ (রা. ১৭৪৮-১৭৫৪) ঃ আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতায় নেশা ও মাদক জাতীয় দ্রব্যের জন্য কোটি কোটি টাকা অপচয় করতেন। (মুহাম্মদ জমীলুদ্দীন, *জদীদ দুনিয়ায়ে ইসলাম,* লাহোর, মাকতাবা বুরহান, ১৯৬৮, পৃ ৪০)।

৮. মুহাম্মদ জমীলুদ্দীন, *জদীদ দুনিয়ায়ে ইসলাম,* প্রাগুক্ত, পৃ ৪০।

৯. সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮।

মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতীক 'মসনূন সালাম'-এর প্রচলন উঠেই গিয়েছিল। সালামের পরিবর্তে আদাবের প্রবর্তন হয়।[১০]

ধর্মের অবক্ষয় ও চরিত্রের অবনতির অনুমান এভাবে করা যায় যে, যে-সূফীগণের নিকট থেকে সাধারণ মানুষ দিক নির্দেশনা লাভ করে সঠিক জীবন ব্যবস্থা ফিরে পেত, সেই সূফীগণই সঠিক পথে ছিলেন না; বরং তাঁরা ছিলেন অন্যায়, ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উৎসস্থল। তারা নিজেরাই ভোগে মত্ত থাকতেন।[১১] সূফী এবং শায়খদের পথ নির্দেশনায় মানুষের জীবন সুন্দরভাবে গড়ে উঠে। কিন্তু তৎকালীন সূফী ও শায়খের স্পর্শে মানুষের জীবন ধ্বংস হতে লাগল। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ এই ধরনের ভণ্ড সূফী ও শায়খদের তীব্র সমালোচনা করেছেন।[১২] তিনি ভণ্ড শায়খ সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং সাধারণ

---

১০. প্রাগুক্ত, পৃ ২৯। 'মসনূন সালাম' এতই অজ্ঞাত ছিল যে, 'আলমগীরের ন্যায় শরী'অতধারী ফকীহ্ সম্রাটকে জনৈক ভিস্তি 'সালামুন 'আলায়কা' বলাতে ক্রোধান্বিত হয়ে তিনি তাঁকে পুলিশে সমর্পণ করেন। (স্যায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯)।

১১. মুজাদ্দিদে আল্‌ফে সানী (রহ.)-এর পৌত্র খাজা মা'সূমের সারহিন্দে অবস্থিত খানকাহে মণিমুক্তা খচিত সোনালী জরিবিশিষ্ট তাঁবু ঝুলানো থাকত। এই তাঁবুতে কারুকার্য সজ্জিত একটি কুরসিতে তিনি উপবিষ্ট হতেন। তাঁর চতুস্পার্শ্বে থাকত সোনালী ও রূপালী বর্ণের যষ্টি হস্তে কয়েকজন নকীব। সম্রাট, শাহজাদা এবং আমীরগণ তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাঁর নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা উপবিষ্ট হতেন না। (শায়খ মুহাম্মদ ইকরাম, *রওদে কাওসার,* পৃ ৪৯২-৪৯৩)

১২. শায়খ মুহাম্মদ ইকরাম, *রওদে কাওসার,* (লাহোর ঃ ফীরোয সন্স, ১৯৫৮), পৃ ৪৯৩। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ এক পত্রে মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেন ঃ সময়ের রং সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। ধর্মের প্রস্রবণ ময়লাযুক্ত হয়ে গেছে। যে পোষাক মুসলমানদেরকে প্রকাশ্যভাবে আকর্ষিত করছে; মূলত তা' ইসলামী নয়। ... তোমরা পাঁচ ধরনের মানুষ থেকে দূরে থাকবে ঃ

(এক) নির্লজ্জ সূফী, যারা কষ্ট লাঘবের জন্য প্রতারণা করে থাকে। নিজেদের রূপক কার্যসমূহ সমাধা করতে বিলম্ব করে না।

(দুই) ঝগড়াটে তার্কিক, যারা সংশয় ও সন্দেহের ফিত্না ছড়িয়ে থাকে। এরা সাধারণত আল্লাহ্ তা'আলার আজ্ঞাবহ হয় না।

(তিন) ঔদ্ধত্য ফকীহ্, যারা বিরল মতবাদ গ্রহণ করে আত্মতৃপ্ত থাকে। মহানবী (সা.) স্বয়ং উম্মতের জন্য যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা মেনে চলে না।

(চার) কট্টর বৈরাগী, যারা ধর্মীয় বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করে থাকে। তারা ধর্ম সম্বন্ধে নমনীয় ভাব গ্রহণ করে না।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষকে এর বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করে অসিয়্যত করেন, "এ যুগের মাশায়িখের হাতে হাত দেওয়া উচিত নয়। কখনও এ ভণ্ড মাশায়িখের মুরীদ হওয়া ঠিক নয়। কেননা এই শায়খগণ বিভিন্ন বিদ'আত ও রুসূম পালনে লিপ্ত রয়েছে, প্রসিদ্ধি, প্রতিপত্তি এবং মুরীদের আধিক্য দেখে কখনই প্রতারিত হওয়া উচিত নয়। এই ভণ্ড শায়খদের কারামত দেখে প্রবঞ্চনায় পড়া ঠিক নয়। বিভিন্ন রীতিনীতি ও রুসূম পালনের দ্বারা তাদের প্রতি সাধারণ মানুষের ঝোঁক সৃষ্টি হয়। সে সকল রীতিনীতি ও রুসূম পালন শরী'অত সম্মত নয়, এটা গ্রহণযোগ্য নয়। সাধারণ মানুষ জাদু, ভোজভাজি ও ইন্দ্রজাল ইত্যাদি বিষয়কে 'কারামত' বলে মনে করে থাকে। অন্তরের কথা বলে দিতে পারলে এবং ভবিষ্যতে কি ঘটবে, তা' বলে দিতে পারলে মানুষ এগুলোকে বড় কারামত হিসেবে মনে করে থাকে।"[১৩] নিঃসন্দেহে এই শায়খগণ কোন এক সময়ে বরকত ও ফয়যের উৎস ছিলেন; কিন্তু পরবর্তীতে এদের মধ্যে শত শত ফিত্না প্রবিষ্ট হয়ে ইসলামী জীবন পরিচালনায় বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে।[১৪]

রাজনৈতিক অবক্ষয়

রাজনৈতিক অবক্ষয় এবং মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার সূচনা সম্রাট 'আলমগীরের শাসনামলেই হয়েছিল। সম্রাট এগুলো ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি এ সঙ্কটগুলোর সুষ্ঠু সমাধানের চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু স্বার্থান্ধ আমীরদের জন্য তাঁর সকল পদক্ষেপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সম্রাট 'আলমগীরের পর পরিস্থিতির অবনতি ঘটে এবং তাঁর সময়ে যে সকল সঙ্কটের সূচনা হয়েছিল তা চরম আকার ধারণ করে। মুসলমানদের শক্তি ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং বিরোধী শক্তিসমূহের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছিল।[১৫]

১৬৬৯ খ্রীস্টাব্দে মথুরাবাসী জাঠগণ সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় থেকে হিন্দুরা বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করে আসছিল। সম্রাট 'আলমগীর মথুরায় সায়্যিদ 'আবদুন্ নবীকে ফৌজদার নিযুক্ত করেছিলেন। ১৬৬২ খ্রীস্টাব্দে 'আবদুন নবী শহরের মাঝে একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর মসজিদ নির্মাণ করেন। তদুপরি তিনি কেশর রায়ের মন্দিরের পাথরের বেষ্টনী

(পাঁচ) অবাধ্য ধনাঢ্য ব্যক্তি যারা কৃত্রিমভাবে অমুসলিমদের রীতি-নীতি অবলম্বন করে থাকে। তারা অমুসলিমদের সাথে চলাফেরা ও মেলামেশা করতে ভালোবাসে। (শায়খ মুহাম্মদ ইকরাম, *রওদে কাওসার*, পৃ ৫৪৬-৫৪৭)।

১৩. আবূ সালমান শাহ্জাহানপুরী , প্রাগুক্ত, পৃ ৪১৩।

১৪. সায়্যিদ মানাযির আহসান গীলানী, *তায্কিরা শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্*, (করাচী ঃ নফীস একাডেমী, ১৯৫৯), পৃ ১৪৬।

১৫. 'আমরুদ্দীন, *'আলীগড় তাহ্রীক*, ('আলীগড় ঃ 'আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০), পৃ ১১৬।

'দারা'র মাধ্যমে উঠিয়ে ফেলেন।[১৬] এতে মথুরার জাঠদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং গোকুল জাঠের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। তারা মথুরার ফৌজদারকে হত্যা করে সাদাবাদ পরগণা লুটপাট করে। সম্রাট আওরঙ্গযেবের রাজত্বের শেষ সময় পর্যন্ত চরামানের নেতৃত্বে জাঠগণ বিদ্রোহ করতে থাকে।[১৭]

ফররুখ সিয়ার (রা. ১৭১৩-১৭১৯)-এর আমলে কৌশলে সায়্যিদ ভ্রাতৃদ্বয় সায়্যিদ 'আবদুল্লাহ এবং সায়্যিদ হুসায়ন 'আলী রাজ্যের শাসক হন আর সম্রাট ছিলেন তাঁদের হাতের পুতুল। সম্রাটের দরবারে আমীরগণ ছিলেন বিভিন্ন দলে বিভক্ত – হিন্দুস্তানী (ভারতের জাঠ), ইরানী (পারস্য ও খুরাসান থেকে আগত) এবং তুরানী (মধ্য এশিয়া থেকে আগত)। বিভিন্ন দলের পরস্পর ষড়যন্ত্র ও বিবাদের ফলে সাম্রাজ্যের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। অপরদিকে মারাঠাগণ এ সময়ে রাজ্যে উৎপাত শুরু করে। সায়্যিদ ভ্রাতৃদ্বয় তাদেরকে দমন করতে না পেরে তাদের হাতে দাক্ষিণাত্যের মোগল সুবা থেকে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার ছেড়ে দেন। সম্রাট এতে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি সায়্যিদ ভ্রাতৃদ্বয়ের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রয়াস চালান। তাই সায়্যিদ ভ্রাতৃদ্বয় মারাঠাদের সাহায্যে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে হত্যা করেন।[১৮] সম্রাটের নিহত হওয়ার পর রাজত্বে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সাম্রাজ্যে জায়গীরদারী প্রথা চালু থাকায় আমীরগণ স্বেচ্ছায় স্বাধীন হতে থাকে।[১৯] নিযামুল মুল্‌ক্ ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। অযোধ্যার শাসনকর্তা সাদত খান, বাংলার নবাব আলীবর্দী খান ও রোহিলাখণ্ডের রোহিলাগণ স্বাধীন হতে থাকেন।[২০]

মারাঠাগণ মালব ও গুজরাটে প্রাধান্য বিস্তার করে। সম্রাট 'আলমগীরের যুগে সম্রাট স্বয়ং মারাঠাদের ফিতনাকে নির্মূল করেছিলেন বটে; কিন্তু তা ছিল সাময়িক। সম্রাটের মৃত্যুর পর যখন মারাঠাদের ফিতনা পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠে তখন যুগ যুগের চেষ্টার পরও তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় নি। এর

---

১৬. কে, আলী, *ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস* (১৭১২-১৮৫৭), (ঢাকা ঃ আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৮৯), পৃ ৪৪৫।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪৬। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ জাঠদের ধ্বংসলীলার উল্লেখ করে আহ্মদ শাহ্ আবদালীকে দেয়া একটি চিঠিতে বলেন, "বিয়ানা শহরটি ইসলামের প্রাচীনতম একটি শহর। দীর্ঘ সাতশত বছর থেকে 'উলামা ও মাশায়িখ এ শহরে বসবাস করে আসছেন, জাঠগণ শহরটিকে বলপূর্বকভাবে দখল করে নেয় এবং মুসলমানদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে দেয়।" (খলীক আহ্মদ নিযামী, *শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ কে সিয়াসী মাকতুবাত*, পৃ ১০২)

১৮. কে আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩২। চৌথ– মহারাষ্ট্রীয় নৃপতিগণ কর্তৃক প্রজা ও পরাজিত রাজাদের নিকট হতে কর হিসেবে জমির ফসলের এক চতুর্থাংশ বা তার মূল্য গ্রহণ।

১৯. সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, "হিন্দুস্তান মেঁ ইসলামী হুকূমত কে যাওয়াল কা সবব," *মাসিক আল্-ফুরকান*, শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ সংখ্যা, (বেরেলী ঃ মাকতাবা আল্-ফুরকান, ১৯৪১), পৃ ৩২২।

২০. কে আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান কারণ ছিল মোগল আমীরদের দুর্বলতা এবং সেনাবাহিনীর হীনবলতা। উপরন্তু সৈনিক সেনাপতিদের আরামপ্রিয়তা ও বিশ্বাসঘাতকতা মূলত দায়ী।[২১]

১৭১০ খ্রীস্টাব্দে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্‌র বয়স যখন আট বছর তখন রাজপূতের রাজাগণ আজমীরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ঘোষণা করে।[২২] অপরদিকে শিখগণও

---

২১. মুহাম্মদ সারওয়ার, "আঠারবী সদী কা হিন্দুস্তান," *মাসিক আর-রহীম,* (দিল্লী ঃ অক্টোবর, ১৯৬৩), পৃ ১৪।

মারাঠা ঃ মহারাষ্ট্রের অধিবাসীরা মারাঠা নামে পরিচিত। নাসিক, পুনা, সাতারা, সোলাপুর, আহ্‌মদ নগর ও কাঙ্কনের কিছু অংশ নিয়ে মহারাষ্ট্র গঠিত ছিল। মুসলমানদের শাসনামলে দাক্ষিণাত্যে মারাঠাগণ প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীতে চাকুরি গ্রহণ করে। মুসলিম রাজ্যসমূহের দুর্বলতার সুযোগে মারাঠাগণ সাম্রাজ্য দখলের চেষ্টা করে। এদের অন্যতম ছিল শিবাজী (১৬২৭-১৬৮০)। তিনি দাক্ষিণাত্যে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দেন। সম্রাট 'আলমগীরের মৃত্যুর পর সিংহাসন লাভের জন্য শাহ্‌যাদাগণ যখন পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত তখন মারাঠাগণ নিজেদের শক্তি দৃঢ় করার সুযোগ পায়। এই সময়ে 'শাহু' মহারাষ্ট্রের প্রভুত্ব গ্রহণ করেন। শাহু ১৭১৪ খ্রীস্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথকে পেশ্ওয়া নিয়োগ করেন। সম্রাট ফররুখ সিয়ারের আমলে মারাঠাগণ এত শক্তিশালী হয়ে পড়ে যে, বেরার, বিদর, হায়দারাবাদ, বিজাপুর, আওরঙ্গবাদ এবং খান্দেশ প্রদেশের উপর চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের সনদ লাভ করে। এভাবে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে মারাঠা শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭২০ খ্রীস্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম বাজীরাও পেশ্ওয়া পদ লাভ করেন। তখন মালব এবং গুজরাটের উপর তাঁর প্রভাব পড়ে। ১৭৩৪ খ্রীস্টাব্দে বন্দেলখণ্ড ও গোয়েলিয়ার হতে বাংলা পর্যন্ত সর্বত্রই তিনি স্বীয় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে মারাঠাগণ দিল্লীর মাসনাদ দখল করে। তাঁরা দিল্লীবাসীর উপর উৎপীড়ন করে ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে। ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে আহ্‌মদ শাহ্ আবদালী পানিপথের প্রসিদ্ধ রণক্ষেত্রে মারাঠা সৈন্যদের সম্মুখীন হন। ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দের ১৩ জানুয়ারী মারাঠা বাহিনী সমবেত মুসলিম শক্তির হাতে পরাজিত হয়। মারাঠাগণ পুনরায় শক্তি অর্জন করার সুযোগ লাভ করে এবং দিল্লীর লাল কেল্লার 'মুহাফিয' নির্বাচিত হয়। সম্রাট শাহ্ 'আলম মারাঠাদের কবল থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করেও সফল হতে পারে নি। ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে মারাঠাদের শক্তি জেনারেল লেক চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। (যহীর আহ্‌মদ সিদ্দীকী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬; W. Irvine, *Later Mughals.* Calcutta , M.C. Sarker & Sons, 1921, Vol. ii., p 163.)

২২. খফী খান, *মুনতাখাবুল লুবাব,* (কলিকাতা ঃ কলেজ প্রেস, ১৮৬৯), ২য় খণ্ড, পৃ ৫৬৪।

পেশোয়ারের অন্তর্গত জামরূদে ১৬৭৮ খ্রীস্টাব্দে রাজা যশোবন্ত সিংহ মৃত্যুবরণ করলে ইন্দ্রসিংহ রাঠোরকে সম্রাট 'আলমগীর যোধপুরের রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেন। যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর একপুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। যশোবন্ত সিংহের বিধবা স্ত্রী দিল্লী গমন করে পুত্র অজিত সিংহের উত্তরাধিকারী দাবি করেন। উদয়পুরের রাজাও অজিত সিংহের পক্ষে যোগ দেন। এভাবে প্রায় সমগ্র রাজপুতনায় মোগল বিরোধিতা বৃদ্ধি পায়। সম্রাট স্বয়ং রাজপুত বিদ্রোহ দমনার্থ আজমীরে আগমন করেন। যোধপুর ও উদয়পুর অধিকৃত হওয়ার পরও রাজপুতদের বিরোধিতা হ্রাস পেল না। রাজপুতের যুদ্ধ দীর্ঘসময় চলতে

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম শক্তিকে ধ্বংস করার প্রয়াস চালায়। তারা মুসলমানদেরকে হত্যা করে এবং তাদের ধন সম্পদ লুটতরাজ করে। ১৭১০ খ্রীস্টাব্দের ২২ মে সরহিন্দে অনবরত চারদিন শিখগণ লুটপাট করতে থাকে এবং অত্যাচার ও নির্যাতন চালাতে থাকে। তারা মসজিদসমূহকে ধ্বংস করে দেয় এবং মুসলমানদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেয়। তারা মহিলাদের সম্ভ্রম নষ্ট করে এবং মুসলমানদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে।[২৩]

থাকে। নিরুপায় হয়ে ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দে উদয়পুরের মহারাজা সন্ধি প্রস্তাব এবং জিয়্য়া স্বরূপ তাঁর রাজ্যের কিয়দংশ সম্রাট 'আলমগীরকে প্রদান করেন। রাজপুতদের একদল সম্রাটের সহযোগিতা করেন। অপরদিকে রাঠোরগণ সম্রাটের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর বিরোধিতা করতে থাকে। সম্রাট বাহাদুর শাহের সময়ে ১৭১০ খ্রীস্টাব্দে রাজপুতের রাজাগণ আজমীরে অনুষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। (Hafeez Malik, *Moslem Nationalism in India and Pakistan*, Washington : Public Affairs press, 1963, p 71)

২৩. আবু সালমান শাহ্জাহানপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫০।

শিখ আন্দোলন ঃ মূলত একটি ধর্মীয় আন্দোলন। এই ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন গুরুনানক (১৪৬৯-১৫৩৮)। তিনি ছিলেন একত্ববাদে বিশ্বাসী। গুরুনানকের পর গুরুগোবিন্দ সিংহ (১৬৭৬-১৭০৮) ছিলেন দশম এবং শেষ গুরু। তাঁরই প্রচেষ্টায় এই আন্দোলন রাজনৈতিক রূপ লাভ করে। গুরুগোবিন্দের পর বান্দা (মৃ. ১৭১৬) শিখদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনিই মুসলমানদের উপর বিভিন্ন প্রকারের অত্যাচার ও নির্যাতন চালাতে থাকেন। ১৭১০ খ্রীস্টাব্দের ২২ মে বান্দার নেতৃত্বে শিখগণ সরহিন্দের মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায়। সরহিন্দের শাসনকর্তা ওযীর খান তিন সহস্র সৈন্য নিয়ে শিখদের মুকাবিলা করে। মুসলমানগণ পরাজিত হয় এবং ওযীর খান শাহাদত বরণ করেন। সরহিন্দ শহরটি ছিল মূলত আমীর ও ব্যবসায়ীদের আবাসস্থল। এই শহরে সম্ভ্রান্ত ও ধনী মুসলমানগণই বাস করতেন। দু'দিনের সাধারণ যুদ্ধে শিখগণ সরহিন্দ জয় করে ফেলেন। যে সকল মুসলিম পালাতে পারেন নি তাঁদেরকে গ্রেফতার করা হয়। আর যাঁরা নিজেদের বেশভূষা পাল্টিয়ে হিন্দুদের আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাঁরা রক্ষা পেয়েছেন। শিখগণ যুদ্ধে জয়ী হয়ে মুসলমানদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করতে থাকে এবং তাদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন চালাতে থাকে। তারা মসজিদসমূহকে ধ্বংস করে দেয় এবং মুসলমানদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেয়। তারা মুসলিম মহিলাদের সম্ভ্রম নষ্ট করে এবং মুসলমানদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে। ওযীর খানের মৃত্যুর পর শিখগণ নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে তথায় গভর্নর নিযুক্ত করে। যে জনপদে সুযোগ পেয়েছে সেখানেই বান্দার অনুসারীরা আক্রমণ করতে থাকে। কোন মুসলমানকে হাতের নাগালে পেলেই তাকে হত্যা করত। তারা ছোট শিশুদেরকেও অব্যাহতি দেয় নি। এমনকি তারা গর্ভবতী মহিলাদের পেট চিরে বাচ্চা বের করে মেরে ফেলতেও দ্বিধাবোধ করত না। উচ্চৈঃস্বরে তারা মুসলমানদেরকে আযান পর্যন্ত দিতে দেয় নি। মসজিদসমূহকে দখল করে 'গ্রন্থ' পড়ত এবং মসজিদের নাম পরিবর্তন করে 'মস্তগড়' রাখত। সম্রাট মুহাম্মদ শাহের আমলে শিখগণ অধিক শক্তিশালী হয়ে পড়ে। ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে নাদির শাহ্

সপ্তদশ শতাব্দীতে আফগানিস্তানের কয়েকটি গোত্র নাদির শাহের অত্যাচারে নির্যাতিত হয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে আগমন করে বসবাস করতে আরম্ভ করে। যে গোত্রটি বেরেলীতে অবস্থান করত তারা রোহিলা নামে খ্যাতি লাভ করে এবং নজীবুদ্দওলা নামক জনৈক সাহসী যুবক ও নির্ভীক সৈন্য এই রোহিলাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে।[২৪]

একদিকে স্বদেশী শত্রুগণ মোগল সাম্রাজ্যের ভিতকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় এবং মুসলিম শক্তিকে বিনাশ করে দেয়। অপরদিকে বহিরাক্রমণ মোগল সাম্রাজ্যের চলচ্ছক্তিকে সমূলে বিধ্বস্ত করে দেয়। ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে পারস্য সম্রাট নাদিরশাহ্ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তিনি বিনাবাধায় গযনী, কাবুল ও লাহোর জয় করে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। মোগল সম্রাট মুহাম্মদ শাহ্ কর্ণাল নামক স্থানে গতিরোধ করেন। কর্ণালের যুদ্ধে মোগল সৈন্য পারসিকদের হাতে পরাজিত হয়। নাদির শাহ্ বিজয়ী বেশে দিল্লীতে প্রবেশ করেন। ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দের ১১ মার্চ নাদির শাহের মৃত্যুর একটি গুজব ছড়িয়ে পড়লে দিল্লীর অধিবাসীরা কয়েকশত পারসিক সৈন্যকে হত্যা করে। এতে নাদির শাহ ক্রোধান্ধ হয়ে তাঁর সেনাবাহিনীকে দিল্লী লুণ্ঠনের আদেশ দেন। এই আদেশের ফলে দিল্লীর গৃহসমূহ বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠিত হয়। বিশ সহস্রের অধিক নরনারী প্রাণ হারায়। প্রায় দশ হাজার নরনারী আত্মহত্যা করে।[২৫]

কর্তৃক দিল্লী আক্রান্ত হলে তারা নিজেদের শক্তি আরও বৃদ্ধি করার সুযোগ পায়। এমনকি তারা পাঞ্জাবকে তাদের দখলে নিয়ে নেয়। ১৭৮০-১৮০৯ পর্যন্ত সময়কালে রণজিত সিংহ চরম ক্ষমতার অধিকারী হন। শিখগণকে প্রতিহত করার কোন ক্ষমতা তখন মোগলদের ছিল না। (খাফী খান, *মুনতাখাবুল লুবাব*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬৪; যহীর আহমদ সিদ্দীকী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪; আবূ সালমান শাহ্জাহানপুরী, "শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ কে 'আহ্দ কে সিয়াসী হালাত," *মাসিক আর-রহীম*, (দিল্লী ঃ আগস্ট , ১৯৯৬), পৃ ১৫০।

২৪. আবূ সালমান শাহ্জাহানপুরী, "শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ কে 'আহাদ কে সিয়াসী হালাত," প্রাগুক্ত, পৃ ১৮১।

১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে আহ্মদ শাহ্ আবদালী দ্বিতীয় 'আলমগীরের পুত্র শাহ্যাদা 'আলী গাওহরকে দ্বিতীয় শাহ্ 'আলম উপাধিতে সিংহাসনে উপবিষ্ট করান এবং সাথে সাথে নজীবুদ্দওলা রোহিলাকে 'আমীরুল উমারা' নিযুক্ত করেন। এই সময়ে হাফিয রহমত খান বেরেলীতে, নজীবুদ্দওলা নজীবাবাদে এ ছাড়া রামপুর, টুঙ্ক এবং ভূপাল প্রভৃতি স্থানে তাদের রাজত্ব স্থাপিত হয়। (মওলানা মানাযির আহ্সান গীলানী, *তাযকিরা শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৩; আবূ সালমান শাহ্জাহানপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮১)।

২৫. আবূ সালমান শাহ্জাহানপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮০।

নাদির শাহ্ ইরানে প্রত্যাবর্তন করার সময়ে অন্যূন সত্তর কোটি টাকা এবং সম্রাট শাহ্জাহানের ভূবন বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন ও কোহিনূর হিরা সঙ্গে নিয়ে যান। নাদিরশাহের এই আক্রমণে মুসলমানগণ অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ আহ্মদ শাহ্ আবদালীকে একটি পত্রে বলেন, "নাদির শাহ্ মুসলমানদের শক্তিকে ধ্বংস করে মারাঠা ও জাঠদের শক্তি বৃদ্ধি করে দেয়। ফলে দিল্লীর সালতানাত শিশুদের খেলনায়

Dhaka University Institutional Repository

নাদির শাহের আক্রমণের পর আহ্‌মদ শাহ্ আবদালী ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে নয় বার আক্রমণ চালান। কখনও তিনি আক্রমণ করেছেন নিজ উদ্যোগে। আবার কখনও তিনি আক্রমণ চালিয়েছেন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আমন্ত্রণে। প্রতিটি আক্রমণে তিনি ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ চালিয়েছেন।[২৬] শাহ্ সাহেবের আমন্ত্রণে আহ্‌মদ শাহ্ আবদালী ভারতে আগমন করে পানিপথ প্রান্তরে মারাঠাদের উপর আক্রমণ চালান। আড়াই মাস যুদ্ধের পর আবদালী বিজয় লাভ করেন এবং মারাঠাগণ পরাজিত হয়।[২৭] মারাঠাদের এই পরাজয়ের ফলে ভারতবর্ষে শক্তিশালী ইসলামী হুকূমত স্থাপিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হুকূমত প্রতিষ্ঠা করার জন্য নেতৃত্ব দেওয়ার মত কোন যোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিল না বিধায় ইসলামী হুকূমত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। পক্ষান্তরে মোগলদের দ্বারা শক্তিশালী ইসলামী হুকূমত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল; কিন্তু তাঁদের মোটেই শক্তি ছিল না। যদি মোগলদের সামান্যতম শক্তিও থাকতো তবে পানিপথের যুদ্ধোত্তর সময়ে নেতৃত্ব দিয়ে কয়েক শতাব্দীর জন্য ক্ষমতা স্থায়ী করতে পারত। মারাঠাদের ন্যায় শক্তিশালী জাতি ভারত থেকে বিলুপ্ত হওয়ায় পলাশী যুদ্ধে বিজয়ী ইংরেজদের রাজত্ব স্থাপিত হওয়ার পথ সুগম হয়।

ইংরেজদের রাজত্ব

মোগল সম্রাটদের বিভিন্ন দুর্বলতা থেকে মারাঠা, জাঠ ও শিখগণ বিভিন্নভাবে ক্ষমতা দখলের প্রয়াস চালায়। এই সময়ে ইংরেজগণ সূক্ষ্ম রাজনীতির ধারাবাহিকতা চালু রাখে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট থেকে ইংরেজগণ বাণিজ্য বিষয়ে বেশ কিছু সুবিধা আদায় করে। সম্রাট ফররুখ সিয়ার কর্তৃক ১৭১৪ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজগণ বাংলায় বিনা শুল্কে ব্যবসা করার সুযোগ লাভ করে। এতে ইংরেজদের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তারা দেশের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করে। পরবর্তী সুযোগে ইংরেজ বেনিয়াগণ ১৭৫৭

পরিণত হয়। অভ্যন্তরীণ শত্রুগণ শক্তি বৃদ্ধি করার প্রয়াস পায়।" (আবূ সালমান শাহ্জাহানপুরী, "শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ কে 'আহদ কে সিয়াসী হালাত", প্রাগুক্ত, পৃ ১৮১)।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৩।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৫। তৎকালীন পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ আহ্‌মদ শাহ্ আবদালীকে আক্রমণ করার আহ্বান জানান। আবদালীর নামে লিখিত একটি পত্রে ভারতবর্ষের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে শাহ্ সাহেব বলেন, "আপনার ভারত আক্রমণ করা, মারাঠাদের আধিপত্য বিলুপ্ত করা, দুর্বল মুসলমানদেরকে অমুসলিমদের থাবা থেকে রক্ষা করা আমি আপনার জন্য ফরযে 'আইন মনে করি।" সর্বসাধারণ যেন নিপীড়িত না হয় তৎপ্রতিও শাহ্ সাহেব আবদালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আবদালীকে একটি পত্রে বলেন, নাদির শাহের ন্যায় কোন অত্যাচারের পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ভারত আক্রমণ তথা ইসলামী শক্তি পুনরুদ্ধারের নিয়্যত করা আপনার উচিত বলে আমি মনে করি। (খলীক আহ্‌মদ নিযামী, *শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ কে সিয়াসী মাকতূবাত*, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৫-১২৪।)

Dhaka University Institutional Repository
খ্রীস্টাব্দে পলাশীর রণক্ষেত্রে বাংলার নবাব সিরাজুদ্দওলাকে পরাজিত করে বাংলার উপর আধিপত্য বিস্তার করে।[২৮] এরপর মহীশূরের সুলতান টিপু (রা. ১৭৮২-১৭৯৯) বুঝতে পারলেন যে, ইংরেজ জাতি সারা ভারতবর্ষের উপর রাজত্ব কায়েম করতে চায়। তাই তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দেন। কিন্তু স্বজাতীয় লোকদের বিশ্বাসঘাতকতায় সফলকাম হতে পারেন নি। অতঃপর তিনি শ্রীরঙ্গপত্তন প্রান্তরে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে ৪ মে ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে শাহাদত বরণ করেন।[২৯] এই জয়লাভের ফলে ইংরেজগণ আরো এক ধাপ এগিয়ে যায়। ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে যখন সম্রাট শাহ্ 'আলম দিল্লীর মাসনাদে উপবিষ্ট ছিলেন তখন ইংরেজ সেনাপতি লর্ডলেক বিজয়ীবেশে দিল্লীতে প্রবেশ করেন। এই সময়ে সম্রাট ইংরেজদের বৃত্তিভোগী হন।[৩০]

মোগল সম্রাট যে সময় থেকে ইংরেজদের বৃত্তিভোগী হন তখন থেকে তাঁরা মোগলদের সঙ্গে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য এবং অবজ্ঞার আচরণ করতে থাকে। কর্নেল স্মীথ সম্রাট শাহ্ 'আলমের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে।[৩১] সম্রাটদের সম্মান করা মূলত সম্রাটদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার পরিচায়ক। সম্রাটদের ক্ষমতা লোপ পাবার লক্ষ্যে তারা তাদের সাথে অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করত।[৩২] ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে শেষ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুরশাহ্ যাফর যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তারা তাঁর সাথে লাঞ্ছনা ও অবজ্ঞার আচরণ অধিক পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়। মস্তকাবনত হয়ে সম্রাটকে সালাম করা এবং সম্রাটের বিশেষ আজ্ঞাবহ হওয়া সম্পূর্ণ অবৈধ বলে বিধি জারি করা হয়। সাথে সাথে ঘোষণা করে দেয়া হয় যে, বাহাদুর শাহের পরে মোগল পরিবারকে লাল কেল্লা থেকে বের করে দেয়া হবে এবং তারপর থেকে সম্রাট উপাধির বিলুপ্তি ঘটবে।[৩৩]

আমরা এতক্ষণ উপমহাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। যিনি সর্বপ্রথম এই উপমহাদেশের সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং দিল্লীর রাজতখ্তের বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধের চিন্তা করেন, তিনি হলেন শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহ্লবী (রহ.)। আমরা তাঁর বৈপ্লবিক কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোচনা করব যা 'ওয়ালিউল্লাহী আন্দোলন' নামে অভিহিত।

---

২৮. মুহাম্মদ ইসহাক, *বাংলাদেশ ও ভারতের ইতিহাস*, (ঢাকা ঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৬৩), পৃ ২৪১।

২৯. সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদবী, *হিন্দুস্তানী মুসলমান*, (লক্ষ্ণৌ ঃ নুদওয়াতুল 'উলামা, ১৯৭৪), পৃ ১৩৮।

৩০. মুহাম্মদ আশরাফ, *হিন্দুস্তানী মুসলিম সিয়াসত পর এক নযর*, (দিল্লী ঃ আশরাফ বুক ডিপো, ১৯৬৩), পৃ ১৩; PE. Roberts, *History of British India*, (London : Oxford University Press, 1952), p 257.

৩১. যাফর হাসান, *তাযকিরা-এ 'আলম*, (বিজনৌর ঃ মাকতাবা ইমদাদিয়া, ১৯৬৫), পৃ ২৪৬।

৩২. খাজা হাসান নিযামী, *দেহলী কী জানকনী*, (দিল্লী ঃ খাজা কিতাব ঘর, ১৯৬৪), পৃ ১৭।

৩৩. খুরশেদ মুস্তফা রিয্ভী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ালিউল্লাহী আন্দোলন

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ছিলেন ভারতীয় মুসলমানদের ত্রাণকর্তা। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই সাম্রাজ্যের জাঁকজমক ও শক্তি নিঃশেষ হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিল। এই সময়েই শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ (রহ.)-এর আবির্ভাব হয়। তিনি ধর্মকে বিকৃত হওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন।[৩৪] শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হন তখন মোগল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের সম্ভ্রম ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছিল। সম্রাট 'আলমগীরের মৃত্যুর পর সম্ভাব্য সকল উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং সাম্রাজ্যের পতন ও অবনতি দ্রুত এগিয়ে আসে। এ সময়ে এই উপমহাদেশে নৈতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবক্ষয়ের পরাকাষ্ঠা ছিল। বিভিন্ন আন্দোলন ও আক্রমণে দেশ অবনতির চরম শিখরে পৌঁছে গিয়েছিল। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ নৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক অবক্ষয় এবং দিল্লীর রাজশক্তির বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা রোধকল্পে একটি বৈপ্লবিক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এটাই ছিল ওয়ালিউল্লাহী আন্দোলন।[৩৫]

সম্রাটের অমিতব্যয়িতা, সুবাদারদের স্বাধীনতা ঘোষণা, আয়ের উৎস সীমাবদ্ধ হয়ে যাওয়া, নাদির শাহ্ এবং আহ্মদ শাহ্ আবদালীর আক্রমণ, শিখ ও মারাঠাদের উত্থানে উপমহাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। এর প্রতিক্রিয়া সকলের উপর কম বেশী পড়ে। এমন কি সেনাবাহিনীর উপরও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রভাব পড়ে। এর ফলে বিশ্বাসঘাতকতা, রাজদ্রোহিতা, অসততা, ঘুষ ও উৎকোচ গ্রহণ ইতাদি সেনাবাহিনীতে ঢুকে পড়ে। শাহ্ সাহেব এই অবস্থাসমূহ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে এর কারণসমূহ বিশ্লেষণ করেন ঃ

(ক) সরকারী সম্পত্তি সীমাবদ্ধ থাকা

(খ) কোষাগারে ধনসম্পদ হ্রাস পাওয়া

(গ) জায়গীরদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া

(ঘ) ইজারাদারীর বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া

(ঙ) সেনাবাহিনীর বেতন ও সুযোগ সুবিধা যথাসময়ে না পাওয়া।[৩৬]

---

৩৪. সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদ্‌বী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭।

৩৫. মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫।

৩৬. খলীক আহ্মদ নিযামী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত কারণগুলি থেকে শাহ্ সাহেবের সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। শাহ্ সাহেব যেহেতু মুসলমানদের রাজনৈতিক পতনের দৃশ্যসমূহ স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং এর কারণ সম্পর্কে দীর্ঘদিন যাবত পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তাই সঠিক রোগ নির্ণয় করে তিনি তৎকালীন সম্রাটকে কতিপয় বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখার উপদেশ দেন।

(ক) অধীনস্থ আমীরগণকে বিক্ষিপ্ত রাখতে হবে

(খ) আমীরদের ক্ষমতা দুর্বল করে রাখতে হবে

(গ) আমীরদেরকে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুগত রাখতে হবে

(ঘ) কেন্দ্রীয় হুকূমতের প্রভাবে আমীরদেরকে সদা সতর্ক রাখতে হবে

(ঙ) আমীরগণ যেন অসৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে না পারে তার প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে

(চ) যদি আমীরদের অবাধ্য হওয়ার অথবা বিদ্রোহ করার আশংকা দেখা দেয় তখন তাদের উপর কর আরোপ করতে হবে যেন তারা বিদ্রোহ করতে সক্ষম না হয়। অথবা সময়োপযোগী উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।[৩৭]

মোগলদের পতনোন্মুখ সাম্রাজ্য ও ক্রমাগত অধঃপতিত শক্তির চিত্র ছিল শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র সম্মুখে। বিশ্বের দৃষ্টিতে এ পতন একটি জাতি বা পরিবারের পতন ছিল না, এটা ছিল মুসলিম শক্তি ও ইসলামের পতন। এ কারণেই তিনি মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা কামনা করেছিলেন। তবে রাজত্ব ও ক্ষমতা মোগল পরিবারেই সীমাবদ্ধ থাকবে, এটা তিনি কামনা করেন নি। শাহ্ সাহেব এই পতনোন্মুখ ইমারতের সংস্কারে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র সংস্কার উদ্যোগ শুধু বক্তৃতা ও লিখনীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতবর্ষে ইসলামী হুকূমত কায়েম করাই ছিল তাঁর অদম্য প্রচেষ্টা।[৩৮] কোন এক সময়ে শাহ্ সাহেব বলেছিলেন, "যদি পরিস্থিতি ও উপকরণের সুবিধা থাকত তাহলে আমি যুদ্ধ করে হলেও মুসলিম সমাজে সংস্কার সাধন করতাম।"[৩৯]

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র ধর্মীয় ও 'ইল্মী সংস্কারের পর্যবেক্ষণ আমাদের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। আমরা শুধু তাঁর রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রের উপর দৃষ্টি নিবন্ধের প্রয়াস পেয়েছি যার মাধ্যমে পরবর্তীকালে এই রাজনৈতিক আন্দোলন উপমহাদেশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। শায়খুলহিন্দ মওলানা মাহ্মূদ হাসান ছিলেন এই ওয়ালিউল্লাহী আন্দোলনের একজন বীর সেনাপতি। তাই এ আন্দোলন সম্পর্কে সম্যক

---

৩৭. শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা,* (করাচী ঃ আসাহ্হুল মাতাবি', ১৯৬৪), পৃ ৯৭।

৩৮. সা'ঈদ আহ্মদ, *মুসলমানূঁকা 'উরূজ ও যাওয়াল,* (বদায়ূন ঃ নিযামী প্রেস, ১৯৬৫), পৃ ৩৪০।

৩৯. শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্, *তাফহীমাত,* (লাহোর ঃ কওমী কুতুবখানা, ১৯৬৪), ১ম খণ্ড, পৃ ১০১।

অবগতি না থাকলে শায়খুলহিন্দের রাজনৈতিক আন্দোলন বোধগম্য হওয়া দুরূহ। অবক্ষয় ও পতনের ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের পর শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ৫ মে ১৭৩১ খ্রীস্টাব্দে সমাজ সংশোধন ও পুনর্গঠনের লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভর করে নিজ দায়িত্বে এক বৈপ্লবিক আন্দোলন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৪০] এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, "আমাকে বলা হচ্ছে যে, আমি এই সত্যের ঘোষণা করে দেই যে, বর্তমান কালটি আমার কার্যকাল, বর্তমান যুগটি আমার কর্মযুগ। ঐ সমস্ত লোকের জন্য আমার পরিতাপ যারা আমার পতাকাতলে আসতে পারে নি।"[৪১] শাহ্ সাহেবের আন্দোলন ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ। ভারতের সকল স্তরের মানুষ যেন শান্তি ও নিরাপদে বসবাস করতে পারে, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা যেন সংশোধিত হয়ে যায় এবং ধ্বংস প্রাপ্ত অর্থনীতি যেন ঠিক হয়ে যায় তা তিনি কামনা করেন।[৪২] শাহ্ সাহেব সর্বশ্রেণীর মানুষের সংস্কার ও সংহতি এবং তাদের পেশাগত উন্নতির দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখেন।[৪৩]

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র শিক্ষা ছিল মূলত ধর্ম, সংস্কার ও নৈতিকতার শিক্ষা এবং তাঁর লক্ষ্য ছিল সামাজিক ও ন্যায় ভিত্তিক ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা। তিনিই সর্বপ্রথম মুসলিম চিন্তাবিদ যাঁর চিন্তাধারা সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক দিকটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল। তাঁর মতে– মানুষের নৈতিক চরিত্র ও আর্থিক সচ্ছলতা সরাসরিভাবে জড়িত। অর্থনৈতিক অবনতির ফলেই আত্মিক ও নৈতিক অবনতি ঘটে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মধ্যযুগ শেষ হয়ে গেছে। তাই তিনি শক্তি প্রয়োগের উপর ভরসা না করে কলম ধরেছিলেন সমাজ মানসকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে। তাঁর আন্দোলন ছিল একাধারে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক।[৪৪]

ওয়ালিউল্লাহী আন্দোলনের ভূমিকা স্বরূপ মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী "শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ আওর উনকী সিয়াসী তাহ্রীক" গ্রন্থের উপক্রমণিকায় শাহ্ সাহেব থেকে শায়খুলহিন্দ পর্যন্ত ঘটনাবলীর আভাস দিয়েছেন। এটাই হল ওয়ালিউল্লাহী আন্দোলনের ইতিহাসের ভূমিকা।[৪৫]

---

৪০. সা'ঈদ আহ্মদ, "ইনকিলাবী ইয়া মুজাদ্দিদঃ," *আল্-ফুরকান,* (বেরেলী ঃ ১৩৫৯ হি. শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ সংখ্যা), পৃ ৩৩৩।

৪১. খলীক আহ্মদ নিযামী, প্রাগুক্ত, পৃ ২১।

৪২. সায়্যিদ আবুন্ নযর, "শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ আওর উনকে বা'আদ ইসলামী খুসূসিয়্যত," *আল্-ফুরকান,* (বেরেলী ঃ ১৩৫৯, শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ সংখ্যা), পৃ ৩৫৮।

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫৮।

৪৪. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, *স্যার সৈয়দ আহ্মদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা,* (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮২), পৃ ৩১।

৪৫. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, প্রাগুক্ত, পৃ ১১-১৩।

Dhaka University Institutional Repository

৫ মে ১৭৩১ খ্রীস্টাব্দে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দিল্লীর রাজতখ্তের বিপর্যয় এবং বিশৃঙ্খলা রোধকল্পে একটি বৈপ্লবিক কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। তিনি নিজেই এই আন্দোলনের রূপরেখা ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেন এবং কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠন করেন। এর শাখা উপমহাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেন। এরূপে শাহ্ সাহেব কর্তৃক একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এ সংগঠনকে একটি অস্থায়ী সরকারের রূপ দিয়েছিলেন। কিন্তু ৬ মে ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে বালাকোট প্রান্তরে এর সমাপ্তি ঘটে। ১৭৩১ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এক শতাব্দীকালে এই আন্দোলনের অগ্রভাবে তিনজন জাতীয় নেতার আবির্ভাব ঘটে এবং একটি জাতীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। নেতৃবৃন্দের নাম ঃ

(ক) ইমাম শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ (১৭৩১-১৭৬২ খ্রী.)

(খ) ইমাম শাহ্ 'আবদুল 'আযীয (১৭৬২-১৮২৪ খ্রী.)

(গ) ইমাম শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাক (১৮২৪-১৮৪৬ খ্রী.)

অস্থায়ী সরকারের আমীর ছিলেন সায়্যিদ আহ্মদ শহীদ বেরেলবী (১৮২৪-১৮৪৬ খ্রী.)।

আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করেন শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাক। ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীতে অবস্থান করার পর তিনি মক্কায় হিজরত করেন। তথায় অবস্থান করে ১৮৪৬ খ্রী. পর্যন্ত নেতৃত্ব দেন কিন্তু উপমহাদেশে তাঁর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন মওলানা মামলূক 'আলী নানূতবী (মৃ. ১২৬৭ হি.)। মওলানা মামলূক 'আলী নানূতবীর পর আমীর হাজী ইমদাদুল্লাহ ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বার বছর দিল্লীতে অবস্থান করে এ আন্দোলন পরিচালনা করেন। এরপর তিনি হিজরত করে মক্কায় চলে যান। কিন্তু উপমহাদেশে তাঁর প্রতিনিধি ছিলেন মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী। ১৮৭৯ খ্রী. পর্যন্ত তিনি আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। এরপর ১৯০৫ খ্রী. পর্যন্ত এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন মওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গূহী। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে মওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গূহীর ইন্তিকালের পর থেকে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শায়খুলহিন্দ মওলানা মাহ্মূদ হাসান এ আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেন। এখানেই আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হয়। এরপর শায়খুল ইসলাম মওলানা হুসায়ন আহ্মদ মদনী (১৮৭৯-১৯৫৭) এ আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ের সূচনা করেন।

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ১৭৬২ খ্রীস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত যতগুলো ইসলামী আন্দোলন হয়েছে, রাজনৈতিক আন্দোলন হোক বা অরাজনৈতিক হোক এ

সবগুলোর ভিত্তি হলো ওয়ালিউল্লাহী আন্দোলনের মূলনীতি। তাঁর ইন্‌তিকালের পর পুত্রের[৪৬] মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র শাহ্ 'আবদুল 'আযীয ওয়ালিউল্লাহী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র সতের বছর। এ সময়ে তিনি প্রচলিত পাঠ্যক্রম সমাপন করেন।[৪৭]

শাহ্ 'আবদুল 'আযীযের শিক্ষা দান ও অধ্যাপনা এত প্রশস্ততা লাভ করে যে, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের সকল 'আলিমই তাঁর সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। আর হাদীসের সূত্রপরম্পরা তাঁরই মাধ্যমে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহ্‌লবী পর্যন্ত পৌঁছে।[৪৮]

---

৪৬. শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্‌র বংশানুক্রমিক সূচী নিম্নোক্ত চিত্র থেকে বুঝা যাবে ঃ

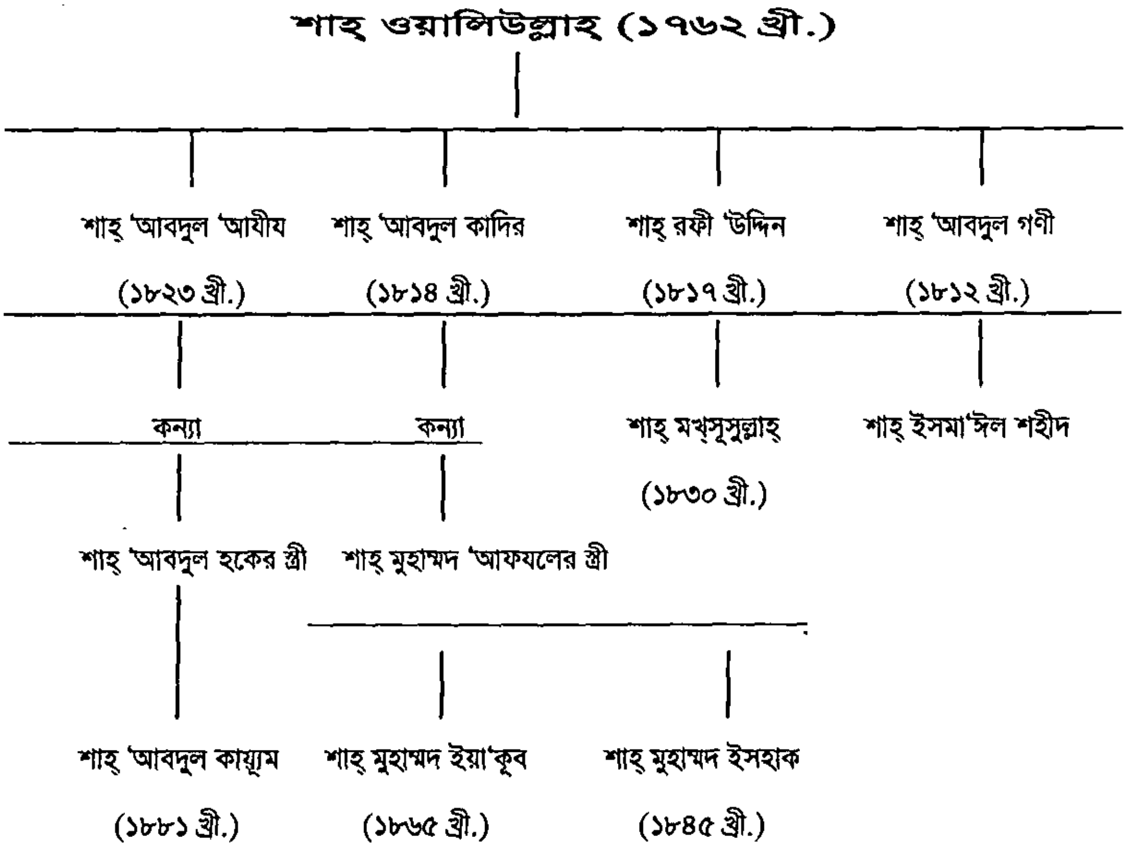

৪৭. মুহাম্মদ রহীম বখ্‌শ্, *হায়াতে ওয়ালী*, (দিল্লী ঃ খাজা আওলাদ কিতাব ঘর, ১৯৬৪), পৃ ৫৯৩।

৪৮. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *'উলামায়ে হিন্দ কা শান্দার মাযী*, (দিল্লী ঃ আল্-জম্'ইয়ত বুক ডিপো, ১৯৫৭), ২য় খণ্ড, পৃ ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ 'আবদুল 'আযীযের আন্দোলন

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র যুগে দিল্লীতে মুসলিম রাজত্বের কিছুটা প্রাণ অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু শাহ্ 'আবদুল 'আযীযের আমলে মুসলিম সম্রাটদের প্রাণশক্তি বলতে তেমন কিছুই ছিল না। ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে যখন সম্রাট শাহ্ 'আলম দিল্লীর মাসনাদে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন ইংরেজ সেনাপতি লর্ডলেক বিজয়ী বেশে দিল্লীতে প্রবেশ করেন। এই সময়ে দিল্লীর মাসনাদে উপবিষ্ট শাহ্ 'আলম ইংরেজদের বৃত্তিভোগী হন। তখন ইংরজগণ ঘোষণা দিয়েছিলেন, "এখন থেকে মোগল সম্রাটের রাজত্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃত্ব চলতে থাকবে।"[৪৯] ক্রমে দিল্লী থেকে বাংলা পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ ইংরেজদের অধিকারে চলে যায়। এমনিভাবে দাক্ষিণাত্য মারাঠাদের এবং পাঞ্জাব শিখদের অধিকারে চলে আসে।[৫০]

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ যে আন্দোলনের বীজ বপন করেছিলেন, তাঁর উত্তরসূরী শাহ্ 'আব্দুল 'আযীযের হাতে বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়। তাঁর আমল ছিল ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আর্থিক শোষণ আর রাজ্য বিস্তারের যুগ। পিতার ন্যায় তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী হুকূমত কায়েম করা। দীর্ঘ ষাট বছর ধরে তিনি এ প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তাঁর সময়ে ইংরেজ শাসনের প্রতি খোলাখুলি বিদ্রোহ করা মোটেও সম্ভব ছিল না। তাই তিনিও আন্দোলনকে পিতার ন্যায় সংস্কারমূলক ধর্মীয় আন্দোলন রূপে পরিচালনা করেন। তাঁর এ আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মুসলমানদেরকে জাগ্রত ও ঐক্যবদ্ধ করা।[৫১]

শাহ্ 'আবদুল 'আযীয ও তাঁর জামাতা মওলানা 'আবদুল হাই (মৃ. ১৮২৮ খ্রী.) উনিশ শতকের প্রথম ভাগে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে ইংরেজ অধিকারভুক্ত এলাকাকে 'দারুল হরব্'[৫২] বলে ফত্ওয়া দেন।[৫৩] এভাবে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর প্রজ্ঞার

---

৪৯. এ. এম. এম. আবদুল জলীল, *দেওবন্দ আন্দোলন একটি জেহাদ*, (ঢাকাঃ ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৮৩), পৃ ৬৭।

৫০. মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১।

৫১. মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১-৩২।

৫২. Dar al-Harb is that Which is not under Muslim rule, but which, actually or potentially, is a seat of war for Muslims until by conquest it is turned into Dar al - Islam. (*Shorter Encyclopaedia of Islam*, E.J. Brill, Lieden, 1953, p 68)

৫৩. শাহ্ 'আবদুল 'আযীয, ফাতাওয়া-এ 'আযীযী, (দিল্লী ঃ মুজতবায়ী প্রেস, ১৩১১ হি.), ১ম খণ্ড, পৃ ১৬-১৭। এ ফত্ওয়াদ্বয়-. W. W. Hunter (1840-1900), *The Indian Musalmans* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তা' উদ্ধৃত করা গেল ঃ

Shah 'Abul 'Aziz declared, "When Infidels get hold of a Muhammadan country it becomes impossible for the Musalmans of the country, and of the people of the

সবচেয়ে বড় পরিচয় ছিল এই যে, তিনি এক দিকে ভারতকে 'দারুল হরব্' ঘোষণা করেন এবং অপর দিকে ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে মত দেন।[৫৪]

যে বিপ্লব শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং আমীরদের মাধ্যমে চালাতে প্রয়াস পেয়েছিলেন তা' শাহ্ 'আবদুল 'আযীয সর্বসাধারণের মাধ্যমে পরিচালনা করার প্রয়াস পান।[৫৫] শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ এবং 'আবদুল 'আযীযের কর্মপদ্ধতি চয়নে পার্থক্য ছিল যে, শাহ্ সাহেব বিশিষ্ট ও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে আন্দোলন পরিচালনা করেছেন এবং শাহ্ 'আবদুল 'আযীয তা' করেন জনসাধারণের মাধ্যমে।[৫৬]

---

neighbouring destriots to drive them away, or to retain reasonable hope of ever doing so; and the power of the Infidels increases to such an extent that they can abolish or retain the ordinances of Islam according to their pleasare; and no one is strong anough to seize on the revenues of the country without the permission of the Infidels; and the (Musalman) inhabitants do no longer live so secure as before; such a country is politically a country of the enemy (Dar-al-harb)."

Moulvi 'Abdul Hai, who belongs to the generation after 'Abdul 'Aziz, distinctly ruled, "The Empire of the Christians from Calcutta to Delhi and other countries adjacent to Hindustan proper (i.e. the North West Provinces), are all the country of the Enemy (Dar al-Harb), for idolatry (kufr and shirk) is every where current and no recourse is made to our Holy law. Whenever such circumstances exist in a country, the country is a Dar al-Harb. It is too long here to specify all conditions, but the opinions of all lawyers agree in this, that calcutta and its dependencies are Dar al-Harb the country of the enemy. (W.W. Hunter, *The Indian Musalmans*, Culcutta : The comrade publishers, 1945, P 126-127).

৫৪. স্যার সায়্যিদ আহ্মদ খান, *আস্‌বাবে বাগাওয়াতে হিন্দ,* (করাচী ঃ উর্দু একাডেমী সিন্ধ, ১৯৫৭), পৃ ৪৩।

৫৫. মুফতী 'আযীযুর রহ্মান, *তাযকিরা শায়খুল হিন্দ,* (বিজনৌর ঃ মদনী দারুত্ তালীফ, ১৯৬৫), পৃ ২৫।

৫৬. মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, প্রাগুক্ত, পৃ ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ 'আবদুল 'আযীয এবং তাঁর কেন্দ্রীয় পরিষদের সভ্য ও সহচরবৃন্দের শিক্ষায়, প্রচারে, চিন্তাধারায় এবং কর্ম প্রচেষ্টায় আন্দোলন যখন জাতির কাছে বেশ পরিচিত হয়ে উঠল, তখন থেকে শাহ্ 'আবদুল 'আযীয এমন একজন যুবকের কথা ভাবলেন, স্বাভাবিকভাবে যার সৈন্য প্রবৃত্তির প্রবণতা রয়েছে এবং ওয়ালিউল্লাহী আন্দোলনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে তিনি রায়বেরেলীর সায়্যিদ আহ্মদকে এই আন্দোলনের জন্য সুযোগ্য সৈনিক হিসেবে নির্বাচিত করেন।[৫৭]

সায়্যিদ আহ্মদ বেরেলবীর আন্দোলন

সায়্যিদ আহ্মদ শহীদ (১৭৮৬-১৮৩১) শাহ্ 'আবদুল 'আযীযের সান্নিধ্য লাভ এবং তাঁর হাতে বয়'আত হওয়ার পর তিনি ওয়ালিউল্লাহী আন্দোলনকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার প্রেরণা লাভ করেন। সায়্যিদ আহ্মদ শহীদের কর্মজীবনের সূত্রপাত হয় একজন সাধারণ সৈনিকবেশে। এর কয়েক বছর পর তিনি দিল্লীতে আগমন করে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে হিদায়ত ও দীক্ষা দান আরম্ভ করেন।[৫৮] এখানেই মওলানা 'আবদুল হাই (মৃ. ১৮২৮) এবং শাহ্ ইসমা'ঈল শহীদ [৫৯] তাঁর হাতে বয়'আত হন। সায়্যিদ আহ্মদ শহীদের নিকট থেকে সাধারণ মুসলমানগণ বিশেষভাবে উপকৃত হতে থাকে। আন্দোলন পরিচালনার সাথে সাথে তিনি সামাজিক সংশোধন, ইসলাম প্রচার, হিদায়ত ও দীক্ষাদান অব্যাহত রাখেন। একদিকে তিনি নামে মাত্র মুসলমানদেরকে খাঁটি মুসলমানে রূপায়িত করেন। অপরদিকে তাঁর আন্দোলনে অসংখ্য অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেন। বাস্তবিকপক্ষে শাহ্ 'আবদুল 'আযীয ও শাহ্ 'আবদুল হাইয়ের ফত্ওয়ার মাধ্যমে জিহাদের সূচনা হয়। আর এ ফত্ওয়াদ্বয় ভারতের একপ্রান্ত থেকে

---

৫৭. মওলানা আবুল হাসান 'আলী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫১; শায়খ মুহাম্মদ ইকরাম, *মওজে কাওসার,* (লাহোর ঃ ফীরোয সন্স, ১৯৫৮), পৃ ১০।

৫৮. সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ ২০।

৫৯. শাহ্ ইসমা'ঈল শহীদ (১৭৭৮-১৮৩১) ছিলেন প্রখ্যাত তাফসীরবিদ, হাদীসবিদ, ভারতে ইসলামী সংস্কার আন্দোলন ও বালাকোট জিহাদের অন্যতম নেতা। মক্কায় হজ্জ করার পর দেশে ফিরে (১৮২৪) তিনি পীরপূজা, দরগাহে মান্নত প্রভৃতি প্রচলিত শির্ক্ বিদ'আত দূরীকরণ এবং বিধবা বিবাহ প্রচলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ভারত থেকে ইংরেজ বিতাড়ন এবং মুসলমানদের একই স্বাধীন রাষ্ট্রের অধীনে আনয়ন ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি সায়্যিদ আহ্মদ বেরেলবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হন। আকোরার যুদ্ধে (১৮২৬) রণজিতের সেনাপতি বুধসিং তাঁর হাতে পরাজিত হন। বহু জয়পরাজয়ের পর বালাকোটে শিখদের হাতে গুরুশিষ্য উভয়েই শহীদ হন(১৮৩১)। বালাকোটে তাঁদের মাযার অবস্থিত। শাহ ইসমা'ঈল ছিলেন শাহ্ ওয়লিউল্লাহ্র পৌত্র এবং শাহ্ 'আবদুল গণীর পুত্র। শাহ্ ইসমা'ঈল তলোয়ার ও কলম এতদুভয়ের মাধ্যমে ইসলামের খিদমত করেন। 'তাকবিয়াতুল ঈমান' তাঁর বিখ্যাত রচনা। এ ছাড়া তিনি মানসাব-এ ইমামত, সিরাতুল মুস্তাকীম, তানবীরুল 'আয়নায়ন ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। (*বাংলা বিশ্বকোষ,* ১ম খণ্ড, পৃ ৩৫৪-৩৫৫, *উর্দু ইনসাইক্লোপিডিয়া,* ১ম খণ্ড, লাহোর ঃ ফীরোয সন্স, ১৯৬২, পৃ ১১১-১১২)

Dhaka University Institutional Repository

অপর প্রান্ত পর্যন্ত দাবানলের ন্যায় বিস্তার করায় যে ভয়াবহ্ অবস্থার সৃষ্টি হয় তাতে ইংরেজ বেনিয়াগণ বিচলিত ও আতংকিত হয়।[৬০]

সায়্যিদ আহ্মদ শহীদের কর্মতৎপরতা মুসলমানদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। শাহ্ 'আবদুল 'আযীযের নির্দেশক্রমে সায়্যিদ আহ্মদ শহীদ মোট তিনবার ভারতবর্ষ সফর করেন। এই তিনটি সফর তাঁর সংগ্রামী জীবনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রথমে তিনি সমগ্র ভারত সফর করেন। এ সময়ে তিনি সর্বসাধারণ মুসলমানদের 'আকীদা ও 'আমলের সংস্কারে ব্রতী হন এবং জান ও মাল দিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য বয়'আত করেন। দ্বিতীয় সফর জিহাদের জন্য আত্মনিয়োগকারী মুজাহিদদেরকে ত্যাগ তিতিক্ষা ইত্যাদি অনুশীলনের জন্য তিনি তাঁদেরকে সঙ্গে করে ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে হজ্জে গমন করেন। হজ্জের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করাই ছিল এই সফরের উদ্দেশ্য। তৃতীয় সফর ছিল 'কালিমাতুল্লাহ' সমুন্নত করে ইসলামী হুকূমত প্রতিষ্ঠিত করা।[৬১]

ইংরেজদের বৈরিতার কারণে এবং ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' ঘোষণা করায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রস্তুতি চলতে থাকে। প্রয়োজনের তাগিদে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার পূর্বে শিখদের সাথে যুদ্ধ করতে হয়। সায়্যিদ আহ্মদ বেরেলবী যে সময়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন ঠিক সে সময়ে উনিশ শতকের প্রথমে রণজিত সিংহ (১৭৮০-১৮৩৯) কর্তৃক পাঞ্জাবে শিখদের একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময়ে শিখদের অত্যাচারে মুসলমানদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। এজন্য সায়্যিদ আহ্মদ শহীদ ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর রনজিত সিংহের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। সমগ্র উপমহাদেশ থেকে এক লক্ষেরও বেশী সৈন্য তাঁর মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করে।[৬২] সায়্যিদ আহ্মদ বেরেলবী মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে ভারত সীমান্তে উপনীত হন এবং নওশেরা থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত 'আকূরা' নামক স্থানে শিখদের সাথে তুমুল যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে মুজাহিদগণ জয়লাভ করেন।[৬৩] সেখানে তিনি পাঠান গোত্রের সহায়তায় ইসলামী হুকূমত প্রতিষ্ঠা করেন।[৬৪] খুলাফা' রাশিদূনের অনুকরণে সায়্যিদ আহ্মদ বেরেলবীকে ইসলামের খলীফা 'আমীরুল

---

৬০. এ. এম. এম. আবদুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃ ৭১।

৬১. মওলানা মুশতাক আহ্মদ, *তাহ্রীকে দেওবন্দ*, (ঢাকাঃ বেফাকুল মাদারিস, ১৯৯২), পৃ ৪৮; Zia-ul-Hasan Faruqi, *The Deoband School and the Demand for Pakistan*, (Bombay : Asia Publishing House, 1963), p 7.

৬২. এ. এম. আবদুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃ ৭১।

৬৩. আবদুল্লাহ্ বাট্, *শাহ্ ইসমা'ঈল শহীদ*, (লাহোর ঃ কওমী কুতুব খানা, ১৯৯৫), পৃ ৪২।

৬৪. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

মু'মিনীন' নিযুক্ত করা হয়। তাঁর নামে মুদ্রা তৈরি ও চালু করা হয়।[৬৫] কিন্তু পরবর্তীকালে এই পাঠানদের বিশ্বাঘাতকতাই মুজাহিদদের পরাজয়ের কারণ হয়। মুসলমানদের এই বিজয়ে ভীত হয়ে ইংরেজগণ শিখদের গোপনে সাহায্য করতে আরম্ভ করে এবং সায়্যিদ আহ্‌মদ শহীদের অনুগামীদের উপর উৎপীড়ন শুরু করে। শিখদের সাথে ১৮২৬-১৮৩১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর জিহাদ চলে।[৬৬] ইংরেজ বেনিয়া ও শিখ জাতির সম্মিলিত চক্রান্তের ফলে সায়্যিদ সাহেবের অনুগামীর ছদ্মাবরণে সীমান্তের এক মুসলিম বিশ্বাসঘাতকের সক্রিয় সহায়তায় বালাকোট নামক স্থানে ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ৬ মে রনজিত সিংহের সেনাপতি শেরসিংহ সায়্যিদ আহ্‌মদ ও শাহ্‌ ইসমা'ঈলকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে বসে। হঠাৎ মুজাহিদ বাহিনীর প্রধান অংশ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সায়্যিদ আহ্‌মদ ও শাহ্‌ ইসমা'ঈল অল্প সংখ্যক অনুগামীসহ বীরের ন্যায় যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করেন।[৬৭] মুজাহিদ বাহিনীর প্রধান অংশ নেতৃত্বহীন অবস্থায় বিশৃঙ্খলভাবে যুদ্ধ করতে করতে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। পরে এই মুজাহিদ বাহিনী পুনঃ সিত্তানায় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন।[৬৮]

সায়্যিদ আহ্‌মদ শহীদের প্রিয়তম মুরীদ শাহ্‌ ইসমা'ঈল শহীদ 'মানসাব-এ ইমামত' নামক গ্রন্থে রাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর মতবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন, "তাদের (রাজা-বাদশাহ্‌দের) মূলোৎপাটন করাই হল সময়ের ডাকে সাড়া দেয়া। তাদের ধ্বংস করাই হল প্রকৃত ইসলাম। যে কেউ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেই তার আনুগত্য স্বীকার করতে হবে– এটা শরী'অতের বিধান নয়।"[৬৯]

সায়্যিদ আহ্‌মদের পরিকল্পনা ছিল তিনি প্রথম পাঠান মুসলিম বীর যোদ্ধাদের সহায়তায় সীমান্তে ও পাঞ্জাবে শিখদের অবদমিত করে সেখানে নিজেদের জন্য এক দৃঢ় ঘাঁটি স্থাপন করবেন। আর পরবর্তী সময়ে তথা হতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করবেন। পাঞ্জাব বৃটিশ অধিকারভুক্ত হলে মুজাহিদগণ পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সরাসরি তাঁদের প্রত্যক্ষ শত্রু ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন (১৮৫০)।[৭০]

সায়্যিদ আহ্‌মদ শহীদের পর মওলানা বিলায়ত 'আলী (মৃ. ১৮৫২) ও 'ইনায়ত 'আলী (মৃ. ১৮৫৮) জিহাদ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেন। পাটনার সাদিকপুর ছিল তাঁদের কেন্দ্রস্থল। মুজাহিদদের

---

৬৫. এ. এম. এম. আবদুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃ ৮০।

৬৬. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩।

৬৭. এ. এম. এম. আবদুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃ ৮১।

৬৮. Zial-ul-Hasan Faruqi, op. cit., p 9.

৬৯. শাহ্‌ মুহাম্মদ ইসমা'ঈল, *মানসাব-এ ইমামত,* (লাহোর ঃ আনারকলি, ১৯৬২), পৃ ৯৮।

৭০. মু'ঈন আহসান জযবী, *হালী-কা-সিয়াসী শু'উর,* (লাহোর ঃ আয়না-এ আদব, আনারকলি, ১৯৬৩), পৃ ৪৫।

এই দল 'সিত্তানা'য় নিজেদের পুনর্গঠিত করে শিখদের সাথে লড়াই চালিয়ে যান। এঁদের সাথে ছিল বাংলা থেকে সীমান্ত পর্যন্ত জনগণের সমর্থন।[৭১] ১৮৪৯ সালে ইংরেজ সরকার কর্তৃক পাঞ্জাব বিজিত হলে ইংরেজ ও মুজাহিদদের মাঝে এতদিন যে ছদ্ম আবরণটি ছিল তা অপসারিত হয় এবং ইংরেজদের সাথে মুজাহিদদের প্রত্যক্ষ লড়াই শুরু হয়।[৭২]

সায়্যিদ আহ্মদ শহীদের নেতৃত্বে যখন ইসলামী আন্দোলন তুঙ্গে ছিল তখন ইংরেজগণ এ আন্দোলনকে বিপদের আশঙ্কা মনে করে আন্দোলনকে দমিয়ে দে য়ার চিন্তা করে। সাধারণ মুসলমানদের অন্তরে ঘৃণা জন্মাবার উদ্দেশ্যে কাল্পনিকভাবে সায়্যিদ আহ্মদ শহীদের ইসলামী আন্দোলনকে তারা মুহাম্মদ বিন 'আবদুল ওহ্হাব নজদীর আন্দোলনের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দেয়। আর এ আন্দোলনকে 'ওহাবী আন্দোলন' নামে প্রচার করতে থাকে।[৭৩] 'ওহাবী' নজদের মুহাম্মদ বিন 'আবদুল ওহ্হাবের (১৭০৩-১৭৮৭) মতবাদের অনুসারী মুসলমানদের একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। এই নাম তাঁদের মতবাদ বিরোধী তুর্কী শাসক ও ইউরোপীয় লোকদের দেয়া। ওহাবীগণ নিজেদেরকে 'মুওয়াহ্হিদীন', বা তওহীদবাদী বলে পরিচয় দেয়। 'আকীদার দিক থেকে তাঁরা ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল ও ইমাম ইব্ন তায়মিয়ার অনুসারী। তাঁরা বিদ'আতের কঠোর বিরোধী। তাঁরা নিজের দলের লোক ব্যতীত অন্যান্য সকল মুসলমানকে মুশরিক ও কাফির বলে বিশ্বাস করে। তাঁরা অন্যান্য মুসলমনদেরকে হত্যা করা ও তাদের মাল লুট করা জায়িয মনে করে। দু'আ করার সময়ে কোন নবী বা বুযুর্গের নামের ওসীলারূপে গ্রহণ করাকে তাঁরা শির্ক্ মনে করে।[৭৪] মূলত সায়্যিদ আহ্মদ শহীদের এরূপ মতবাদ ছিল না।[৭৫] মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল ওহ্হাব ধর্মীয় ব্যাপারে যে কঠোর নীতি অবলম্বন করেছিলেন সায়্যিদ আহ্মদ শহীদেরও ছিল অনুরূপ নীতি।

ইংরেজগণ মুসলিম জনসাধারণের অন্তরে এ ধারণা জন্মাবার প্রয়াস চালায়।[৭৬] মূলত এটি ছিল একটি ভ্রমাত্মক উক্তি।[৭৭] সায়্যিদ আহ্মদ শহীদ তাঁর কাফেলাসহ ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে হজ্জব্রত পালন করেন। আর এ সময়ে মক্কা, মদীনা এমনকি নজ্দের কোন শহর বা গ্রামেও ওহাবী আন্দোলন এবং তাদের কোন

---

৭১. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫-৩৬।

৭২. ঐ, পৃ ৩৬।

৭৩. মওলানা হুসায়ন আহ্মদ মদনী, *নকশে হায়াত*, (দিল্লী ঃ আল্-জম্'ইয়ত বুক ডিপো, ১৯৫৪), ২য় খণ্ড, পৃ ৪৩১।

৭৪. *উর্দু ইনসাইক্লোপেডিয়া*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৬১-৬২।

৭৫. মওলানা হুসায়ন আহ্মদ মদনী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩১।

৭৬. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, '*উলামায়ে হিন্দ কা শান্দার মাযী*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৩।

৭৭. শায়খ মুহাম্মদ ইকরাম, *মওজে কাওসার*, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

নাম নিশানাও ছিল না। পক্ষান্তরে এর পাঁচ বছর পূর্বে ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে মক্কা, মদীনা এবং নজ্দের সব এলাকা থেকে মিসরের সেনাবাহিনী ওহাবীদেরকে তোপের মাধ্যমে সমূলে উৎখাত করে। আর যারা এদিক ওদিক বেঁচে ছিল তারা বনে, জঙ্গলে এবং পাহাড়ে-পর্বতে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করে।[৭৮] ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার ওহাবীদের মক্কা, মদীনা এবং অন্যান্য স্থানের উপর কর্তৃত্ব লাভের কথা উল্লেখ করার পর বলেন, "অবশেষে মিশরের গভর্নর মুহাম্মদ 'আলী পাশা সংস্কারকগণ (মুহাম্মদ বিন 'আবদুল ওহ্হাব এবং তাঁর দল) কে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।"[৭৯] ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে সায়্যিদ আহ্মদ শহীদের হজ্জব্রত পালন করার সময়ে হিজাযে ওহাবীদের কোন অস্তিত্বই ছিল না তাই তাঁদের মতবাদ সম্পর্কে তাঁর অবগত হওয়ার প্রশ্নই উত্থাপিত হতে পারে না। অতএব, সায়্যিদ সাহেবকে 'ওহাবী' বলে আখ্যায়িত করা সর্বৈব ইংরেজদের প্রপ্যাগ্যান্ডা।[৮০] কোন কোন বিষয়ে সায়্যিদ সাহেবের সাথে ওহাবী মতাবদের সামঞ্জস্য থাকলেও এ কথা বাস্তবে সত্য যে, সায়্যিদ সাহেবের মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল ওহ্হাবের সংস্কার আন্দোলনের সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না।[৮১] ইংরেজগণ তাদের এ প্রপ্যাগ্যান্ডা সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দিলেও সজাগ বিবেকবান লোকেরা তা গ্রহণ করে নি। পক্ষান্তরে কিছু বিদ'আতী লোকের অন্তরে ইংরেজদের এ প্রপ্যাগ্যান্ডা প্রভাব বিস্তার করে।[৮২] সারকথা এই যে, সায়্যিদ আহ্মদ শহীদ ও তাঁর অনুগামীদের জিহাদ ও সংস্কার আন্দোলনে মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল ওহ্হাবের চিন্তাধারার প্রভাব ছিল না; বরং তাঁরা শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলামী হুকূমত প্রতিষ্ঠা করতে সদা সচেষ্ট ছিলেন।[৮৩]

ইংরেজগণ ক্ষমতা লাভের পর ধণিক-বণিকদের আর্থিক শোষণ, শিল্পের ধ্বংস সাধন, জমিদারদের জায়গা জমি নিলাম করা, ছল-চাতুরী করে ভারতীয়দেরকে খ্রীস্টানে পরিণত করা, উপমহাদেশের জনগণকে উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখার প্রয়াস চালায়। তাই এই উপমহাদেশের জনগণের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ফলে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে সিপাহী বিপ্লব হয়। কোম্পানী আমলে ইংরেজগণ যে অত্যাচার, অবিচার ও অন্যায় করেছে, সে সম্পর্কে এখন কিঞ্চিত আলোচনা করা হবে।

---

৭৮. মওলানা হুসায়ন আহ্মদ মদনী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩১।

৭৯. W.W. Hunter, *The indian Musalmans*, p 43.

৮০. মওলানা হুসায়ন আহ্মদ মদনী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩২।

৮১. মওলানা মাস্'উদ 'আলম নদ্বী, *মুহাম্মদ বিন 'আবদুল ওহ্হাব-এক মযলূম আওর বদনাম মুসলিহ্*, (হায়দারাবাদ : মাক্তাবা নিশাত, ১৩৬১ হি.) পৃ ১৫২।

৮২. ঐ, পৃ ১৫২।

৮৩. Hafeez Malik, *Moslem Nationalism in India and Pakistan*, p 191.

উপমহাদেশে কোম্পানী শাসনের বিষময় ফল

কোম্পানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দেশীয় রাজন্যবর্গের শাসনাধিকার হ্রাস পায়। তাদের অধিকারভুক্ত এলাকাসমূহ একের পর এক ইংরেজদের রাজ্যভুক্ত হতে থাকে। বড় বড় পদ ইংরেজদের জন্য সংরক্ষিত থাকায় এদেশের লোকেরা দেশ পরিচালনার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। জায়গীরদারী প্রথা রহিত হওয়ায় শত সহস্র লোক এক মুষ্টি অন্নের জন্য পরের মুখাপেক্ষী হয়।[৮৪]

ব্যবসা বাণিজ্য পূর্ব থেকেই ইংরেজগণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে এসেছিল। শুধু কৃষি ছিল সাধারণ মানুষের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র পন্থা। জনসাধারণের এ পেশাও কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। লর্ড কর্ন ওয়ালিস (রা. ১৭৮৬-৯৩) বাংলার গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হওয়ার পর ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে জমিদারদের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করেন। এতে সর্বসাধারণ চরম দুরবস্থায় পতিত হয়। বৃটিশ গণভবনে মিঃ ফ্যাক্স এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, "লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলায় লুটেরাদের এমন এক দল গঠন করে দিয়েছেন যারা হকদারদের হক লুণ্ঠন করে চলেছে।[৮৫]

জনৈক ইংরেজ বলেন, "কোন কোন কাপড় এমন সূক্ষ্মভাবে প্রস্তুত যে, এগুলো পরীর দেশের তৈরী বলে মনে হয়।"[৮৬] বাংলার প্রস্তুত সূক্ষ্ম মসলিন কাপড়গুলো ইংল্যান্ডে এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে, তথাকার বস্ত্রশিল্প অচল হয়ে পড়েছিল। ফ্রান্স ও ইটালী থেকে রেশমী কাপড়ের আমদানি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। কেননা, তদপেক্ষা উন্নত মানের বাংলার প্রস্তুত বস্ত্র অর্ধেক মূল্যে ক্রয় করা যেত। বাংলার বস্ত্রশিল্প অচল করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ পার্লামেন্টে একটি বিশেষ আইন পাস করে ভারতীয় বস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এছাড়া ইংল্যান্ডে আমদানীকৃত ভারতীয় বস্ত্রের মাশুল এত অধিক হারে বৃদ্ধি করা হয় যে, এর রফতানী বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। অপরদিকে ভারতের বস্ত্র প্রস্তুতকারীদেরকে ইংরেজদের ফ্যাক্টরিতে চাকুরি করতে বাধ্য করা হয়।[৮৭] বস্ত্র প্রস্তুতকারীদের উপর বিভিন্ন প্রকারের উৎপীড়ন করা হত। কোন কারিগর কোন স্বৈরচুক্তি মানতে অস্বীকৃতি জানালে তার সরঞ্জাম নিলামে বিক্রয় করে এর মূল্য বাজেয়াপ্ত করা হত। তদুপরি এমন এমন ঘটনার সূত্রপাতও হয়েছে যে, সূক্ষ্ম মসৃণ সুতা যেন তৈরী করতে না পারে এলক্ষ্যে মসৃণ রেশমী বস্ত্র প্রস্তুতকারীদের আঙ্গুল কেটে দেয়া হয়েছে। এই জালিম ইংরেজদের কোপদৃষ্টি থেকে বাংলার প্রসিদ্ধ বস্ত্র বুনন রেহায় পায় নি।[৮৮] তাঁরা বস্ত্র শিল্পকে

---

৮৪. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪।

৮৫. কয়সর মুস্তফা, *শের-এ মযসুর,* (লাহোর ঃ স্টার বুক ডিপো, ১৯৪৮), পৃ ১০৭।

৮৬. খুরশেদ মুস্তফা রিযবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭।

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯। মুহাম্মদ শফী, *সন্ন-এ আঠারা সও সাতাওয়ান,* (করাচী ঃ করীম সন্স পাবলিশার্স, ১৯৫৭), পৃ ১০৮।

৮৮. আবদুল বারী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮০।

Dhaka University Institutional Repository

সমূলে ধ্বংস করে দেয় এবং এই ধ্বংস করার কারণে উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে ভারত থেকে ইংল্যান্ডে ৩২,৪৫,৭৪৫ পাউন্ড বস্ত্র রফতানী হয়। ক্রমে এ রফতানী ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে ৩৬,১৫১ পাউন্ডে হ্রাস প্রাপ্ত হয়।[৮৯] বস্ত্রশিল্প ধ্বংসের পরিণতিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিক্ষুক হয়ে পড়ে।[৯০]

অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্রান্তিলগ্নে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব সাধিত হয়। এ সময় থেকেই ইংরেজ শাসকগণ স্বদেশের স্বার্থে এ দেশের বাণিজ্যকে সমূলে ধ্বংস করার কূটনীতি অবলম্বন করেন। ফলে ইউরোপের বাজারে এদেশের শিল্পজাত দ্রব্যের রফতানী বন্ধ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে এই উপমহাদেশ পরিণত হয় বিলেতী পণ্যের বাজারে।[৯১] এদেশের কৃষকদের কষ্টার্জিত কাঁচা মালে ইংল্যান্ডের কলকারখানা সরগরম হয়ে উঠে।

এ সম্পর্কে Romesh Dutt বলেন,

"Endeavours were made, which were fatally successful to repress Indian manufactures and to extand British manufactures: The production of raw material in India for British industries and the consumption of British manufactures in India were two fold objects of the early commercial policy of England." [৯২]

কোম্পানী শাসনের রাজস্বনীতি বহু বনেদী হিন্দু ও মুসলিম জমিদারকে পথে নামিয়ে দেয়। খাজনা অনাদায়ের দায়ে অনেক জমিদারি নিলামে উঠে। লা-খেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ফলেও বহুলোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তদুপরি নব্য মহাজনি ও লগ্নি কারবারীদের নির্মমতা বহু কৃষক ও মধ্যবিত্তকে ঋণের দায়ে দেউলিয়া করে দেয়।[৯৩] ইংরেজরা অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড কিভাবে ভেঙ্গেছে এ সম্পর্কে মওলানা ফযলে হক খায়রাবাদী (১৭৯৭-১৮৬১) বলেন, "অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড চিরদিনের জন্য ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য তাহারা (ইংরেজ শাসকরা) কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনকারী দেশীয় চাষীদের নিকট হইতে তাহাদের উৎপাদিত দ্রব্য বাধ্যতামূলকভাবে খরিদ করিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা নিযুক্ত মজুতদারদের হাতে তুলিয়া

---

৮৯. আবদুল বারী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮১।

৯০. স্যার সায়্যিদ আহ্মদ খাঁ, *আসবাব-এ বাগাওয়াত-এ হিন্দ,* (লাহোর : আয়না-এ আদব, ১৯৬৯), পৃ ৬৭।

৯১. স্যার সায়্যিদ আহ্মদ খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৮।

৯২. Romesh Dutt, *The Economic History of India under early British Rule*, (London : Trubner Co. Ltd., 1908), p 7.

৯৩. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪।

দেওয়ার ব্যবস্থা করে।" [৯৪] ফলে এদেশে খাদ্যাভাব, দারিদ্রতা, বেকারত্ব ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।[৯৫] এই দুর্ভিক্ষে শুধু পাটনাতে দৈনিক গড়ে মৃতের সংখ্যা ছিল দেড় শ'। এর আশেপাশের অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থাও ছিল তথৈবচ।[৯৬] ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই উপমহাদেশে সাতবার দুর্ভিক্ষ হয় এবং প্রায় পনের লক্ষ লোক মারা যায়।[৯৭] পর্দানশীন সম্ভ্রান্ত মহিলারাও নিজেদের এবং পরিবার পরিজনের জীবন রক্ষার্থ ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বের হতে বাধ্য হন। চতুর্দিকে করুণ অবস্থা বিরাজ করছিল। খাল-বিল, নদী-নালা সর্বত্রই মানুষের লাশের স্তূপ পড়ে থাকতে দেখা যায়।[৯৮]

মোটকথা সর্বসাধারণ শিল্প, কারিগরি, ব্যবসা ও কৃষি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে ইংরেজদের নির্যাতনে নিষ্পেষিত হতে থাকে। ভারতের ধন-সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার হতে থাকে এবং এদেশের জনগণ ক্রমে বিপর্যস্ত ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ে। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে আসামের ইংরেজ কমিশনার উক্তি করে বলেছেন, "আমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে, ভারতের অর্ধেক সংখ্যক কৃষক সারা বছরে এক বেলা পেট পুরে খেতে জানে না।"[৯৯]

ভারতীয়দের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা যেমন ছিল বিপর্যস্ত, তেমনি তাদের ধর্মও ছিল বিপন্ন। ইংরেজগণ এদেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে দেয়। অপরদিকে তারা এদেশের বিভিন্ন ধর্মের মৌলিক ও 'আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ের অবমাননা করতে থাকে। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে পাদ্রী এডমন্ড কর্তৃক কোলকাতা থেকে সরকারি চাকুরিজীবীদের নামে চিঠি ইস্যু করা হয়। এই চিঠিতে অখ্রীস্টান চাকুরিজীবীদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এখন সারা ভারতে এক রাজত্ব (ইংরেজ রাজত্ব) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদেশের অধিবাসী সকলের ধর্ম এক হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতএব, সকলের খ্রীস্টান হয়ে যাওয়া উচিত।[১০০]

বৃটিশ পার্লামেন্টের জনৈক সদস্য ভারতের অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর মন্তব্য করে বলেছেন, "ভারতবাসী পঙ্গপালের ন্যায় মৃত্যুবরণ করছে। এ দেশবাসীর বৃহৎ এক অংশ দীনতার জন্য জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পেটপুরে আহার করতে পারে না। স্কুল ও কলেজসমূহে গুরুত্ব সহকারে বাইবেল

---

৯৪. ফযলে হক খায়রাবাদী, অনুবাদ ঃ মুহিউদ্দীন খান, *'আযাদী আন্দোলন' ১৮৫৭,* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮), পৃ ৪।

৯৫. স্যার সৈয়দ আহ্মদ খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭।

৯৬. ফসীহুদ্দীন, তারীখ-এ মগড়, (লাহোর ঃ স্টার বুক ডিপো, ১৯৪৮), পৃ ৩৮০।

৯৭. মুঈন আহসান জযবী, প্রাগুক্ত, পৃ ২২।

৯৮. ফসীহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮০।

৯৯. হ্যাপী, *হুকূমত-এ খোদ্ এখতিয়ারী,* (করাচী ঃ কুতুবখানা ইমদাদিয়া, ১৯৫৭), পৃ ৮২।

১০০. স্যার সৈয়দ আহমদ খান, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৯-১৩০।

শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।[১০১] খ্রীস্টান মিশনারিরা স্কুল, কলেজ, হাটে-বাজারে, চিকিৎসালয়ে, কারাগারে, মোটকথা যেখানেই সুযোগ পেতেন, খ্রীস্টধর্ম প্রচারে লেগে যেতেন। ধর্ম প্রচারে তাঁদের তোড়জোড় দেখে সহজেই অনুমান করা যেত যে, তাঁদের পেছনে সরকারের সক্রিয় সাহায্য ও সমর্থন রয়েছে। কোন কোন এলাকায় ধর্ম প্রচারকালে থানার চাপরাশিও পাদ্রীদের সাথে থাকত। মিশনারী স্কুলে সুকৌশলে ভারতীয় ছাত্রদের খ্রীস্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা হত। সামরিক ও বেসামরিক অফিসারগণ তাঁদের অধীনস্থ কর্মচারীদের নিকট খ্রীস্টধর্ম প্রচার করতেন।[১০২] স্যার সৈয়দ আহ্মদ খান বলেন, "মূর্খ, শিক্ষিত, শ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট সকল লোকই বুঝেছিল যে, আমাদের সরকার (ইংরেজগণ)-এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হল জনগণের ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করা, হিন্দু মুসলমানগণ সকলকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করা এবং তাঁদের দেশের প্রচলিত রীতিনীতি পালনে ব্রতী করা।[১০৩]

স্যার ফেডারিক হোল্ড গণপরিষদে উক্তি করে বলেছিলেন, "আমার জানা মতে, ইংল্যান্ডের পাবলিক স্কুলের তুলনায় ভারতবর্ষের বিদ্যালয়সমূহে বাইবেলের শিক্ষার দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। এই কারণেই সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে হিন্দু হোক বা মুসলমান হোক প্রায় সকল শিক্ষার্থী নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা নিয়ে বের হয়ে আসে।[১০৪]

উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণভাবে ভারতীয়দের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, ইংরেজগণ সকল ভারতবাসীকে খ্রীস্টান ধর্মে রূপান্তরিত করার প্রয়াস চালাচ্ছে। ইংরেজদের এই প্রক্রিয়ায় রুষ্ট হয়ে ভারতীয়গণ একই প্লাটফর্মে সমবেত হয়ে যায় এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে সম্মিলিতভাবে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে পড়ে।[১০৫] ধর্মীয় হস্তক্ষেপের ফলে ইংরেজ সরকারের প্রতি হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা অসন্তুষ্ট ছিল বেশী। তাই ১৮৫৭ সালের বিপ্লবে হিন্দুদের তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা ছিল মুসলমানদের পক্ষে স্বাভাবিক।[১০৬]

ইংরেজগণ আর্থিক শোষণ, শিল্পের ধ্বংস সাধন, রাজনৈতিক বিপর্যস্ত করণ এবং ধর্মীয় হস্তক্ষেপ করণ ছাড়াও তারা ভারতীয়দেরকে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখার প্রয়াস চালায়। উপমহাদেশের জনগণকে মূর্খ রাখাই ছিল ইংরেজদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইংরেজগণ মনে করত, যদি এদেশের জনগণ

---

১০১. সায়্যিদ তোফায়েল আহ্মদ মঙ্গলূরী, *মুসলমানূঁ কা রওশন মুস্তাকবিল*, (লাহোর ঃ বদর রশীদ প্রিন্টার্স, ১৯৭৫), পৃ ১৪১।

১০২. স্যার সৈয়দ আহমদ খান, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৩।

১০৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৩।

১০৪. সাদেক হুসায়ন, *হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান*, (লাহোর ঃ দিল্লী কুতুবখানা, ১৯৫৫), পৃ ২০২।

১০৫. প্রাগুক্ত।

১০৬. স্যার সৈয়দ আহমদ খান, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা লাভ করে তা'হলে আমাদের কর্তৃত্ব চলবে না। তারা শুধু খ্রীস্টবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রেখেছিল। ভারতীয়দের জন্য উচ্চ শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এমনকি 'আরবী শিক্ষার গুরুত্ব হ্রাস করা হয়। ফিক্‌হ ও হাদীস শিক্ষা রহিত করা হয়।[১০৭]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টর কোন এক সভায় উক্তি করে বলেছিলেন, "তোমরা কি ভারতীয়দেরকে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের কথা ভাবছ? তাদেরকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে আমাদের অবিচার সম্পর্কে অবহিত করতে চাচ্ছ? তোমরা তাদের রাষ্ট্র ছিনিয়ে নিয়েছ। তোমরা তাদেরকে ধ্বংস ও লাঞ্ছিত করেছ। তোমরা তাদের সুবাদার ও সম্রাটগণকে হত্যা করেছ। অতএব, তোমাদের জন্য নিরাপদ ব্যবস্থা এই যে, তাদেরকে এভাবেই প্রবঞ্চিত, আত্মভোলা এবং মূর্খ থাকতে দাও।"[১০৮]

এ প্রসঙ্গে স্যার ডি. হ্যামিল্টন কোন এক সময়ে বলেছিলেন, "রোমানগণ যেভাবে ইংল্যান্ড ত্যাগ করে এসেছিল, তদ্রূপ ইংরেজদেরকে যদি কখনও ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে হয় তবে তারা এমনভাবে ত্যাগ করবে যেখানে কোন শিক্ষাদীক্ষা থাকবে না, স্বাস্থ্য রক্ষার কোন উপকরণ থাকবে না এবং ধনদৌলতও থাকবে না।"[১০৯] ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকার এবং ভারতীয় জনসাধারণের মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রয়োজন মাফিক যৎসামান্য শিক্ষার সুযোগ রাখা হয়।[১১০]

সিপাহী বিপ্লব

ইংরেজদের ক্ষমতা লাভের পর থেকে তাদের দেশীয় শিল্পের ধ্বংস সাধন, জায়গা-জমি অন্যায়ভাবে ক্রোক ও নিলাম, সম্রাটের অবমাননা, সম্ভ্রান্ত মহিলাদের সাথে অসদাচারণ, অন্যায়ভাবে রাজ্য দখল, ভারতবাসীকে খ্রীস্টান বানাবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা এবং ভারতীয়দেরকে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখার প্রয়াস ইত্যাদি কারণসমূহ সিপাহী বিপ্লবের অন্যতম কারণ ছিল। এ সম্পর্কে আমরা উপরে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এছাড়াও আরো অনেক কারণ রয়েছে, তন্মধ্যে কয়েকটি এই ঃ

(১) ইংরেজ বড় লাট লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৮৮-১৮০৫) অধীনতামূলক মিত্রতা বা সামন্ততান্ত্রিক (Subsidiary Alliance) দ্বারা দেশীয় রাজন্যবর্গকে নিজ অধীনে আনয়ন এবং স্বত্ববিলোপ নীতি বা বিবর্তন নীতি (Doctrine of Lapse) এর নামে অপুত্রক হিন্দু রাজাদের রাজ্যহরণ ভারতীয়দের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে।[১১১]

---

১০৭. ঐ, পৃ ৪৫।

১০৮. খুরশেদ মুসতফা রিযবী, *জঙ্গে আযাদী সন্নে ১৮৫৭*, প্রাগুক্ত, পৃ ৯১।

১০৯. 'আবদুল বারী, *কোম্পানী কী হুকুমত*, (মুরাদাবাদ ঃ ফখরিয়া কুতুবখানা, ১৯৪৮), পৃ ৩৮৪।

১১০. খুরশেদ মুসতফা রিযভী, প্রাগুক্ত, পৃ ৯২।

১১১. এ.এম.এম. আবদুল জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

(২) সায়্যিদ আহ্মদ বেরেলবীর শাহাদতের পর তাঁর অনুগামী মুজাহিদদের উপর ইংরেজ সরকারের নির্যাতনের ফলে ইংরেজ সরকারের উপর মুসলমানগণ রুষ্ট হয়।[১১২]

(৩) ইসলামী বিচার ব্যবস্থা অপরিবর্তনীয় রাখার শর্তে বাংলার দেওয়ানী ইংরেজ বণিকগণ দিল্লীর সম্রাট থেকে গ্রহণ করেছিল। ইংরেজগণ দ্রুত শক্তিশালী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং শরী'অতের আদালতসমূহ বিলুপ্ত করে সিভিল আদালত স্থাপন করে।[১১৩]

(৪) হিন্দু সম্প্রদায়ের অতিপ্রাচীন 'সতিদাহ্ প্রথা' আইনের সাহায্যে রহিত করার মাধ্যমে তাদের ধর্মের উপর ইংরেজগণ হস্তক্ষেপ করায় হিন্দুগণ অসন্তুষ্ট হয়।[১১৪]

(৫) ইংরেজগণ গরু ও শুকরের চর্বিযুক্ত কার্তুস আমদানি করত। এই কার্তুস দাঁতে কেটে ভারতীয় সৈন্যদের অপরিহার্যভাবে এন্ডফিল রাইফেলে ভরতে হত। ভারতীয় সৈন্যগণ এই কার্তুস ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[১১৫] এই নতুন কার্তুস ব্যবহারে অসম্মত সৈনিকদেরকে ইংরেজ অফিসারগণ নানাবিধ শাস্তি দেয়। তন্মধ্যে পদচ্যুতি ও কোর্ট মার্শাল ইত্যাদি শাস্তি ছিল। ফলে সৈনিকদের মধ্যে ক্রোধাগ্নি আরও বৃদ্ধি পায়।[১১৬] ১৮৫৭ সালে হিন্দু রাজা ও মুসলমান নবাবগণ সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, যেহেতু ইংরেজগণ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং প্রতারণা করে, তাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত। যে সকল ভারতীয় জনসাধারণ ইংরেজদের পক্ষে ছিল এবং বিভিন্ন কাজে তাদের সহায়তা করত, তারাও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল।[১১৭]

উপরোক্ত কারণসমূহে ভারতবাসী তাদের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লব করা অপরিহার্য মনে করে। সে মতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, ১৮৫৭ সালের ১১ মে ভারতবর্ষে বিপ্লবের সূচনা হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, ঘোষিত নির্ধারিত তারিখের প্রায় দু'মাস পূর্বে ২৭ মার্চ বাংলার ব্যারাকপুরে ভারতীয় সিপাহীগণ কর্তৃক ব্রিটিশ সেনানায়ক হত্যার মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম বিপ্লব আরম্ভ হয়।[১১৮] এই বিপ্লব ক্রমে মীরঠ, দিল্লী, উত্তর প্রদেশ ও মধ্য ভারত প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বিপ্লবীগণ দিল্লী অধিকার পূর্বক সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে ভারতবর্ষের সম্রাট বলে ঘোষণা দেয়। এ বিপ্লবের প্রধান নায়ক ছিলেন সায়্যিদ

---

১১২. ঐ, পৃ ৯৯।

১১৩. সায়্যিদ 'আবিদ হুসায়ন, *হিন্দুস্তানী মুসলমান আয়না-এ আয়্যাম মেঁ,* (দিল্লী ঃ কিতাব ঘর, ১৯৫০), পৃ ৩১।

১১৪. এ. এম. এম. আবদুল জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৯।

১১৫. কন্‌হিয়া লাল, *মুহারাবা-এ 'আযীম,* (দিল্লী ঃ নিযামুদ্দীন বুক ডিপো, ১৯৮৯), পৃ ৬২।

১১৬. মঙ্গল সিং, *তাওয়ারিখে বলান্দ শহর,* (দিল্লী ঃ গণী মাতাবি', ১৯৪৬), পৃ ৪১১।

১১৭. মওলানা আলতাফ হুসায়ন হালী, *হায়াতে জাবেদ,* (লাহোর ঃ পাঞ্জাব একাডেমী, ১৯৫৭), পৃ ৯২৮।

১১৮. এ.এম.এম. আবদুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৯।

আহ্মদুল্লাহ্ খান ও সেনাপতি বখ্ত্ খান। তাঁরা উভয়ে ছিলেন সায়্যিদ আহ্মদ শহীদ ও শাহ্ ইসমা'ঈল শহীদের শাগের্দ্।[১১৯]

মোগল সালতানাতের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ্ যাফরের পতাকাতলে সাম্রাজ্যের আনাচে কানাচে যুদ্ধ চলতে থাকে। সম্রাট বাহাদুর শাহ্ যদিও প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি তবুও তিনি বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের সমর্থন দিয়েছিলেন।[১২০] শিশু কিশোরগণও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। মহিলারাও কোন অবস্থাতে পিছিয়ে ছিল না।[১২১] সাম্রাজ্যের সকল স্থানে ভারতবাসী আবেগ ও উত্তেজনার সাথে যুদ্ধ করতে থাকে। যুদ্ধ সমগ্র সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। শিখ ও পারসিক ব্যতীত ভারতবাসী সকলেই এ বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে। তিন সপ্তাহের মধ্যেই সমগ্র সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে।[১২২]

খাজা হাসান নিযামী বলেন, "জনৈক সুবজ কাপড় পরিহিতা মহিলা শহরের জনগণকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করছিল এবং বলছিল যে, তোমরা যুদ্ধের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে জান্নাতের আহ্বান জানাচ্ছেন। তার এই জিহাদের আহ্বানে আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই জিহাদের মাঠে ঝাপিয়ে পড়ে। এই মহিলা সৈনিক বীরের ন্যায় কখনও অশ্বারোহণ করে আবার কখনও পদাতিক রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে থাকে। তার সাহস ও বীরত্ব দেখে অন্যান্য সৈন্যদের মনোবল আরও বেড়ে যায়।"[১২৩]

হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী (১৮১৭-১৮৯৯) ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেন। সিপাহী বিপ্লব আরম্ভ হয়ে যাওয়ায় সক্রিয়ভাবে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করার জন্য হাজী সাহেব ওয়ালিউল্লাহী আন্দোলনের সদস্যবর্গ মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী (১৮৩৩-১৮৮০), মওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গূহী (১৮২৮-১৯০৫), মওলানা শেখ মুহাম্মদ থানবী (১৮১৪-১৮৭৯), মওলানা 'আবদুল গণী (১৮২০-১৮৭৯), মওলানা মুহাম্মদ মাযহার নানূতবী (১৮২৩-১৮৮৫), মওলানা মুহাম্মদ য়্যা'কূব নানূতবী (১৮৩৩-১৮৮৪) এবং হাফিয যামিন (১৮৫৭) সহ এক সভায় মিলিত হন। মওলানা শায়খ মুহাম্মদ

---

১১৯. মওলানা মুশতাক আহ্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬০।

১২০. 'আবদুল্লাহ্ ইউসুফ আলী, *আংরেযী 'আহদ মেঁ হিন্দুস্তান কে তামাদ্দুন কী তারীখ,* (করাচী ঃ করীম পাবলিশার্স, ১৯৬৭), পৃ ২৫৩।

১২১. খাজা হাসান নিযামী, *বেগমাত কে আসূঁ,* (দিল্লী ঃ খাজা আওলাদ কিতাব ঘর, ১৯৫২), পৃ ১২৬।

১২২. খলীক আহ্মদ নিযামী, *সন্নে-এ আঠারা সও সাতাওয়ান কা তারীখী রোয-নামচা,* (করাচী ঃ নফীস একাডেমী, ১৯৫৮), পৃ ৭-৮।

১২৩. খাজা হাসান নিযামী, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৬।

থানবী স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপক্ষে রায় দেন। আর অন্যান্য সদস্যবৃন্দ স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে রায় দেন। অবশেষে স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১২৪]

ওয়ালিউল্লাহী আন্দোলনের মুজাহিদবৃন্দ হাজী সাহেবের নেতৃত্বে হাজী সাহেবকে আমীর নিযুক্ত করে একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করেন। মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবীকে প্রধান সেনাপতি এবং মওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গূহীকে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব দেয়া হয়।[১২৫] থানাভবনের কাযী 'ইনায়ত 'আলী খানের প্রাসাদের সম্মুখ প্রান্তরে জিহাদের পতাকা উত্তোলন করা হয়। যুদ্ধ করে সহজেই থানাভবন মুক্ত করা হয়।[১২৬] তাঁরা দিল্লীকে লক্ষ্যস্থল রেখে শামেলী অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন। এই সময়ে সাহারানপুর থেকে ইংরেজদের একটি সশস্ত্র বাহিনী কামান গোলাসহ আধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে শামেলী অভিমুখে গমন করেছিল। মুজাহিদদের একটি ক্ষুদ্র দল মওলানা গঙ্গূহীর নেতৃত্বে পথিমধ্যে উক্ত ইংরেজ বাহিনীর উপর গেরিলা আক্রমণ চালায়। ফলে ইংরেজ বাহিনী হতভম্ব হয়ে অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে পলায়ন করে। মওলানা গঙ্গূহী তোপ, কামান ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রসহ হাজী সাহেবের নিকট উপস্থিত হন।[১২৭] শত্রুদের প্রচণ্ড আঘাতের মুকাবিলা করে মুজাহিদগণ সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন। যুদ্ধে বহু মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। মুজাহিদদের ফৌজী অফিসার হাফিয যামিনের নাভির নিম্নদেশে গুলী লাগায় তিনি শাহাদাত বরণ করেন। অতঃপর মুজাহিদগণ ১৮৫৭ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর শামেলী দখল করেন।[১২৮] অপরদিকে ইংরেজ বাহিনী ২৭ সেপ্টেম্বর দিল্লী পুনর্দখল করতে সক্ষম হয়। এই সময়ে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন।[১২৯] দিল্লী পুনর্দখলের পর ইংরেজগণ থানাভবন অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকলেও মুজাহিদগণ বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকেন। পরিশেষে মুজাহিদ বাহিনী পরাজিত হয়।[১৩০] এর কিছুদিন পর হাজী ইমদাদুল্লাহ্ ভারত ত্যাগ করে মক্কায় হিজরত করে চলে

---

১২৪. মুহাম্মদ আয়্যূব কাদিরী, *মওলানা মুহাম্মদ আহসান নানূতবী*, (করাচী ঃ মাক্তাবা 'উসমানিয়া, ১৯৬৬), পৃ ৫৩।

১২৫. ঐ, পৃ ৫৪।

১২৬. সায়্যিদ মানাযির আহসান গীলানী, *সাওয়ানিহ্-এ কাসিমী*, (লাহোর ঃ মাকতাবা রহমানিয়া, ১৯৬৭), ২য় খণ্ড, পৃ ১৫২।

১২৭. মুহাম্মদ আয়্যূব কাদিরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৪।

১২৮. সায়্যিদ মানাযির আহসান গীলানী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫২।

১২৯. মওলানা মুশতাক আহ্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬০।

১৩০. আবদুল ওহীদ সিদ্দীকি, *মাকালাত-এ ওহীদ*, (রাওয়ালপিণ্ডি ঃ পাক কিতাব ঘর, ১৯৭১), পৃ ৬৮।

যান। বৃটিশ সরকার তাঁকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় নি। মওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গূহী ও মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী ভারতেই থেকে যান।[১৩১]

সায়্যিদ আহ্‌মদ শহীদ বেরেলবী জনগণের মাঝে জিহাদী প্রেরণার এমন এক জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন যার ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুজাহিদ বাহিনী দলে দলে বের হতে থাকে।[১৩২] তাঁরই আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট মুজাহিদগণ ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহী বিপ্লবে ইংরেজদের সঙ্গে বিভিন্ন সেক্টরে লড়াই করেন। ইংরেজ বহির্ভূত এলাকা সীমান্ত থেকেও সায়্যিদ আহ্‌মদ শহীদের অনুসারিগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে।[১৩৩] সায়্যিদ আহ্‌মদের শাহাদাতের পর উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বিভিন্ন স্তরের জনগণকে সমভাবে স্বাধীনতার জন্য উৎসাহিত করতে থাকেন।[১৩৪] বিপুল পরিমাণে জান ও মাল উৎসর্গ করার পরেও স্বাধীনতার এ যুদ্ধ ব্যর্থ হয়। এর একটি কারণ সর্বাত্মক যুদ্ধ ও বিদ্রোহের জন্য যে নিয়ম শৃংখলা ও যোগ্য পরিচালনার প্রয়োজন ছিল, তা' ছিল অসম্পূর্ণ। এটা বলাও অত্যুক্তি হবে না যে, এ যুদ্ধে সতর্কতা অপেক্ষা আবেগ ছিল বেশী। অথচ আবেগের তুলনায় সতর্কতার প্রয়োজন ছিল বেশী। যদি নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে যুদ্ধ পরিচালনা করা যেত, তা হলে ইংরেজদের পরাজয় ছিল অনিবার্য। তদুপরি ইংরেজদের তুলনায় দেশীয় সৈন্যের সংখ্যা ছিল অধিক। বিভিন্ন কারণে স্বাধীনতা যুদ্ধ যদিও ব্যর্থ হয় কিন্তু এ যুদ্ধ দেশবাসীর অন্তরে জীবন ও জাগরণের সৃষ্টি করে। আর এ বিপ্লব থেকে স্বাধীনতার বিভিন্ন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।[১৩৫]

১৮৫৭ সালের যুদ্ধের ফলাফল

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ায়, ইংরেজগণ বিপ্লবে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করে। ইংরেজদের মতে, সিপাহী বিদ্রোহের মূল আন্দোলনকারী হলো মুসলমান। এ কারণেই ইংরেজদের প্রতিশোধ গ্রহণ করার মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল মুসলমান। এর ফলেই ইংরেজরা মুসলমানদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করেছে। অন্তত সাতাশি হাজার মুসলমানকে ফাঁসি দিয়েছে। অনেক মুসলমানের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। সকল সরকারি চাকুরি থেকে মুসলমানদেরকে চাকুরিচ্যুত করেছে। মুন্সী যাকাউল্লাহ বলেন, "জনৈক ইংরেজ সকল মুসলমানকে বিদ্রোহী মনে করত।

---

১৩১. প্রাগুক্ত।

১৩২. স্যার সায়্যিদ আহ্‌মদ খান, *আসারুস সনাদীদ,* (কানপুর ঃ নামী প্রেস, ১৯০৪), পৃ ১০৩।

১৩৩. খলীক আহ্‌মদ নিযামী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪।

১৩৪. খুরশেদ মুস্‌তফা রিযভী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬৬।

১৩৫. নাসের কাযিমী, *সন্নে সাতাওন মেরী নজর মেঁ,* (অমৃতসর ঃ ওয়ালী বুক ডিপো, ১৯২০), পৃ ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

কোন ভারতীয়ের সাথে দেখা হলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করতেন, সে কি হিন্দু না মুসলমান, উত্তরে মুসলমান শুনা মাত্রই তাকে গুলী করে হত্যা করা হত।"[১৩৬]

Senry Mead বলেন, "বর্তমান পরিস্থিতিতে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে সিপাহী বিদ্রোহ নামে অভিহিত করা যায় না। বিদ্রোহের সূত্রপাত সিপাহীদের দ্বারা হলেও মূলত এটি ছিল ইসলামী বিদ্রোহ।"[১৩৭] ইংরেজ সৈন্যদেরকে তিন দিন পর্যন্ত দিল্লী নগরী লুণ্ঠন করার সাধারণ অনুমতি দেয়া হয়। চরম বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার সাথে তারা লুটপাট করে। কয়েকদিন পর্যন্ত তারা অপরাধী ও নিরপরাধী নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করে এবং লুটতরাজ অব্যাহত রাখে।[১৩৮] এলাহাবাদে ফাঁসি দেওয়ার জন্য বড় বড় বৃক্ষের শাখাসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শাখাসমূহে এলাহাবাদের শত অধিবাসীকে গলায় রজ্জু দিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। এছাড়া অনেককে কামানের গোলায় উড়িয়ে দেয়া হয়।[১৩৯] মুরাদাবাদে নবাব মজ্জু খানকে বন্দুকের গুলীতে হত্যা করা হয়। এরপর তাঁর লাশকে হাতির পায়ের সাথে বেঁধে মুরাদাবাদের অলিগলিতে হেঁচড়ানো হয়। পরে ফুটন্ত চুনের মধ্যে লাশটিকে নিক্ষেপ করা হয়।[১৪০] দিল্লীর সাধারণ মানুষকে তারা ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলাতে থাকে। এমনকি রাজপথ ও সাধারণ মানুষের চলন্ত পথে ফাঁসিকাষ্ঠ নির্মিত হয়। যে যে স্থানে জনগণকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানোর ব্যবস্থা ছিল, সে স্থানগুলো ছিল ইংরেজদের চিত্তবিনোদনের বিচরণভূমি। তারা এসব স্থানে বিচরণ করে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলন্ত জনসাধারণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও শ্বাসরুদ্ধের নির্মম অবস্থা প্রত্যক্ষ করে পাশবিক উল্লাস ভোগ করত।[১৪১] ভারতীয়দেরকে এমন শাস্তি দেয়া হত যা শুনলে মানুষের শরীর শিহরিয়ে উঠে।

নিরপরাধ জনসাধারণকে অগ্নিদগ্ধ করা হয়েছে। ইংরেজগণ এ-সকল দৃশ্য কৌতুকোচ্ছলে দাঁড়িয়ে দেখত। পুরুষ, মহিলা, এমনকি নিষ্পাপ শিশুদেরকেও ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়।[১৪২] সমস্ত ভারতবর্ষে ভারতীয় বৈপ্লবিকদের হাতে যে সংখ্যক ইংরেজ নিহত হয়েছে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক মুসলমানকে শুধু এলাহাবাদ অঞ্চলে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে।[১৪৩]

---

১৩৬. মুন্সী যাকাউল্লাহ, '*উরূজে সালতানাত-এ ইংলিশিয়া,* (লাহোর : ফীরোয সন্স, ১৯৫৭), পৃ ৭১২।

১৩৭. সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদবী, *হিন্দুস্তানী মুসলমান,* প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৫।

১৩৮. ঐ, পৃ ১৪৩।

১৩৯. পণ্ডিত সুন্দর লাল, *সন্নে সাতাওয়ান,* ('আলীগড় : আঞ্জুমানে তরক্কিয়ে উর্দু, ১৯৫৭) পৃ ১২।

১৪০. মাহ্মূদ আহমদ, *তারীখে-এ আমরূহা,* (দিল্লী : গনিয়ুল মাতাবি', ১৯৬০), ১ম খণ্ড, পৃ ৭৮।

১৪১. সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৬।

১৪২. হিসামুদ্দীন, *সন্ন-এ আঠারা সও সাতাওয়ান-তস্বীর কা দূসরা রুখ,* (লাহোর : কিতাব মনজিল, ১৯৩১), পৃ ৬৭।

১৪৩. সায়্যিদ তোফায়ল আহ্মদ মঙ্গলূরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা আন্দোলনে 'আলিমদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকায় ইংরেজগণ সদা সর্বদা শঙ্কিত থাকত। তাই 'আলিমগণকে আন্দোলন থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে ইংরেজগণ বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। পাটনা, থানেশ্বর এবং লাহোর প্রভৃতি অঞ্চলের বহু 'আলিমের বিরুদ্ধে ইংরেজগণ আদালতে মুকদ্দমা দায়ের করে। অনেকের বিরুদ্ধে ফাঁসির রায় হওয়ায় ইংরেজগণ চরম উৎফুল্ল হয়েছিল।[১৪৪] ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে মওলানা য়্যাহ্ইয়া 'আলী, মওলানা আহ্মদুল্লাহ 'আযীমাবাদী, মওলবী আবদুর রহীম সাদিকপুরী, মওলানা মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরীকে আন্দামান দীপপুঞ্জে নির্বাসিত করা হয়। সাদিক পুরের 'আলিমদের স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাঁদের বাসগৃহ বিধ্বস্ত করে সরকারি অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়।[১৪৫] এভাবে বিশিষ্ট ও সেরা 'আলিমদের অনেককে আন্দামানে নির্বাসিত করা হয়। তাঁদের মধ্যে মওলানা ফযলে হক খায়রাবাদী, মুফতী 'ইনায়ত আহ্মদ, মুফতী মাযহার করীম প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১৪৬]

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলিম উভয়েই অংশগ্রহণ করেছিল। আন্দোলনের সংখ্যা গরিষ্ঠ সৈন্য ছিল হিন্দু। এতদসত্ত্বেও মুসলমানদের প্রতি তাদের অসন্তোষ ছিল চরম। বিদ্রোহের জন্য মুসলমানদেরকেই তারা দায়ী করত। জনৈক ইংরেজের মতে, "মুসলমানগণ হল ইংরেজদের প্রকাশ্য শত্রু। অতএব, ইংরেজদের সঠিক কর্মপন্থা হবে হিন্দুদের সাথে নমনীয় ভাব রাখা।"[১৪৭] এ কারণেই ইংরেজগণ মুসলমানদের সাথে অসদ্ব্যবহার করেছে। দীর্ঘদিন হত্যাকাণ্ড চালাবার পর ইংরেজগণ নির্যাতনের পদ্ধতি পরিবর্তন করে। অর্থনৈতিক শোচনীয় অবস্থা এবং সামাজিক অবক্ষয়ের দিকে মুসলমানদেরকে ঠেলে দিয়েছে। তারা মুসলমানদেরকে শুধু গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদ থেকেই দূরে রাখে নি; বরং তাদের ওয়াক্ফ সম্পত্তি এবং স্থাবর অস্থাবর সর্বপ্রকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। তারা এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলেছে যেখান থেকে মুসলমান সন্তানগণ অধ্যয়ন করে ইসলামের প্রতি অনীহা প্রকাশ করে। তারা ইসলামের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও নিয়ম পদ্ধতিকে অসভ্য, অসাংস্কৃতিক ও যুগোপযোগী নয় বলে আখ্যায়িত করে।[১৪৮]

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহী বিপ্লবের পর উপমহাদেশ যখন উত্তপ্ত এবং এই উপমহাদেশ সম্পূর্ণ ইংরেজদের আয়ত্ত্বে তখন এই উপমহাদেশে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা হয়। একটি হল দারুল 'উলূম দেওবন্দ এবং অপরটি হল মুসলিম অরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দিল্লী

---

১৪৪. মওলবী মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরী, *কালাপানী,* (দিল্লী ঃ আল-জম্'ইয়ত বুক ডিপো, ১৯৫৭), পৃ ৯৮।

১৪৫. সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫১।

১৪৬. সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫১।

১৪৭. মুহাম্মদ আমীন যুবায়রী, *মুসলমান-এ হিন্দ কী সিয়াসত-এ ওয়াতনী,* (আগ্রা ঃ 'আযীযী প্রেস, ১৯৬৭), পৃ ১৬।

১৪৮. ঐ, পৃ ২১।

সরকারি কলেজের 'আরবী বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মওলানা মমলূক 'আলী নানূতবী (১৭৮৭-১৮৫১)-এর শাগেরদ্ ছিলেন স্যার সায়্যিদ আহ্মদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) ও মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী (১৮৩৩-১৮৮০)। কিন্তু স্যার সায়্যিদ আহ্মদ আধুনিকতাকে বরণ করে নেন এবং মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী রক্ষণশীলতাকে আঁকড়িয়ে ধরেন। একজন প্রাচ্যকে লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ করেন এবং অপরজন পাশ্চাত্যকে লক্ষ্যস্থল মনে করেন। তবে উভয়টিরই প্রয়োজন ছিল। এর কোনটাকেই উপেক্ষা করা যায় না।

সিপাহী বিপ্লবের পর ভারতে ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এবং স্বাধীনতার সক্রিয় কর্মপন্থা আপাতত বিপজ্জনক মনে হলেও অধিকাংশ মুসলিম নেতৃবৃন্দ নিজেদেরকে শিক্ষা সেবায় নিয়োজিত করেন। এ সময়ে অনেকটা শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র মূলনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল দেওবন্দ ও 'আলীগড় শিক্ষা আন্দোলন।[১৪৯] উভয় আন্দোলনই শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র চিন্তাধারার ফসল।[১৫০]

স্যার সায়্যিদ আহ্মদ খান শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র ন্যায় সমাজ সংস্কার এবং নৈতিক ও জাতীয় চরিত্র গঠনে অর্থনৈতিক প্রভাব এবং শরী'অতের ব্যাখ্যায় বুদ্ধি ভিত্তিক যুক্তি প্রয়োগ ইত্যাদির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বস্তুগত উন্নতির উপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে আধ্যাত্মিকতাকে অস্বীকার করে বসেছেন। স্যার সায়্যিদ আহ্মদ বলেন, "পেট এমন বস্তু, ধর্ম থাকুক বা না-ই থাকুক, আল্লাহ্কে পাওয়া যাক বা না যাক, তা পুর্তি করতে হবে।"[১৫১] যুক্তিবাদের ক্ষেত্রে তিনি শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র মতবাদকে[১৫২] ছাড়িয়ে মু'তাযিলাবাদের সারিতে গিয়ে শামিল হন। স্যার সায়্যিদের মতে 'আকল হল সব কিছুর উর্ধ্বে। তার ধারণায়, সত্য নিরূপণের একমাত্র চাবিকাঠি হল বিচার বুদ্ধি। তিনি বলতেন, অহীভিত্তিক যুক্তির সাথে বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তির কোন বিরোধ নেই। কিন্তু বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তির সাথে যদি অহীভিত্তিক যুক্তির কোথাও বিরোধ ঘটে, তবে বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তিরই প্রাধান্য দে্িয়া হবে। কারণ, তার মতে অহীর

---

১৪৯. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮।

১৫০. ঐ, পৃ ৩৮।

১৫১. স্যার সায়্যিদ আহ্মদ খান, *মাকালাত-এ স্যার সায়্যিদ*, (লাহোর ঃ তরক্কিয়ে আদব, ১৯৫৯), পৃ ৮৪।

১৫২. শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র মতবাদ হল ইসলামের প্রত্যেকটি বিধানকে যুক্তি ও বুদ্ধির আলোকে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু কুর'আন ও হাদীসের প্রকাশ্য অর্থের সাথে বুদ্ধির দ্বন্দ্ব দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে অহীর প্রাধান্য দে্িয়াই ছিল তাঁর নীতি। প্রয়োজন মত তকদীরের উর্ধ্বেউঠার নীতিকে তিনি সমর্থন করলেও মু'তাযিলাবাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। মুজতাহিদ হলেও প্রধানত তিনি হানাফী নীতির অনুসরণ করতেন। নীতিগতভাবে তিনি ছিলেন আহলে হাদীস। কিন্তু কার্যত ও প্রধানত তিনি ছিলেন হানাফী। তিনি বিবেক বুদ্ধির সাথে ধর্মীয় অনুশাসনগুলোর সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেন। (মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *স্যার সৈয়দ আহ্মদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১।

©Dhaka University Institutional Repository

সত্যাসত্য বিচার করতে হলেও বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। তাই কোথাও যদি অহীর কোন ব্যাখ্যা বুদ্ধি বিরোধী বলে মনে হয়, তবে সেখানে অবশ্যই বুদ্ধি সম্মত অন্য কোন গ্রহণীয় ব্যাখ্যার অনুসন্ধান করতে হবে।[১৫৩]

'আলীগড় অরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা

স্যার সায়্যিদ কংগ্রেস বিরোধী ছিলেন। তিনি উগ্রপন্থী হিন্দু এবং বাঙ্গালীদের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়ার জন্য মুসলমানদেরকে উপদেশ দেন। কেননা কন্টকময় রাজনৈতিক অঙ্গনে ইংরেজদের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ হলে তিনি মুসলমানদের সংকট তীব্রতর হওয়ার আশংকা করেছিলেন।[১৫৪] এই সময়ে ইংরেজগণ কতিপয় সুবিধাবাদী মুসলমানদের দ্বারা স্বার্থ উদ্ধারে ব্যাপৃত হয়। ইংরেজগণ তাদের মাধ্যমে ইংরেজদের বিপক্ষে কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য হারাম এই ফত্ওয়া প্রকাশ করে।[১৫৫] স্যার সায়্যিদ আহ্মদ ব্যাক্তিগতভাবে কংগ্রেসে যোগদান এমন কি রাজনীতিতে অংশগ্রহণের চরম বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করলেন যে, সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলে মুসলিম জাতি সমূলে বিনষ্ট হয়ে যাবে। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে 'আলীগড় মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময়ে কর্মসূচীর উল্লেখ করে বলেন, "যারা মনে করেন যে, রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে আমাদের জাতীয় উন্নতি হবে"– আমি এই মতের সাথে একমত নই। আমি শিক্ষা এবং শিক্ষার উন্নতিকেই জাতীয় উন্নতির অবলম্বন বলে মনে করি।[১৫৬] স্যার সায়্যিদ আহ্মদ মুসলমানদের শিক্ষায় অবহেলা এবং এর চেতনার অপরিপক্কতা লক্ষ্য করেন। তিনি মুসলমানদের নিজেদের শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক অবস্থা সমৃদ্ধ করার পূর্বে কারো জন্য রাজনীতিতে অংশগ্রহণ পছন্দ করেন নি। তাই তিনি মুসলমানদেরকে রাজনীতি থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দেন। স্যার সায়্যিদের উল্লিখিত চিন্তাধারার বিরোধী দলের নেতৃবর্গ এর চরম বিরোধিতা করেন এবং তাঁরা তাঁকে ইংরেজদের এজেন্ট বলে আখ্যায়িত করেন।[১৫৭] স্যার সায়্যিদের রাজনীতি থেকে সে সময়ে দূরে সরে থাকার পরামর্শ দানের নীতিকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন বলা যায় না। কেননা ভারতের মুসলমানগণ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শিক্ষা ও অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ রাজনীতিতে তারা অংশগ্রহণ করতে পারবে। পরবর্তীতে স্যার সায়্যিদ আহ্মদের শিক্ষা আন্দোলনের প্রতি জনগণ আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তিনি যদি সে সময়ে সকল বিরোধিতা উপেক্ষা করে শিক্ষা আন্দোলনের অভিযান যদি না চালাতেন তবে স্বাধীন ভারতবর্ষের মুসলিম জাতির অবস্থা আরও করুণ হত। স্যার সায়্যিদ আহ্মদের

---

১৫৩. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১।

১৫৪. সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদ্‌বী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫২।

১৫৫. মওলানা হুসায়ন আহ্মদ মদনী, প্রাগুক্ত, পৃ ৭১।

১৫৬. সায়্যিদ তোফায়ল আহ্মদ মঙ্গলূরী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮২।

১৫৭. কাজী আবুল গাফ্ফার, *হায়াতে আজমল,* (অমৃতসর ঃ ওয়ালী বুক ডিপো, ১৯২৫), পৃ ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক চিন্তাধারা ত্রুটিপূর্ণ হলেও শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী কল্যাণকর প্রমাণিত হয়। এই চিন্তাধারা ক্রমে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই চিন্তাধারার গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল এম. ও. কলেজ যা পরবর্তীতে মুসলিম ইউনিভারসিটিতে রূপান্তরিত হয়। 'আলিগড় অরিয়েন্টাল কলেজের মোটামুটি আলোচনা এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণিত হল। এখন দারুল 'উলূম দেওবন্দের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে। কেননা এই প্রতিষ্ঠানের সাথেই জড়িত ছিল শায়খুলহিন্দ মওলানা মাহ্‌মূদ হাসানের সম্পর্ক।

দারুল 'উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী মাতবা'-এ মুজতবায়ীতে গ্রন্থ সংশোধন ও টীকা লিখন ইত্যাদি কাজের নিযুক্তিপত্র পেয়ে সেখানে যোগদান করেন।[১৫৮] তখন তাঁর এ চিন্তাও সক্রিয় ছিল যে, শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাক দেহ্‌লবী (মৃ. ১৮৬৪) হিজাজ গমন করার সময়ে প্রতিনিধি বোর্ডের নিকট ওয়ালিউল্লাহী আন্দোলনের কর্মসূচী শুরু করার যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, তা কিভাবে আরম্ভ করা যায়। এতদসঙ্গে তাঁর এ পরিকল্পনাও ছিল, শাহ্ আবদুল 'আযীযের (মৃ. ১৮২৪) দিল্লীর মাদ্‌রাসার অনুকরণে একটি মাদ্‌রাসা স্থাপিত করতে হবে, যা পরবর্তীতে ওয়ালিউল্লাহী আন্দোলনের কেন্দ্র হয়। ওয়ালিউল্লাহী আন্দোলনের একদল নেতৃবৃন্দ মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী, মওলনা রশীদ আহ্‌মদ গঙ্গূহী, মওলানা মুহাম্মদ মুনীর নানূতবী, মওলানা মুহাম্মদ মায্‌হার নানূতবী স্থির করলেন যে, তাঁরা ভারতে বসবাস করে আন্দোলনকে এমনভাবে আরম্ভ করবেন যেন ইসলামী চেতনা ও মুসলিম সভ্যতার হিফাযত হয় অথচ ব্রিটিশ সরকারের কোন রকমের সন্দেহভাজন হতে না হয়। অতএব এর সর্বোত্তম পন্থা হল, দেশের অভ্যন্তরে ধর্মীয় মাদ্‌রাসা স্থাপন করে এমন 'আলিম তৈরী করতে হবে যাঁরা ধর্মীয় কর্তব্যরূপ সামাজিক কাজের সাথে সাথে রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করতে পারেন। এ উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্‌রাসা দারুল 'উলূম দেওবন্দ, মাদ্‌রাসা শাহী মুরাদাবাদ এবং মাদ্‌রাসা মাযাহির-এ 'উলূম সাহারানপুর ইত্যাদি স্থাপিত হয়।[১৫৯]

মওলানা ফযলুর রহমান (মৃ. ১৮৯১), মওলানা যুলফিকার 'আলী (১৮২২-১৯০৪) এবং হাজী মুহাম্মদ 'আবিদ হুসায়ন (মৃ. ১৯১৩)-এর প্রস্তাবে দেওবন্দে একটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১৬০] সে মতে ১৫ মুহার্‌রম ১২৮২ হিজরী মুতাবিক ৩০ মে ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে দেওবন্দে প্রসিদ্ধ ছাত্তা মসজিদের আনার গাছ সংলগ্ন চত্বরে মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবীর পৃষ্ঠপোষকতায় দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসার কাজের সূচনা হয়।[১৬১] মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী দিল্লী থেকে অত্র মাদ্‌রাসার

---

১৫৮. মুহাম্মদ আয়্যুব কাদিরী, প্রাগুক্ত, পৃ ২১৪।

১৫৯. আবদুল ওহীদ সিদ্দীকী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৯; Zia-ul-Hasan Faruqi, op. cit., p 23.

১৬০. মুহাম্মদ আয়্যূব কাদিরী, প্রাগুক্ত, পৃ ২১৫।

১৬১. ঐ, পৃ ২১৬।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষকতার জন্য মুল্লা' মাহ্মূদকে মাসিক পনের টাকা বেতন ধার্য করে দারুল 'উলূম দেওবন্দে পাঠালেন এবং বললেন মুল্লা' মাহ্মূদ (মৃ. ১৮৮৬) দারুল 'উলূমে পাঠ দানে রত থাকবেন। আর আমি মাদ্রাসার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পুরোপুরি জড়িত থাকব।[১৬২] দারুল 'উলূম দেওবন্দের নব প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা প্রথম শিক্ষার্থী ছিলেন মাহ্মূদ এবং প্রথম শিক্ষক ছিলেন মাহ্মূদ। মাহ্মূদ শব্দের অর্থ হল প্রশংসিত। উপমহাদেশে শায়খুলহিন্দ উপাধিতে যিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনিই ছিলেন অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম শিক্ষার্থী। আর মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী যাঁকে অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ দানের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে ছিলেন তিনি হলেন প্রথম শিক্ষক।[১৬৩]

ক্রমে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ছাত্তা মসজিদ অসংকুলান হয়ে পড়ে এবং ১৮৭৪ সালে দেওবন্দ জামি' মসজিদে উক্ত মাদ্রাসাটি স্থানান্তরিত হয়।[১৬৪] ছাত্র সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়ে যাওয়ায় জামি' মসজিদের স্থানও অসংকুলান হয়ে পড়ে। তাই আবাসিক এলাকা সংলগ্ন ছাত্তা মসজিদের কাছাকাছি ২ যুলহজ্জ ১২৯২ হিজরী মুতাবিক ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবীর নেতৃত্বে দারুল 'উলূম দেওবন্দের বর্তমান 'ইমারতের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়।[১৬৫] শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর আন্দোলনে অনুপ্রাণিত মনীষীবৃন্দ ছিলেন অত্র মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁরা শাহ্ সাহেবের পদাংক অনুসরণ করে চলতেন। মাদ্রাসার জন্য শিক্ষাকোর্স, স্বতন্ত্র কর্মপদ্ধতি এবং মাদ্রাসা পরিচালনার মূলনীতি মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী প্রস্তুত করেন। মাদ্রাসা পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ও তাঁর উত্তরসূরীদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখেন।[১৬৬]

মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী ওয়ালিউল্লাহী আন্দোলনের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। দিল্লীতে যে পর্যন্ত এ আন্দোলন পরিচালিত ছিল সে সময় পর্যন্ত তিনি এতে সক্রিয় অবদান রাখেন। ইতঃপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর মুসলমানগণ দু'টি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি ধারার নেতৃত্ব দেন মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী এবং দ্বিতীয়টির নেতৃত্ব দেন স্যার সায়্যিদ আহ্মদ খান।[১৬৭]

---

১৬২. মওলানা মানাযির আহ্সান গীলানী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫০।

১৬৩. মুহাম্মদ য়্যা'কূব নানূতবী, *সাওয়ানিহ-এ 'উমরী মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী,* (দেওবন্দ ঃ মাকতাবা কাসিমী, ১৩৭৩ হি.), পৃ ২১।

১৬৪. মুহাম্মদ আয়্যূব কাদিরী, প্রাগুক্ত, পৃ ২১৬।

১৬৫. মুফতী 'আযীযুর রহমান, *তাযকিরা-এ দেওবন্দ,* (বিজনৌর ঃ মদীনা প্রেস, ১৯৫৩), পৃ ১৯০।

১৬৬. মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৫।

১৬৭. মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, *ইফতিতাহী খুতবা,* (করাচী ঃ লরেন্স প্রেস রোড, ১৯৪০), পৃ ৬।

মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী এবং স্যার সায়্যিদ আহ্মদ খান উভয়েই অভিন্ন একটি উৎস মূল থেকে ফয়য লাভ করেন। মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী দারুল 'উলূম দেওবন্দকে বিশ্বের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলেন। পক্ষান্তরে স্যার সায়্যিদ আহ্মদ খান 'আলীগড়ে মোহামেডান অরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপন করেন যা পরবর্তীকালে 'আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।[১৬৮] দারুল 'উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতামণ্ডলী এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট 'আলিমগণ ছিলেন ওয়ালিউল্লাহী আন্দোলনের এমন কর্মী যাদের অন্তর ছিল জিহাদী চেতনায় পরিপূর্ণ। দারুল 'উলূম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য শুধু শিক্ষাদানে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদেরকে জিহাদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করা। পরবর্তীতে যেন এদেরই মাধ্যমে ১৮৫৭ সালের ব্যর্থ বিপ্লব সফল বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়।[১৬৯] ১৮৫৭ সালের সংঘটিত ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসন ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করে। বিপ্লবের মূল কারণ আবিষ্কার করতে গিয়ে ব্রিটিশ সরকার একমাত্র ভারতের মুসলমানদেরকেই দায়ী করে। এ কারণেই ইংরেজদের প্রতিশোধ গ্রহণ করার মূল লক্ষবস্তু ছিল মুসলমান।[১৭০] ইংরেজরা ব্যাপকভাবে হত্যা করে। বহু মুসলমানকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলায়। মুসলমানদের উপর অমানবিক অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালায়। অনেক মুসলমানের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। সরকারি সকল চাকুরি থেকে মুসলমানদেরকে চাকুরিচ্যুত করে। মুসলমানদেরকে আর্থিকভাবে পঙ্গু করে রাখে। তারা মুসলমানদেরকে সাংস্কৃতিকভাবে ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন প্রকার অপকৌশল গ্রহণ করে। ফারসীর স্থলে ইংরেজীকে সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে। শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল রদ বদলের মাধ্যমে মুসলমানদের 'আকীদা বিনষ্টের সর্বপ্রকার হীন অপকৌশল অবলম্বন করে। এ সকল করুণ অবস্থা শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন। তদুপরি তিনি তাঁর উস্তাদ মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী ও মওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গূহীর নিকট থেকে ১৮৫৭ সালের বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার কারণ ও ফলাফল অবগত হতে পেরেছিলেন। তদুপরি সায়্যিদ আহ্মদ শহীদ ও শাহ্ মুহাম্মদ ইসমা'ঈল শহীদের লোমহর্ষক ঘটনাবলীও শুনতে পেয়েছিলেন। এজন্য তিনি একটি ব্যাপক সশস্ত্র বিপ্লবের সঙ্কল্প করেন।[১৭১] সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সঙ্কটের এহেন পরিস্থিতির মধ্যে গড়ে উঠেছিল শায়খুলহিন্দের জাতীয় মানস। বস্তুত উল্লিখিত ঘটনাবলী ছিল শায়খুলহিন্দের রাজনৈতিক চিন্তাধারা।

---

১৬৮. মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৫।

১৬৯. সায়্যিদ মানাযির আহ্সান গীলানী, *সাওয়ানিহ-এ কাসিমী*, ১ম খণ্ড, (লাহোর ঃ মাকতাবা রহমানিয়া, ১৯৬৭), পৃ ২২৬।

১৭০. হিসামুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭।

১৭১. এ.এম.এম. আবদুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৫ সালে মওলানা রশীদ আহ্‌মদ গঙ্গূহীর তিরোধানের পর দারুল 'উলূম দেওবন্দ-এর প্রথম যুগের সমাপ্তি হয়। এ সময়ে কুর'আন, হাদীস এবং বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী হয়ে যুগশ্রেষ্ঠ বহু 'আলিম দারুল 'উলূম দেওবন্দে তৈরী হয়। ১৯০৫ সালে মওলানা গঙ্গূহীর ইন্‌তিকালের পর শায়খুলহিন্দ দারুল 'উলূম দেওবন্দের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করেন। এই সময় থেকে দারুল 'উলূমের দ্বিতীয় যুগের সূচনা হয় এবং ১৯২০ সালে তাঁর তিরোধানের পর দ্বিতীয় যুগের সমাপ্তি হয়।[১৭২] এই দ্বিতীয় যুগেই দারুল 'উলূমের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহ্‌ মুহাদ্দিসে দেহলবীর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা এযুগেই ব্যাপক প্রচার প্রসার লাভ করে। এই সময়ে দেওবন্দী 'আলিমগণ রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হন এবং বহু আন্দোলনের সূচনা করেন। এই সময়ে শায়খুলহিন্দ 'আলীগড় ও দেওবন্দকে একই রাজনৈতিক প্লাটফর্মে আনতে সক্ষম হন। 'আলীগড়ের সাথে শায়খুলহিন্দের মতভেদ থাকলেও তাঁরই মাধ্যমে 'আলীগড় ও দেওবন্দের মাঝে যে দূরত্ব ছিল, তা হ্রাস পায়।[১৭৩]

১৯০৯ সালে জম্‌'ইয়াতুল আনসার সংগঠন প্রতিষ্ঠা, দেওবন্দ ও 'আলীগড়ের দূরত্ব হ্রাস করার ব্যাপারে শায়খুলহিন্দ বিশেষ ভূমিকা রাখেন। 'জম'ইয়াতুল আনসার'-এর মিটিংসমূহে 'আলীগড়ের প্রতিনিধি হিসেবে সাহেবযাদা আফতাব আহ্‌মদ খান অংশগ্রহণ করেন। এ সময়ে একটি চুক্তি হয় যে, 'আলীগড়ের উচ্চ ডিগ্রীধারীগণ দেওবন্দে ইসলামী শিক্ষা লাভ করার ইচ্ছা পোষণ করলে দেওবন্দ তাঁদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অনুরূপভাবে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ডিগ্রীধারীগণ দেওবন্দ থেকে 'আলীগড়ের ইংরেজী শিক্ষা লাভ করার ইচ্ছা পোষণ করলে 'আলীগড়ও তাঁদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করবে।[১৭৪]

সায়্যিদ আহ্‌মদ শহীদের আন্দোলন ও শায়খুলহিন্দের আন্দোলন উভয়টিই ছিল দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার আন্দোলন। মুসলিম সমাজের পুনর্জীবন ছিল উভয় আন্দোলনের সাধারণ লক্ষ্য। শায়খুলহিন্দ পূর্ববর্তী আন্দোলনসমূহের ব্যর্থতার কারণসমূহ চিহ্নিত করেন। তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁর পরিকল্পিত সশস্ত্র বিপ্লব বাস্তবায়নের রূপরেখার মধ্যে ছিল অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং বহিরাগত আক্রমণ দ্বারা দেশকে স্বাধীন করা। তিনি তাঁর এই আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ, সামরিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।[১৭৫]

---

১৭২. মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্‌ সিন্ধী, প্রাগুক্ত, পৃ ২০৮।

১৭৩. মওলানা সারওয়ার, *তা'লীমাত-এ মওলানা 'উবায়দুল্লাহ সিন্ধী,* (লাহোর ঃ নোবেল কিশোর প্রেস, ১৯৫৫), পৃ ১৩০।

১৭৪. শায়খ মুহাম্মদ ইকরাম, *মওজে কাওসার,* প্রাগুক্ত, পৃ ১২৪।

১৭৫. এ.এম.এম. আবদুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৮-১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বেই ১৯২০ সালে শায়খুলহিন্দ ইন্তিকাল করেন। এই স্বাধীনতা অর্জনের পটভূমি প্রস্তুতিতে সমভাবে সক্রিয় ছিল সায়্যিদ আহ্মদ শহীদের অনুগামী পরবর্তী আন্দোলনসমূহ, 'আলীগড় আন্দোলন এবং দেওবন্দ আন্দোলন। সায়্যিদ আহ্মদ শহীদের অনুগামী পরবর্তী আন্দোলনসমূহ যুগিয়েছে এ জাতিকে আত্মোৎসর্গের প্রেরণা ও মনোবল, 'আলীগড় আন্দোলন উন্মুক্ত করেছে জাতীয় ও পার্থিব উন্নতির পথ এবং দেওবন্দ আন্দোলন উপহার দিয়েছে ইসলামী জ্ঞান-গরিমা, আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক পবিত্রতার শিক্ষা এবং আত্মোৎসর্গের প্রেরণা। সম্মিলিত এ সকল আন্দোলনের পথ ধরেই জাতি লাভ করেছে অভীষ্ট স্বাধীনতা।

এখানে শায়খুলহিন্দের রাজনৈতিক চিন্তাধারার পটভূমি সম্পর্কে অবগত হওয়া গেল। এ চিন্তাধারা রূপায়িত হয়েছিল তার দুর্দমনীয় রাজনৈতিক চেতনা ও কর্মধারার মাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবন বৃত্তান্ত

বংশ

দিল্লী থেকে নিরানব্বই মাইল দক্ষিণে সাহারানপুর জেলায় দেওবন্দ নগরী অবস্থিত। এই নগরীর সম্ভ্রান্ত অধিকাংশ মুসলমানের সূত্রপরম্পরা খুলাফা' রাশিদূনের সাথে সম্পৃক্ত। এঁদের কিছু সংখ্যক পরিবার সিদ্দীকী এবং ফারূকী বংশভুত। আর অধিকাংশ পরিবার 'উসমানী বংশভুত। 'উসমানী বংশভুত পরিবারের মধ্যে শায়খ ফাত্হ 'আলী ছিলেন উক্ত এলাকার একজন বিশিষ্ট নাগরিক। তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে মওলানা মাহ্তাব 'আলী[১] এবং মওলানা যুলফিকার 'আলী ছিলেন বিশিষ্ট 'আলিম। তাঁরা উভয়েই দিল্লী সরকারি কলেজে মওলানা মুহাম্মদ মামলূক 'আলী নানূতবীর[২] নিকট শিক্ষা লাভ করেন।[৩] তাঁর

---

১. দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার পূর্বে দেওবন্দে মওলানা মাহ্তাব 'আলীর প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার জন্য উক্ত এলাকার অধিবাসীগণ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আগমন করতো। মওলানা যুলফিকার 'আলী স্বীয় বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মওলানা মাহ্তাব 'আলীর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। (সায়্যিদ মানাযির আহ্সান গীলানী, *সাওয়ানিহে কাসিমী*, দেওবন্দ ঃ দারুল 'উলূম, ১৩৭৩ হি., ১ম খণ্ড, পৃ ১৮৭)।

২. মওলানা মামলূক 'আলী ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতের যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত সাহারানপুর জেলার নানূতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শাহ্ 'আবদুল 'আযীয (১৭৪৬-১৮২৪) এবং মওলানা রশীদুদ্দীন খান (মৃ. ১৮৩৩)-এর নিকট ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিষয় অধ্যয়ন করেন। তিনি ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে দিল্লী সরকারি কলেজের 'আরবী বিভাগের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি উক্ত কলেজের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন। তিনি 'আরবী, ফিক্হ্ ও অন্যান্য শাস্ত্রে সমকালীন 'আলিমদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা পাঠ্যতালিকাভুক্ত সকল প্রকার গ্রন্থে অগাধ ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর বিশিষ্ট শাগের্দ্গণের মধ্যে মওলানা মুহাম্মদ মায্হার নানূতবী (মৃ. ১৮৮৫) [অধ্যাপক, আগ্রা কলেজ], মওলানা মুহাম্মদ মুনীর নানূতবী (জ. ১৮৩১) [অধ্যাপক, বেরেলী কলেজ], মওলানা মুহাম্মদ আহ্সান নানূতবী (মৃ. ১৮৯৫) [অধ্যাপক, বেনারস কলেজ], মওলানা যুলফিকার 'আলী (মৃ. ১৯০৪) [অধ্যাপক বেনারস কলেজ ও ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব

Dhaka University Institutional Repository

কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল মওলানা মাস্'ঊদ 'আলী।[৪] মওলানা যুলফিকার 'আলী ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী এবং বিশেষ ব্যুৎপত্তিশীল। তিনি ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে দেওবন্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি বেনারস কলেজের অধ্যাপক ও পরবর্তীকালে ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব কলেজেস-এর পদ অলঙ্কৃত করেন। চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি দারুল 'উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দের অন্যতম একজন সদস্য ছিলেন এবং দীর্ঘ চল্লিশ বছর উক্ত প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন।[৫] সরকারি চাকুরিতে রত থাকা অবস্থায় মওলানা যুলফিকার 'আলী বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় যে, তিনি উর্দু, ফারসী এবং 'আরবী ভাষায় তথা বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিশীল ছিলেন। নিম্নে তাঁর প্রণীত কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা গেল[৬] ঃ

১. 'ইতরুল ওয়ারদা ঃ এটা 'কসীদা বুরদা'-এর উর্দু ব্যাখ্যা। এর ভাষা সহজ ও বোধগম্য। এটি ভাষাগত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও ছন্দবিশিষ্ট।

২. আল-ইরশাদ ঃ এটা 'কসীদা বানাত সু'আদ'-এর ব্যাখ্যা। এটি ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর মাতবা' মুজতবায়ী থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।

কলেজস], শামসুল 'উলামা ডেপুটি শায়খ যিয়াউদ্দীন এল.এল.ডি. [অধ্যাপক, দিল্লী কলেজ], শামসুল 'উলামা মুহাম্মদ হুসায়ন আযাদ (মৃ. ১৯১০), পীরযাদা মুহাম্মদ হুসায়ন (সেসন জজ), খাজা মুহাম্মদ শফী' (জজ), খান বাহাদুর নাসির 'আলী (মৃ. ১৯৩৩), মওলবী করীমুদ্দীন পানিপথী (মৃ. ১৮৭৯), মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী (১৮৩২-১৮৮০), মওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গূহী (১৮২৮-১৯০৫), স্যার সায়্যিদ আহ্মদ খান (১৮১৭-১৮৯৮), শামসুল 'উলামা নযীর আহ্মদ (মৃ. ১৯১২), শামসুল 'উলামা মওলবী যাকাউল্লাহ (মৃ. ১৯১০) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি জণ্ডিসরোগে আক্রান্ত হয়ে দিল্লীতে ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন এবং শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ (১৭০৩-১৭৬২)-এর পারিবারিক গোরস্তান 'মাহানদিয়ূন'-এ সমাধিস্থ হন। (এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন, "উপমহাদেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ও 'আল্লামা নানূতবী," *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা,* একবিংশ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫, পৃ ২৮৯)।

৩. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, *হায়াতে শায়খুলহিন্দ,* (লাহোর ঃ ইদারা ইসলামিয়াত, ১৯৭৭), পৃ ১৩।

৪. মুহাম্মদ তুফায়ল, "শায়খুলহিন্দ কী জঙ্গে আযাদী," *দৈনিক চাটান,* (লাহোর, ১ এপ্রিল ১৯৬৫,) পৃ ৫। মওলানা মাসঊদ 'আলীও মওলানা মামলূক আলীর নিকট অধ্যয়ন করেন।

৫. সায়্যিদ হামিদ মিয়া, "খূনেঁ ইনকিলাবে ১৮৫৭ আওর আহ্লে দেওবন্দ," *আররশিদ পত্রিকা,* (লাহোর ঃ দেওবন্দ সংখ্যা, ১৯৭৬,) পৃ ৭৫২।

৬. ফুয়ূযুর রহমান, *মাশাহীর 'উলামায়ে দেওবন্দ,* (লাহোর ঃ আল-মাকতাবাতুল 'আযীযিয়্যা, ১৯৭৬), ১ম খণ্ড, পৃ ১৮০-১৮১।

৩. তাসহীলুদ্ দিরাসা ঃ এটা আবূ তামাম হাবীব ইব্ন আওস আত্তায়ী রচিত 'দীওয়ানুল হামাসা' 'আরবী সাহিত্যের সহজ-সরল ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

৪. তাস্হীলুল বয়ান ঃ আবূ তায়্যিব আল্-মুতানাব্বী কৃত 'দীওয়ানুল মুতানাব্বী'-এর উর্দু ভাষ্য। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকার বলেন, "মধ্যম মেধাবিশিষ্ট শিক্ষার্থীদের জন্য 'দীওয়ানুল মুতানাব্বী'-এর কবিতার অর্থ বিনা আয়াসে বুঝা সহজসাধ্য। যে ব্যক্তি 'আরবী সাহিত্যের সাথে নামেমাত্র সম্পর্ক রাখে তার জন্য শিক্ষকের সহায়তা ব্যতীত এর মর্মার্থ বুঝা আয়াসসাধ্য নয়।"

৫. আত্তা'লীকাত ঃ এটা 'আস্সাব্'উল মু'আল্লাকাত'-এর ব্যাখ্যা।

৬. মি'য়ারুল বালাগত ঃ উর্দু ভাষায় লিখিত মা'আনী ও বয়ান শাস্ত্রের একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ। এই গ্রন্থটিকে যদি উর্দু ভাষার 'মুখতাসারুল মা'আনী'[৭] বলা হয় তবে অত্যুক্তি হবে না। তদুপরি উর্দু কবিদের কবিতা যেখানে প্রযোজ্য তথায় এমনভাবে উদাহরণ দেয়া হয়েছে তা' দেখলে আশ্চর্যান্বিত হতে হয়।

৭. আল-হাদ্য়াতুস সন্নিয়্যাহ ঃ 'আরবী ভাষায় প্রণীত দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসার অবস্থা সম্পর্কীয় ছন্দ বিশিষ্ট একটি সাহিত্য গ্রন্থ।

মওলানা যুলফিকার 'আলীর চারপুত্র ও দু'কন্যা ছিল। কন্যাদের বিবাহ দেওবন্দের বিশিষ্ট পরিবারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তবে তাঁরা পিতার জীবদ্দশাতেই ইন্তিকাল করেন।[৮] তাঁর পুত্র সন্তানদের নাম এখানে ধারাবাহিকভাবে দেওয়া গেল ঃ

১. শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান ঃ ইনি এই সন্দর্ভের নায়ক।

২. মওলবী হামিদ হাসান ঃ তিনি ছিলেন শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসানের অনুজ। মওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গূহী (১৮২৮-১৯০৫)-এর নিকট সিহাহ্ সিত্তাহ্ অধ্যয়ন করেন। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে তিনি দেওবন্দে ইন্তিকাল করেন।[৯]

৩. মওলানা মুহাম্মদ হাসান ঃ তিনি ছিলেন শায়খুলহিন্দের মেঝো ভাই। মওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গূহীর নিকট 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' এবং হাকীম 'আবদুল মজীদ দেহলবীর নিকট চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়ন

---

৭. মুখতাসারুল মা'আনী ঃ এটা মা'আনী ও বয়ান শাস্ত্রের 'আরবী ভাষায় প্রামাণ্য একটি গ্রন্থ। এটি পৃথিবীর সকল ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যুগযুগ ধরে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে চলে আসছে এবং বর্তমানেও চলছে।

৮. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫।

৯. মুহাম্মদ তুফায়ল, প্রাগুক্ত, পৃ ৫।

Dhaka University Institutional Repository

করেন। অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শায়খুলহিন্দের নিকট হতে লাভ করেন। তিনি দারুল 'উলূম দেওবন্দের শিক্ষক ও চিকিৎসক ছিলেন।[১০]

৪. মওলানা মুহাম্মদ মুহ্সিন ঃ তিনি শায়খুলহিন্দের সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। শায়খুলহিন্দ তাঁকে অধিক ভালোবাসতেন। তিনিও শায়খুলহিন্দকে অধিক শ্রদ্ধা করতেন। শায়খুলহিন্দ বিভিন্ন সময়ে তাঁকে উপদেশ দিতেন।[১১]

তাঁদের মাতা ছিলেন দেওবন্দের জনৈক সম্ভ্রান্ত শায়খ বূ'আলী বখশ-এর কন্যা। তিনি ছিলেন দানশীল ও পুণ্যবতী মহিলা। তাঁর মৃত্যু ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে স্বামীর মৃত্যুর তেইশ বছর পূর্বে হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর সময়ে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে। শায়খুলহিন্দের পিতার চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর পেনশন পাওয়ার ধারবাহিক অনুষ্ঠানাদি যথারীতি চলতে থাকে। সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে শায়খুলহিন্দের মাতার মৃত্যুর আধঘন্টা পরে পেনশন পাওয়ার নির্দেশপত্র তাঁর হস্তগত হয়। পেনশনপত্র পেয়ে পিতা সকল সন্তানকে একত্রিত করে বললেন, "তোমাদের জননীর মৃত্যুতে রিয্কের অর্ধাংশ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে গেল।"[১২] মাতৃস্নেহ ছিল শায়খুলহিন্দের প্রতি অগাধ। তাঁর স্নেহের তুলনা করা সম্ভব নয়।[১৩]

জন্ম

মওলানা যুলফিকার 'আলী বৃটিশ সরকারের ইন্সপেক্টর অব কলেজেস-এর দায়িত্বে নিয়োজিত থাকাকালে তাঁকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে বদলি করা হয়। ১৮৫১/১২৬৮ সনে উক্ত পদে পরিবার পরিজনসহ বেরেলীতে যখন বসবাস করছিলেন তখন তথায় তাঁর প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এতে তিনি প্রফুল্ল ও আনন্দিত হয়ে তাঁর নাম রাখেন মাহ্মূদ হাসান।[১৪] জনৈক বিচক্ষণ 'আলিম তাঁর তারীখী নাম

---

১০. প্রাগুক্ত।

১১. প্রাগুক্ত।

১২. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬-১৭। বিধি মুতাবিক পেনশন আমৃত্যু বেতনের অর্ধেক পাওয়া যায়।

১৩. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬। শায়খুলহিন্দ মাতৃস্নেহের কথা চারণ করতে গিয়ে বলেন, "আমি দেওবন্দের দারুল 'উলূমে পঠন ও পাঠনে লিপ্ত থাকতাম। গৃহে রান্নার কাজ সমাধা হওয়ার পর সকলেই নিজ নিজ আহার সমাপন করে ফেলতো। কিন্তু আমার স্নেহময়ী মাতা আমার জন্য বিশেষভাবে অপেক্ষা করতেন। দ্বিপ্রহরে প্রখর উত্তাপে যখন আমি স্বগৃহে ফিরতাম তখন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে আমার জন্য পুনরায় রুটি প্রস্তুত করে আহার করাতেন। ইহাই ছিল মাতৃবাৎসল্য।" (সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭)

১৪. রহমান 'আলী, অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ আয়্যুব কাদিরী, *তায্কিরা-এ'উলামায়ে হিন্দ*, (লাহোর ঃ কিতাব মনযিল, ১৯৭৪), পৃ ৪৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

ওলদে যুলফিকার 'আলী (ولدذوالفقار على) উল্লেখ করেছেন।[১৫] ভারতের অভিজাত শ্রেণীর রীতি মুতাবিক তিনি মাতৃবাৎসল্যে লালিত-পালিত হন।[১৬]

শিক্ষা

শায়খুলহিন্দ অতি শৈশবেই লেখা-পড়া আরম্ভ করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সায়্যিদ আসগর হুসায়ন বলেন, "ছয় বছর বয়সে এই নেকবখ্ত্ শিশুটি 'আলিফ-বা' পড়তে বসে।" বর্ষীয়ান বুযুর্গ মিয়াঁজী মঙ্গলূরীর নিকট কুর'আন মজীদের অধিক অংশ পাঠ করেন। আর কুর'আন মজীদের বাকী অংশ এবং ফারসী ভাষার প্রাথমিক স্তরের বই মিয়াঁজী 'আবদুল লতীফের নিকট পড়েন। অতঃপর তিনি ফারসী ভাষার উচ্চ কোর্সের গ্রন্থসমূহ এবং 'আরবী ভাষার প্রাথমিক স্তরের কিতাবসমূহ তাঁর সম্মানিত পিতৃব্য এবং প্রসিদ্ধ উস্তাদ মওলানা মাহ্তাব 'আলীর নিকট অধ্যয়ন করেন। শায়খুলহিন্দের সমবয়স্কগণ তাঁর শৈশবের চরিত্র সম্পর্কে বলেন– "তিনি অলিগলিতে অনর্থক ঘুরাফেরা করতেন না এবং অহেতুক খেলাধুলায় সময় কাটাতেন না।"[১৭]

পনের বছর বয়সে ১২৮৩/১৮৬৬ খ্রী. শায়খুলহিন্দ যখন কুদূরী, শরহুত তাহ্যীব ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নরত ছিলেন তখন ১৫ মুহাররম ১২৮৩/১৮৬৬ সনে হাজী সায়্যিদ 'আবিদ হুসায়ন,[১৮] মওলানা

---

১৫. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭। 'আবজাদ'-এর ভিত্তিতে সংখ্যায় প্রকাশ করলে যে সংখ্যা হবে ঐ সংখ্যার সনই হবে তার তারীখী নাম। ولدذوالفقار على -এর অর্থ যুলফিকার 'আলীর সন্তান। 'আবজাদ' এর ভিত্তিতে ولدذوالفقار على এর সংখ্যাতত্ত্ব প্রদত্ত হলো ঃ

ولدذوالفقار على

و/৬ + ل/৩০ + د/৪ + ذ/৭০০ + و/৬ + ا/১ + ل/৩০ + ف/৮০ + ق/১০০ + ا/১ + ر/২০০ + ع/৭০ + ل/৩০ + ى/১০ = ১২৬৮ হি.

অর্থাৎ শায়খুলহিন্দ ১২৬৮ হিঃ সনে জন্মগ্রহণ করেন।

১৬. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭ ; এ.এইচ.এম. মুজতবা হোছাইন, "মাহ্মূদ হাসান, মাওলানা," *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট*, (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮৫), পৃ ৮৫।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ ১৭।

১৮. দারুল 'উলূম দেওবন্দের সর্বপ্রথম মুহতামিম ছিলেন হাজী সায়্যিদ মুহাম্মদ 'আবিদ হুসায়ন। তিনি ছিলেন চিশ্তিয়া সাবিরিয়া তরীকার প্রসিদ্ধ বুযুর্গ। তিনি রামপুরের বিশিষ্ট বুযুর্গ হযরত মিয়াঁজী করীম বখ্শ সাবিরীর খলীফা মাজায ছিলেন। তদুপরি তিনি হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কীর নিকট থেকেও খিলাফত লাভ করেছিলেন। তিনি মুহার্‌রম ১২৮৩/১৮৬৭ থেকে রজব ১২৮৪/১৮৬৮ পর্যন্ত সময়কালে সর্বপ্রথম মুহ্তামিম পদে বরিত হন। অতঃপর ১২৮৬/১৮৭০ থেকে ১২৮৮/১৮৭২ এবং সর্বশেষ রবী'উল আওয়াল ১৩০৬/১৮৮৯ থেকে শা'বান ১৩১০/১৮৮৯ পর্যন্ত মোট তিনবার উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হন। ২৭ যুলহজ্জ ১৩৩১ হি. সনে ইন্তিকাল করেন এবং ২৮ যুলহজ্জ ১৩৩১ হি. সনে শুক্রবার দেওবন্দে সমাধিস্থ হন।

মাহ্তাব 'আলী এবং অন্যান্য 'উলামা কিরামের পৃষ্ঠপোষকতায় দারুল 'উলূম দেওবন্দের ভিত্তি স্থাপিত হয়।[১৯] উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম শিক্ষক নির্বাচিত হন মওলানা মুল্লা' মাহ্মূদ [২০] এবং প্রথম শিক্ষার্থী ছিলেন শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান।[২১] অত্র দারুল 'উলূমে মুল্লা' মাহ্মূদের নিকট তিনি ১২৮৩/১৮৬৬ থেকে ১২৮৬/১৮৬৯ পর্যন্ত সময়কালে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন।[২২] যুলহিজ্জা ১২৮৩/১৮৬৬ সনে মওলানা য়্যা'কূব 'আলী নানূতভী[২৩] উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সদর মুদার্‌রিস হিসেবে নিয়োগ লাভের পর

(কারী মুহাম্মদ তায়্যিব, *তারীখে দারুল 'উলূম দেওবন্দ*, করাচী, ১৯৭২, পৃ ৯৪; মওলানা নসীম আহ্মদ ফরীদী, "জাওয়াহির পারে", *আল্-ফুরকান পত্রিকা*, লক্ষ্ণৌ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫, পৃ ৯৪)।

১৯. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮।

২০. মুল্লা' মাহ্মূদ দেওবন্দের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন সহজ, সরল ও স্বনামধন্য বুযুর্গ। তিনি হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন শাহ্ 'আবদুল গণী মুহাদ্দিস দেহ্লভী (মৃ. ১৮১২)-এর নিকট। মুফতি শফী' বলেন, "আমি আমার পিতার নিকট থেকে শুনেছি যে, একবার মুল্লা' মাহ্মূদ বলেছিলেন, ইব্‌ন্ মাজার যে টীকা শাহ্ 'আবদুল গণীর নামে মুদ্রিত হয়েছে উক্ত টীকার অধিকাংশ সম্মানিত উস্‌তাদ শাহ্ 'আবদুল গণীর নির্দেশে আমি রচনা করি।" মুল্লা' মাহ্মূদ ছিলেন হাদীস ও ফিক্‌হ্ শাস্ত্রের বিজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি মীরঠের হাশিমী মুদ্রণালয়ে চাকুরিরত ছিলেন। যখন দারুল 'উলূম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবীর উপদেশে তিনি উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বপ্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হন। আর এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রথম শিক্ষার্থী ছিলেন উক্ত সন্দর্ভের নায়ক শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান। মুল্লা' মাহ্মূদ ১৩০৪/১৮৮৬ সনে ইন্‌তিকাল করেন এবং দেওবন্দেই তিনি সমাধিস্থ হন। (মুফতি মুহাম্মদ শফী', *মেরে ওয়ালিদ মাজিদ*, করাচী, ১৯৭৫, পৃ ৫১)।

২১. মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ, *'উলামায়ে হক*, (মুরাদাবাদ ঃ কুতুব খানা ফখরিয়া, ১৯৪৬), ১ম খণ্ড, পৃ ৬৭।

২২. মুফতী 'আযীযুর রহমান বিজনৌরী, *তাযকিরা মাশায়িখে দেওবন্দ*, (বিজনৌর ঃ মদনী দারুত্‌তালীফ, ১৯৬৭), পৃ ৫৯।

২৩. মওলানা য়্যা'কূব নানূতবী ১৩ সফর ১২৪৯/১৮৩৪ সনে উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত সাহারানপুর জেলার নানূতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন দিল্লী সরকারি কলেজের 'আরবী বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মওলানা মমলূক 'আলী নানূতবী (মৃ. ১৮৫০)। য়্যা'কূব নানূতবী দিল্লী সরকারি কলেজ থেকে 'আরবী বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর তিনি হাদীসের সনদ লাভ করেন শাহ্ 'আবদুল গণী (১৮১৯-১৮৭৮)-এর নিকট থেকে। সর্বপ্রথম তিনি ইংরেজ সরকারের শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদে বরিত হন। তাঁর বেতন ছিল একশত পঞ্চাশ টাকা। দেওবন্দের দারুল 'উলূম প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দেড়শত টাকা বেতনের চাকুরি ছেড়ে দিয়ে পঁচিশ টাকা বেতনে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রথম সদর মুদার্‌রিস নিযুক্ত হন। যাহিরী ও বাতিনী জ্ঞান বিজ্ঞানে তিনি ছিলেন শাহ্ 'আবদুল আযীয (১৭৪৬-১৮২৪)-এর স্থলাভিষিক্ত। তিনি ১২৮৩/১৮৬৭ থেকে রবী'উল আউয়াল, ১৩০২/১৮৮৬ পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি অত্র দারুল 'উলূমের ফত্‌ওয়া বিভাগের প্রধান মুফতীও ছিলেন। তিনি অত্র বিভাগে ১২৮৩

তিনি তাঁর নিকটও দারুল 'উলূমের পাঠ্যভুক্ত উচ্চতর গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেন। তিনি তাঁর নিকট ১২৮৩/১৮৬৭ থেকে ১২৮৬/১৮৬৯ পর্যন্ত সময়ে পড়াশুনা করেন।[২৪] ১২৮৮/১৮৭১ সনের পরে স্বীয় পিতা যুলফিকার 'আলী (১২৩৭-১৩২২ হি.)-এর নিকট 'আরবী সাহিত্যের দীওয়ানুল মুতানাব্বী, হামাসা, আস্‌সাব্‌'উল মু'আল্‌লাকাত ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ পড়েন।[২৫] মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবীর[২৬] নিকট

হি. থেকে ১৩০১ হি. পর্যন্ত ফতওয়া বিভাগের কাজ আঞ্জাম দেন। তিনি হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্‌কী (১৮১৭-১৮৯৯)-এর নিকট বয়'অত হন এবং তাঁর নিকট থেকে খিলাফত লাভ করেন। তিনি ২ রবী'উল আউয়াল ১৩০২/১৮৮৬ সনে নানূতা নগরীতে ইহধাম ত্যাগ করেন এবং তথায় সমাধিস্থ হন। (সায়্যিদ মাহবূব রিযভী, *তারীখে দারুল 'উলূম দেওবন্দ*, দিল্লী, ১৯৮২, পৃ ১৪৪-১৪৫)।

২৪. মুফতী 'আযীযুর রহমান বিজনৌরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৯।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৯।

২৬. মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী ভারতের যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত সাহারানপুর জেলার ছোট্ট একটি ঐতিহাসিক নানূতা নগরে ১২৪৮/১৮৩২ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শায়খ আসাদ 'আলী সিদ্দীকী। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা নানূতা নগরীতে লাভ করার পর দেওবন্দে মওলানা মাহ্‌তাব 'আলীর বিদ্যালয়ে 'আরবী ও ফারসীর প্রাথমিক স্তরের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি ১২৬০ হিজরী সনে দিল্লী সরকারি কলেজে ভর্তি হয়ে মওলানা মামলূক 'আলীর নিকট উক্ত কলেজের সিলেবাসভুক্ত প্রায় সব গ্রন্থের পঠন সমাপ্তির পর শাহ্ 'আবদুল গণী মুহাদ্দিস (মৃ. ১৮৭৮)-এর নিকট সুনান আবূ দাঊদ ব্যতীত 'সিহাহ্ সিত্তাহ্'-এর সকল হাদীস গ্রন্থ এবং মওলানা আহ্‌মদ 'আলী সাহারানপুরী (১৮১০-১৮৮০)-এর নিকট সুনান আবূ দাঊদ অধ্যয়ন করেন। বিজ্ঞান এবং দর্শনের ন্যায় কুর'আন ও হাদীস অধ্যয়নেও তিনি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দেন। হাদীস অধ্যয়নের সাথে সাথে তিনি হাদীসের গূঢ় রহস্য সম্পর্কেও চিন্তা এবং গবেষণা করেন। তিনি মওলানা আহ্‌মদ 'আলী সাহারানপুরী কৃত সহীহ বুখারীর টীকা প্রণয়নে তাঁর সহায়তা করেন এবং সহীহ্ বুখারীর শেষ পাঁচ পারার টীকা রচনা করেন। এই পারাগুলির কিছু অংশ এমন যেখানে ইমাম বুখারী (মৃ. ২৫৬ হি.) ইমাম আবূ হানীফা (জ. ৮০ হি.)-এর সমালোচনা করেছেন। তিনি এই অংশগুলির টীকায় কুর'আন ও হাদীসের উদ্ধৃতি এবং যৌক্তিক ও অকাট্য প্রমাণ দিয়ে ইমাম আবূ হানীফার উপর আরোপিত সমালোচনার খণ্ডন করেন এবং হানাফী মাযহাবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কীর হাতে বয়'অত হয়ে তাঁর নিকট থেকে খিলাফত লাভ করেন। প্রথমে তিনি দিল্লী কলেজে শিক্ষকতা করেন। অতঃপর মুন্সী মুমতায 'আলী মুদ্রণালয়ে টীকা লিখন কাজে আত্মনিয়োগ করেন। শেষ বয়সে তিনি দারুল 'উলূম দেওবন্দে আগমন করত ১২৯৭/১৮৮০ সন পর্যন্ত আমৃত্যু উক্ত প্রতিষ্ঠানে পাঠদানে রত থাকেন। তিনি উক্ত দারুল 'উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা না হলেও দারুল 'উলূমের উন্নতি ও প্রসিদ্ধি তাঁরই হাতে হয়েছিল এবং তিনিই দারুল 'উলূমকে বিশ্বের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপায়িত করেছিলেন। (*বাংলা বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ ৯৯ ; শায়খ মুহাম্মদ ইকরাম, *মওজে কাওসর*, লাহোর, ১৯৬৮, পৃ ২০০)।

'সিহাহ্ সিত্তাহ্' এবং বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞানের উচ্চতর গ্রন্থসমূহ ১২৮৬/১৮৬৯ সনে অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করেন। মওলানা নানূতবী এ সময়ে মীরঠের মুন্সী মুমতায 'আলী মুদ্রণালয়ে বিভিন্ন গ্রন্থের টীকা লিখন কাজে নিয়োজিত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে মুদ্রণালয়টি দিল্লীতে স্থানান্তরিত হলে তিনিও তথায় স্থানান্তরিত হন। কখনও তিনি দারুল 'উলূম দেওবন্দে অবস্থান করতেন। আবার কখনও তিনি স্বীয় বাসভবন নানূতাতে বসবাস করতেন। মওলানা মাহ্মূদ হাসান মীরঠ, দিল্লী, নানূতা এবং দেওবন্দে তাঁর সাথে অবস্থান করে সিহাহ্ সিত্তাহ্সহ বিজ্ঞান ও দর্শনের দুর্বোধ্য গ্রন্থসমূহ সম্পন্ন করতে সক্ষম হন।[২৭]

১৯ যুলকা'দা ১২৯০ হি./১৮৭৩ খ্রী. সনে দারুল 'উলূমের শিক্ষা সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শায়খুলহিন্দ সর্বশেষ সনদ ও দস্তারে ফযীলত লাভ করেন।[২৮]

অধ্যাপনা

দারুল 'উলূম দেওবন্দে অধ্যয়নরত অবস্থাতেই শায়খুলহিন্দ ১২৮৮-৮৯/১৮৭১-৭২ সনে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যারারী সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করে পাঠ দান করতে থাকেন।[২৯] শিক্ষার্থীদের ক্রমশ বৃদ্ধির ফলে দারুল 'উলূমের পরিচালকবৃন্দ স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন অনুভব করেন। দারুল 'উলূম থেকে চূড়ান্ত সনদ লাভকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মুহ্তামিম মওলানা শাহ্ রফী'উদ্দীন[৩০] শিক্ষক হিসেবে মওলানা মাহ্মূদ হাসানকে মনোনীত করেন। তিনি ১২৯২/১৮৭৫ সনে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত স্থায়ী চতুর্থ শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন।[৩১] শায়খুলহিন্দ বলেন, "শিক্ষক হিসেবে স্থায়ীপদে যোগদান করার সময়ে আমি কুত্বী, ও কুদূরী

---

২৭. মুফতী 'আযীযুর রহমান, *তায্কিরা শায়খুলহিন্দ*, (বিজনৌর ঃ মদনী দারুত তালীফ, ১৯৬৫), পৃ ৫৯।

২৮. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ২০।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ ২০।

৩০. মওলানা শাহ্ রফী'উদ্দীন দেওবন্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মওলানা ফরীদুদ্দীন 'উসমানী। তিনি শাহ্ 'আবদুল গণীর হাতে বয়'অত গ্রহণ করে খিলাফত লাভ করেন। শাহ্ রফী'উদ্দীনের খলীফাদের মধ্যে মুফতী 'আযীযুর রহমান (১২৭৫-১৩৪৭) এবং মওলানা সায়্যিদ মুরতাযা হাসান (মৃ. ১৯৫১) ছিলেন অন্যতম। তিনি হাজী 'আবিদ হুসায়ন (মৃ. ১৩৩১হি.)-এর পর উক্ত দারুল 'উলূমের মুহ্তামিমের পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি ১২৮৪ হি. থেকে ১২৮৫ হি. পর্যন্ত একবার এবং ১২৮৮ হি. থেকে ১৩০৬ হি. পর্যন্ত দ্বিতীয়বার দারুল 'উলূমের মুহ্তামিম ছিলেন। ১৩০৮ হি. সনে মদীনা মুনাওয়ারাতে ইহ্ধাম ত্যাগ করেন এবং জান্নাতুল বাকী'তে সমাধিস্থ হন। (মওলানা কারী তায়্যিব, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৪ ; মওলানা নসীম আহ্মদ ফরীদী, "জাওয়াহির পারে," প্রাগুক্ত, পৃ ২৩।

৩১. মুফতী 'আযীযুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৬২। আল্লাহ্ তা'আলা শায়খুলহিন্দের পিতা মওলানা যুলফিকার 'আলী (১২৩৭-১৩২২) কে কুর'আন ও হাদীসের গভীর জ্ঞান দান করার সাথে অগাধ ধন-দৌলত দান করেছিলেন। তদুপরি তাঁর অন্তরও ছিল ঐশ্বর্যশালী। যখন শায়খুলহিন্দ দেওবন্দের শিক্ষক হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

পাঠদান করাকেই আমার জন্য গণীমত বলে মনে করতাম"।[৩২] শায়খুলহিন্দ পাঠদানের অভিনব কৌশল ও জ্ঞানের গভীরতা প্রদর্শন করায় মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ ১২৯৩/১৮৭৬ সনে মিশকাতুল মাসাবীহ্‌, হিদায়া এবং সিহাহ্‌ সিত্তাহ্‌-এর গুরুত্বপূর্ণ হাদীসগ্রন্থ জামি'উত্‌ তিরমিযী পড়াবার অনুরোধ করেন। সে মতে তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ পাঠ দান করেন। অতঃপর ১২৯৫/১৮৭৮ সনে 'সিহাহ্‌ সিত্তাহ্‌'-এর বিশুদ্ধতম হাদীসগ্রন্থ সহীহুল বুখারীর পাঠদান শুরু করেন।[৩৩] ১২৯৪ হি. সনে মওলানা রশীদ আহ্‌মদ গঙ্গূহী এবং মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতভীর নেতৃত্বে উপমহাদেশের বুযুর্গ 'আলিমগণের এক কাফেলা হজ্জক্রিয়া সমাপনের জন্য বয়তুল্লাহ্‌ শরীফে গমন করেন। শায়খুলহিন্দও উক্ত কাফেলার অন্তর্ভুক্ত হন। হজ্জক্রিয়া সমাপন করে তিনি ১২৯৫ হি. সনের রবী'উল আউয়াল মাসে দারুল 'উলূম দেওবন্দে প্রত্যাবর্তন করেন।[৩৪] হজ্জক্রিয়া সমাপনের জন্য শায়খুলহিন্দের ছয় মাস অবকাশ কালীন সময়ে উক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে তাঁর স্থলে মওলানা 'আবদুল 'আলী[৩৫] শিক্ষকতা করেন।[৩৬] তিনি দারুল 'উলূমে

নির্বাচিত হন তখন তাঁর পিতা বিনা বেতনে শিক্ষক নিয়োগ প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান। কিন্তু মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষের পরামর্শক্রমে তিনি নীরব ভূমিকা অবলম্বন করেন এবং তাঁর মাসিক পনের টাকা বেতন নির্ধারিত হয়। শায়খুলহিন্দের নিয়োগ লাভের ফলে অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট চারজন শিক্ষক নিম্নলিখিত ধারাবাহিকতায় বরিত হন ঃ

১. মওলানা মুহাম্মদ য়্যা'কূব নানূতবী (১২৪৯-১৩০২) সদর মুদার্‌রিস

২. মওলানা সায়্যিদ আহ্‌মদ দেহলবী (মৃ. ১৩১১ হি.) দ্বিতীয় মুদার্‌রিস

৩. মওলানা মুল্লা' মাহ্‌মূদ (মৃ. ১৩০৪ হি.) তৃতীয় মুদার্‌রিস

৪. শায়খুলহিন্দ মাহ্‌মূদ হাসান (১৮৫১-১৯২০) চতুর্থ মুদার্‌রিস।

৩২. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ২১-২২।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ ২২।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ ২২-২৪।

৩৫. মওলানা 'আবদুল 'আলী মীরঠে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শায়খ নসীব 'আলী। তিনি মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী, মওলানা আহ্‌মদ 'আলী সাহারানপুরী এবং মওলানা ফয়যুল হাসান সাহারানপুরী (১৮১৬-১৮৮৭)-এর নিকট কুর'আন, হাদীস ও অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। প্রথমে তিনি দিল্লীর "মাদ্‌রাসা 'আবদুর রব"-এর সদর মুদার্‌রিস হিসেবে কাজ করেন। অতঃপর তিনি ১২৯৪ হি. থেকে ১২৯৭ হি. পর্যন্ত দীর্ঘ চার বছর দারুল 'উলূম দেওবন্দের শিক্ষক ছিলেন। পরবর্তী সময়ে ১৩১২ হি. সনে দিল্লীর "মাদ্‌রাসা হুমায়ূন বখশ্‌"-এ আমৃত্যু শিক্ষকতা করেন এবং উক্ত মাদ্‌রাসায় ১৩ জুমাদাল উলা ১৩৪৭/২৯ অক্টোবর ১৯২৮ সনে ইন্‌তিকাল করেন। ওয়ালিউল্লাহী পরিবারের কবরস্তান মাহানদিয়ূনে তিনি সমাধিস্থ হয়। (মওলনা 'আবদুল হাই, *নুযহাতুল খাওয়াতির*, হায়দারাবাদ, ১৯৭০, ৮ম

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যাবর্তনের পর পূর্ব রুটিন মাফিক অধ্যাপনায় পাঠ দানে লিপ্ত হন। ১৩০৫ হিজরী মুতাবিক ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে ক্রমশ উন্নতির চরম সোপানে আরোহণ করে সদর মুদার্‌রিস পদে অধিকৃত হন।[৩৭] এই সময়ে তিনি সদর মুদার্‌রিসের পদ অলঙ্কৃত করার সাথে সাথে শায়খুল হাদীসের পদেও অধিষ্ঠিত হন। ১৩৩৯ হি. মুতাবিক ১৯২০ খ্রী. পর্যন্ত আমৃত্যু তেত্রিশ বছর সদর মুদার্‌রিস ও শায়খুল হাদীস এই উভয় পদেই সমাসীন থাকেন। তাঁর এই সময়কালেই উক্ত মাদ্‌রাসার চরম উন্নতি সাধিত হয় এবং ইহা মুসলিম বিশ্বের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।[৩৮]

শায়খুলহিন্দের অর্থলিপ্সা মোটেই ছিল না। যদি তিনি ধন-দৌলতের প্রত্যাশী হতেন তাহলে প্রচুর অর্থ-কড়ি রোজগার করে বিত্তশালী হিসেবে পরিগণিত হতেন। তিনি শত-সহস্র টাকা রোজগার করার বহু সুযোগ লাভ করেছিলেন বটে; কিন্তু তিনি এসব সুযোগ প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষকবৃন্দ দারুল 'উলূমে 'ইল্‌মের যে বাগান তৈরী করেছিলেন তিনি সে বাগানকে সুসজ্জিত করার প্রয়াস চালান এবং ধর্মীয় শিক্ষার সেবায় আমৃত্যু নিবেদিত থাকেন।[৩৯] দারুল 'উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা, পৃষ্ঠপোষক

খণ্ড, পৃ ২৬৭ ; কারী মুহাম্মদ তায়্যিব, *মাশাহীরে দারুল 'উলূম দেওবন্দ,* দেওবন্দ, ১৯৭০, পৃ ৫৯-৬০ ; মওলানা আশ্‌রফ 'আলী থানবী, *হুস্‌নুল 'আযীয,* থানাভূন, ১৩৮৬ হি. ২য়খণ্ড, পৃ ৯৪-৯৫)।

৩৬. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪।

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৩০। ১৩০২ হি. মুতাবিক ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে যখন মওলানা মুহাম্মদ য়্যা'কূব নানূতবী পরলোকগমন করেন তখন মওলানা সায়্যিদ আহ্‌মদ দেহলবী মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে সদর মুদার্‌রিস এবং মুল্লা' মাহ্‌মূদ মাসিক পঁয়ত্রিশ টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষক, শায়খুলহিন্দ মাহ্‌মূদ হাসান ত্রিশ টাকা বেতনে তৃতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন। আর চতুর্থ শিক্ষক হিসেবে মওলানা 'আবদুল 'আলী নির্বাচিত হন। ১৩০৪ হি. সনে প্রায় দু'বছর পর যখন দারুল 'উলূমের সর্বপ্রথম শিক্ষক মুল্লা' মাহ্‌মূদ ইন্‌তিকাল করেন তখন উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রথম শিক্ষার্থী শায়খুলহিন্দ মাহ্‌মূদ হাসান দ্বিতীয় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। অত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সদর মুদার্‌রিস ১৩০৫ হি. মুতাবিক ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে মওলানা সায়্যিদ আহ্‌মদ নিজ প্রয়োজনের তাগিদে সদর মুদার্‌রিসের পদ থেকে ইস্‌তিফা দিয়ে দারুল 'উলূম ত্যাগ করে ভূপাল চলে যান। শায়খুলহিন্দ ১২৯৫ হি. সন থেকে সহীহ্‌ বুখারীসহ 'সিহাহ্‌ সিত্তাহ'-এর অন্যান্য হাদীসগ্রন্থ এবং অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চূড়ান্ত বিষয়সমূহের অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। এই সময়ে অত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছোট-বড় নির্বিশেষে সর্বসম্মতিক্রমে দারুল 'উলূমের কর্তৃপক্ষ শায়খুলহিন্দকে সদর মুদার্‌রিসের পদে বরণ করেন। (ফুয়ূযুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৬২৬-৬২৮)।

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৩০।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৩০-৩১। ১২৯২ হি. সনে যখন শায়খুলহিন্দ দারুল 'উলূমে স্থায়ী চতুর্থ শিক্ষক পদে নিয়োগ লাভ করেছিলেন তখন তাঁর ধনাঢ্য পিতা মওলানা যুলফিকার 'আলী দীনী খিদমতের বিনিময়ে বেতন গ্রহণ করা পছন্দ করেন নি। তাই তিনি তা' প্রত্যাখ্যান করেন। দারুল 'উলূমের মহৎ ব্যক্তিবর্গ যখন বললেন

Dhaka University Institutional Repository

এবং পরিচালকবৃন্দের খলূসিয়্যত, অকপটতা এবং একাগ্রচিত্ততা পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল বিধায় শুরু থেকেই ক্রমশ দারুল 'উলূম উন্নতির সোপানসমূহ পেরিয়ে উচ্চ শিখর অভিমুখে গমন করছিল। এতদসঙ্গে বুযুর্গ 'আলিমগণের যাহিরী ও বাতিনী 'তাওয়াজ্জুহ'-এর প্রতিক্রিয়া ও সমৃদ্ধি উক্ত দারুল 'উলূমে প্রকাশিত হতে থাকে। তদুপরি বুযুর্গ আকাবির 'উলামার পর শায়খুলহিন্দের সদর মুদার্‌রিস পদে নিযুক্তি ছিল এরই ফলশ্রুতি।

শায়খুলহিন্দের পাণ্ডিত্য, বিদ্যাবত্তা, প্রসিদ্ধি, মাহাত্ম্য, অক্লান্ত পরিশ্রম, উৎসৃষ্টতা, একাগ্রচিত্ততা এবং অভ্যন্তরীণ সাহসিকতার ফলে দারুল 'উলূম দেওবন্দ মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে পরিগণিত হয়।[৪০]

দারুল 'উলূমের সাথে শায়খুলহিন্দের সম্পর্ক ছিল গভীর। তাঁর পিতা উক্ত দারুল 'উলূমের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শায়খুলহিন্দই ছিলেন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম শিক্ষার্থী। আবার তিনিই ছিলেন উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সদর মুদার্‌রিস ও শায়খুল হাদীস। আবার কখনও দেখা যায় যে তিনিই উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক।[৪১] এমনিভাবে তিনি দারুল 'উলূম পরিচালনা করে ১৩৩৩ হিজরী সন পর্যন্ত সহীহ্ বুখারীর পাঠদান প্রদান করেন। ১২৮৯ হিজরী থেকে ১৩৩৩ হি. পর্যন্ত চুয়াল্লিশ বছরে শায়খুলহিন্দের প্রত্যক্ষ শাগের্‌দের সংখ্যা ছিল এগারশত। এ ছাড়া সাধারণ শিক্ষার্থী, কিছু কিছু পাঠে অংশগ্রহণকারী এবং পরোক্ষ শাগের্‌দের সংখ্যা ছিল অসংখ্য।[৪২]

যে, বেতন গ্রহণ করাতে মঙ্গল রয়েছে তখন তিনি আর টুঁ শব্দটিও করেন নি। যখন তিনি সদর মুদর্‌রিস পদে আসীন হন তখন তাঁর বেতন হলো চল্লিশ টাকা। পরবর্তীকালে যখন দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি হয় তখন অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দের বেতন বৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর বেতনও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সাময়িকভাবে যদিও উক্ত বর্ধিত বেতন গ্রহণ করেন তবে তিনি বেতন গ্রহণ না করার সঙ্কল্প করেন। মওলানা রশীদ আহ্‌মদ গঙ্গূহীর পরামর্শে তিনি বেতন গ্রহণ করতে বাধ্য হন। মওলানা রশীদ আহ্‌মদ গঙ্গূহীর তিরোধানের পর যখন তাঁর বেতন বৃদ্ধি পেয়ে পঁচাত্তর টাকা হলো তখন তিনি তা' গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বর্ধিত বেতন গ্রহণ করেন নি। এর কিছুদিন পর সম্পূর্ণ বেতন গ্রহণ বন্ধ করে দেন এবং পূর্বের ন্যায় মৃত্যু পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে ধর্মীয় শিক্ষার সেবায় আত্মোৎসর্গিত থাকেন। ১২৮৮-৮৯/১৮৭১-৭২ সনে যখন তিনি অন্যারারী শিক্ষক হিসেবে দারুল 'উলূমে পাঠদান করেন তখন থেকে ১৩৩৯/১৯২০ সন পর্যন্ত তাঁর অধ্যাপনার সময়কাল পঞ্চাশ বছরের অধিক ছিল। (সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ২১-৩২)

৪০. মুফতী 'আযীযুর রহমান বিজনৌরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৭০।

৪১. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮।

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৩৩ হিজরী সনের রজব মাসে তিনি অভ্যাস অনুযায়ী 'সহীহ্ বুখারী'-এর পাঠদান সমাপ্ত করেন। খতমে বুখারীর দু'আর মজলিসে অধিক জনসমাগম হয়। কারণ উপমহাদেশকে স্বাধীন করার মানসে এ দেশ ত্যাগ করে অতি সন্তর্পণে তিনি মক্কাভিমুখে যাওয়ার সঙ্কল্প করেছেন।এ খতমে বুখারীর দু'আর মজলিসের পর আর কখনও দেখার সৌভাগ্য হয় কিনা তাই অত্র দু'আর মজলিসে অধিক জনসমাগম হয়।[৪৩] এ-দারুল 'উলূমে চুয়াল্লিশ বছর অধ্যাপনা করার পর যখন খতমে বুখারীর দু'আর মজলিস সমাপ্ত করে পাঠকক্ষ ত্যাগ করলেন তখন এটাই ছিল তাঁর উক্ত পাঠকক্ষে শেষ পাঠ দান। এরপর উক্ত কক্ষে পাঠ দানের জন্য আর তাঁর আগমন হয় নি এবং তাঁর পাঠদানের শব্দ উক্ত পাঠকক্ষ আর কখনও শুনতে পায় নি।[৪৪]

সনদের সূত্রপরম্পরা

উপমহাদেশের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ এবং শাহ্ 'আবদুল আযীয[৪৫] যেভাবে হাদীস পঠন পদ্ধতি এবং ফিক্'হ ও হাদীস সমূহের সমন্বয় সাধন করতেন শায়খুলহিন্দও অনুরূপভাবে সমন্বয় সাধন

---

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯।

৪৪. প্রাগুক্ত। ১৩৩৩ হি./১৯১৫ খ্রী. সনে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে তিনি মক্কা গমনের সঙ্কল্প করেন। মূলত এ হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্য ছিল হজ্জক্রিয়া সম্পাদন করে উপমহাদেশকে স্বাধীন করার মানসে আনওয়ার পাশার সাথে সাক্ষাত করে ভারতবর্ষকে আক্রমণ করা। এ সফরের উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রয়োজনে গোপন রাখা হয়েছিল ; কিন্তু তা গোপন থাকেনি। সাধারণ মানুষ এ সফরকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে আরম্ভ করে। কেউ কেউ এ সফরকে হিজরতের সফর বলে আখ্যায়িত করে। আবার কেউ কেউ মনে করতে লাগল, তিনি তুর্কীদের সাহায্যার্থ তুর্কী গমন করছেন। মোটকথা তাঁর সফরের উদ্দেশ্য গোপন থাকেনি। ফলে এ খতমে বুখারীর দু'আর মজলিসে সাধারণ ও বিশিষ্ট সমভিব্যাহারে সকলেই যোগদান করেন। (সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯)।

৪৫. শাহ্ 'আবদুল 'আযীয (১৭৪৬-১৮২৪) ছিলেন প্রখ্যাত তাফসীরবিদ, হাদীসবিদ ও ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম নেতা। তিনি দিল্লীর মাদ্রাসা-এ রহীমিয়ায় ষাট বছর শিক্ষকতা করেন। এ মাদ্রাসাটি ছিল তাঁর দাদা শাহ্ 'আবদুর রহীম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ১৭৬২-এ পিতা শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ-এর ইন্তিকালের পর তিনি এর প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্‌র ন্যায় তিনিও কুর'আনের নীতির আলোকে খাঁটি ইসলামের পুনরুদ্ধারে প্রয়াসী হন এবং পবিত্র কুর'আনের ভাষ্য (আংশিক) ও অন্যান্য বহুগ্রন্থ রচনা করেন। শিক্ষকতা, ধর্ম প্রচার ও লেখনীধারার মাধ্যমে তিনি সে যুগের ইসলামী চিন্তাধারার উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেন। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদের পরিকল্পনা করলেও তিনি এর ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারেন নি। এই ভার পড়ে শাহ্ 'আবদুল 'আযীযের উপর। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি সায়্যিদ আহ্মদ বেরেলবীকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়ে প্রচারকার্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং এর পরিণতি দেখে যেতে পারেন নি। তিনি

করতেন। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র মতামতসমূহ অত্যধিক নিশ্চয়তা ও আস্থার সাথে তিনি বর্ণনা করতেন এবং অত্যন্ত আদবের সাথে তাঁর নাম উচ্চারণ করতেন।[৪৬]

হাদীসের অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় শায়খুলহিন্দকে মওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গূহী (১২৪৪ হি.-১৩২৩/১৯০৫) এবং মওলানা 'আবদুর রহ্মান পানিপথী[৪৭] হাদীসের ইজাযত দেন তবুও হাদীস পঠন ও পাঠনে তাঁর হাদীসের সনদের সূত্রপরম্পরা দু'ভাবে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছে[৪৮] ঃ

(ক) শায়খুলহিন্দ হাদীস বর্ণনা করেন শায়খ মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী থেকে, তিনি শায়খ 'আবদুল গণী থেকে, তিনি শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাক থেকে, তিনি শাহ্ 'আবদুল 'আযীয থেকে, তিনি শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহ্লবী থেকে।

(খ) শায়খুলহিন্দ হাদীস বর্ণনা করেন শায়খ আহ্মদ 'আলী সাহারানপুরী থেকে তিনি শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাক থেকে, তিনি শাহ্ 'আবদুল 'আযীয থেকে, তিনি শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহ্লবী থেকে। অতঃপর

মুসলমানদের উন্নতিকল্পে ইংরেজী শিক্ষার বৈধতার সমর্থনে ফত্ওয়া দেন। (*বাংলা বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ ১৫৫)

৪৬. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭।

৪৭. মওলানা 'আবদুর রহ্মান পানিপথে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মওলানা মুহাম্মদ আনসারী। সায়্যিদ ইমামুদ্দীন আমরূহীর নিকট শাতিবী, মিশকাতুল মাসাবীহ, তরীকা মুহাম্মদিয়া এবং কিরা'আতে সাব'আ পড়েন। 'ইলমুন নহ্ভ্ এবং 'আরবী সাহিত্যের প্রাথমিক কিতাবসমূহ স্বীয় পিতার নিকট পড়েন। কুর'আন, হাদীস এবং অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থসমূহ মওলানা মামলূক 'আলীর নিকট পড়েন। তিনি আল্-ফিক্হ্ ও উসূলুল ফিক্হ্ শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কুর'আন ও হাদীসের বিশেষ খিদমত করেন। ৫ রবী'উস্ সানী ১৩১৪ হি. সনে ইহধাম ত্যাগ করেন। হাকীম সায়্যিদ 'আবদুল হাইও তাঁর নিকট থেকে হাদীসের ইজাযত লাভ করেন। (মওলানা 'আবদুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৬)

৪৮. শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ পর্যন্ত আরবীতে হাদীসের সনদের সূত্রপরম্পরা ঃ

١- عن الشيخ محمد قاسم النانوتوى، عن الشيخ عبد الغنى عن الشاه محمد اسحاق عن الشاه عبد العزيز، عن الشاه ولى الله الدهلوى -

٢-عن الشيخ احمد على السهارنفو ى، عن الشاه محمد اسحاق عن الشاه عبد العزيز عن الشاه ولى الله الدهلوى

(সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮)

হাদীসের সূত্র পরম্পরা শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ থেকে তাঁর উস্তাদবৃন্দের মাধ্যমে 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' প্রণেতাগণ পর্যন্ত পৌঁছে এবং সিহাহ্ সিত্তাহ্ প্রণেতাগণ হতে তাঁদের শায়খদের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা.) পর্যন্ত পৌঁছে।[৪৯]

হাদীস শিক্ষাদানের পদ্ধতি

শায়খুলহিন্দের হাদীস বিশ্লেষণ ও অধ্যাপনার কলাকৌশল বিদ্যার্থীদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। ফলে উক্ত দারুল 'উলূমের শিক্ষার্থী ছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত হাদীসের সনদপ্রাপ্ত বহু ছাত্র এমনকি বহু বিজ্ঞ মুহাদ্দিসও তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করে জ্ঞানের পিপাসা নিবারণের উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট আগমন করতে।[৫০]

তিনি হাদীস পাঠদানের সময়ে হাদীস শাস্ত্রের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তথা 'রাবীগণ'-এর জীবন বৃত্তান্ত, সনদ বা সূত্রপরম্পরার যাচাই বাছাই ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করার মাধ্যমে তা' স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতেন।[৫১]

তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। তিনি নিজ স্মৃতিশক্তি বলে মূল হাদীস গ্রন্থ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ হৃদয়গ্রাহী ও সহজ-সরল ভাষায় ব্যাখ্যা দিতেন। প্রতিটি হাদীস শিক্ষাদানকালে বিষয় ও মাস্‌য়ালা প্রমাণসহ ইমাম ও মুহাদ্দিসদের ভিন্ন ভিন্ন মত বিস্তারিত বর্ণনা করতেন।[৫২]

পাঠদানের পূর্বে যখন তিনি মূল গ্রন্থ, ব্যাখ্যা গ্রন্থ ও টীকা অধ্যয়ন (মুতালা'আ) করতেন তখন তাঁর বোধশক্তি উন্মুক্ত হয়ে অন্তরে এমন বিস্ময়কর ও অদ্ভুত বিষয়ের উন্মেষ হ'ত যা তিনি শিক্ষার্থীদের সম্মুখে নিজ অভিমত ও নিজ 'তাহকীক' হিসেবে অভিনব পদ্ধতিতে পেশ করতেন।[৫৩]

প্রমাণ পেশ করার সময়ে তিনি প্রথমে কুর'আনের আয়াত, অতঃপর হাদীস, অতঃপর সাহাবীদের 'আসার' ব্যবহার করতেন।[৫৪] যে বিষয় সম্পর্কে তিনি আলোচনা করতেন ঐ বিষয়ের গূঢ় রহস্য খুলে

---

৪৯. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮।

৫০. মুহাম্মদ তুফায়ল, "শায়খুলহিন্দ কা হালকায়ে দরস," *দৈনিক চাটান*, ৭ জুন ১৯৬৫, পৃ ৭।

৫১. প্রাগুক্ত।

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ ৯।

৫৩. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬।

৫৪. মুফতী 'আযীযুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

খুলে বর্ণনা করতেন। তাঁর বর্ণনায় অহেতুক কোন বিষয় বা গালগল্পের সন্নিবেশ থাকত না। শিক্ষার্থীদের কোন প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া মাত্রই তিনি তার উত্তর দিতেন।[৫৫]

বিভিন্ন মতামত বর্ণনা ও দ্বৈধমুখী হাদীসের সমন্বয় সাধনে তিনি শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। শাহ্ সাহেবের মতামতসমূহ নির্ভরশীলতার সাথে শিক্ষার্থীদের সম্মুখে পেশ করতেন। ইমামগণের অভিমতসমূহ বর্ণনার সময়ে তিনি তাঁদের সম্মানের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন। কোন অবস্থাতেই কোন ইমামকে হেয় প্রতিপন্ন করা মোটেই পছন্দ করতেন না।[৫৬]

তিনি কঠোর সাধনা ও অধ্যবসায়ের সাথে পাঠদান করতেন। তাঁর পাঠদান ফজরের পর থেকে পূর্বাহ্ন এগারটা পর্যন্ত এবং মধ্যবিরতির পর দ্বিপ্রহরের পরে অনুরূপ সময় পর্যন্ত চলত। তাঁর পাঠদান ছিল অতিব প্রতিক্রিয়াশীল। তাঁর পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে পাঠদানকৃত বিষয়বস্তু বিদ্যার্থীদের অন্তরে অঙ্কিত হয়ে যেত।[৫৭]

প্রাথমিক জীবনে তিনি হাদীস, উসূলুল হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, মানতিক, মা'আনী ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চস্তরের গভীর জ্ঞান বিতরণে বেশ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি বিশেষত ব্যাপকভাবে হাদীস চর্চার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে 'ইলমুল হাদীসের প্রচার-প্রসারে এক অতুলনীয় ভূমিকা পালন করেন। ১৩২০ হিজরীর পরে বার্ধক্যজনিত কারণে দুর্বল হয়ে পড়ায় এবং মওলানা আন্ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী,[৫৮] মওলানা

---

৫৫. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪।

৫৬. মুহাম্মদ তুফায়ল, প্রাগুক্ত, পৃ ৮।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৯।

৫৮. সায়্যিদ মুহাম্মদ আন্ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী ২৭ শাওয়াল ১২৯২/১৮৭৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মওলানা সায়্যিদ মু'আয্যাম শাহ্। চার বছর বয়সে তিনি তাঁর পিতার নিকটে কুর'আন মজীদ পাঠ করেন। প্রায় দেড় বছরে কুর'আন মজীদসহ ফারসী ভাষার প্রাথমিক স্তরের গ্রন্থসমূহ শেষ করেন। মওলানা গোলাম মুহাম্মদের নিকট ফারসী ভাষার উচ্চস্তরের গ্রন্থসমূহ এবং 'আরবী ভাষার নিম্নস্তরের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেন। চৌদ্দ বছর বয়সে হাযারা জেলার কেন্দ্রীয় মাদ্রাসায় তিন বছর অবস্থান করে বিভিন্ন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ করেন। ১৩০৮/১৮৯১ সনে দারুল 'উলূম দেওবন্দে শায়খুলহিন্দের নিকট ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থসহ 'সিহাহ্ সিত্তাহ' হাদীসসমূহ অধ্যয়ন করে চূড়ান্ত সনদ লাভ করেন। অতঃপর তিনি তরীকতে মওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গূহীর হাতে বয়'আত হয়ে খিলাফত লাভ করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি দিল্লীর মাদ্রাসা আমীনিয়াতে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। অতঃপর কাশ্মীরের ফয়যে 'আম মাদ্রাসায় দু'বছর শিক্ষকতা করার পর ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অবস্থান করে তথাকার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের গ্রন্থসমূহ পড়েন। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি হিজায থেকে দেওবন্দে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে দারুল 'উলূমের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। অতঃপর ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে উপ-সদর মুদার্রিস হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে

Dhaka University Institutional Repository

হুসায়ন আহ্‌মদ মদনী এবং মওলানা শিব্বীর আহ্‌মদ 'উসমানী [৫৯] প্রমুখ তাঁর বিশিষ্ট শাগের্‌দ্‌ দারুল 'উলূমের শিক্ষক নিয়োগ হওয়ায় তিনি হাদীসের দু/তিন ঘন্টা দরস দিতে থাকেন। বৃদ্ধাবস্থায়ও জামি' তিরমিযী ও সহীহুল বুখারী হাদীস গ্রন্থদ্বয় প্রসন্নবদনে স্থীরতা সহকারে মাত্র সাড়ে নয় মাস সময়ে শেষ করতে সক্ষম হতেন।[৬০]

'আসরের নামাযের পরে তিনি দারুল 'উলূমের মসজিদে মুসল্লার উপরে বসেই সুনান আবূ দাউদের পাঠদান করতেন। আর শিক্ষার্থীরা সম্মুখস্থ চাটাইয়ের উপরে বসেই শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকতো। এ-সময়ে মওলানা শিব্বীর আহ্‌মদ 'উসমানী, মওলানা আন্‌ওয়ার শাহ্‌ কাশ্মীরী, মওলানা সায়্যিদ ফখরুদ্দীন[৬১]

সদর মুদার্‌রিস ও শায়খুল হাদীস পদে বরিত হন। ১৯২৭ সনে দারুল 'উলূমের পরিচালকবৃন্দের সাথে মতদ্বৈধতার কারণে তিনি উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে ইস্‌তিফা দিয়ে ডাভেলের ইসলামিয়া মাদ্‌রাসায় ১৯৩৩ সন পর্যন্ত শায়খুল হাদীস হিসেবে কাজ করেন। অতঃপর অসুস্থ হয়ে দেওবন্দ আগমন করত ২৯ মে ১৯৩৪ সনে ইন্‌তিকাল করেন এবং তথায় সমাহিত হন। (সায়্যিদ সুলায়মান নদভী, *য়্যাদরফ্‌তেগান*, করাচী, ১৯৫৫, পৃ ১৬৯-১৭০)

৫৯. মওলানা শিব্বীর আহ্‌মদ 'উসমানী ১৩০৫/১৮৮৮ সনে দেওবন্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মওলানা ফযলুর রহমান। তিনি ১৩১২ হি. সনে হাফিয মুহাম্মদ 'আযীযের নিকট কুর'আন মজীদ এবং উর্দূ সাহিত্য পড়েন। অতঃপর তিনি মুন্সী মনযুর আহ্‌মদ ও মওলানা য়্যাসীনের নিকট ফারসী ভাষা অধ্যয়ন করেন। তিনি ১৩১৯ হি.-১৩২৫ পর্যন্ত সময়ে দারুল 'উলূম দেওবন্দে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ 'সিহাহ্‌ সিত্তাহ' অধ্যয়ন সমাপন করেন। তাঁর বিশিষ্ট উস্‌তাদ ছিলেন শায়খুলহিন্দ মাহ্‌মূদ হাসান। তিনি দিল্লীর মাদ্‌রাসা ফত্‌হ্‌পুরী, দেওবন্দের দারুল 'উলূম এবং ডাভেল মাদ্‌রাসায় ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। অতঃপর ১৯৩৬ সন থেকে ১৯৪৪ সন পর্যন্ত দারুল 'উলূম দেওবন্দের সদর মুহ্‌তামিমের পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯১৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত জম্‌'ইয়তে 'উলামায়ে হিন্দের সদস্য ছিলেন। অতঃপর তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। করাচীতে ১৯৪৭ সনের ১৪ আগস্টে পাকিস্তানের স্বাধীনতা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তথায় বসবাস করতে আরম্ভ করেন। পাকিস্তানের সংসদে তিনি ইসলামী আইন প্রস্তাব পাশ করান এবং ইসলামী আইন প্রণয়ন কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন। বাহ্‌ওয়ালপুরের শিক্ষামন্ত্রীর আমন্ত্রণে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৯ সনে বাগদাদুল জদীদে আগমন করেন। উক্ত দিবসে তথায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ঐ দিনই তিনি ইন্‌তিকাল করেন। করাচীতে ১৪ ডিসেম্বর সরকারিভাবে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং মুহাম্মদ 'আলী রোড সংলগ্ন স্থানে তিনি সমাহিত হন। (ফুয়ূযুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ২০৯-২১৪)।

৬০. মুহাম্মদ তুফায়ল, প্রাগুক্ত, পৃ ৯।

৬১. মওলানা সায়্যিদ ফখরুদ্দীনের পিতৃভূমি মীরঠের 'হাপূড়'-এ অবস্থিত। তাঁর পিতামহ সায়্যিদ 'আবদুল করীম আজমীরের পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন। এখানেই পিতামহের সাথে তাঁর পিতা অবস্থান করতেন। ১৩০৭/১৮৮৯ সনে পিতামহের বাসগৃহে আজমীরে তাঁর জন্ম হয়। চার বছর বয়সে তিনি তাঁর মাতার

Dhaka University Institutional Repository

প্রমুখ দেশ বরেণ্য দারুল 'উলূমের বিশিষ্ট উস্তাদবৃন্দ শিক্ষার্থীদের সাথে বসে যেতেন এবং তাঁর নিকট থেকে অভূতপূর্ব মূল্যবান শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকতেন। মওলানা ফখরুদ্দীন শায়খুলহিন্দের হাদীসের 'ইবারত পাঠ সম্পর্কে বলেন, "শায়খুলহিন্দ অধিকাংশ সময়ে হাদীসের 'ইবারত পড়তেন। হাদীসের 'ইবারত পড়তে পড়তে কোন সময় যদিও তন্দ্রাভাবের উদ্রেক হ'ত তবুও তিনি 'ইবারত পড়তে থাকতেন এবং পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা শেষ হয়ে যে'ত ; কিন্তু তন্দ্রাভাবের অবস্থায়ও 'ইবারত পড়ার সময়ে কখনও একটি অক্ষর ছুটে নি।[৬২]

একাধিক মতসম্বলিত সমস্যার সমাধানে ইমাম চতুষ্টয় এবং অন্যান্য মুজতাহিদের মতামতও বর্ণনা করতেন এবং সংক্ষিপ্তভাবে তাঁদের মতের স্বপক্ষে প্রমাণও পেশ করতেন। যখন ইমাম আবূ হানীফা (৮০-১৫০ হি.)-এর মত পেশ করতেন তখন তাঁর মতের স্বপক্ষে বিস্তারিত প্রমাণ পেশ করতেন এবং এমনভাবে তাঁর মত প্রাধান্য পেয়ে যেত যে একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি উক্ত মত যথার্থ, যুক্তিযুক্ত ও নির্ভুল বলে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হ'ত।[৬৩]

নিকট কুর'আন মজীদ পড়েন। তিনি ফারসী ভাষা তাঁর পরিবারস্থ বিভিন্ন 'আলিমের নিকট হতে লাভ করেন। বার বছর বয়সে 'হাপূড়'-এর বিশিষ্ট 'আলিম মওলানা খালিদের নিকট 'আরবী ভাষা, সরফ, নহ্ভ ইত্যাদি জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি গালাওঠীর মান্বা'উল 'উলূম মাদ্রাসায় মওলানা মাজিদ 'আলীর নিকট ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানসমূহ পাঠ করেন। অতঃপর তিনি দিল্লীর সরকারি মাদ্রাসায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ করেন। ১৩২৬/১৯০৮ সনে তিনি দারুল 'উলূম দেওবন্দে 'সিহাহ্ সিত্তাহ' শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান এবং মওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ আন্ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরীর নিকট অধ্যয়ন করে ১৯১০ সনে চূড়ান্ত সনদ লাভ করেন। ১৯১০ সালে দারুল 'উলূম দেওবন্দে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। এক বছর শিক্ষকতা লাভ করার পর শায়খুলহিন্দ তাঁকে ১৯১১ সালে মুরাদাবাদের মাদ্রাসা শাহীতে শায়খুল হাদীস পদে নিয়োগ দেন এবং তথায় আটচল্লিশ বছর হাদীসের অধ্যাপনা করেন। অতঃপর শায়খুল ইসলাম মওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহ্মদ মদনীর তিরোধানের পর তিনি ১৯৫৭ সালে দারুল 'উলূম দেওবন্দের সদর মুদার্রিস ও শায়খুল হাদীসের পদ অলঙ্কৃত করেন এবং আমৃত্যু ১৯৭২ পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন। খিলাফত আন্দোলনের সময়ে তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং এ-সময়ে তিনি কয়েকবার বন্দী হয়ে কারাবরণ করেন। মওলানা মদনীর জীবদ্দশায় তিনি জম্'ইয়তে 'উলামায়ে হিন্দে দু'বার সহ-সভাপতি ছিলেন। মওলানা মদনীর তিরোধানের পর তিনি আমৃত্যু ১৯৭২ পর্যন্ত জম্'ইয়তে 'উলামায়ে হিন্দের সভাপতি ছিলেন। বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি ২০ সফর ১৩৯২/১৫ এপ্রিল ১৯৭২-এ ইন্তিকাল করেন এবং তথায় সমাহিত হন। (সায়্যিদ মাহবূব রিযভী, *তারীখে দারুল 'উলূম দেওবন্দ*, ১৯৭৮, ২য় খণ্ড, পৃ ২১৩-২১৫)

৬২. মুফতী 'আযীযুর রহমান বিজনৌরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪।

৬৩. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫-৩৬।

তিনি বিশেষত ব্যাপকভাবে হাদীস চর্চার মাধ্যমে বিশ্বে 'ইল্মুল হাদীসের প্রচার প্রসারে এক অতুলনীয় ভূমিকা পালন করেন। উপমহাদেশে তাঁর ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কামালিয়তের বিশেষত হাদীস শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্যের প্রসিদ্ধি মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং সর্বত্র তাঁর ফয়য প্রকাশিত হতে থাকে। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র তাঁর হাদীসের শাগের্দ্ অথবা শাগের্দের শাগের্দ্ হতে ফয়যপ্রাপ্ত 'আলিমের মাধ্যমে বিভিন্ন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশেষত হাদীসের প্রচার-প্রসার হতে থাকে।[৬৪]

দারুল 'উলূম দেওবন্দের দু'একজন বুযুর্গ 'আলিম ব্যতীত সকল শিক্ষকই তাঁর প্রত্যক্ষ শাগের্দ্ এবং ফয়যপ্রাপ্ত ছিলেন। ভারতবর্ষের নির্ভরযোগ্য সকল ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাগের্দ্ শিক্ষকতার আসনে আসীন ছিলেন।[৬৫]

কাবুল, কান্দাহার, বলখ, বুখারা, মক্কা মুকাররামা, মদীনা মুনাওয়ারা এবং য়্যামনের অধিবাসীরা তাঁর 'ইলমী ফয়য লাভ করেন। মওলানা ইসহাক আমরতসরী ও তারপর মওলানা সায়্যিদ সিদ্দীক আহ্মদ মদীনায় নিজ বাসভবনে এবং মসজিদে নববীতে 'আরব ও অনারবসহ বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বিদ্যার্থীকে হাদীস শিক্ষা দিতে থাকেন। অতঃপর মওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহ্মদ মদনী ১৮৯৮ হতে ১৯১৬ পর্যন্ত মোট ষোল বছর মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে নববীতে 'আরবও অনারবসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ছাত্রদেরকে হাদীস শিক্ষা দিতে থাকেন। মূলত তিনি 'আরবী ভাষাভাষী না হওয়া সত্ত্বেও আঁরবদেশসহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্যার্থিগণকে প্রাঞ্জল 'আরবী ভাষায় সার্থকভাবে অতি দক্ষতার সাথে হাদীস শাস্ত্রসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের আলো দান করেন। এভাবে পরোক্ষভাবে সারাবিশ্বে তাঁর 'ইলমী ফয়য প্রসার লাভ করতে থাকে।[৬৬]

শায়খুলহিন্দের রচনাবলী

শায়খুলহিন্দের রচনা তাঁর কর্মজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। উস্তাদ, বুযুর্গ 'আলিম তথা 'আকাবির'-এর প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল তাঁর অগাধ। তাঁদেরকে কেউ হেয় প্রতিপন্ন করলে, কটুবাক্য প্রয়োগ করলে অথবা আপত্তিগত কোন বিষয় উত্থাপন করলে তিনি তা' সহ্য করতে পারতেন না। ন্যায়ের পক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। তাঁর অধিকাংশ রচনাই এই আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো ঃ

আদিল্লা-ই কামিলা

এ রচনাটি 'ইয্হারুল হক' নামেও অভিহিত। এরচনাটি দুই অংশে লিখিত একটি পুস্তিকা। হিজরী ১৯২৪ সালে শায়খুলহিন্দের দারুল 'উলূম দেওবন্দে শিক্ষকতার পঞ্চম বছরে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মওলানা

---

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩।

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩।

৬৬. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ কাসিম নানূতবীর নির্দেশে রচনা করেন। পুস্তিকাটি খুবই সংক্ষিপ্ত; কিন্তু অত্যন্ত সারগর্ভ। পৃষ্ঠা সংখ্যা চব্বিশ।

পুস্তিকাটির রচনার কারণ ছিল হিজরী ১২৯০ সালে জনৈক গয়র-এ মুকাল্লিদ 'আলিম মওলানা মুহাম্মদ হুসায়ন বাটালবী 'রফ্'উল য়্যাদায়ন', ফরয নামাযে ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের সূরা ফাতিহা পাঠ, ফরয নামাযে ইমামের সূরা ফাতিহা শেষে মুক্তাদীদের উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বলা ইত্যাদি দশটি মাস্য়ালায় হানাফী মাযহাবের প্রতি চ্যালেঞ্জ দিয়ে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন এবং বলেন, "কোন হানাফী 'আলিম তাঁদের মতের সপক্ষে কুর'আন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হলে তাঁকে প্রতি মাস্য়ালার বিনিময়ে দশ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে।

এ চ্যালেঞ্জটি হানাফী মতাদর্শের উপর একটি মারাত্মক আক্রমণ। চ্যালেঞ্জ পাওয়া মাত্রই পাঞ্জাবের জনৈক হানাফী 'আলিম মোটামুটি এর একটি উত্তর প্রদান করেন।[৬৭] চ্যালেঞ্জের ঘোষণাপত্রটি দারুল 'উলূম দেওবন্দেও পৌছে। এ চ্যালেঞ্জ পেয়ে শায়খুলহিন্দ মাহ্‌মূদ হাসান ও মওলনা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী বিমর্ষ হয়ে পড়েন। তাঁরা অনুভব করলেন যে, এ চ্যালেঞ্জ মূলত ইমামকুল শিরোমণি ইমাম আবূ হানীফা (৮০হি.-১৫০হি.) কে হেয় প্রতিপন্ন করাই উদ্দেশ্য। যদি এ চ্যালেঞ্জের বস্তুনিষ্ঠ ও যৌক্তিক কোন জবাব না দেয়া হয় তবে চ্যালেঞ্জকারীগণ প্রতারণা করে হানাফী মাযহাব থেকে সর্বসাধারণকে বিচ্যুত করার প্রয়াস পাবে। তাই শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মওলানা নানূতবীর ইঙ্গিতে শায়খুলহিন্দ উক্ত চ্যালেঞ্জের উত্তর রচনায় প্রবৃদ্ধ হন। তিনি এ রচনাটি অতি সংক্ষিপ্তভাবে লিখে চ্যালেঞ্জকারীকে হতভম্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেন। পুস্তিকাটি দু'অংশে রচিত হয়েছিল ঃ (ক) প্রথমাংশ ছিল চ্যালেঞ্জকারীর প্রশ্নের প্রত্যক্ষ উত্তর এবং (খ) শেষাংশে শায়খুলহিন্দ চ্যালেঞ্জকারী মওলানা বাটালবীকে সম্বোধন করে এমন দুর্বোধ্য এগারটি প্রশ্ন করেন যেন চ্যালেঞ্জকারী নিজের মতবাদ ত্যাগ করে কোন মাযহাবের অনুসরণ করেন নতুবা প্রশ্নের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে নিশ্চুপ থাকেন।[৬৮] মওলানা নানূতবী এ পুস্তিকাটিকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রচনা হিসেবে আখ্যায়িত করে তা' প্রকাশ করে দেন।[৬৯]

মওলানা বাটালবীর চ্যালেঞ্জের উত্তর 'আদিল্লা-ই কামিলা' প্রকাশিত হওয়ার পর শায়খুলহিন্দ মওলানা বাটালবীর প্রতিক্রিয়া দেখার অপেক্ষা করছিলেন যে, তিনি সত্যের সন্ধান পেয়ে তা' গ্রহণ করেন কিনা।

---

৬৭. Barbara Daly Metcalf, *Islamic Revival in British India : Deoband, 1860-1900,* (Princeton : Princeton University Press, 1982), pp. 212-213. He said that fellow Hanafis found his effort something of an embarrasment. The Panjabi Hanafi 'Alim was Probably Maulawi Muhammad 'Umr Rampuri (d. 1878), Who is noted as having written an answer to Batalwi.

৬৮. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ২২৯।

৬৯. প্রাগুক্ত।

মওলানা বাটালবী উত্তর পেয়ে তার 'ইশা'আতুস্ সুন্নাহ' মাসিক পত্রিকায় বরাবর অঙ্গীকার করে আসছিলেন যে, অনতিবিলম্বেই তিনি এর উত্তর প্রদান করবেন। পরবর্তীতে আর কখনও মওলানা বাটালবী আদিল্লা-ই কামিলার উত্তর প্রদান করেন নি। অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে জনৈক আহ্‌লে হাদীস 'আলিম মওলবী সায়্যিদ মুহাম্মদ আহ্‌সান আমরূহী শায়খুলহিন্দ রচিত 'আদিল্লা-ই কামিলা'-এর প্রতিউত্তরে 'মিস্‌বাহুল আদিল্লা লিদফ্'ইল আদিল্লা' লিখে প্রকাশ করেন। শায়খুলহিন্দ এ প্রতিউত্তর পেয়েও মওলানা বাটালবীর অঙ্গীকারকৃত প্রতিউত্তরের অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দু'টি প্রতিউত্তরের একত্রে একসঙ্গে উত্তর দেয়া। পরবর্তীতে যখন মওলানা বাটালবী তাঁর মাসিক পত্রিকায় ব্যক্ত করলেন যে, আমি শায়খুলহিন্দ রচিত 'আদিল্লা-ই কামিলা'-এর প্রতিউত্তর প্রদানের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলাম তখন আমার শ্রদ্ধেয় মওলবী সায়্যিদ মুহাম্মদ হাসান-এর একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী জবাবী গ্রন্থ রচনা করেছেন। এজন্য আমি এর প্রতিউত্তরের যে অঙ্গীকার করেছিলাম তা' নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করি। মওলানা বাটালবীর এ ঘোষণা পাওয়ার পর শায়খুলহিন্দ মওলানা নানূতবীর নির্দেশে 'আদিল্লা-ই কামিলা'-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখতে আরম্ভ করেন। এ ব্যাখ্যার ফলে মওলবী সায়্যিদ মুহাম্মদ আহ্‌সানের অভিযোগ খণ্ডন এবং তাঁর বিভ্রান্তিসমূহ অপনোদন হয়ে যায়।[৭০] আর শায়খুলহিন্দ এ ব্যাখ্যা গ্রন্থের নাম রাখেন 'ঈযাহুল আদিল্লা'।

ঈযাহুল আদিল্লা

উপরোল্লিখিত কারণে শায়খুলহিন্দ এ গ্রন্থ রচনার প্রয়াস পান। তিনি দিনের বেলায় দারুল 'উলূম দেওবন্দে অধ্যাপনা এবং রাতের বেলায় পাঠাগারে অধ্যয়ন ইত্যাদি যাবতীয় কাজ সমাধা করে গভীর রাতে এ গ্রন্থ রচনা করতে আরম্ভ করেন। রচিত অংশটুকু প্রত্যহ দিনের বেলায় তিনি শ্রদ্ধেয় উস্‌তাদ মওলানা নানূতবীকে পড়ে শুনাতেন। তাঁর এক্ষুরধার লেখা শুনে তিনি বিমোহিত হয়ে তাঁর জন্য দু'আ করতেন। গ্রন্থের কিয়দংশ লেখার পর মওলানা নানূতবী হজ্জপালনের উদ্দেশ্যে মক্‌কায় গমন করেন। হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করার কিছুদিন পর তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর ইন্‌তিকালে শায়খুলহিন্দ বিমর্ষ হয়ে পড়েন এবং মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে অধ্যাপনাসহ যাবতীয় কাজ বন্ধ করে দেন। ফলে এ রচনাও বন্ধ হয়ে যায়।[৭১]

দারুল 'উলূম দেওবন্দের মুহ্‌তামিম মওলানা শাহ্ রফী'উদ্দীন (১৮৩৬-১৮৯০)-এর তাওয়াজ্জুহ, আন্তরিকতা ও পরামর্শে এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর পুনরায় তিনি দারুল 'উলূমে অধ্যাপনার কাজ আরম্ভ করেন। পক্ষান্তরে উল্লিখিত রচনার কাজ এভাবে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এভাবে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর সাহেবযাদা হাফিয মুহাম্মদ আহ্‌মদ[৭২] -এর বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও

---

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ ২২৯-২৩০।

৭১. প্রাগুক্ত।

৭২. হাফিয মুহাম্মদ আহ্‌মদ যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত সাহারানপুর জেলার নানূতা নগরে ১২৭৯/১৮৬২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী। নয় বছর বয়সে কুর'আন মজীদ

Dhaka University Institutional Repository

শায়খুলহিন্দ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু হাফিয মুহাম্মদ আহ্মদের বারংবার পীড়াপীড়িতে তিনি রচনার কাজ পুনরায় আরম্ভ করতে বাধ্য হয়ে উল্লিখিত গ্রন্থের লেখা সম্পন্ন করেন।[৭৩]

শায়খুলহিন্দ 'ঈযাহুল আদিল্লা' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, "আহলে হাদীস 'আলিম মওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ আহ্সান নিজেকে মুজতাহিদ দাবী করা সত্ত্বেও আমার লিখিত প্রমাণসমূহের মর্মার্থ উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হন নি। এজন্য আমি 'আদিল্লা কামিলা'-এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে গ্রন্থটিকে প্রামাণিকভাবে বোধগম্য করে দেই। যেহেতু রচিত গ্রন্থটি 'আদিল্লা-এ-কামিলা'-এর ব্যাখ্যা তাই এর নাম রাখা হলো 'ঈযাহুল আদিল্লা'।"[৭৪] রচিত গ্রন্থখানিতে হাদীসের অর্থসমূহের বিশ্লেষণ, বর্ণনাসমূহের সামঞ্জস্য বিধান এবং হাদীসের ব্যাখ্যায় মুজতাহিদগণের মতামতসমূহের সমন্বয় সাধনে তিনি আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত

হিফ্য্ করার পর তিনি বলন্দ শহর জেলার গালাওঠীতে মান্বা'উল 'উলূম মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি মুরাদাবাদের শাহী মাদ্রাসায় মওলানা আহ্মদ হাসান আমরূহী (১৮৫০-১৯১১)-এর নিকট মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর দারুল 'উলূম দেওবন্দে ভর্তি হয়ে শায়খুলহিন্দের নিকট 'আরবী সাহিত্য ও বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করেন। মওলানা মুহাম্মদ য়্যা'কূব নানূতবী (১৮৩৪-১৮৮৬)-এর নিকট জামি' তিরমিযীর কিছু অংশ পড়েন। সর্বশেষ মওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গূহী (১৮২৮-১৯০৫)-এর নিকট 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' অধ্যয়ন করে চূড়ান্ত সনদ লাভ করেন। ১৩০৩/১৮৮৫ সালে দারুল 'উলূমের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। তিনি মিশকাতুল মাসাবীহ, তাফসীরুল জালালায়ন, সহীহ্ মুসলিম, সুনান ইব্ন্ মাজা, মীর যাহিদ প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ পড়াতেন। দশ বছর শিক্ষকতা করার পর ১৩১৩/১৮৯৫ সালে মওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গূহীর পরামর্শক্রমে তিনি দারুল 'উলূম দেওবন্দের মুহ্তামিম নিযুক্ত হন। তিনি আমৃত্যু ১৩৪৭/১৯২৮ সাল পর্যন্ত উক্তপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। মুহ্তামিম হওয়ার পরও যথারীতি তিনি উল্লিখিত সমুদয় কিতাবের পাঠ প্রদান করতেন। তাঁর সময়েই দারুল 'উলূমের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তাঁর সময়কাল ছিল দারুল 'উলূম দেওবন্দের স্বর্ণযুগ। ১৩৪৭/১৯২৮ সালে দারুল 'উলূম দেওবন্দের বিশেষ কোন কাজে তিনি হায়দারাবাদ গমন করেন। এখানে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতার কারণে দেওবন্দে ফেরার পথে নিযামাবাদ রেল স্টেশনে ৩ জুমাদাল উলা ১৩৪৭/১৯২৮ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ৪ জুমাদাল উলা হায়দারাবাদের 'খিত্তা সালিহীন' কবরস্তানে সমাধিস্থ হন। দারুল 'উলূম দেওবন্দের মুহ্তামিম মওলানা কারী মুহাম্মদ তায়্যিব (রহ.) তাঁরই কৃতি সন্তান ছিলেন। (নসীম আহ্মদ আমরূহী, "মাওলানা হাফিয মুহাম্মদ আহ্মদ," *মাসিক আল্-ফুরকান*, লক্ষ্ণৌ, মার্চ, ১৯৭৬, পৃ ২৬-২৭)

৭৩. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩১।

৭৪. শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান, *ঈযাহুল আদিল্লা*, (দেওবন্দ ঃ কাসিমী প্রেস, ১৩৩০ হি.), ভূমিকা, পৃ ৬।

'ঈযাহ্' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, আদিল্লা-এর অর্থ প্রমাণাদি। আর 'ঈযাহুল আদিল্লা'-এর অর্থ 'আদিল্লা'-এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। অতএব গ্রন্থটির নামকরণ সার্থক হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অসীম জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। মৌলিক আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে এমন উন্নত ধরনের প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন যা মধ্যম মেধাসম্পন্ন লোকের কল্পনায়ও আসতে পারে না। এভাবেই কুর'আন, হাদীস এবং মুজতাহিদগণের মতামতসমূহের ব্যাখ্যা এমন নিপুণতার সাথে করেছেন যে, পাঠকের মুখ থেকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেরিয়ে পড়ে ان هذا لهو الحق المبين অর্থাৎ নিশ্চয় ইহা অবশ্য প্রকাশ্য সত্য।[৭৫] 'ঈযাহুল আদিল্লা'-এর মৌলিক বিষয়সমূহ এই ঃ

১. ফকীহ্ 'আলিমগণের ফযীলত ও মাহাত্ম্য বর্ণনা

২. হাদীস শাস্ত্রে মুজতাহিদ ইমামগণের স্থান

৩. رفع اليدين অর্থাৎ নামাযে উভয় হাত কোন্ সময়ে কান পর্যন্ত উঠাতে হবে তার বর্ণনা

৪. امين بالجهر অর্থাৎ নামাযে ইমামের সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে মুক্তাদীগণের উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বলা

৫. নামাযে নাভির নীচে হাত বাঁধা

৬. قراءة خلف الامام অর্থাৎ নামাযে ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের কিরা'আত পাঠ করা

৭. জুমু'আ ওয়াজিব হওয়া এবং এর শর্তাবলী

৮. 'তাকলীদ'-এর প্রয়োজনীয়তা এবং এর গুরুত্ব

৯. 'তাকলীদ'-এর প্রকারভেদ এবং এর বিধানাবলী

১০. যুহরের নামাযের সময় এবং 'মিস্লায়ন'-এর বর্ণনা

১১. ঈমানের হাকীকত

১২. ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি এবং শরী'অতগত মর্মার্থ

১৩. মুরজিয়া এবং খারিজী সম্প্রদায়ের মৌলিক পার্থক্য

১৪. ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) কে মুরজিয়া হিসেবে আখ্যাদান খণ্ডন

১৫. কাযীর রায়ের প্রয়োগ ও কার্যকর করার শর'ঈ ও যৌক্তিক আলোচনা

---

৭৫. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩১।

১৬. ইসলামী হুকূমতের হাকীকত

১৭. ইসলামী হুকূমত ও ইলাহী হুকূমত এবং এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য

১৮. রাষ্ট্রের উপকরণ এবং এর হাকীকত

১৯. شرعی قبضہ অর্থাৎ শরী'অতগত স্বামিত্ব বা মালিকানার হাকীকত

২০. ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্লেষণ

২১. ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয় এবং বাতিল ক্রয়-বিক্রয়ের পার্থক্য

২২. قلتین অর্থাৎ দু'মটকি পানি এবং ده در ده অর্থাৎ একশ' বর্গহাত পানি সম্পর্কিত বর্ণনা

২৩. ماء کثیر অর্থাৎ অধিক পরিমাণ পানি সম্পর্কে ইমামত্রয়ের মতামত এবং বিশ্লেষণাত্মক মূল্যায়ন।

এই মৌলিক বিষয়গুলোর আলোচনায় শায়খুলহিন্দ এ ধরনের অতুলনীয় সূক্ষ্ম গবেষণা ভাণ্ডার উন্মোচিত করেছেন যা' পাঠমাত্র পাঠকের অন্তর উদ্বেলিত হয়ে যায় যে, এগুলো আল্লাহ্ প্রদত্ত ইলহাম বা ঐশী ইঙ্গিত। এর পাশাপাশি উর্দু ভাষা সহজ, সরল, সাবলীল, প্রাঞ্জল ও উপমা-উৎপ্রেক্ষায় পরিপূর্ণ। এর সাথে সাথে অনেক উর্দু ও ফারসী কবিতা যথাস্থানে সংযোজিত হয়েছে। তিনি এ অসাধারণ জ্ঞানভাণ্ডার চারশ' পৃষ্ঠায় লিখে হিজরী ১২৯৯ সনে সমাপ্ত করেন। আর তখনি মুদ্রিত হয়ে জনসমক্ষে আসে এবং সকলের কাছেই তা' সমাদৃত হয়। শায়খুলহিন্দের পাণ্ডিত্য, বৈশিষ্ট্য এবং কীর্তিকে জীবিত রাখার জন্য তাঁর এ গ্রন্থটিই যথেষ্ট।[৭৬]

হিজরী ১২৯৯ সনে 'ঈযাহুল আদিল্লা' গ্রন্থখানি সর্বপ্রথম মীরঠের হাশিমী প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল তিনশত ছিয়ানব্বই। সায়্যিদ আসগর হুসায়ন[৭৭] এর সম্পাদনায় হিজরী ১৩৩০ সনে

---

৭৬. জুবায়র আহ্মদ আশ্রফ, "শায়খুলহিন্দ ও তাঁর রচনাবলী," *ফয়যুল 'উলূম স্মরণিকা*, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ ৩৫।

৭৭. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন হি. ১২৯৪ সনে দেওবন্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শাহ্ মুহাম্মদ হাসান (মৃ. ১৩১২ হি.)। তিনি তাঁর পিতার নিকট কুর'আন মজীদ এবং গুলিস্তাঁ পর্যন্ত ফারসী অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি দারুল 'উলূম দেওবন্দে ভর্তি হয়ে ১৩১০ হি. সনে ফারসীর চূড়ান্ত সনদ লাভ করেন। তাঁর ফারসীর উস্তাদ ছিলেন মওলানা মুহাম্মদ য়্যাসীন (১২৮২-১৩৫৫ হি.) এবং মওলানা মনযুর আহ্মদ। অতঃপর তিনি দারুল 'উলূম দেওবন্দের 'আরবী বিভাগে ভর্তি হয়ে ১৩২০ হি. সনে শায়খুল হিন্দের নিকট 'সিহাহ্ সিত্তাহ' অধ্যয়ন করে চূড়ান্ত সনদ লাভ করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ উস্তাদমণ্ডলীর মধ্যে মওলানা হাবীবুর রহমান (মৃ. ১৯২৯), মওলানা হাফিয মুহাম্মদ আহ্মদ (১৮৬২-১৯২৮), মুফতী 'আযীযুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

অন্য একটি সংস্করণ কাসিমী প্রেস দেওবন্দ থেকে মুদ্রিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যাও ছিল তিনশত ছিয়ানব্বই। অবিকল এ সংস্করণই মুদ্রিত হয় মুলতানের ফারূকী কুতুবখানা হতে। দারুল 'উলূম দেওবন্দের শায়খুল হাদীস মওলানা সায়্যিদ ফখরুদ্দীন আহ্মদ মুরাদাবাদী (১৮৮৯-১৯৭২)-এর সম্পাদনা এবং 'আরবী বাক্যের উর্দু অনুবাদসহ মুরাদাবাদের ফখরিয়া কুতুবখানা হতে গ্রন্থটি চতুর্থবার মুদ্রিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল চারশ'। পঞ্চমবার প্রকাশিত হয় দেওবন্দের কুতুবখানা রহীমিয়া হতে। ষষ্ঠবার মুফতী আহ্মদুর রহমানের ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়েছে করাচীর এইচ. এম. সা'ঈদ কোম্পানী হতে।

আহ্সানুল কুরা

গ্রামে কি জুমু'আর নামায অনুষ্ঠিত হতে পারে? এ সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তি দিল্লীর এক আহ্লে হাদীস 'আলিমের নিকট ফত্ওয়া প্রার্থনা করলে উত্তরে আহ্লে হাদীস 'আলিম বলেন, "জুমু'আর নামায আদায়ের জন্য কোন স্থানের শর্ত নেই ; বরং দু'ব্যক্তি একত্রিত হয়ে যে কোন স্থানে গ্রামে হোক বা শহরে হোক আদায় করতে পারবে।" এ ফত্ওয়ায় স্বাক্ষরদাতা জনৈক আহ্লে হাদীস 'আলিম হানাফী মায্হাবকে অশালীন ভাষায় গালমন্দ করে।[৭৮]

এ-ফত্ওয়াটি যখন মওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গূহীর খিদমতে পেশ করা হয় তখন তিনি এ ফতওয়াটিকে অশুদ্ধ এবং ভ্রান্ত ফত্ওয়া বলে আখ্যায়িত করেন। অতঃপর তিনি বিশুদ্ধ রিওয়ায়ত দ্বারা গ্রামে জুমু'আ নাজায়িয হওয়া সম্পর্কিত একটি প্রামাণিক ফত্ওয়া প্রদান করেন। এ ফত্ওয়াটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটি প্রকাশিত হওয়ার পর আহ্লে হাদীস 'আলিমদের মধ্যে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ফলে মওলবী মুহাম্মদ সা'ঈদ স্বতন্ত্রভাবে 'আওসাকুল 'উরা' পুস্তিকার উত্তর প্রদান করে মওলানা গঙ্গূহীর ফত্ওয়াটিকে খণ্ডন করার অপপ্রয়াস চালান। অপরদিকে মওলবী আবুল মাকারিম জুমু'আর নামায গ্রামে অনুষ্ঠিত না হওয়া সম্পর্কে মওলানা যহীরুল হাসান রচিত ফত্ওয়াকে খণ্ডন করে

(১২৭৫-১৩৪৭/১৯২৮) এবং গোলাম রসূল বাফভী (১৮৫৪-১৯১৯)-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৩২১ হি. সনে জৌনপুরের 'আটালা মাদ্‌রাসা'য় সদর মুদার্‌রিস হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৩২৭ হি. পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন। অতঃপর তিনি শায়খুলহিন্দের পরামর্শক্রমে তথা হতে আগমন করে দারুল 'উলূম দেওবন্দের মাসিক 'আল-কাসিম' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। এরপর তিনি ১৩৩০ হি. সনে দারুল 'উলূম দেওবন্দের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং আমৃত্যু উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। উর্দু ভাষায় ফিক্হ্, ফারায়িয এবং ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে পঁয়ত্রিশটি গ্রন্থ রচনা করেন। গুজরাট-এর 'রান্দের' নামক স্থানে হি. ১৩৬৪ সনের ২২ মুহাররম সোমবার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং তথায় তিনি সমাধিস্থ হন। (ফুয়ূযুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৭-৮৮)

৭৮. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩২।

Dhaka University Institutional Repository

একটি পুস্তিকা রচনা করেন এবং এ রচনার শেষভাগে 'আওসাকুল 'উরা' পুস্তিকা সম্পর্কে অমূলক ও বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করেন।

উপরোক্ত দু'টি পুস্তিকায় বিভ্রান্তিকর ভুল তথ্য পরিবেশিত হওয়ায় শায়খুলহিন্দ এর একটি উত্তর রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়েন। এ বিষয়ে স্বতন্ত্র রচনা না লিখে তিনি গঙ্গূহী রচিত 'আওসাকুল 'উরা'-এর বিশ্লেষণ এবং এর উপর কিছু সংযোজন করে একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং এর নাম রাখেন 'আহ্সানুল কুরা ফী তওযীহি আওসাকিল 'উরা'।

শায়খুলহিন্দ এ গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন-"... এজন্য আমি মনে করলাম যে, স্বতন্ত্রভাবে মওলবী মুহাম্মদ সা'ঈদের পুস্তিকার উত্তর প্রদান করি এবং এর ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ মতে মওলবী আবুল মাকারিমের অমূলক এবং বিভ্রান্তিকর তথ্যসমূহ ফাঁস করে দেই।"[৭৯]

শায়খুলহিন্দের উপরোক্ত মন্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, যেভাবে মওলবী আবুল মাকারিম আনুষঙ্গিকভাবে 'আওসাকুল 'উরা'-এর সমালোচনা করেছেন তদ্রূপ শায়খুলহিন্দও আনুষঙ্গিকভাবে তাঁর তথ্যসমূহ খণ্ডন করে দেন। অবশ্য যেহেতু মওলবী মুহাম্মদ সা'ঈদ স্বতন্ত্রভাবে একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন সেহেতু তিনিও 'আহ্সানুল কুরা' গ্রন্থে বুনিয়াদীভাবে তাঁর পুস্তিকার সমালোচনা করে গ্রামে জুমু'আ অনুষ্ঠিত না হওয়া সম্পর্কে সঠিক ও নির্ভুল তথ্য উদ্‌ঘাটন করে দেন।

শায়খুলহিন্দ আরও বলেন, "তাঁরা তাঁদের রচনায় যে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তা' সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। যাদের সামান্যতম বিবেক আছে তারা সহজেই ইহা অনুধাবন করতে পারে। তাই এঁরা তাঁদের রচনায় বহু সমালোচনা করেও মওলানা গঙ্গূহীর 'আওসাকুল 'উরা'-এর বিশুদ্ধতা বিনষ্ট করতে পারে নি। উত্তর প্রদানে রচিত তাঁদের ভ্রান্ত মতবাদসমূহ মূলত অযৌক্তিক। যেহেতু রচিত এ গ্রন্থদ্বয়ে সত্যের অপলাপ করা হয়েছে তাই এর উত্তর প্রদানে উদ্বুদ্ধ হই।"[৮০]

'আহ্সানুল কুরা' ব্যাখ্যা গ্রন্থটি আট পৃষ্ঠা ভূমিকাসহ মোট ২২৬ পৃষ্ঠা। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় এ রচনাটি অতি সহজ, প্রাঞ্জল, সাবলীল ও গতিসম্পন্ন। প্রমাণ পেশ করার সময়ে কুর'আন, হাদীস এবং মুহাদ্দিসগণের মতামত উল্লেখসহ স্থানে স্থানে তিনি কুর'আন ও হাদীসের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। মাঝে মাঝে 'আরবদের প্রবাদবাক্য ও প্রচলিত উক্তিসমূহ উপস্থাপন করে গ্রন্থটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। কোথাও তিনি কবি সিরাজীর কবিতা আবার কোথাও যওক ও গালিবের উক্তি উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে সুপেয় করেছেন। সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে থেকে তিনি অতি প্রাঞ্জলভাবে স্বীয় বক্তব্য প্রমাণে সচেষ্ট থাকেন। তদুপরি মওলানা গঙ্গূহীর রচনায় যে সকল তত্ত্ব ও রহস্য অতি সূক্ষ্ম ও দুর্লভ ছিল তা' তিনি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে উন্মুক্ত করে দেন।

---

৭৯. শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান, *আহ্সানুল কুরা,* (দেওবন্দ ঃ কাসিমী প্রেস, ১৩৩০ হি.) ভূমিকা, পৃ ৪।

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ ৫।

Dhaka University Institutional Repository

'আহ্সানুল কুরা' গ্রন্থে যে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে তা হলো ঃ

১. মওলানা গঙ্গূহীর রচনার দুর্বোধ্য ও সংক্ষিপ্ত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ

২. দুর্বোধ্য বাক্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

৩. জুমু'আর মাস্য়ালাটিকে ফিক্হী গণ্ডী থেকে বের করে হাদীসের আলোকে আলোকপাত করা

৪. জুমু'আর মাস্য়ালায় আহ্লে হাদীস 'আলিমগণের চিন্তা ও গবেষণায় ভুল পদক্ষেপসমূহের বিস্তারিত আলোচনা

৫. মওলবী আবুল মাকারিম ও মওলবী মুহাম্মদ সা'ঈদের প্রমাণ পেশ করার পদ্ধতিগত ভুল উল্লেখ করে মাস্য়ালা উদ্ভাবনের বিশুদ্ধ পদ্ধতির আলোকপাত করা

মওলানা গঙ্গূহীর 'আওসাকুল 'উরা'-এর উল্লিখিত দু'টি প্রতিবাদ পুস্তিকা ছাড়াও পরবর্তীতে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ মওলবী বখ্শ্ খান নামক জনৈক আহ্লে হাদীস 'আলিম প্রকাশ করেন যা' উল্লিখিত প্রতিবাদমূলক পুস্তিকাদ্বয়ে রচিত বিষয়ের অতিরিক্ত কোন তথ্য ছিল না। তাই এর কোন উত্তর লেখার প্রয়োজনও ছিল না। তবুও শায়খুলহিন্দের কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু-বান্ধবের পীড়াপীড়িতে তিনি এ-পুস্তিকার একটি উত্তর রচনা করেন এবং তাঁর দে্য়া অভিযোগসমূহ খণ্ডন করে দেন। তিনি এ গ্রন্থটির নাম রাখেন 'আত্তাল্মী'উ ইলা মাকাসিদিত্ তাজ্মী'ই'।

মওলবী বখ্শ্ খানের প্রতিবাদী পুস্তকটি আকারে অতি ক্ষুদ্র হলেও তিনি অতি রুক্ষ ও কর্কশভাবে বুযুর্গ 'আলিমগণের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। পক্ষান্তরে শায়খুলহিন্দ শালীনতা বজায় রেখে ভদ্রোচিতভাবে উত্তর রচনা করেছেন যে সলজ্জ ব্যক্তির জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

শায়খুলহিন্দের এই শেষোক্ত রচনাটি 'আহ্সানুল কুরা' গ্রন্থের পরিশিষ্টে যোগ করে দেয়া হয়। 'আহ্সানুল কুরা' গ্রন্থটি মওলানা গঙ্গূহীর জীবদ্দশায় তাঁর বিশিষ্ট অনুসারী মওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া প্রকাশ করেন।[৮১]

আল্-জুহ্দুল মুকিল

শায়খুলহিন্দের এ রচনাটি ব্যতিক্রমধর্মী একটি রচনা। মূলত এ রচনাটি বিদ্'আত এবং বিদ'আতীদের অপনোদন এবং সুন্নত ও শরী'অতের ধারক ও বাহকবৃন্দের সপক্ষে রচিত। এ গ্রন্থটি মুনাযারা শাস্ত্রের একটি জ্ঞানভাণ্ডার। গ্রন্থটি রচনার কারণ এই যে, মওলানা ইসমা'ঈল শহীদ (১৭৮১-

৮১. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৪।

১৮৩১) 'তাকবিয়াতুল ঈমান' গ্রন্থে আল্লাহ্ তা'আলার 'ইমকান-ই নযীর'[৮২] ও 'ইমকান-ই কিয্ব'[৮৩] -এর উপর ক্ষমতাশালী হওয়া প্রমাণ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা ইসমা'ঈল শহীদের উল্লিখিত বিষয়দ্বয়কে মওলানা ফযলে হক খায়রাবাদী (১৭৯৭-১৮৬১) চ্যালেঞ্জ করেন। মওলবী হায়দর 'আলী প্রমুখ বিষয়টির বিশ্লেষণ করে দিলে তা' দমে যায়। পরবর্তীতে রামপুরের মওলবী 'আবদুস সমী' নামক জনৈক 'আলিম হি. ১৩০৩ সালে মওলানা ইসমা'ঈল শহীদের উল্লিখিত বিষয়দ্বয় চ্যালেঞ্জ করে আনওয়ার-ই সাতি'আ নামক গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। এরই ফলশ্রুতিতে এর প্রতিউত্তরে শায়খুলহিন্দ 'আল্-জুহ্দুল মুকিল' রচনা করেন।

শায়খুলহিন্দ তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, 'আমরা এ গ্রন্থে তিনটি অধ্যায় সন্নিবেশ করব। প্রথম অধ্যায়ে আমাদের দাবীর সমর্থনে কুর'আন, হাদীস ও যৌক্তিক প্রমাণ উল্লেখিত হবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমাদের উপস্থাপিত বিষয়ের উপর বিপক্ষ দল যে সমালোচনা করেছেন তার উত্তর দেয়া হবে। তৃতীয় অধ্যায়ে 'আনওয়ার-ই সাতি'আ'-এর গ্রন্থকার নিজ দাবীর সমর্থনে যে প্রমাণ পেশ করেছেন সে প্রমাণের উপর সমালোচনা করা হবে।[৮৪]

প্রথম অধ্যায়টি ৫২ পৃষ্ঠা সম্বলিত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়টি একশ' আশি পৃষ্ঠা এবং ভূমিকাটি চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠা। ভূমিকাতে সাতটি পরিচ্ছেদ রয়েছে যার বুনিয়াদী উদ্দেশ্য ছিল দর্শনের আলোকে দাবীকৃত বিষয় প্রমাণ করা।

আল্-জুহ্দুল মুকিল গ্রন্থের বিষয়বস্তু হলো ইমকান-ই নযীর ও ইমকান-ই কিয্বে বারী তা'আলা। বিষয়দ্বয়ের আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে কালাম শাস্ত্রের কতিপয় সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ বর্ণনা করা হয়।

---

৮২. Imkan-i nazir : Whether God could create another Prophet of the status of Muhammad. Isma'il had argued in the 'Taqwiat' that he could : "Verily the power of this king of kings is so great, that in a twinkling, solely by pronouncing the word 'Be', he can, if he like, create scares of apostles, saints, ganii and angels of similar ranks to Gabriel and Mohammad. (Barbara Daly Metcalf, Islamic Revival in British India : Deoband, 1860-1900, p 65)

৮৩. ইমকান-ই কিয্ব্ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কি মিথ্যা বলতে পারেন ? মওলানা ইসমা'ঈল 'তাক্বিয়াতুল ঈমান' গ্রন্থে বলেন, ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যা বলার ক্ষমতা রাখেন। কেননা তিনি প্রত্যেক বিষয়োপরি ক্ষমতাশালী। তিনি মন্দ ও গর্হিত কাজ করা থেকে পবিত্র বিধায় তিনি মিথ্যা বলেন না। (*শাহ্ মুহাম্মদ ইসমা'ঈল, তাক্বিয়াতুল ঈমান*, কানপুর, মুন্শী নওয়াল কিশোর, ১৮৮৮, পৃ ৩৯৯।)

৮৪. শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান, *আল্-জুহ্দুল মুকিল*, (দেওবন্দ ঃ কাসিমী প্রেস, ১৩৩২ হি.), ভূমিকা, পৃ ১১।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিকভাবে তিনি মু'তাযিলা, মুরজিয়া, কারামিয়া ইত্যাদি ইসলামী বিভিন্ন দলের মতবাদসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাদের দৃষ্টান্তসমূহও উল্লেখ করেন।

এ গ্রন্থে তিনি জামী, শরহুল মাকাসিদ, জালালী, খিয়ালী, শরহুল মাওয়াকিফ, শরহুল ফিক্হিল আকবর ইত্যাদি গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ-সকল উদ্ধৃতি ও প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি মায্হাব হিসেবে হানাফী ছিলেন এবং মাস্লাক হিসেবে আশ'আরী ছিলেন।

এ রচনাটি এমন একটি গ্রন্থ যা' সাময়িক সমস্যা নিবারণের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল বটে; কিন্তু এটি একটি জ্ঞানের ভাণ্ডার এবং প্রাসঙ্গিকভাবে কালাম শাস্ত্রের আলোচনার বিষয়বস্তু। এর দ্বারা সর্বকালের জনগণ সমভাবে উপকৃত হতে থাকবে। গ্রন্থটি দু'খণ্ডে মওলানা য়্যাহ্য়ার তত্ত্বাবধানে হি. ১৩০৫ সনে প্রকাশিত হয়।

কুর'আন মজীদের অনুবাদ

বিশিষ্ট কয়েকজন 'আলিমের অনুরোধে এবং বিশিষ্ট বুযুর্গ দারুল 'উলূম দেওবন্দ এবং মাযাহিরুল 'উলূম সাহারানপুরের পৃষ্ঠপোষক মওলানা 'আবদুর রহীম রায়পুরী (মৃ. ১৩৩৭/১৯১৯)-এর উদ্দীপনায় শায়খুলহিন্দের কুর'আন মজীদ অনুবাদ করার আগ্রহ জন্মে। তিনি মৌলিকভাবে নূতন অনুবাদ না করে শাহ্ 'আবদুল কাদির (১৭৫৩-১৮২৭)-এর উর্দু অনুবাদের সংস্কার সাধন করেন। অনুবাদে তিনি অপ্রচলিত শব্দের স্থলে সহজবোধ্য শব্দ প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং দুর্বোধ্য বাক্যকে সহজ সরল করে সকলের বোধগম্য করার প্রয়াস চালান। কুর'আনের বিভিন্ন অনুবাদ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীরসমূহ পর্যালোচনা করে উল্লিখিত কাজের সূচনা করেন। প্রতিটি শব্দের পর্যবেক্ষণ ও স্থানোপযোগী সঠিক শব্দ প্রয়োগ নিশ্চিত হওয়ার পর অনুবাদে তা' ব্যবহার করতেন।

দারুল 'উলূমের সনদপ্রাপ্ত বিদ্যার্থীরাও এ অনুবাদের কাজে তাঁকে সহায়তা করেন। তাঁর বিশিষ্ট শাগের্‌দ্ মওলবী আহ্মদুল্লাহ্ অনুবাদের সময়ে লেখার মাধ্যমে তাঁকে সহায়তা করেন। এভাবে কুর'আন মজীদের ছয় পারারও কিছু বেশী অংশ লিখতে সক্ষম হন। কুর'আন মজীদের অবশিষ্ট অনুবাদ তিনি মাল্টা কারাগারে বন্দী থাকাবস্থায় সম্পন্ন করেন। এ সময়ে তাঁর নিকট কুর'আন মজীদের কোন অনুবাদ ও তাফসীর ছিল না; বরং তিনি স্বীয় স্মৃতিশক্তির জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে এ অনুবাদ সমাধা করেন। হিজরী ১৩৩৬ সালের শওয়াল মাসে সম্পূর্ণ কুর'আন মজীদের অনুবাদ সম্পন্ন হলে তিনি আল্লাহ্র দরবারে শুক্‌রিয়া জ্ঞাপন করেন।

অনুবাদের প্রারম্ভে তিনি একত্রিশ পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি ভূমিকাও রচনা করেন। এটি একটি স্বতন্ত্র মৌলিক গবেষণামূলক রচনা। এতে তিনি পুরাতন অনুবাদের মৌলিক জ্ঞানতত্ত্ব এবং সূক্ষ্ম সৌন্দর্যসমূহ ব্যাখ্যা ও উদাহরণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেন। যে সকল বিষয়ের লক্ষ্য রেখে তিনি অনুবাদ ও টীকার কাজ সমাপন করেছেন তাও তিনি এ ভূমিকায় বর্ণনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কার সম্পর্কে শায়খুলহিন্দ কুর'আন অনুবাদের ভূমিকায় বলেন, "সংস্কার দু'ভাবে করা হয়েছে- ক. বর্জিত শব্দ পরিবর্তন করে এবং খ. প্রয়োজন মাফিক সংক্ষিপ্ত ও দুর্বোধ্য বিষয় উন্মোচিত করে। অনুবাদে উল্লিখিত সংস্কার প্রক্রিয়া ইতঃপূর্বে অনূদিত ও তাফসীর থেকে সংগৃহীত হয়েছে। স্বেচ্ছায় কোন সংযোজন হয় নি।"[৮৫]

শায়খুলহিন্দ শাহ্ 'আবদুল কাদিরের অনুবাদের বুনিয়াদী পদ্ধতিও লিপিবদ্ধ করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "এ অনুবাদে যা' লিপিবদ্ধ হয়েছে তা' 'মূযিহুল কুর'আন থেকে উদ্ভাবন করে লেখা হয়েছে। যেভাবে হাদীসবেত্তাগণ খাতিমুল মুহাদ্দিসীন ইমাম বুখারী রচিত সহীহুল বুখারী থেকে বিভিন্ন নিয়ম পদ্ধতি, শর্ত, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উদ্ভাবন করে বর্ণনা করেছেন তদ্রূপ আমিও 'মূযিহুল কুর'আন থেকে উদ্ভাবন করে সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও গূঢ়রহস্য বর্ণনা করেছি।"[৮৬]

শায়খুলহিন্দের কুর'আনের অনুবাদ অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় যে, তিনি সাধারণভাবে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন ; যথা ঃ অনুবাদ সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য হওয়া, কুর'আনের শব্দসমূহের সঙ্গতি রেখে শব্দগত ও অর্থগত সামঞ্জস্য বিধান ও তাৎপর্যগত অর্থ, অর্থাৎ বাক্যের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা ইত্যাদি।

অনুবাদের সাথে সাথে টীকায় সংক্ষেপে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সূক্ষ্ম তত্ত্ব, গূঢ়রহস্য এবং বিধিবিধান রচনা করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ কুর'আনের টীকা লিখতে সক্ষম হননি ; বরং সূরা বাকারা এবং সূরা নিসার টীকা সমাপন করার পর ইহলোক ত্যাগ করেন। টীকার অবশিষ্টাংশ শায়খুল ইসলাম মওলানা শিব্বীর আহ্‌মদ 'উসমানী সমাপন করেন।[৮৭]

আল্-আব্ওয়াব ওয়াত্তারাজিম

শায়খুলহিন্দের রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে الابواب والتراجم গ্রন্থটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এটি সহীহ্ বুখারীর জটিল বিষয়বস্তু ترجمة الباب -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। হাদীস শাস্ত্রে শায়খুলহিন্দ পারদর্শী, বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ছিলেন। তদুপরি সহীহুল বুখারীর সাথে ছিল তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞান ভাণ্ডারের সূক্ষ্মতত্ত্ব, গূঢ় রহস্য ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ। তিনি সহীহুল বুখারীর 'বাব'-এর সাথে ترجمة এর সম্পর্ক পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের মূল্যবান ব্যাখ্যা আলোচনাসহ নিজের উদ্ভাবিত মূল্যবান সমাধানও বর্ণনা করতেন। মাল্টার বন্দীশালায় কুর'আন মজীদের অনুবাদ সমাপন করার পর

---

৮৫. শায়খুলহিন্দ মাহ্‌মূদ হাসান, *মুকাদ্দমা তরজমাতুল কুর'আন,* (মদীনা মুনাওয়ারা ঃ ওযারতে আওকাফ, ১৯৯৩), পৃ ২৮।

৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১১।

৮৭. যুবায়র আহ্‌মদ আশ্‌রাফ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

শায়খুলহিন্দ সহীহ্ বুখারীর ترجمة الباب রচনার প্রতি মনোনিবেশ করেন। এ সময়ে তাঁর নিকট শুধু টীকাবিহীন সহীহুল বুখারীর একটি মিশরীয় কপি বিদ্যমান ছিল। সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় উর্দুতে باب- এর সাথে ترجمة -এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও গূঢ় রহস্য স্বীয় স্মৃতিশক্তির জ্ঞানভাণ্ডার থেকে লিখতে আরম্ভ করেন। শুরু থেকে একশত সাতষট্টি باب পর্যন্ত পৌঁছার পর মাল্টা বন্দীশালা থেকে মুক্তি লাভ করে স্বদেশ ভারতে আগমন করে চলে আসেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর সাক্ষাতের জন্য দর্শনার্থীদের প্রচণ্ড সমাগম এবং রাজনৈতিক বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যোগদান এবং বার্ধক্যজনিত রোগে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ায় মাত্র পাঁচ মাস জীবিত থাকার পর ইহলোক ত্যাগ করেন। ফলে এ-রচনা অসম্পূর্ণই থেকে যায়।

শায়খুলহিন্দের এ রচনাটি চৌষট্টি পৃষ্ঠা সম্বলিত। আড়াই পৃষ্ঠা উপক্রমণিকা এবং ষোল পৃষ্ঠা ইমাম বুখারীর ترجمة الباب - এর পনরটি নিয়ম-পদ্ধতি তিনি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। নিয়মপদ্ধতি আলোচনার প্রারম্ভে শায়খুলহিন্দ বলেন, এ নিয়ম-পদ্ধতিসমূহ ইমাম বুখারী হতে বর্ণিতও নয় এবং তৎকর্তৃক প্রস্তুতকৃতও নয় বরং ইমাম বুখারীর ترجمة الباب - এর উপর গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর হাদীসবেত্তাগণ এ পদ্ধতিসমূহ প্রস্তুত করেছেন।

শায়খুলহিন্দ উপক্রমণিকায় বলেন, "মুহাদ্দিসগণ সাধারণভাবে ইমাম বুখারীর ترجمة الباب - এর বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা নিয়ে গবেষণা করেন নি; বরং তাঁরা প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণকেই যথেষ্ট মনে করেছিলেন। সহীহুল বুখারীর বর্তমান বাক্য গ্রন্থসমূহে ترجمة الباب - সম্পর্কে যা' রচিত হয়েছে তা' অপ্রতুল।[৮৮]

শায়খুলহিন্দের চৌষট্টি পৃষ্ঠা সম্বলিত এ রচনাটি সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন না হলেও এটি অনন্য ও উপকারী জ্ঞানভাণ্ডারে পরিপূর্ণ। হাদীস শাস্ত্রের সাথে জড়িত অধ্যয়নকারী ও অধ্যাপকবৃন্দের জন্য এটা সমভাবে সহায়ক গ্রন্থ। এ গ্রন্থের শুরুতে মওলানা হুসায়ন আহ্মদ দু'পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি ভূমিকা লিখেন এবং মওলানা 'উযায়র গুলের তত্ত্বাবধানে এটা প্রকাশিত হয়।

তাস্হীহ-এ আবূ দাঊদ

শায়খুলহিন্দ বহুকাল যাবত দারুল 'উলূম দেওবন্দে সুনান আবূ দাঊদের পাঠদান করেন। পাঠদানকালে হাদীসের 'মতন'-এর বাক্যসমূহে যে পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় এবং বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন কপিগুলোকে একত্রিত করার পর যে বিভিন্নতা গোচরীভূত হয় তা' দীর্ঘদিনের চেষ্টার ফলে একটি সূচীর আকারে একত্রিত করে হাদীসের মতনকে শুদ্ধ করে দেন। এ সম্পর্কে সায়্যিদ আসগর হুসায়ন বলেন,

---

৮৮. শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান, *আল্-আব্ওয়াব ওয়াত্তারাজিম*, (বিজনৌর ঃ মাকতাবায়ে ইমদাদিয়া, ১৯৬৫), ভূমিকা, পৃ ৪।

Dhaka University Institutional Repository

"শায়খুলহিন্দ 'সুনান আবূ দাউদ'-এর মুদ্রিত, অমুদ্রিত, নূতন ও পুরাতন বিভিন্ন কপি সামনে রেখে একটি বিশুদ্ধ কপি প্রস্তুত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পাঠদান শেষে অবকাশকালীন সময়ে নির্বাচিত কয়েকজন অধ্যয়নোত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদেরকে এ মহান দায়িত্বে নিয়োগ দান করেন। বাক্যের প্রতিটি শব্দ ও হরকত ইত্যাদি নিরীক্ষা করে বিশুদ্ধ বাক্য লিপিবদ্ধ করতেন। আর যে সকল বাক্য মুদ্রণের প্রমাদজনিত কারণে হাদীসের মূল 'মতন'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল সেগুলোকে তিনি একটি সুন্দর বিন্যাসের সাথে টীকায় অন্তর্ভুক্ত করে দেন। কোথাও কোন বাক্যে কোন শব্দ বাদ পড়ে গেলে তা'ও তিনি সন্নিবেশ করে দেন। এ ব্যাপারে সুনান আবূ দাউদ ব্যতীতও হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি প্রচুর শ্রম ব্যয়ে হিজরী ১৩১৮ সালে সুনান আবূ দাউদের হাদীসের 'মতন' শুদ্ধ কাজ সমাপ্ত করেন। অতঃপর তিনি দিল্লীর মুজতবায়ী মুদ্রণালয়কে ছাপার দায়িত্ব প্রদান করেন।"[৮৯]

এখানে লক্ষণীয় যে, সুনান আবূ দাউদের টীকা এবং بين السطور –এর লেখাসমূহ শায়খুলহিন্দ শুদ্ধ করার দিকে মনোনিবেশ না করায় মুদ্রণালয় কর্তৃপক্ষ জনৈক হাদীসবেত্তার মাধ্যমে টীকা ও بين السطور –এর লেখাসমূহ শুদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উক্ত মুহাদ্দিস বিচার বিবেচনা ব্যতিরেকে প্রাচীন মুদ্রিত সুনান আবূ দাউদের টীকার অবিকল অনুসরণ করে ছাপিয়ে দেন। ফলে টীকায় ভুল থাকা স্বাভাবিক।

হাশিয়া-এ মুখতাসারুল মা'আনী

এটি 'আল্লামা সা'দুদ্দীন তাফ্তাযানী রচিত 'মুখতাসারুল মা'আনী'-এর একটি অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিস্ময়কর টীকা। পাকভারত উপমহাদেশে এ গ্রন্থটি ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত। শায়খুলহিন্দ ১২৯২/১৮৭৫ সালে দারুল 'উলূম দেওবন্দে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভের পর মা'আনী ও বালাগত তথা অলঙ্কার শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ মুখতাসারুল মা'আনী পড়াতে থাকেন।

মুখতাসারুল মা'আনী মূলত মা'আনী ও বালাগত শাস্ত্রের মূলগ্রন্থ 'তালখীসুল মিফ্তাহ্'-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা গ্রন্থ। কোন কোন স্থানে এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটির ব্যাখ্যা দুর্বোধ্য। তদুপরি কোন কোন বাক্য এত জটিল যা বিদ্যার্থীদের জন্য বোধগম্য নয়। শায়খুলহিন্দ দুর্বোধ্য ব্যাখ্যা ও জটিল বাক্য এবং শব্দসমূহের টীকা রচনা করে গ্রন্থটিকে সহজবোধ্য ও কঠিন সমস্যার সমাধান করে দেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের টীকায় 'দসূকী' গ্রন্থের পঁচানব্বই ভাগ উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন আর পাঁচভাগ উদ্ধৃতি দিয়েছেন 'তাজরীদ' ও 'চল্পী' গ্রন্থ থেকে। টীকায় তিনি দসূকী গ্রন্থের উদ্ধৃতি এত অধিক পরিমাণে ব্যবহার করেছেন যে, এ দ্বারা বুঝা যায় যে, 'মা'আনী', 'বালাগত' তথা অলঙ্কার শাস্ত্র বোধগম্যের জন্য দসূকী গ্রন্থের অধ্যয়ন একান্ত আবশ্যক। কিন্তু 'দসূকী' অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর এত বিস্তারিতভাবে লিখিত যে গ্রন্থটি বিশাল আকারের। শিক্ষার্থীদের গ্রন্থটি অধ্যয়নের জন্য বহু সময়ের প্রয়োজন। তিনি টীকায়

---

৮৯. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৯-২৪০।

'দসূকী'-এর সারসংক্ষেপ বর্ণনা করে দুর্বোধ্য ও কঠিন বিষয়সমূহকে সহজ ও সরল করে দিয়েছেন। যদি কেউ 'দসূকী' গ্রন্থটিকে অধ্যয়ন করতে চায় তবে তার জন্য তা' হবে সোনায় সোহাগা। তিনি 'মুখতাসারুল মা'আনী'-এর টীকায় 'দসূকী'-এর সারবস্তু সংক্ষেপে বর্ণনা করে অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর এক বিরাট অবদান রেখেছেন।

মুখতাসারুল মা'আনী গ্রন্থটি পাঁচশত চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠা সম্বলিত। এ গ্রন্থের জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়সমূহ সংক্ষিপ্তভাবে টীকায় পূর্ণ আলোচনার সার সংক্ষেপ বলে দেয়া হয়েছে।[৯০]

এ গ্রন্থের সমাপ্তিতে শায়খুলহিন্দ লিখেন, আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে ও অপার মহিমায় যা' লিখতে ইচ্ছে করেছিলাম তা' পূর্ণ হলো। বর্ষিত হোক দরূদ ও সালাম সায়্যিদুল বাশার ও তার সন্তান-সন্ততির উপর।[৯১]

তকরীর-এ তিরমিযী

এ গ্রন্থটি 'আরবী ভাষায় লিখিত। গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা বায়ান্ন। সাইজ বড়। এ গ্রন্থটি শায়খুলহিন্দের তকরীর হতে মওলানা 'আবদুশ শকূর (মৃ. ১৯৬৩) 'আরবীতে লিপিবদ্ধ করেন। এতে ইমাম তিরমিযীর ব্যবহৃত পরিভাষার উপর আলোচনা করা হয়েছে। তিরমিযীর এ 'আরবী তকরীর জামি' তিরমিযীর শেষ ভাগে কিতাবুল 'ইলাল-এর সঙ্গে পরিশিষ্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্তি হয়েছে।

আল্ওয়ারদুশ শাযী

এ গ্রন্থটি জামি' তিরমিযীর উর্দু ভাষায় রচিত শায়খুলহিন্দের তকরীর। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা একশত বিরানব্বই। শায়খুলহিন্দের পাঠদানের সময়ে সায়্যিদ আসগর হুসায়ন অতি সতর্কতার সাথে জামি' তিরমিযীর তকরীর উর্দু ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। এতে ইমাম তিরমিযীর ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহের ব্যাপক আলোচনা এবং অধ্যায়ে হাদীস সম্পর্কিত বিষয় এবং তার অর্থের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ইমাম তিরমিযী তাঁর জামি' তিরমিযী গ্রন্থটি ফিক্হী পদ্ধতিতে সন্নিবেশিত বিধায় শায়খুলহিন্দের তাকরীরও ফিক্হী পদ্ধতিতে বিন্যস্ত।

---

৯০. জুবায়র আহ্মদ আশ্রাফ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫।

৯১. শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান, টীকাকার ঃ *মুখ্তাসারুল মা'আনী,* (দেওবন্দ ঃ হানীফ বুক ডিপো, ১৯৮৬), পৃ ৫৪৪। শায়খুলহিন্দ টীকার সমাপ্তিতে অবিকল 'আরবীতে যা' লিখেছেন তা' এই ঃ

" وقدتم ما اردناه بمنه ونوا له والصلواة والسلام على سيد البشر واله –
بنده محمود حسن عفى عنه ديوبندى"

এ তকরীরটি গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হওয়ার পর মওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহ্মদ মদনী একে كحل بصر অর্থাৎ 'চোখের সুরমা' নামে অভিহিত করেন। এটি ১৯৫০ সালে দেওবন্দের কুতুবখানা আসগরিয়া হতে প্রকাশিত হয়।[৯২]

আল-ফয়যুল জারী

এটি সহীহুল বুখারীর 'আরবী ভাষায় লিখিত শায়খুলহিন্দের তাকরীর। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা বিরানব্বই। সাইজ মধ্যম। দারুল 'উলূম দেওবন্দের উস্তাযুল হাদীস মওলানা 'আবদুল আহাদের তত্ত্বাবধানে লেখকের ভূমিকাসহ গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছে।[৯৩]

মকতূবাত-এ শায়খুলহিন্দ

এতে শায়খুলহিন্দ কর্তৃক লিখিত আটটি চিঠি স্থান পেয়েছে। সায়্যিদ আসগর হুসায়ন কর্তৃক সম্পাদিত এবং দেওবন্দের কাসিমী প্রেস থেকে মুদ্রিত। পরে এ আটটি চিঠি সায়্যিদ আসগর হুসায়ন রচিত হায়াত-এ শায়খুলহিন্দের পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[৯৪]

ইফাদাত-এ মাহ্মূদিয়া

এটি শায়খুলহিন্দের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতার সমাবেশ। এ দু'টি বক্তৃতা প্রবন্ধাকারে দারুল 'উলূম দেওবন্দের মাসিক পত্রিকা 'আল্-কাসিম'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রবন্ধটি ছিল ওহী এবং ওহীর গুরুত্ব সম্পর্কে। এটি ১৯১০ সালে মাসিক 'আল্-কাসিম'-এ প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা বাইশ। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি ছিল لا ايمان لمن لا امانة له অর্থাৎ 'যে ব্যক্তির আমানত নেই তার ঈমান নেই' -এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা। এ প্রবন্ধটির পৃষ্ঠা সংখ্যা তিপ্পান্ন। এ দু'টি প্রবন্ধকে একত্রিত করে 'ইফাদাত-এ মাহ্মূদিয়া' নামে কাসিমিয়া কুতুবখানা দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত হয়।[৯৫]

কুল্লিয়াত-এ শায়খুলহিন্দ

এটি একটি কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থের শুরুতে রয়েছে শায়খুলহিন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী। এর পর এতে সন্নিবেশিত হয়েছে শায়খুলহিন্দের লিখিত বিভিন্ন কবিতা, প্রশংসা গাঁথা, শোক গাঁথা, বুযুর্গ ওলীদের ইন্তিকালের তারিখসমূহ এবং দেওবন্দ দারুল 'উলূমের অবস্থার উপর রচিত চমৎকার একটি কবিতা।

---

৯২. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, "তকরীর-এ তিরমিযী," *মাসিক আল্-কাসিম*, দেওবন্দ, ১৯৪৭, পৃ ১৮৭।

৯৩. জুবায়র আহ্মদ আশ্রফ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪-৩৫।

৯৪. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, *হায়াত-এ শায়খুলহিন্দ*, পৃ ২৬৩-২৭১।

৯৫. জুবায়র আহ্মদ আশ্রাফ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

সন্নিবেশিত এ কবিতাসমূহ সায়্যিদ আসগর হুসায়ন-এর সম্পাদনায় কুল্লিয়াত-এ শায়খুলহিন্দ নামে দেওবন্দের কুতুবখানা কাসিমিয়া হতে হিজরী ১৩৪০ সনে প্রকাশিত হয়। আমরা নমুনা স্বরূপ শায়খুলহিন্দের মুনাজাতের উর্দু কবিতার কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃত করছি ঃ

سب مراتب ہیں تری ذات مقدس سے ورے
کس زبان سے کہوں ہے مرتبہ اعلی تیرا
نورخورشید چمکتا ہے ہراك ذره میں
چشم بنا ہوتو ہر شی میں ہے جلوہ تیرا
بیم دوزخ ہے اسے اورنہ شوق جنت
جسکو مطلوب ہے اك دردکا ذرہ تیرا
تیرے دیوانوں کو کیا قید علائق سے گزند
دونوں عالم سے بھی آزاد ہے بروا تیرا

دل صد بارہ ہو پارہ میں ہو داغ
جنون نام کندہ ہو ہراك داغ پہ مولا تیرا
نفس وابلیس کے پھندے میں پھنسا ہوں لیکن
دل سے اقرار یہی ہے کہ ہوں بندہ تیرا
ہم سیہ بخت اگر ایسے ہی ناکام رہے
کیسے جانینگے کہ کیا فضل ہے ربا تیرا[৯৬]

৯৬. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬২।

কবিতার অর্থ ঃ

মর্যাদা সবই যে তোমার পবিত্র সত্ত্বায় আছে

কোন যে ভাষায় বলি উঁচু সম্মান তোমার আছে।

প্রতি অণু পরমাণুতে রবিরশ্মি প্রদীপ্ত অতি

চক্ষুষ্মানের কাছে প্রতিটি বিষয়ে তোমার দ্যুতি।

নরক ভীতি নেই, স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা নেই তার

তোমার একটু বেদনার অংশ উদ্দেশ্য যার।

নিজ প্রেমিকদের প্রেমের বন্ধনে কিইবা ক্ষতি

তুমি, তোমার যোগ্যতা সর্বজগতের উর্ধ্বে অতি।

বয়'অত ও খিলাফত

মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী ও মওলানা রশীদ আহ্‌মদ গঙ্গূহীর সান্নিধ্য এবং মহানবী (সা.)-এর সুন্নত ও শরী'অতের নীতিমালা পূর্ণাঙ্গরূপে অনুসরণ করে শায়খুলহিন্দ তরীকত অর্জন করেন। বস্তুত এটিই হলো বাস্তব তরীকত যা' ওলী, সিদ্দীক, সূফী, শায়খ এবং 'আলিমগণের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি শরী'অতের বিধানাবলী পূর্ণাঙ্গরূপে অনুসরণ করে 'ইহ্‌সান'-এর মর্যাদায় পৌঁছে ان تعبد الله كانك تراه -এর স্তর লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৯৭]

শরী'অত মানুষকে অসদ্‌গুণ ও অসচ্চরিত্রের দোষণীয় কাজ থেকে বিরত রাখে এবং তরীকত উল্লিখিত অসদ্‌গুণ ও অসচ্চরিত্রের দোষণীয় কাজসমূহকে সমূলে বিনষ্ট করে দেয়। যেভাবে 'কুইনাইন' জ্বর বন্ধ করে দেয় এবং 'জুশান্দা' জ্বরের জীবাণু নির্মূল করে দেয়।[৯৮]

শায়খুলহিন্দের জীবন পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, তিনি সূচনাতেই এমন পরিবেশ পেয়েছিলেন যে, তাঁর অন্তরদর্পনে ধূলি কণার আঁচও লাগতে পারেনি। তিনি 'ইবাদতগুযার সাধক মাতার মাতৃক্রোড়ে লালিত-পালিত হন। বা'আমল 'আলিম পিতার তত্ত্বাবধানে ছিলেন। শৈশবে লেখাপড়ার উপযোগী হলে তিনি মুত্তাকী আল্লাহ্‌ভীরু উস্‌তাদের সান্নিধ্য লাভ করেন। শৈশব অতিক্রম করে যখন তিনি কৈশোরে পদার্পণ করেন তখন তাঁর পরিবেশ তাঁকে পূর্ণ আত্মশুদ্ধিতে পৌঁছে দেয়। যখন 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' অধ্যয়ন করার সুযোগ হয় তখন তিনি মওলানা মুহাম্মদ কাসিমের ন্যায় বুযুর্গের নৈকট্য লাভ করেন। তদুপরি তিনি মওলানা রশীদ আহ্‌মদ গঙ্গূহীর সুদৃষ্টি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যে পরিবেশে লালিত পালিত হয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছিলেন যদিও তখন তিনি তাসাউউফের প্রচলিত তরীকা

বিভক্ত হৃদের পরতে পাগলামীর ছাপ হোক
　　প্রভু! প্রতিটি ছাপে তোমার নাম খচিত হোক।
প্রবৃত্তি ও কুমন্ত্রকের ফাঁদে আটকে তবু আমি
　　একান্ত মনে স্বীকৃতি এই তোমারই বান্দা আমি।
আর এ অথর্বের সঙ্গী হলো নিষ্ফলতা, ব্যর্থতা
　　তবে কি করে জানবো তোমার মাহাত্ম্যের যথার্থতা।

৯৭. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত পৃ ২৪৪। হযরত জিবরীল ('আ.) মহানবী (সা.) কে 'ইহ্‌সান' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদত এমনভাবে করবে যে, তুমি যেন তাঁকে প্রত্যক্ষ করছ।"

৯৮. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ কোন শায়খের নিকট বয়'অত না হয়েও যে স্তরে পৌছতে সক্ষম হয়েছিলেন তা কি বয়'অত গ্রহণ করা অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল?[৯৯]

১২৯৪/১৮৭৭ সালে যখন শায়খুলহিন্দ হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী ও মওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গূহী প্রমুখ 'উলামা-এর সঙ্গে মক্কায় গমন করে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর সান্নিধ্য গ্রহণ করেন তখন তিনি মওলানা নানূতবীর উপদেশে হাজী ইমদাদুল্লাহ-এর নিকট বয়'অত হন। হাজী ইমদাদুল্লাহর দূরদৃষ্টি তাঁর উপর পড়ে এবং অতিরিক্ত কোন সংশোধন ও পরিশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা নেই মনে করে তাঁকে খিলাফত ও 'চার তরীকা'য় বয়'অত করার অনুমতি দেন।[১০০]

হজ্জব্রত পালন শেষে দেওবন্দে প্রত্যাগমন করার দু'বছর পর মওলানা নানূতবী ইহধাম ত্যাগ করেন। হাজী ইমদাদুল্লাহ্র তরফ থেকে বয়'অত করার অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও শায়খুলহিন্দ কাউকে বয়'অত করেন নি বরং তিনি আত্মসংশোধন, পবিত্রকরণ ও শুদ্ধি করণের জন্য মওলানা গঙ্গূহীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখেন। প্রতি শুক্রবার তাঁর সান্নিধ্য লাভের জন্য তিনি দেওবন্দ হতে পদব্রজে বিশ মাইল অতিক্রম করে গঙ্গূহে গমন করতেন এবং ঐ দিন বিকেলে পুনরায় দেওবন্দে প্রত্যাগমন করতেন।[১০১]

মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতভী, মওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গূহী এবং শায়খুল 'আরব ওয়াল 'আজম হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মক্কী এ-ত্রিশায়খের[১০২] নিকট থেকে বয়'অত করার অনুমতি ও খিলাফত লাভ করে

---

৯৯. ফুয়ূযুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৭০।

১০০. প্রাগুক্ত। শায়খুলহিন্দ ও অনেক বুযুর্গ শায়খ চিশ্তিয়া, নক্শ্বন্দিয়া, কাদিরিয়া এবং সুহ্রাওয়ার্দিয়া চার তরীকায়ই মুরীদদেরকে বয়'অত করতেন। মওলানা মদনী চার তরীকায় বয়'অত করার কারণ সম্পর্কে এক চিঠিতে লিখেন, "মওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গূহী আমাকে চার তরীকায় বয়'অত করেন। চার তরীকায় বয়'অত করার পর তিনি বললেন যে, চার তরীকায় আমি তোমাকে এজন্য বয়'অত করেছি যে, মুরীদগণ শায়খের নিকট যে 'তরীকা'য় বয়'অত হয় তারা সে তরীকাকে প্রাধান্য, মুখ্যত্ব ও অগ্রগণ্যতা প্রদান করে এবং অন্যান্য তরীকাকে গৌণ, অপ্রয়োজনীয় মনে করে থাকে। প্রয়োজনবোধে ঐ সকল তরীকার সমালোচনাও করে এবং তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাব প্রদর্শন করে বাতুলতা ও মতিভ্রংশ বলে অভিহিত করে থাকে। মূলত এরূপ করা ঠিক নয়।" (মুফতী 'আযীযুর রহমান বিজনৌরী, *তায্কিরা-এ শায়খুলহিন্দ*, পৃ ১০০)।

১০১. মওলানা 'আশিক ইলাহী মীরঠী, *তায্কিরাতুর রশীদ*, (মীরঠ : মাকতাবা 'আশিকিয়া, ১৯৭০), ১ম খণ্ড, পৃ ১৫৫।

১০২. উপমহাদেশের মুরীদদেরকে হাজী ইমদাদুল্লাহ উপদেশ দিয়ে বলেন, যারা আমাকে ভালোবাসে এবং আমার সাথে সম্পর্ক রাখে তারা যেন মওলবী রশীদ আহ্মদ এবং মওলবী মুহাম্মদ কাসিমের সান্নিধ্য লাভ করে। কেননা তারা উভয়েই 'যাহিরী' ও 'বাতিনী' 'ইলমের গুণে গুণান্বিত। তাঁদের অনুরূপ যাহিরী ও

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন। অধ্যয়নোত্তর বিদ্যার্থী এবং সাধারণ মুসলমানদের তাঁর প্রতি ছিল অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা। তাঁরা সকলেই তাঁকে একজন 'কামিল শায়খ' বলে মনে করতেন। ফলে তাঁরা তাঁর নিকট বয়'অত হওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাতে থাকলেও সাধারণভাবে সকলকে বয়'অত করতেন না। মওলানা গঙ্গূহীর তিরোধানের পর ভক্ত ও অনুরাগীদের বিনীত অনুরোধে বয়'অত করার ব্যাপারে তিনি কিছুটা সহজ ভূমিকা অবলম্বন করেন। তবুও অনেককে এ কথা বলে ফেরত দিতেন যাঁরা তরীকতের পথে অগ্রগামী তাঁদের নিকট বয়'অত হলে তোমরা বিশেষভাবে উপকৃত হবে। আবার অনেককে ধর্মীয় উপদেশ দিয়ে বিদায় দিতেন, আবার কাউকে তাদের বিশেষ অনুরোধে বয়'অত করতেন।

তিনি বয়'অত করার সময়ে হাজী ইমদাদুল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে সূফী তরীকার চার সিলসিলায় বয়'অত করতেন।[১০৩] মাল্টায় অবস্থানকালে বিভিন্ন দেশের মুসলমানগণ তাঁর নিকট বয়'অত হয়ে আত্মশুদ্ধি ও সংশোধনের সুযোগ লাভ করে শরী'অত ও তরীকতের সঠিক পথ খুঁজে পেয়ে খাঁটি মু'মিন হতে পেরেছিল। মাল্টা থেকে উপমহাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর কেউ অনুরোধ করলেই তাকে বয়'অত করতেন। এভাবে দলে দলে তাঁর ভক্ত ও অনুসারিগণ তাঁর নিকট বয়'অত হয়ে 'ইলম-এ যাহিরী ও 'ইলম-এ বাতিনী লাভ করে সৌভাগ্যশালী হন।[১০৪]

বয়'অতের পদ্ধতি

শায়খুলহিন্দের বয়'অত করার পদ্ধতি ছিল খুবই সহজ ও সরল। তিনি বয়'অত করার জন্য কোন জৌলুস, জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান করতেন না। অধিকাংশ সময়ে 'ইশা-এর নামাযের পরে বয়'অত করতেন। আবার কখনো অবকাশ কালীন সময়ে সুযোগ মতে বয়'অত করে নিতেন। আবার কখনো কাউকে বয়'অত করার পূর্বে দু'রাক'আত নফল নামায পড়ার নির্দেশ দিতেন এবং মুরীদের

বাতিনী 'ইলমের পারদর্শী এ যুগে দুর্লভ। (হাজী ইমদাদুল্লাহ্, *যিয়াউল কুলূব*, লাহোর ঃ ফীরোয সন্স, ১৯৫৭, পৃ ২)।

মওলানা গঙ্গূহী এবং মওলানা নানূতবীর প্রতি গভীর আস্থা ও অগাধ সম্পর্কের বর্ণনায় হাজী সাহেব বলেন, "যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে কিয়ামতে জিজ্ঞেস করেন– হে ইমদাদুল্লাহ! তুমি কি নিয়ে আমার নিকট এসেছো? তখন আমি মওলবী মুহাম্মদ কাসিম ও মওলবী রশীদ আহ্মদকে তাঁর সম্মুখে পেশ করে বলবো যে, এই আমার সম্বল, এঁদেরকে আপনার সমীপে পেশ করছি।" (মওলানা আশিক ইলাহী মীরঠী, *তায্কিরাতুর রশীদ*, মীরঠ ঃ মাকতাবায়ে 'আশিকীয়া, ১৯৭০, ২য় খণ্ড, পৃ, ৩২০)।

১০৩. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪৭-৩৪৮।

১০৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

অন্তরকে আল্লাহ্র দিকে নিবিষ্ট করার জন্য 'তওবা' পড়িয়ে বয়'অত করতেন। এতে তার অন্তরে বিশেষ রেখাপাত করতো এবং মৃত্যু পর্যন্ত এর প্রভাব বিদ্যমান থাকতো।[১০৫]

মুরীদের অবস্থা ও ক্ষমতাভেদে তিনি 'যিক্র'-এর তা'লীম দিতেন। আবার কাউকে 'বার তাসবীহ'-এর তা'লীম দিতেন। তাঁর বাতলানো যিক্র, অযীফা ও উপদেশ যারা নিয়মিতভাবে চালু রাখতে পেরেছে তারা সংশোধিত হয়ে আত্মার পরিশুদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। যারা তরীকতের তৃষ্ণা নিবারণার্থ তাঁর নিকট এসেছিল তাদের কেউই অন্য কোন শায়খের সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজন কখনো অনুভব করেনি।[১০৬]

শাজারা

শায়খুলহিন্দ নিজেকে শায়খ, পীর বা মুরশিদ বলে মনে করতেন না বিধায় তিনি শাজারার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন নি। ১৩২০ হি. সালের পর তরীকতপন্থিগণ 'শাজারা'-এর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাতে থাকে। তখন তিনি মিয়াঁ সায়্যিদ আসগর হুসায়নকে 'শাজারা' মুদ্রিত করে রাখার অনুমতি দেন। কোন তরীকতপন্থী শাজারা'র অনুরোধ জানালে তিনি তাকে মিয়াঁ সায়্যিদ আসগর হুসায়নের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। তখন তারা তাঁর নিকট থেকে তা' আহরণ করে নিত।[১০৭]

কুদওয়াতুস সালিকীন যুবদাতুল 'আরিফীন শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসানের মাধ্যমে চিশতিয়া সাবিরিয়া কুদ্দূসিয়া ইমদাদিয়া তরীকার শাজারা এই ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على سيد نا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم

يادائم الانعام والاحسان	ارحم على العبد الفقير الحان
فبسيدى مولانا محمود حسن	ممدوح اهل الحمد والاحسان
فبحق مولانا محمد قاسم	هوقاسم للعلم والعر فان
فبمرشدى غوث الورى شمس الهدى	مقدام اهل العشق والايمان
والشيخ امدا دالله القطب العلى	الجاه ذى التمكين والعرفان
وبكاشف الظلمت نور محمد	وبسيدى عبد الرحيم الفانى
وبعبدى ذاك شيخ شيوخنا	وبعبد هادى للزمان امان

---

১০৫. প্রাগুক্ত।

১০৬. প্রাগুক্ত।

১০৭. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৯। শাজারা বলতে বুঝায় তরীকতের পথে মহানবী (সা.) হতে শায়খুলহিন্দ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বয়'অত গ্রহণ করার সূত্রপরম্পরা। তরীকতপন্থিগণ এ সূত্রপরম্পরার উল্লিখিত মনীষীদের ওসীলায় আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করে থাকে।

وبحق عضد الدين حق محمد ومحمدى ظاهر البرهان
وبحق مولانا محب الله من اعيت مدائحه وسيع بيان
بابى سعيد ماجد متورع بنظام دين عارف ربانى
بجلال دين ذى المكارم والعلى وبعبد قدوس عظيم الشان
بمحمد قطب الورى وبعارف هو للورى كالماء للظلمان
بحق عبد الحق قدس سره بجلال دين ذاكبيرا وان
بالشيخ شمس الدين قدوة عصره بعلاء دين صابر حقانى
بفريد دين الحق عم فيوضه وبقطب دين ذاك قطب زمان
بمعين دين الله صاحب سره غوث الورى وبسيدى عثمان
وبحرمة الحاجى الشريف امامنا بالخواجه بمودود وحيد زمان
وبسيدى كهف الورى علم الهدى بويوسف فى الفيض كالتهتان
بمحمد ذى المجد والعلياء من قدفاق عرفانا علي الاقران
وبحرمة الشيخ الكريم المقتدى بواحمد فى السر والاعلان
وبحق بواسحاق مرشددهره وبحق ممشاد عديم الثانى
بابى هبيرة ذى المقام العالى بحذيفة هو نحبة الاعيان
وبحق ابراهيم سلطان الورى بفضيل ن الهادى الى الاحسان
وبحق عبد الواحد الفردالذى هو فى الغرام كطافح سكران
وبحق خير الاصفياء امالهم حسن ولم ير مثله العينان
وبحق مولى المؤمنين اميرهم واماام اهل الدين والايمان
اعنى عليا خير من وطى الثرى ماوى الضعاف مجلى الاحزان
وبحق سيدنا النبى محمد هو للخلائق رحمة الرحمن
من فاق كل الخلق فضلابازحا من ساد مجدا عالم الامكان
وبفضلك الجم العميم الهنا ياغافرا للذنب والعصيان
قد جاء عبدك باكيا مستصرخا متوسلا باولئك الاعيان
فاغفر خطاياه وطهر قلبه عن ماسواك ايارجاء العانى
سلط عليه العشق حتي لايرى مولايا غيرك كائنا بمكان

ثم السلام على النبى المصطفى
خير الورى ورسولك العدنانى[১০৮]

---

১০৮. প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৯-২৬১। এ ছাড়াও আর একটি সংক্ষিপ্ত 'শাজারা' আছে। তাজুল আওলিয়া কুদ্‌ওয়াতুল আস্‌ফিয়া শায়খুলহিন্দ মাহ্‌মূদ হাসানের সংক্ষিপ্ত অপর একটি শাজারা ঃ

ازطفيل ذات پاك بهر ختم المرسلين بهر حق اولياء دربندگان صالحين
بهر حضرت مرشدى مولانى محمود حسن مظهرفيض رشيد، قاسم وامداد دين
حضرت امداد ونور وحاجى عبد الرحيم عبدبارى عبد هادى عضد دين مكى امين
شه محمدى شه محب الله و شاه بوسعيد شه نظام وشه جلال وعبد قدوس فطين
سيدى شيخ محمد شيخ عارف عبد حق شه جلال وشمس وصابر شه فريد وقطب دين
شه معين وشاه عثمان زندى مودود شاه شه ابويوسف ولى وبومحمد ذى اليقين
شه ابى احمد ابى اسحاق وممشاد علوم بوهبيرة شه حذيفه ابن ادهم شاه دين
شه فضيل وعبد واحد شه حسن حضرت على
اتنا الحسنات فى الدارين رب العالمين

(সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, *হায়াত-এ শায়খুলহিন্দ*, পৃ ২৬১)

Dhaka University Institutional Repository

সন্তান-সন্ততি

শায়খুলহিন্দের বয়স যখন বাইশ বছর তখন তাঁর পিতার তত্ত্বাবধানে মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত অভিজাত, কুলীন ও শরীফ পরিবারের মুন্সী ফহীমুদ্দীনের তনয়ার সাথে তাঁর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। একদিকে তাঁর স্ত্রীর বিচক্ষণতা, সংসার পরিচালনা ও আনুগত্য এবং অপরদিকে শায়খুলহিন্দের দীনদারী, সচ্চরিত্রতা, সমঅধিকার প্রদান এবং উত্তম ব্যবহারের ফলে তাঁরা সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে থাকেন। তাই শায়খুলহিন্দের পার্থিব বিষয় ও দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের চিন্তা ভাবনা করার আদৌ প্রয়োজনই হয়নি। পঞ্চাশ বছর একত্রে বসবাস করার পর শায়খুলহিন্দের মৃত্যুর চারমাস পূর্বে হিজরী ১৩৩৮ সালের ১৭ যুলকা'দা মঙ্গলবার সকাল বেলা ইহলীলা ত্যাগ করেন।[১০৯]

শায়খুলহিন্দের একছেলে ও কয়েকটি মেয়ে অতি শৈশবেই মারা যায়। শুধু চার মেয়ে জীবিত থাকে। তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাদের সকলেরই বিয়ে হয়। প্রথমা কন্যা উম্মে হানী-এর বিবাহ শায়খুলহিন্দের জ্যেষ্ঠ ভাগ্নে মওলবী মুহাম্মদ হানীফের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। এ কন্যার গর্ভে দু'ছেলে, এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। দ্বিতীয় কন্যা মায়মুনা-এর বিবাহ চাচাতো ভ্রাতুস্পুত্র দিল্লীর 'মাদ্‌রাসা ইসলামিয়া' 'আবদুর রব-এর শিক্ষক হাফিয মুহাম্মদ শফী'-এর সাথে হয়। তাঁদের মাত্র একটি পুত্র সন্তান ছিল। তৃতীয় কন্যা হাসীনা-এর বিবাহ দেওবন্দের নিকটবর্তী নগরী আবুল মা'আনী-এর অধিবাসী মুন্সী মুহাম্মদ কাসিম-এর সাথে হয়। তাদের কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। চতুর্থ কন্যা বতুল-এর সাথে শায়খুলহিন্দের কনিষ্ঠ ভাগনে দারুল 'উলূম দেওবন্দের নায়িব-এ মুফতী মওলবী কাযী মাস্'উদ এর সাথে 'আক্‌দ্ হয়। তাঁদের দু 'ছেলে ও তিন মেয়ে জন্মগ্রহণ করে।[১১০]

চরিত্র

বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক দিয়েই শায়খুলহিন্দ ছিলেন মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের প্রতিচ্ছবি। 'ইবাদতে, জনসেবায়, অতিথিসেবায়, দৈনন্দিন কার্যকলাপে, ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক কোলাহলে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অধ্যাপনার মাসনদে– সবক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন, রসুলূল্লাহ (সা.)-এর সুন্নতের প্রদীপ্ত আলোক। শায়খুলহিন্দের অতুলনীয় অমায়িক ব্যবহারে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ছোট বড় সকলেই মনে করতো যে, তিনি আমার অতি আপন জন এবং আমাকেই অধিক স্নেহ করেন।

---

১০৯. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ২০২।

১১০. কাযী মাস্উদ, "শায়খুলহিন্দ কে আহ্‌ল্ ও'ইয়াল," *দৈনিক হাম্‌দম্*, দিল্লী, ১২ জানুয়ারী ১৯২২, পৃ ৪।
শৈশবে তাঁর
কতজন মেয়ে মৃত্যুবরণ করেছে এ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

শায়খুলহিন্দ যা' করতেন তা' একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করতেন। আল্লাহর সন্তুষ্টিই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তাই তিনি আপন-পর, শত্রু-মিত্র, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ছোটদের সেবা করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না; বরং আনন্দ অনুভব করতেন।[১১১]

শায়খুলহিন্দের অসুস্থতা ও ইন্তিকাল

হিজরী ১৩৩৮ সালের যুলহজ্জ মুতাবিক ১৯২০ সালের আগস্ট মাসে দেওবন্দে ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং ক্রমশ এ জ্বর বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রতিটি গৃহে ন্যূনপক্ষে দু'একজন জ্বরগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ-সময়ে দারুল 'উলূম দেওবন্দের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকগণও এ-জ্বরে আক্রান্ত হতে থাকে। শায়খুলহিন্দ সুস্থ ছিলেন বিধায় তিনি রোগীদের পরিচর্যা করতেন ও রোগমুক্তির দু'আ করতেন।

১০ মুহররমে শায়খুলহিন্দও জ্বরাক্রান্ত হন এবং ক্রমশ শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। মেঝো ভাই মওলানা হাকীম মুহাম্মদ হাসানের তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা চলে। ভীষণভাবে জ্বরাক্রান্ত হওয়ার পরও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নতের অনুসরণ করে জ্বরের অবস্থাতেই তিনি অধিক পরিমাণে পানি ঢেলে গোসল করেন। দিনের বেলায় চেতন অবস্থায় থাকলেও রাতের বেলায় বেহুশ হয়ে পড়তেন। অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে দিল্লী থেকে ডাক্তার মুখতার আহ্‌মদ আনসারী (১৮৮০-১৯৩৬) শায়খুলহিন্দের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে দেওবন্দে আগমন করেন। এলোপ্যাথিক ঔষধ পছন্দ করতেন না বিধায় তা' তিনি সেবন করেন নি। এজন্য ডাক্তার আনসারীর ভাই হাকীম 'আবদুর রায্‌যাক দিল্লী থেকে দেওবন্দে আসেন। হাকীম 'আবদুর রায্‌যাক এবং হাকীম মুহাম্মদ হাসানের যৌথ পরামর্শক্রমে চিকিৎসা চলে এবং ক্রমে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন, কিন্তু দুর্বলতায় অচল হয়ে পড়েন।[১১২]

৬ সফর ১৩৩৯ হি. মুতাবিক ২০ অক্টোবর ১৯২০ সালে পুনরায় তিনি জ্বরাক্রান্ত হন। সাধারণভাবে মনে করা হয়েছিল যে, দুর্বলতাহেতু তিনি পুনঃ জ্বরগ্রস্ত হয়েছেন। দু'একদিনের মধ্যেই নিরাময় হয়ে সুস্থ হয়ে উঠবেন। হাকীম মুহাম্মদ হাসানের পরামর্শক্রমে তাঁর চিকিৎসা চলতে থাকে। সামান্য নিরাময় হলেও তিনি আমাশয় রোগে পুনরায় ভোগেন। এর ফলে তিনি আরও অধিক দুর্বল হয়ে পড়েন।[১১৩]

---

১১১. প্রাগুক্ত, পৃ ৫।

১১২. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৭।

১১৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮০।

Dhaka University Institutional Repository

এ অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি মওলানা মুহাম্মদ 'আলী জওহর এবং অন্যান্য প্রবীণ নেতাদের আমন্ত্রণে ১৬ সফর ১৩৩৯ হি. মুতাবিক ২৯ অক্টোবর ১৯২০ সালে 'আলীগড়ে গমন করে জামি'আ মিল্লিয়া-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।[১১৪]

ডাক্তার মুখতার আহ্মদ আনসারী, হাকিম আজমল খান প্রমুখ শায়খুলহিন্দকে দিল্লীতে গমন করে চিকিৎসা করার আবেদন জানান। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে ঐ অবস্থাতেই দেওবন্দে প্রত্যাবর্তন করেন। দেওবন্দে পৌছার পর দেখা গেল যে, তিনি কোন অবস্থাতেই সুস্থ হচ্ছেন না, তাই ডাক্তার মুখতার আহ্মদ আনসারীর অনুরোধক্রমে ৪ নভেম্বর ১৯২০ সালে দিল্লীতে যাত্রা করেন এবং ডাক্তার আনসারীর বাসভবনে অবস্থান করেন। হাকীম মুহাম্মদ আজমল খানের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলতে থাকে।[১১৫]

এ-সময়ে দিল্লীতে জম্'ইয়তুল 'উলামা-এর সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। দুর্বলতাহেতু সভাপতির ভাষণ তাঁর বিশিষ্ট শাগের্দ্ মওলানা শিব্বীর আহ্মদ 'উসমানী লিখে তাঁকে পড়ে শুনান। তিনি মনোযোগসহ ভাষণটি শুনেন। লিখিত ভাষণের কোন কোন স্থানে রদবদল করে তা সংস্কার করেন। চিকিৎসকগণ তাঁকে জম্'ইয়াতুল 'উলামার সভায় যেতে বারণ করেন বিধায় সভাপতির ভাষণ মওলানা শিব্বীর আহ্মদ 'উসমানী পড়ে শুনান।[১১৬]

382360

৯ রবী'উল আউয়াল জম্'ইয়াতুল 'উলামা-এর অধিবেশন সমাপ্ত হয়। ১১ রবী'উল আউয়াল দেশবরেণ্য বিশিষ্ট 'আলিমগণ তাঁর নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করে নিজ নিজ আবাসস্থলে প্রত্যাগমন করেন। ১০ রবী'উল আউয়াল শুক্রবার পর্যন্ত চেতন অবস্থায় ছিলেন। ১৫ রবী'উল আউয়াল ভীষণভাবে জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়েন। এ সময়ে তিনি কখনও চেতন অবস্থায় থাকতেন আবার কখনও অচেতন হয়ে পড়তেন।[১১৭]

১৯২০ সনের ৩০ নভেম্বর অবস্থার চরম অবনতি হয়। এ দিন কিছু সময় চেতনা ফিরে পেলে মাথা উত্তোলন করে বলতে লাগলেন– "মৃত্যুর জন্য দুঃখ করছি না, কিন্তু দুঃখ হচ্ছে শয্যায় মৃত্যুবরণ করছি।

---

১১৪. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮১।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

১১৫. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৩-১৮৪।

১১৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৫-১৮৬।

১১৭. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৭-১৮৮।

আকাঙ্ক্ষা ছিল জিহাদের ময়দানে জিহাদরত অবস্থায় শাহাদত বরণ করব এবং রক্তাক্ত অবস্থায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে ইহলীলা ত্যাগ করব।"[১১৮]

১৮ রবী'উল আউয়াল ১৩৩৯ হিজরী মুতাবিক ১৯২০ সালের ৩০ নভেম্বরে অপরাহ্ন সাত ঘটিকায় অচেতন হয়ে পড়েন। উপস্থিত দর্শনার্থী লোকজন দু'আ দরূদে লিপ্ত ছিলেন। হঠাৎ এ-সময়ে তিনি উচ্চৈঃস্বরে তিনবার 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলেন। তাঁর শিরোপরি 'সূরা ইয়াসীন'-এর তিলাওয়াত হচ্ছিল। রাত আট ঘটিকায় 'সূরা ইয়াসীন' শেষ হওয়ার প্রাক্কালে তিনি নিজে নিজেই শরীর সোজা করে শুয়ে পড়লেন এবং চক্ষুদ্বয় উন্মুক্ত করে মুখে কি যেন উচ্চারণ করতে লাগলেন।

অতঃপর সূরা ইয়াসীন পড়া শেষ হওয়ার সাথে সাথে স্বয়ং কিবলামুখী হয়ে এ জগত থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন। [১১৯]

১৯২০ সালের ৩১ নভেম্বর রাত ন'টায় দেওবন্দে মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতভীর সমাধির পার্শ্বে এবং শায়খুলহিন্দের পিতা মওলানা যুলফিকার 'আলীর কবর সংলগ্ন স্থানে তিনি সমাধিস্থ হন।[১২০]

---

১১৮. মুফতী 'আযীযুর রহমান বিজনৌরী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৫।

১১৯. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৭-১৮৮।

১২০. প্রাগুক্ত, পৃ ১৯২।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

শায়খুলহিন্দের সাংগঠনিক তৎপরতা

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতবাসীর স্বাধীনতা বিপ্লব যখন ব্যর্থ হয় তখন ওয়ালিউল্লাহী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ভারতে অবস্থান করে পরিকল্পনা করেন যে, শাহ্ 'আবদুল 'আযীযের দিল্লীর মাদ্‌রাসার অনুকরণে মাদ্‌রাসা স্থাপন করতে হবে যা' পরবর্তীতে ওয়ালিউল্লাহী আন্দোলনের কেন্দ্র হয়। এ আন্দোলনকে এমনভাবে আরম্ভ করতে হবে যেন ইসলামী চেতনা ও মুসলিম সভ্যতার হিফাযত হয় অথচ বৃটিশ সরকারের কোন রকমের সন্দেহভাজন হতে না হয়। এর সর্বোত্তম পন্থা হলো দেশের অভ্যন্তরে ধর্মীয় মাদ্‌রাসা স্থাপন করে এমন 'আলিম তৈরী করতে হবে যাঁরা ধর্মীয় কর্তব্যরূপে সামাজিক কাজের সাথে রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করতে পারেন। এই উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্‌রাসা দারুল 'উলূম দেওবন্দ, মাদ্‌রাসা শাহী মুরাদাবাদ, মাদ্‌রাসা মাযাহিরে 'উলূম সাহারানপুর ইত্যাদি স্থাপিত হয়।[১]

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দারুল 'উলূম দেওবন্দের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কূটনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং ভারতের মুসলিম সমাজে কুসংস্কার অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে তাঁদের আপসহীন সংগ্রাম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থারই প্রত্যক্ষ ফল।[২]

মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী ও মওলানা রশীদ আহ্‌মদ গঙ্গূহীর বিশিষ্ট শাগের্‌দ্‌ এবং হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর আধ্যাত্মিক ছাত্র ও বিশিষ্ট খলীফা শায়খুলহিন্দ মাহ্‌মূদ হাসান সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতকে বৃটিশ কবল থেকে মুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সশস্ত্র বিপ্লব বাস্তবায়নের রূপরেখার মধ্যে ছিল দেশে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বহিরাক্রমণ করা।[৩]

সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসেবে শায়খুলহিন্দ সাংগঠনিক তৎপরতা চালান। এই সাংগঠনিক তৎপরতার মধ্যে ছিল 'সাম্‌রাতুত্‌ তরবিয়ত' স্থাপন, 'জম্‌'ইয়াতুল আনসার' গঠন, মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা,

---

১. 'আবদুল ওহীদ সিদ্দীকী, *মাকালাত-এ ওহীদ,* (রাওয়ালপিণ্ডি ঃ মাকতাবা দারুল ইসলাম, ১৯৭১), পৃ ৬৯।

২. মুহাম্মদ মূসা, *পাক ভারতের 'উলামার অবদান,* (ঢাকা ঃ ওসমানিয়া লাইব্রেরী, ১৩৯১ বাং), পৃ ৪০।

৩. এ. এম. এম. 'আবদুল জলীল, *দেওবন্দ আন্দোলন,* (ঢাকা ঃ ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৮৩), পৃ ১০৫-১০৬।

Dhaka University Institutional Repository

'নিযারাতুল মা'আরিফ'-এর পৃষ্ঠপোষকতা এবং চূড়ান্তভাবে ভারতকে ইংরেজদের কবল থেকে মুক্ত করার সশস্ত্র বিপ্লব ইত্যাদি। এখানে এ সংগঠনগুলোর ধারাবাহিক আলোচনা করা গেল।

সাম্‌রাতুত্‌ তরবিয়ত

দারুল 'উলূম দেওবন্দে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করার পঞ্চম বছরে (১২৯৭/১৮৭৮ সালে) শায়খুলহিন্দ উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'সামরাতুত্‌ তরবিয়ত' নামে একটি সংগঠন স্থাপন করেন। 'সামরাতুত্‌ তরবিয়ত' অর্থ হল তা'লীম ও প্রশিক্ষণ সংসিদ্ধি। এ সংগঠনের বাহ্যিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল দারুল 'উলূমের উন্নতিকল্পে অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহানুভূতিশীল ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে বৃটিশ কবল থেকে মুক্ত করার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্দেশ্যে মুজাহিদ বাহিনী গঠন করা। এই অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কোন অবস্থাতে ফাঁস হয়ে পড়লে দারুল 'উলূমসহ অত্র সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত সকলকেই বৃটিশ শক্তি সমূলে বিনাশ করে দিত। কেননা বৃটিশের দুর্দম বিজ্ঞ, বিচক্ষণ সি. আই. ডি. সরকারভক্ত 'ইন্টেলিজেন্স' সদা সজাগ ও সতর্ক থাকত।[৪]

সাম্‌রাতুত্‌ তরবিয়ত্‌ তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যেভাবে কার্যক্রম চালিয়েছে এখানে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো ঃ

(ক) সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ বলেন, "১৮৭৮ সালে 'সামরাতুত্‌ তরবিয়ত' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় চল্লিশ বছর পর (১৯১৫-১৯২৩) আমি দারুল 'উলূম দেওবন্দে লেখা-পড়া করি। সে সময়ে দারুল 'উলূমের তীক্ষ্ণ ধীশক্তি, বিচক্ষণ, প্রতিভাবান, মেধাবী বিদ্যার্থীদের প্রেরণা ছিল– ইংরেজদের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করা। শিক্ষার্থিগণ এ প্রেরণাকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বন বলে মনে করত। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিবেক ও বুদ্ধি মতে এ প্রেরণাকে সক্রিয় করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা তৈরী করত এবং শিক্ষার্থিগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মুক্তিযোদ্ধার দল গঠন করত। আর এ প্রেরণা 'সামরাতুত্‌ তরবিয়ত' সংগঠন স্থাপিত হওয়ার পর থেকে পর্যায়ক্রমে স্তরে স্তরে চলতে থাকে।"[৫]

সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ আরও বলেন, "আমরা বিপ্লবী চারজন ছাত্র এক সভায় মিলিত হয়ে একটি গোপন মুক্তিযোদ্ধা দল গঠন করি। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করি এবং এর জন্য আমরা হলফও করি। হলফনামা লিখিত আকারে অতি সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করি। এ গোপন সভায় এ সিদ্ধান্তও গৃহীত হয় যে, আমাদের চারজন ব্যতীত এ গোপন দলের সংবাদ কেহ কোন অবস্থাতেই জ্ঞাত হতে পারবে না। তবে আমাদের প্রত্যেক সদস্যের একান্ত কর্তব্য এই যে, আমাদের এই বিপ্লবী চারজন সদস্যের প্রত্যেককেই অনুরূপ একটি গোপন মুক্তিযোদ্ধাদল গঠন করতে হবে। অতি সন্তর্পণে এ কাজ

---

৪. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *আসীরান-এ মাল্টা*, (দিল্লী ঃ আল-জম্‌'ইয়াত বুক ডিপো, ১৯৭৬), পৃ ৯।

৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ ৯।

ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। একাজগুলো মূলত ছিল 'সামরাতুত্ তরবিয়ত' সংগঠনের অভীষ্টসিদ্ধি।"[৬]

(খ) দারুল 'উলূমের সর্বপ্রথম যে সকল শিক্ষার্থী চূড়ান্ত সনদ লাভ করেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন পাঞ্জাব ও আফগানিস্তানের অধিবাসী। ১৮৬৬ সালে দারুল 'উলূম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়েই এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঞ্জাব ও আফগানিস্তান থেকে আগত বিদ্যার্থী ছিল প্রচুর পরিমাণে। ওয়ালিউল্লাহী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ তাদের মাঝে ভারতকে ইংরেজ কবলমুক্ত করার স্পৃহা জাগিয়ে তোলেন। কেননা এঁদের মাধ্যমে ইংরেজ কবলমুক্ত এলাকা আফগানিস্তান ও সীমান্ত থেকে ভারতের উপর বহিরাক্রমণ করা সম্ভব হবে।[৭]

(গ) শায়খুলহিন্দও পাঞ্জাব এবং আফগানিস্তান থেকে আগত বিদ্যার্থীদের সহপাঠী ছিলেন। এসমস্ত শিক্ষার্থিগণ দারুল 'উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত হন। তাই তাঁরা ১৮৫৭ সালের ব্যর্থ বিপ্লবকে সার্থক করে উপমহাদেশকে স্বাধীন করার প্রয়াসী হন।[৮]

(ঘ) 'সামরাতুত্ তরবিয়ত' সম্পর্কে মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর একটি মন্তব্য তাৎপর্যবহ। মওলানা সিন্ধী 'যাতী ডায়রী' (আত্মকথা) নামক গ্রন্থে বলেন, "১৩৩৩/১৯১৫ সালে শায়খুলহিন্দের নির্দেশে আমি কাবুল গমন করি। বিস্তারিত কোন প্রোগ্রাম আমাকে দেয়া হয়নি। ফলে বিস্তারিত প্রোগ্রাম ব্যতিরেকে কাবুল গমন করা আমার ভালো লাগেনি। শায়খুলহিন্দের হুকুম পালনার্থ আমি কাবুল যেতে বাধ্য হলাম। দিল্লীর রাজনৈতিক দলকে বললাম যে, শায়খুলহিন্দ কর্তৃক কাবুল গমনের জন্য আমাকে মনোনয়ন দেয়া

---

৬. প্রাগুক্ত।

৭. *সায়্যিদ মানাযির আহ্সান গীলানী*, *সাওয়ানিহ-এ কাসিমী,* (দেওবন্দ ঃ দারুল 'উলূম, ১৩৭৩ হি.), ২য় খণ্ড, পৃ ২৭৩। ১৮৬৬ সালে পাঞ্জাব ও আফগানিস্তান থেকে আগত ভর্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের নাম ঃ

১. নূর মুহাম্মদ জালালাবাদী (কাবুল)

২. 'আবদুল্লাহ্ জালালাবাদী (কাবুল)

৩. বদ্রুদ্দীন 'আযীমাবাদী

৪. কাদির বখ্শ 'আযীমাবাদী

৫. 'আবদুল করীম পাঞ্জাবী

৬. নবী আহ্মদ পাঞ্জাবী

৭. হাফিয 'আবদুর রহীম বেনারসী

(দারুল 'উলূম দেওবন্দ, *রোয়েদাদ*, ১২৮৩ হি.)

৮. মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ১০।

হয়েছে। একথা শুনে তাঁরা আমাকে তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। তবে তাঁরাও আমাকে কোন প্রোগ্রাম দিতে সক্ষম হয়নি।

কাবুল গমন করার পর অবহিত হওয়া গেল যে, শায়খুলহিন্দ যে দলের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন এ দলের পঞ্চাশ[৯] বছরের শ্রমের ফল আমার সম্মুখে অগোছালো অবস্থায় আছে। এ দলের কর্মীদের জন্য আমার ন্যায় শায়খুলহিন্দের একজন সেবকের প্রয়োজন ছিল। তাই কাবুলে গমনের জন্য আমাকে মনোনয়ন দেয়ায় আমি গৌরব অনুভব করি।"[১০]

সামরাতুত্ তরবিয়তের অবদান

এ সংগঠনের অবদান সম্পর্কে বিশেষ কোন কিছু পাওয়া যায় না। তবে এর কার্যক্রম থেকে এর অবদান সম্পর্কে জানা যায়।

---

৯. কাবুল ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তে স্বাধীনতা আন্দোলন দলের প্রতিনিধি হিসেবে শায়খুলহিন্দ সক্রিয়ভাবে কোন্ সময় থেকে কাজ আরম্ভ করেছিলেন সে-সময় নির্ধারণ করা দুরূহ ব্যাপার। কেননা মওলানা সিন্ধী কাবুল গমন করেছিলেন ১৯১৫ সালে। আর স্বাধীনতা আন্দোলন সংগঠন পঞ্চাশ বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৬৫ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে বলে মওলানা সিন্ধী উল্লেখ করেছেন। অথচ ১৮৬৫ সালে দারুল 'উলূম দেওবন্দ অস্তিত্বেই আসেনি। তবে দারুল 'উলূম দেওবন্দ স্থাপিত হয়েছে ১৮৬৬ সালে। অবশ্য মওলানা সিন্ধীর বর্ণিত পঞ্চাশ বছরকে যদি 'প্রায়' হিসেবে ধরে নেয়া হয় আর প্রতিনিধি অর্থ আন্দোলনকারী বা অংশগ্রহণকারী বলা হয় তবে তার একটা সমাধান দেয়া যায়। শায়খুলহিন্দ যখন ১৮৬৯ সালে মওলানা নানূতবীর সান্নিধ্যে আসেন তখন তিনি উপমহাদেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেন। এই হিসেবে ১৮৬৯ সাল থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত ছিচল্লিশ অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ বছর হয়।

এটাও বলা যায় যে, পূর্ব থেকেই মওলানা নানূতবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন সাংগঠনিক দল অত্র এলাকায় বিদ্যমান ছিল। অথবা এও বলা যায় যে, শায়খুলহিন্দ দারুল 'উলূমে শিক্ষা গ্রহণ করার সময়ে আফগানী এবং পাঞ্জাবী সহপাঠীদের সমন্বয়ে একটি সাংগঠনিক দল গঠন করেছিলেন। মোটকথা উল্লিখিত বক্তব্য অনুসারে বলা যায় যে, 'সামরাতুত্ তরবিয়ত' সংগঠন শুধু দারুল 'উলূম দেওবন্দের ডিগ্রীধারীদেরই ছিল না ; বরং এটি ছিল সকল স্বাধীনতাকামী জনগণের সংগঠন। দারুল 'উলূম যে উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ ১৮৫৭ সালের ব্যর্থ বিপ্লবকে সার্থক করে উপমহাদেশকে স্বাধীন করা) স্থাপিত হয়েছিল এ সংগঠনও অনুরূপ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১০. মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, *যাতী ডায়রী,* (লাহোর ঃ সিন্ধ সাগর একাডেমী, ১৯৪৪), পৃ ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) ১৭ এপ্রিল ১৯১১ সনে জম্'ইয়াতুল আনসারের প্রথম অধিবেশনে মওলানা সায়্যিদ আহ্মদ হাসান আমরূহী[১১] বলেন ঃ

"কোন কোন প্রগতিবাদী বলেন, 'জম্'ইয়াতুল আনসার' হলো 'আলীগড়ের 'ওল্ড বয়েজ এসোসিয়েশন'-এর একটি অনুকরণ মাত্র। এটা ঠিক নয়। 'জম্'ইয়াতুল আনসার'-এর সংগঠনের সূচনা আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বেই হয়েছিল। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দারুল 'উলূম দেওবন্দের প্রথম শিক্ষার্থী, যিনি আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস (শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান) বলে পরিগণিত। পরবর্তী সময়ে এই সংগঠনের প্রয়োজন ছিল না বিধায় সংগঠনের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। যখন পুনরায় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখন ১৯০৯ সালে 'জম্'ইয়াতুল আনসার' নামে একটি সংগঠন গঠিত হয়। এ সংগঠন অন্য কোন সংগঠনের অনুকরণ নয়। এর সাথে কারো ব্যক্তিগত স্বার্থের সম্পর্ক নেই। এর উদ্দেশ্য হলো ঐ জরুরী কর্তব্য সম্পাদন– যার এখন ভীষণ প্রয়োজন রয়েছে।"[১২]

---

১১. সায়্যিদ আহ্মদ হাসান আমরূহী ১২৬৭/১৮৫০ সালে আমরূহাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আমরূহার মওলানা রাফত 'আলী, মওলানা করীম বখ্শ্ এবং মওলানা মুহাম্মদ হুসায়ন জা'ফরীর নিকট ফারসী ও 'আরবীর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান আমরূহার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হাকীম আমজাদ 'আলী খানের নিকট থেকে লাভ করেন। অবশেষে হাদীস শাস্ত্র এবং অন্যান্য ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবীর নিকট থেকে শিক্ষা করে ১২৯৪/১৮৭৭ সালে চূড়ান্ত সনদ লাভ করেন। মওলানা আহ্মদ 'আলী মুহাদ্দিস সাহারানপুরী এবং মওলানা 'আবদুল কায়্যূম ভূপালীর নিকট হাদীসের ইজাযত লাভ করেন। অতঃপর মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হয়ে শাহ্ আবদুল গণী দেহলবীর নিকট হাদীসের সনদ লাভ করেন। হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কীর নিকট বয়'অত হয়ে খিলাফত লাভ করেন। চূড়ান্ত ডিগ্রী লাভ করার পর খুরজা, সম্ভল এবং দিল্লীর বিভিন্ন মাদ্রাসায় বিভিন্ন সময়ে সদর মুদার্‌রিস হিসেবে শিক্ষকতা করেন। ১২৯৬ হি. সালে মুরাদাবাদে মাদ্রাসা শাহী স্থাপিত হওয়ার পর তথাকার সদর মুদার্‌রিস নিযুক্ত হন। অবশেষে ১৩০৩ হি. সনে আমরূহার জামি' মসজিদের পুরাতন মাদ্রাসাকে নূতন ছাঁচে গড়ে উঠান এবং তথায় সর্বপ্রকার ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান চালু করেন। দরসে নিযামিয়ার সিলেবাসভুক্ত সর্বপ্রকারের ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান তিনি বিদ্যার্থীদের শিক্ষা দিতেন। বিশেষত তিনি হাদীস, তাফসীর ও ফিক্হের শিক্ষা প্রদান করতেন। ১৩২৯/১৯১১ সালে জম্'ইয়াতুল আনসারের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তাঁর লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধসমূহ 'ইফাদাতে মাহ্মূদিয়া' নামে প্রকাশিত হয়। ২৯ রবী'উল আউয়ালের মধ্যরাতে ১৩৩০/১৯১২ সনে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন এবং আমরূহার জামি' মসজিদের উত্তর পার্শ্বস্থ স্থানে সমাধিস্থ হন। (সায়্যিদ মাহ্বুব রিযভী, *তারীখে দারুল 'উলূম দেওবন্দ*, দেওবন্দ, ১৯৭৮, ২য় খণ্ড, পৃ ৩৯-৪২)।

১২. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, '*উলামা-এ হক*, (দিল্লী ঃ আল্-জম্'ইয়াত বুক ডিপো, ১৯৪৪), ১ম খণ্ড, পৃ ১৩৩-১৩৪।

সামরাতুত্ তরবিয়তের অবদান সম্পর্কে এ আলোচনাটিও প্রণিধানযোগ্য। এর মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে।

(খ) মোগল সম্রাটের আমলে কাবুল ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইংরেজগণও এটিকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা চালায় তবে তারা ব্যর্থ হয়। সায়্যিদ আহ্মদ শহীদ বেরেলবীর সাথে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের মুজাহিদগণের মধ্যে সম্পর্ক বজায় ছিল। আর এ সম্পর্ক সামরাতুত্ তরবিয়ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় পনের বছর পূর্ব পর্যন্ত যথারীতি স্থায়ী ছিল। দারুল 'উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কাবুল ও সীমান্তের বিদ্যার্থিগণ অত্র প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করে যা' বৈপ্লবিক আন্দোলনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী ছিল। শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান কেবল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা বা শিক্ষাবিদই ছিলেন না ; বরং তিনি আধ্যাত্মিক জগতের শায়খ ও মুরশিদও ছিলেন। কাবুল ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বিদ্যার্থিগণ তাঁর নিকট শুধু তরীকতের জন্যই বয়'অত হতেন না; বরং দেশকে স্বাধীন করার জন্যও বয়'অত হতেন।[১৩]

উদ্ধৃত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, মওলানা সায়্যিদ আহ্মদ হাসান আমরূহী সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন– "সে-সময়ে সাম্‌রাতুত্ তরবিয়তের প্রয়োজন ছিল না বিধায় তা' বন্ধ হয়ে যায়।" এ মন্তব্যটি ভারতবর্ষের জন্যই প্রযোজ্য ছিল। কেননা এ সংগঠনের কার্যাবলী ভারতবর্ষেই বন্ধ হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এ সংগঠনের কার্যাবলী যথারীতি চালু ছিল। তা' সংগঠন বা দলের ভিত্তিতে নয় ; বরং সীমান্তের বিদার্থী ও মুরীদগণ শায়খুলহিন্দের নিকটে বয়'অত হয়ে বিদায় গ্রহণের সময়ে তাঁদেরকে ভারতবর্ষ স্বাধীন করার উৎসাহ ও প্রেরণা দেয়া হতো এবং সাথে সাথে বলে দেয়া হতো যে, যথাসময়ে তাদেরকে সংগঠিত করা হবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যখন প্রয়োজন অনুভব হলো যে, এই বিক্ষিপ্ত জনগোষ্ঠীকে সুসংহত করে তাঁদের মাধ্যমে এ উপমহাদেশকে স্বাধীন করতে হবে। এতদুদ্দেশ্যে মওলানা সিন্ধীকে কাবুলে প্রেরণ করা হয় এবং মওলানা সিন্ধী তথায় গমন করে 'জুনূদে রব্বানিয়া' (খোদায়ী লশ্‌কর) নামে একটি কর্মী বাহিনী গঠন করেন।[১৪] অস্থায়ী ভারত সরকার সংগঠিত হলে এই বাহিনীকে এ সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল সামরাতুত্ তরবিয়তের মৌলিক অবদান।

---

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১২৯।

১৪. শায়খুল ইসলাম মওলানা হুসায়ন আহ্মদ মদনী, *নকশ-এ হায়াত*, (দেওবন্দ ঃ মাকতাবা-এ দীনিয়া, ১৯৫৩), ২য় খণ্ড, পৃ ১৬০-১৬১।

Dhaka University Institutional Repository

জম্‌'ইয়াতুল আনসার

রমযান ১৩২৭ হি. /আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯০৯ সালে শায়খুলহিন্দ মাহ্‌মূদ হাসান মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্‌ সিন্ধীকে সিন্ধু থেকে দেওবন্দে ডেকে আনেন [১৫] এবং এখানে অবস্থান করে 'জম্‌'ইয়াতুল আনসার'-এর প্রতিষ্ঠা ও সাংগঠনিক কাজ করার নির্দেশ দেন। দীর্ঘ আঠার/উনিশ বছর (১৮৯১-১৯০৯) আধ্যাত্মিক সাধনা, জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষকতা করার পর মওলানা সিন্ধী পুনরায় দারুল 'উলূম দেওবন্দে যাহিরী ও বাতিনী শিক্ষক শায়খুলহিন্দ মাহ্‌মূদ হাসানের পৃষ্ঠপোষকতায় 'জম্‌'ইয়াতুল আনসার'-এর সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করতে আরম্ভ করেন। জম্‌'ইয়াত গঠনে মওলানা মুহাম্মদ সাদিক করাচবী,[১৬] মওলানা আবূ মুহাম্মদ আহ্‌মদ লাহোরী[১৭] ও মৌলবী আহ্‌মদ 'আলী মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্‌ সিন্ধীর সহায়তা করেন।

---

১৫. মওলানা সিন্ধীর শাগের্‌দ্‌ মওলানা 'আবদুল্লাহ্‌ লেঘারী প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, শায়খুলহিন্দ মাহ্‌মূদ হাসান 'জম্‌'ইয়াতুল আনসার' কর্তৃক পরিচালিত 'জশন-এ দস্‌তারবন্দী'-এর দেড় অথবা দু'বছর আগে শ্রদ্ধেয় উস্‌তাদ মওলানা সিন্ধী এবং মওলানা মুহাম্মদ সাদিক করাচবীকে দেওবন্দে ডেকে আনেন। আমিও মওলানা সিন্ধীর সাথে দেওবন্দে আগমন করি এবং শায়খুলহিন্দের সাথে সাক্ষাত করি। এরপর থেকেই আমাদের বিপ্লবী রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়। এই সাক্ষাতের সময়ে মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্‌ সিন্ধী এবং মওলানা মুহাম্মদ সাদিক করাচবী শায়খুলহিন্দের সম্মুখে উপবিষ্ট হন এবং আমিও তাঁদের পশ্চাতে বসে পড়ি। এ-সময়ে শায়খুলহিন্দ আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, দারুল 'উলূম দেওবন্দ ১৮৬৬ সালে স্থাপিত হয়। স্থাপিত হওয়ার পর আমিই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম বিদ্যার্থী ছিলাম। মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যা' বলেছিলেন তা' আমি আদ্যোপান্ত স্মরণ রেখেছি। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই জন্যই স্থাপিত হয়েছে যেন ১৮৫৭ সালের ব্যর্থ স্বাধীনতা বিপ্লব সার্থক হয়। এরপর শায়খুলহিন্দ বললেন যে, এখন এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি মূল লক্ষ্য থেকে দূরে সরে পড়েছে। শুধু পঠন পাঠন ও বিদ্যা চর্চার জন্য বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে মৌলিক উদ্দেশ্যে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল সে মৌলিক উদ্দেশ্যের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের কি করা উচিত? আমি যখন এ বিষয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলাম তখন এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখি যে, সিন্ধু থেকে ঘন শ্মশ্রুধারী জনৈক ব্যক্তি আগমন করে সে এই মূল লক্ষ্যের দিকে পথ প্রদর্শন করছে। জাগ্রত হওয়ার পর স্বপ্নে দেখা আকৃতির ব্যক্তি সম্পর্কে চিন্তা করতে আরম্ভ করি এবং হৃদয়ঙ্গম করলাম যে, তোমরা এ দু'জনই আমার স্বপ্নে দেখা ব্যক্তি। এজন্যই আমি তোমাদের দু'জনকে পরামর্শের জন্য ডেকেছি।

(ফুয়ূযুর রহমান, *মাশাহীর 'উলামা'-এ দেওবন্দ*, লাহোর, আল-মাকতাবাতুল 'আযিযিয়্যা, ১৯৭৬, ১ম খণ্ড, পৃ ৫২০)

১৬. মওলানা মুহাম্মদ সাদিক পাকিস্তানের করাচীর অন্তর্গত খিড্ডাতে শনিবার ২৫ মুহাররম ১২৯১ হি. মুতাবিক ১৫ মার্চ ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মওলানা 'আবদুল্লাহ্‌। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা পিতার নিকট থেকে লাভ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর পিতৃ কর্তৃক স্থাপিত মাদ্‌রাসা মাযহারুল 'উলূমে মওলানা আহ্‌মদ দীনের নিকট পাঁচ বছর ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থ শিক্ষা লাভ করেন। ১৩০৮

Dhaka University Institutional Repository

'জম্'ইয়াতুল আনসার' গঠনের একটি অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, শায়খুলহিন্দের একটি সুদূর প্রসারী গোপন কর্মসূচী ছিল। তা' হলো– দারুল 'উলূম দেওবন্দের শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্রদের সমন্বয়ে মুজাহিদগণের একটি দল গঠন করা এবং উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। মওলানা সিন্ধী চার বছর (১৯০৯-১৯১৩) 'জম্'ইয়াতুল আনসার' পরিচালনা করেন। জম্'ইয়াতের মূল উদ্দেশ্য গোপন রেখে ১৯১০ সালে দারুল

হি. সনে মওলানা সিন্ধীর পরামর্শক্রমে তাঁর পিতা তাঁকে 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' অধ্যয়নের জন্য দেওবন্দে পাঠিয়ে দেন। ৫ যুলকা'দা ১৩১১ হি./১০ মে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি দারুল 'উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন এবং ১৩১৩ হি. সনে শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসানের নিকট 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' অধ্যয়ন করে চূড়ান্ত ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন ইমামুল 'আস্র 'আল্লামা আন্ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (১৮৭৬-১৯৩৪)। তিনি জম্'ইয়াতুল আনসারের সদস্য হয়ে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি জম্'ইয়াতে 'উলামায়ে হিন্দের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং জম্'ইয়াতে 'উলামায়ে সিন্ধ-এর সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ৮ জুলাই ১৯২১ সালে অল ইন্ডিয়া খিলাফত কনফারেন্সের সপ্তম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ সালে তিনি অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত হন। ভারত বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানে 'জম্'ইয়াতে 'উলামায়ে ইসলাম' স্থাপিত হয় এবং তিনি এর সভাপতি এবং মওলানা 'আবদুল হান্নান হাযারবী সাধারণ সম্পাদক হন। ৬ শাওয়াল ১৩৭২ হি./১৮ জুন ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টায় তিনি ইহলীলা ত্যাগ করেন। (ফুয়ূযুর রহমান, *মাশাহীর 'উলামা-এ দেওবন্দ*, ১ম খণ্ড, পৃ ৫১৭-৫২২)

১৭. আবূ মুহাম্মদ আহ্মদ ২০ রমযান ১২৬৮ হি. মুতাবিক ৮ জুলাই ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃভূমি জেহ্লম জেলার পিণ্ডদাদন থানার 'বূলা' নামক স্থানে অবস্থিত। পরে তাঁর পিতা চাক্ওয়াল শহরে স্থানান্তরিত হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। নিয়মিতভাবে তিনি ১২৭৪/১৮৫৮ সালে তাঁর পিতার নিকট লেখা-পড়া আরম্ভ করে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন সমাপন করেন। 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' দারুল 'উলূম দেওবন্দে শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসানের নিকট থেকে গ্রহণ করেন এবং গঙ্গূহে মওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গূহী থেকেও হাদীস অধ্যয়ন করেন। তিনি ১২৯৮/১৮৮২ সালে হজ্জ ক্রিয়া সমাপন করেন। তিনি বাগদাদের বিশিষ্ট বুযুর্গ হযরত নকীব সালমানের নিকট বয়'অত হয়ে খিলাফত লাভ করেন। আবূ মুহাম্মদ আহ্মদ শায়খুলহিন্দের বিশিষ্ট শাগের্দ্ এবং মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। আযাদী আন্দোলন মিশনের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। আযাদী আন্দোলন মিশনের পাঞ্জাব শাখার তিনি সভাপতি ছিলেন। গাম্ভীর্য ও বীরত্বপূর্ণভাবে তিনি মিশনের সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। শত সহস্র ব্যক্তিকে তিনি উক্ত আযাদী মিশনের সদস্য বানান। ১৯০৯ সালে দেওবন্দে অবস্থান কালে তিনি জম্'ইয়াতুল আনসারের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি মুক্তি ফওজের কর্নেলও ছিলেন। তিনি একদিন অসুস্থ থাকার পর ২৮ যুলকা'দা ১২৪৭ হি./৮মে ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে সুবহে সাদিকের পূর্বক্ষণে ইন্তিকাল করেন এবং চাক্ওয়ালে তাঁর পরিবারস্থ কবরস্তানে সমাধিস্থ হন। (ফয়ূযুর রহমান, *মাশাহীর 'উলামা-এ দেওবন্দ*, ১ম খণ্ড, পৃ ১৬-১৮)

Dhaka University Institutional Repository

'উলূম দেওবন্দে 'দাস্তার বন্দী' (পাগড়ী পরিধান অনুষ্ঠান)-এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই 'দস্তারবন্দী' সমাবর্তন অনুষ্ঠানে দারুল 'উলূম দেওবন্দের ডিগ্রীপ্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল প্রায় ছয়শ'। কিন্তু এঁদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাত্র দু'শ। এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এ দু'শ 'আলিমের 'দস্তারে ফযীলত' পরিয়ে দেয়া হয়।[১৮]

এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আনুমানিক ত্রিশ হাজার মুসলিম সুধী সমবেত হয়। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন 'আলিম ও আল্লাহ্‌ভীরু নেক্‌কার ওলী। এ অনুষ্ঠান থেকে মাসিক 'আল্-কাসিম' পত্রিকা প্রকাশের ঘোষণা দেয়া হয়।[১৯]

জম্'ইয়াতুল আনসারের অন্যতম উদ্দেশ্য এটাও ছিল যে, 'আলীগড় ওরিয়েন্টাল কলেজ এবং দারুল 'উলূম দেওবন্দের শিক্ষক ও বিদ্যার্থীদের মধ্যে বন্ধুসদৃশ সম্পর্ক স্থাপন করা।[২০] তাই ১৯১০ সালে দারুল 'উলূম দেওবন্দে অনুষ্ঠিত 'দস্তারবন্দী' সমাবর্তন অনুষ্ঠানে 'আলীগড়ী নেতা সাহেবযাদা আফতাব আহ্‌মদ খান (জ. ১৮৬৭) এই প্রস্তাব করেছিলেন যে, দারুল 'উলূমের ডিগ্রী প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা 'আলীগড় কলেজে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে পারবে এবং 'আলীগড় কলেজের গ্র্যাজুয়েটরা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য দারুল 'উলূম দেওবন্দের শরণাপন্ন হতে পারবে। কিন্তু এই কর্মসূচীতে কোন সুফল ফলেনি। 'আলীগড় কলেজ থেকে সর্বপ্রথম যে ছাত্রটি দারুল 'উলূম দেওবন্দে অধ্যয়ন করতে এসেছিল, সেই ছাত্রটি ছিল ইংরেজ সরকারের একজন গোয়েন্দা।[২১]

এই দস্তারবন্দী সমাবর্তন অনুষ্ঠান থেকে মওলানা সিন্ধী 'জম্'ইয়াতুল আনসারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঘোষণা করেন।

১. কুর'আন মজীদ ও হাদীসের গূঢ় রহস্য, তত্ত্ব ও তথ্যভিত্তিক ইসলামী বিষয়সমূহ সর্বসাধারণ মুসলমানের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার প্রসার করতে হবে।

২. মুসলিম জনগণের 'আকীদা ও 'আমল সংশোধনের নিমিত্ত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপ করে প্রবন্ধ পাঠ করতে হবে এবং এ সকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের জন্য আলোচনা, সমালোচনা ও প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

---

১৮. মুফতী 'আযীযুর রহমান বিজনৌরী, *তায্‌কিরা শায়খুলহিন্দ,* (বিজনৌর ঃ মদনী দারুত তালীফ, ১৯৬৫), পৃ ১৪৭।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৮।

২০. মুহাম্মদ সারওয়ার সম্পাদিত, *খুতুবাত-এ মওলানা 'উবায়দুল্লাহ সিন্ধী,* (লাহোর ঃ সিন্ধ সাগর একাডেমী, তা. বি.), পৃ ৫৮-১০২।

২১. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, '*উলামা-এ হক,* ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ১২২-১২৩।

Dhaka University Institutional Repository

৩. ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রসারের উপকরণ হিসেবে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্ত আলোচনা ও পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হতে হবে।

উল্লিখিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ সফল হবে যদি বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে 'জম্'ইয়াতুল আনসার'-এর পক্ষ থেকে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আর এ সকল সম্মেলনে মুসলমানদের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণের কথা ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রকৃত শিক্ষাসমূহ এবং বুযুর্গ ও ওলীগণের উদ্যমী, উৎসাহব্যঞ্জক, উদ্দীপক এবং বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস আলোচনা করা হয় যাতে মুসলিম জাতির মৃত অন্তরসমূহ সতেজ ও সজীব হয়ে উঠে।[২২]

জম্'ইয়াতুল আনসারের প্রথম কনফারেন্স

দস্তারবন্দী সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সাব্যস্ত করা হয় যে, জম্'ইয়াতুল আনসারের প্রথম কনফারেন্স মুরাদাবাদে অনুষ্ঠিত হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মুরাদাবাদে তিন দিন ব্যাপী ১৫-১৭ এপ্রিল ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে এক বিরাট কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল দশ সহস্রাধিক। শায়খুলহিন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মওলানা সিন্ধীর ব্যবস্থাপনায় জম্'ইয়াতুল আনসারের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। এ ছাড়াও এ সংগঠন দারুল 'উলূম দেওবন্দের প্রসিদ্ধি ও চরম উন্নতির উপকরণ হিসেবে পরিগণিত হয়।

মুরাদাবাদে জম্'ইয়াতুল আনসারের ১৫-১৭ এপ্রিল ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত তিন দিন ব্যাপী প্রথম কনফারেন্সে মওলানা সিন্ধী জম্'ইয়াতুল আনসার ও তাঁর অনুসারীদের করণীয় সম্পর্কে ঘোষণা দেন ঃ

১. জম্'ইয়াতুল আনসার সর্বাবস্থায় দারুল 'উলূম দেওবন্দের যাবতীয় কাজে সহায়তা করবে।

২. দারুল 'উলূম দেওবন্দের প্রাক্তন ডিগ্রীপ্রাপ্ত বিদ্যার্থীরাই জম্'ইয়াতুল আনসারের সদস্য হবে। আর এ সদস্যগণ এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, শিক্ষা এবং এর যাবতীয় অর্থ যোগান দেয়ার ব্যাপারে সকল প্রকারের সহযোগিতা করবে।

৩. মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবীর রচনাবলী, শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ও তাঁর পরিবারস্থ মনীষীবৃন্দের প্রণীত গ্রন্থাবলী এবং মুজাদ্দিদে আলফে সানীর গুরুত্বপূর্ণ 'মকতূবাত' এ সংগঠনের সকল সদস্যের পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

৪. দারুল 'উলূম দেওবন্দে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হবে। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হবে বক্তা ও খতীব সৃষ্টি করে তাঁদের মাধ্যমে ইসলামী অবদান রাখা।

---

২২. মওলানা হাবীবুর রহমান, "জম্'ইয়াতুল আনসার কে মাকাসিদ", *মাসিক আল্-কাসিম*, (দেওবন্দ ঃ দারুল 'উলূম, ১৩২৯ হি. রবী'উল আওয়াল সংখ্যা), পৃ ৬।

Dhaka University Institutional Repository

৫. এ সংগঠন থেকে এমন তর্কবাগীশ সৃষ্টি করা হবে যাঁরা রচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে নাস্তিক, মুশরিক এবং বিদ্'আতীদেরকে দমিয়ে দিয়ে প্রকৃত ইসলাম জনগণের সম্মুখে পেশ করতে সক্ষম হবে।

৬. সাধারণ মুসলমানদের 'আকীদা ও 'আমল সংশোধনকল্পে সম্মেলন করে প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার-প্রসার এবং ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন কল্পে আলোচনা ও পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রস্তাব গ্রহণের পর এর বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭. যে জেলার জনগণ 'জম্'ইয়াতুল আনসার'-এর তত্ত্বাবধানে সম্মেলন করতে আগ্রহী হয় এবং এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তথায় এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।[২৩]

মুরাদাবাদে জম্'ইয়াতুল আনসারের প্রথম অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রায় দশ হাজার লোকের জনসমাবেশ হয়। তিন দিন পর্যন্ত এই মহাসম্মেলন চলতে থাকে। এ সম্মেলনে মওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহ্মদ মদনী, মওলানা আশ্রফ 'আলী থানবী,[২৪] মওলানা আহ্মদ হাসান আমরূহী এবং মওলানা শিব্বীর আহ্মদ 'উসমানী প্রমুখ মাশায়িখ ও 'উলামা গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন।[২৫]

---

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৮-১০।

২৪. মওলানা আশ্রফ 'আলী থানবী ৫ রবী'উস্সানী ১২৮০ হি./১৯ মার্চ ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি কুর'আন মজীদ হিফ্য্ করেন। অতঃপর তিনি মাধ্যমিক স্তরের ফারসী সাহিত্য এবং প্রাথমিক স্তরের 'আরবী ভাষা থানাভবনে মওলানা ফত্হ্ মুহাম্মদের নিকট অধ্যয়ন করেন। উচ্চস্তরের ফারসী সাহিত্য স্বীয় মাতুল মওলানা ওয়াজিদ 'আলীর নিকট লাভ করেন। অতঃপর দারুল 'উলূম দেওবন্দে তিনি ১২৯৫/১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে ভর্তি হয়ে পাঁচ বছর অধ্যয়ন করে সর্বশেষ ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর বিশিষ্ট উস্তাদমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন- মওলানা মুহাম্মদ য়্যা'কুব নানূতবী, শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান, মওলানা সায়্যিদ আহ্মদ, মওলানা 'আবদুল 'আলী এবং মুল্লা' মাহ্মূদ প্রমুখ।

মওলানা আশ্রফ 'আলী থানবী ছিলেন বিজ্ঞ সেরা 'আলিম, মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, ফকীহ্, সংস্কারক ও 'আরিফ বিল্লাহ। হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, তাসাওউফ, তাজবীদ ইত্যাদি সকল বিষয়ে তিনি চার শতেরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর বিভিন্ন ও'আয-নসীহতসহ যা' মুদ্রিত হয়েছে এর সংখ্যাও হবে সহস্রাধিক। তিনি হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কীর নিকট বয়'অত হয়ে খিলাফত লাভ করেন। উপমহাদেশ ও বহির্বিশ্বের শত সহস্র জনগণ তাঁর নিকট বয়'অত হয়ে যাহিরী ও বাতিনী ফয়য লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি হাকীমুল উম্মত ও মুজাদ্দিদে মিল্লত উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। মওলানা আশ্রফ 'আলী থানবী দেওবন্দ স্কুলের ঐ দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন যাঁরা 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ'-এ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই দলে মওলানা শিব্বীর আহ্মদ 'উসমানী, মওলানা যাফর আহ্মদ থানবী, মুফতী মুহাম্মদ শফী' প্রমুখ ছিলেন। তিনি ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে এক জনসভায় বলেন, "আমি যে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছি তাতে মুসলিম লীগের সহায়তা করেছি। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভয় দলই

Dhaka University Institutional Repository

জম্‌'ইয়াতুল আনসারের উক্ত সম্মেলনে নিম্নোক্ত প্রস্তাবাবলী গৃহীত হয় ঃ

১. সরকারী স্কুল ও কলেজের মুসলিম শিক্ষার্থীদের সপ্তাহে একদিন হলেও প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হোক। তাদের আবাসিক হলসমূহে মুসলিম ছাত্রদের ইসলামী মূল্যবোধ ও চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য একজন করে শিক্ষক নিয়োগ করা হোক। এদের যাবতীয় ব্যয় ভার অত্র সংগঠন বহন করবে।

২. সরকারী স্কুল ও কলেজে ন্যূনপক্ষে পঁচিশভাগ শিক্ষার্থী যারা দ্বিতীয় ভাষা 'আরবী গ্রহণ করেছে তাদের জন্য জম্‌'ইয়াতুল আনসার বৃত্তি প্রদান করবে এবং তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা দেয়ার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করবে।

ভালো। তবে কংগ্রেসের তুলনায় মুসলিম লীগ অতি উত্তম। অতএব সংশোধন, সংস্কার ও শুদ্ধির নিয়তে মুসলিম লীগে অংশগ্রহণ করা উচিত।"

মওলানা থানবী মুসলমানদের জন্য পৃথক একটি ইসলামী রাষ্ট্র কামনা করেছিলেন। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ সালে লক্ষ্ণৌর এক সম্মেলনে বলেন, "আমার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা এবং আমি দু'আ করি যে, আল্লাহ তা'আলা পৃথক একটি মুসলিম রাষ্ট্র কায়েম করুন। আর পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র স্বচক্ষে দেখতে পারলে আমি গর্ব বোধ করতাম।

২৩ এপ্রিল ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের যে বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এতে অংশগ্রহণ করার জন্য মওলানা থানবীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। উক্ত সম্মেলনে তাঁর অংশগ্রহণ করার সংকল্প থাকলেও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ায় তিনি এ সম্মেলনে যোগদান করতে পারেন নি। তবে তিনি একপত্রে মুসলিম লীগের কামিয়াবীর জন্য দু'আ করেন। দীর্ঘ দিন রোগ ভোগ করার পর ২০ জুলাই ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে ইন্‌তিকাল করেন। থানাভবনের হাফিয যামিন শহীদ (মৃ. ১৮৫৭)-এর মাযার সংলগ্ন তাঁকে সমাহিত করা হয়।

(খাজা 'আযীযুল হাসান, *আশরাফুস্‌ সাওয়ানিহ্‌*, লাহোর ঃ সানাউল্লাহ্‌ খান এণ্ড সন্স, ১৯৬০, ১ম খণ্ড, পৃ ১৭-৪৫; 'আবদুল কায়্যুম, *তারীখে আদবিয়ানে মুসলমানানে পাকিস্তান ও হিন্দ*, পাঞ্জাব ঃ পাঞ্জাব ইউনিভারসিটি, ১৯৭২, ২য় খণ্ড, পৃ ৪০৯-৪১৯ ; কারী মুহাম্মদ তায়্যিব, *দারুল 'উলূম দেওবন্দ*, দিল্লী ঃ দারুল কুতুব, ১৯৬৫, পৃ ৬১-৬২; প্রফেসর আহ্‌মদ সা'ঈদ, *মওলানা আশ্‌রফ 'আলী থানবী আওর তাহ্‌রীকে আযাদী*, লাহোর ঃ ফীরোয এন্ড সন্স, ১৯৭৫, পৃ ১৫২-১৫৪; হাকীম 'আবদুল হক, *নুযহাতুল খাওয়াতির*, হায়দারাবাদ ঃ ১৯৭০, ৮ম খণ্ড, পৃ ৫৬-৫৯ ; মুন্সী 'আবদুর রহমান, *আহসানুস্‌ সাওয়ানিহ*, লাহোর ঃ কিতাব মনযিল, ১৯৭৪, পৃ ১৭ ; ফুযুযুর রহমান, *তা'আরুফে কুরআন*, লাহোর ঃ পাকিস্তান বুক সেন্টার, তা. বি. পৃ ৭৩ ; মওলানা মুহাম্মদ মনযূর নু'মানী, *আল্‌-কুরআন, ওফায়াত সংখ্যা*, লক্ষ্ণৌ ঃ এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ ১৫-১৬)

২৫. মওলানা হাবীবুর রহমান, *মাসিক আল্‌-কাসিম*, প্রাগুক্ত, পৃ ১২-১৩।

Dhaka University Institutional Repository

৩. নিঃসহায়, নিঃসম্বল, অনাথ, দরিদ্র গ্রেজুয়েট ও প্রিগ্রেজুয়েট শিক্ষার্থী যারা দ্বিতীয় ভাষা 'আরবী গ্রহণ করেছে তাদের জন্য দারুল 'উলূম দেওবন্দে ইসলামী শিক্ষার একটি ব্যবস্থা করা হবে এবং এই ছাত্রদের জন্য মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি জম্'ইয়াতুল আনসার ব্যবস্থা করবে।

৪. ইসলাম বিদ্বেষীগণ ইসলামের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ, আপত্তি ও মতবিরোধ করবে তার জবাব দেয়ার জন্য জম্'ইয়াতুল আনসার দারুল 'উলূম দেওবন্দে একটি বিভাগ খুলবে।

৫. কোন এলাকার অধিবাসী তাদের মসজিদের জন্য ইমামের প্রার্থনা করলে জম্'ইয়াতুল আনসার এমন 'আলিম ইমামের ব্যবস্থা করবে যিনি সুচারুরূপে ও'আয ও ইমামত করতে সক্ষম হন।

৬. কুর'আন মজীদ ও ধর্মীয় গ্রন্থ মুদ্রণ এবং মুদ্রিত ধর্মীয় গ্রন্থ ব্যবসায়ের জন্য মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ সকল বিষয়ে অমুসলিমদের উপর নির্ভরশীল না হওয়ার জন্য মুসলিম ব্যবসায়ীদেরকে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

৭. ইসলামী 'আকীদা বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা অধিক পরিমাণে ছাপতে হবে যা' জনসাধারণকে শিক্ষা দেয়ার জন্য বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।[২৬]

জম্'ইয়াতুল আনসারের দ্বিতীয় কনফারেন্স

জম্'ইয়াতুল আনসারের দ্বিতীয় কনফারেন্স ৭-৯ রবী'উস সানী ১৩৩০ হি. মুতাবিক ১৬-১৮ এপ্রিল ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে তিন দিন ব্যাপী মীরঠে মওলানা আশ্রফ 'আলী থানবীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনেও অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল দশ সহস্রাধিক। এ সম্মেলনে মওলানা আশ্রফ 'আলী থানবী, মওলানা শিব্বীর আহ্মদ 'উসমানী এবং দেশবরেণ্য 'আলিমগণ বক্তব্য রাখেন। এই সম্মেলনে মুরাদাবাদে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবাবলী বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনে নিম্নোক্ত দু'টি প্রস্তাব গৃহীত হয়ঃ

১. দেশের বিভিন্ন স্থানে 'জম্'ইয়াতুল আনসার'-এর অর্থ তহবিল থেকে নৈশ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হোক।

২. 'আল্-আনসার' নামক জম্'ইয়াতুল আনসারের একটি মুখপত্র বের করা হোক।[২৭]

---

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১৪-১৫।

২৭. মওলানা হাবীবুর রহমান, "জম্'ইয়াতুল আনসার কে মাকাসিদ," *মাসিক আল্-কাসিম*, (দেওবন্দ ঃ দারুল 'উলূম, ১৩৩০ হি. জুমাদাল উলা সংখ্যা), পৃ ৩৫-৩৭।

আত্মাবিহীন জম্‘ইয়াতুল আনসার

জম্‘ইয়াতুল আনসারের দু’টি মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইংরেজ সরকার স্বস্তিতে থাকতে পারে নি। তারা মহাচিন্তিত হয়ে পড়ে। উপমহাদেশের বিশিষ্ট ‘আলিম সমাজ দু’দু’টি মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত করে যা’ ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পর আকাশ কুসুম অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। ইংরেজগণ মনে করতে লাগলো যে, ইতঃপূর্বে ভারতের জনগণ বিশেষত ‘আলিম সম্প্রদায় আমাদের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আমাদেরকে মহাবিভ্রাটে ফেলে দিয়েছিল। তাই ইংরেজগণ জম্‘ইয়াতুল আনসারের কার্যবিধির উপর শ্যেনদৃষ্টি নিক্ষেপ করে। মুরাদাবাদের জম্‘ইয়াতুল আনসারের প্রথম কনফারেন্সের সমাপ্তির পর এই মহাসম্মেলনের সভাপতি মওলানা আহ্‌মদ হাসান আমরূহীকে তারা বিভিন্নভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে। অধিকন্তু শায়খুলহিন্দের আয়ের উপরও তারা টেক্স বসিয়ে দেয়।[২৮]

মওলানা সিন্ধীর তত্ত্বাবধানে ‘জম্‘ইয়াতুল আনসার’-এর অগ্নিবৎ কার্যাবলী দারুল ‘উলূমের কর্তৃপক্ষ তাদের নিজেদের, দারুল ‘উলূমের এবং সাধারণ মুসলমানের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে বলে আশঙ্কা করেন। কর্তৃপক্ষের এ ধারণানুযায়ী দারুল ‘উলূমের সাথে মওলানা সিন্ধীর কোন প্রকারের সম্পর্ক না থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাই তাঁরা কয়েকটি ধর্মীয় মাস্‌য়ালায় মওলানা সিন্ধী এবং দারুল ‘উলূমের অন্যান্য ‘আলিমের মাঝে মতানৈক্যের সৃষ্টি করে দেন। এই দ্বন্দ্ব, বিরোধ, বিভেদ ও অনৈক্যকে কারণ দর্শিয়ে মওলানা সিন্ধীকে দারুল ‘উলূম থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। ফলে মওলানা সিন্ধীর দারুল ‘উলূমের শিক্ষক, কর্মচারী এবং ছাত্রদের সাথে সম্পর্কচ্যুত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মওলানা সিন্ধীর শায়খুলহিন্দের সাথে সম্পর্কের কোন ভাটা পড়েনি ; বরং পূর্বের ন্যায় নিবিড় থাকে।

মওলানা সিন্ধী গোপনে শায়খুলহিন্দের নিকট গমনাগমন করতেন। রাতের আঁধারে দেওবন্দ এলাকার বাহিরে তাঁরা উভয়ে একত্রিত হয়ে পরামর্শ করতেন এবং প্রয়োজনীয় কার্যাবলী আঞ্জাম দিতেন।[২৯]

দারুল ‘উলূম দেওবন্দের কর্তৃপক্ষের লক্ষ্যবস্তু ছিল– এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদীক্ষা এবং বিদ্যাচর্চা ব্যতীত অন্য কোন সম্পর্ক থাকবে না। রাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয় ও রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে শুধু এখানে বিদ্যাচর্চার একক ব্যবস্থা থাকবে।[৩০]

---

২৮. শায়খুল ইসলাম মওলানা হুসায়ন আহ্‌মদ মদনী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৪ ; মুফতী ‘আযীযুর রহমান বিজনৌরী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৪।

২৯. মুফতী ‘আযীযুর রহমান বিজনৌরী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৩।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৪। ইসলামী জ্ঞান চর্চার গুরুত্বকে সামনে রেখে দারুল ‘উলূমের কর্তৃপক্ষের এ প্রক্রিয়াকে ভ্রান্ত বলা যায় না। তবে একথা অবশ্যই বলতে হবে– দারুল ‘উলূম দেওবন্দ যে উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিল

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা সিন্ধীকে দারুল 'উলূমের কর্তৃপক্ষ দারুল 'উলূম থেকে সরিয়ে দিলে তিনি জম্‌'ইয়াতুল আনসারের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং দারুল 'উলূম ত্যাগ করে দিল্লীতে অবস্থান করতে আরম্ভ করেন। এরপর থেকেই 'জম্‌'ইয়াতুল আনসার'-এর বিলুপ্তি না হলেও জড়পদার্থের ন্যায় অসাড় হয়ে পড়ে।[৩১]

জম্‌'ইয়াতুল আনসারের অবদান

শায়খুলহিন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মওলানা সিন্ধী সাধারণ সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করায় এ সংগঠন প্রভূত অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এ সংগঠনের মাধ্যমে দারুল 'উলূমের খ্যাতি ও পরিচিতি শুধু উপমহাদেশেই নয় বরং বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।[৩২]

শায়খুলহিন্দ দারুল 'উলূমের ডিগ্রী প্রাপ্ত ছাত্রদেরকে জম্‌'ইয়াতুল আনসারের অন্তর্ভুক্ত করে একই মঞ্চের আওতাধীনে আনতে সক্ষম হন। উপমহাদেশের 'আলিমগণ যেভাবে এই মোর্চার অন্তর্ভুক্ত হন তদ্রূপ আফগান, সীমান্ত এলাকা এবং তুর্কীর 'আলিমগণও এর অন্তর্ভুক্ত হয়।[৩৩]

এ সময়কালেই দারুল 'উলূমের শিক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। 'উসমানিয়া খিলাফতের সহায়তা করা হয়। ডক্টর মুখতার আহ্‌মদ আনসারী,মওলানা মুহাম্মদ 'আলী জওহর প্রমুখ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সহযোগিতা করা হয়। এগুলোই ছিল জম্‌'ইয়াতুল আনসারের এসময়কার উল্লেখযোগ্য অবদান।[৩৪]

ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন

যাদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করার যোগ্যতা ছিল শায়খুলহিন্দ তাদেরকে দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে উপযোগী স্থানে বিশেষত সীমান্তের য়্যাগিস্তানে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। "মুল্লা' সাহেব সান্ডাকে" শায়খুলহিন্দের সাথে সাক্ষাত করলে তাঁকে ইসলামী শিক্ষা

সে উদ্দেশ্য থেকে এ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ স্থানচ্যুত হয়ে পড়েছিলেন। পক্ষান্তরে শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দ এ উদ্দেশ্য সাধনে অটল ছিলেন।

৩১. মওলবী সিরাজ আহ্‌মদ, "জম্‌'ইয়াতুল আনসার সে মওলানা সিন্ধী কা ইস্‌তি'ফা," *মাসিক আল্‌-কাসিম*, (দেওবন্দ ঃ দারুল 'উলূম, ১৩৩২ হি. সফর সংখ্যা), পৃ ৫।

৩২. মওলানা হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯।

৩৩. মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্‌ সিন্ধী, *শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহ্‌ আওর উনকী সিয়াসী তাহ্‌রীক*, (লাহোর ঃ কুতুবখানা পাঞ্জাব, ১৯৪২), পৃ ২০৯।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ ২১০-২১৩।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার পরামর্শ দেন। সে মতে তিনি একটি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে প্রয়াসী হন। "হাজী সাহেব তুরঙ্গযয়ী"ও শায়খুলহিন্দের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তিনিও একটি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন।[৩৫]

মওলানা সায়্যিদ মিয়াঁ বলেন– সায়্যিদ 'আবদুল জব্বার সিথানবী লিখেন যে, যখন আমাকে 'সাওয়াত'-এর প্রতিনিধিগণ বললেন যে, "মুল্লা' সাহেব সান্ডাকে" পেশাওয়ারের ইসলামিয়া কলেজের মুকাবিলায় উচ্চ পর্যায়ের একটি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করতে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। তখন আমি তাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় বললাম যে, এটি একটি বিশেষ দল তথা 'আলিমগণের অভীষ্ট লক্ষ্য। এটা ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বৃটিশের বিরুদ্ধে পর্দার আড়ালে নিজেদের কার্যসিদ্ধির একটি ব্যবস্থামাত্র। আর "হাজী সাহেব তুরঙ্গযয়ী" যিনি নিজ এলাকায় এ ধরনের একটি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন তিনিও উল্লিখিত বিশেষ দলের একজন সদস্য। সায়্যিদ সিথানবী আরও বলেন যে, এ ধরনের ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার জন্য কারা উদ্বুদ্ধ করছেন এবং এর কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত– এসব সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না। কিন্তু ত্রিপলী এবং বলকান যুদ্ধ প্রতিভাত করে দিয়েছে যে, ইউরোপীয় খ্রীস্টান শক্তিবর্গ তুর্কীদের শত্রু আক্রমণকারীদেরকে সহায়তা করে ইসলামী খিলাফত সমূলে ধ্বংস করার সংকল্প করে। তাই উপমহাদেশের 'আলিমগণ ইসলামী খিলাফত এবং পবিত্র স্থানসমূহকে সংরক্ষণকল্পে বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করেন। এ ব্যাপারে প্রচার-প্রসারের উত্তম পন্থা এই যে, প্রতি গ্রামে, প্রতি এলাকায় এবং প্রতি বস্তিতে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হোক।[৩৬] ফলে বিভিন্ন স্থানে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হতে থাকে।

যে সকল শিক্ষার্থী শায়খুলহিন্দের নিকট বয়'অত হতেন তিনি তাঁদের নিকট থেকে জিহাদ করার বয়'অতও গ্রহণ করতেন। অতঃপর তিনি তাঁদেরকে উপদেশ দিয়ে বলতেন– যেখানেই তোমরা অবস্থান কর তথায় মাদ্‌রাসা স্থাপন করে বিদ্যার্থিগণকে ইসলামী শিক্ষা দেয়ার সাথে সাথে জিহাদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবে।

এই বয়'অতপ্রাপ্ত বিদ্যার্থিগণ যেখানেই অবস্থান করতেন তথায় মাদ্‌রাসা স্থাপন করে ইসলামী শিক্ষার পাঠ দেয়ার সাথে সাথে তাঁদেরকে জিহাদের প্রেরণার বীজও বপন করে দিতেন। এ ধরনের বহু মাদ্‌রাসা ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে স্থাপিত হয় এবং বিশেষ করে য়্যাগিস্তানে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৭]

---

৩৫. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *তাহরীকে শায়খুলহিন্দ*, (লাহের ঃ মাকতাবা রশীদিয়া, ১৯৭৫), পৃ ১০৬।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১০৭।

৩৭. মুহাম্মদ মিয়াঁ, *আসীরানে মাল্টা*, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

নিযারাতুল মা'আরিফ

আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার ফলে ইসলাম সম্পর্কে মুসলিম যুবকদের মনে যে ভুল ধারণার উন্মেষ হয় তা' দূরীকরণের লক্ষ্যে শায়খুলহিন্দ একটি শিক্ষালয় স্থাপনের মনস্থ করেন। তাদেরকে তিনি এ শিক্ষালয়ে কুর'আন শিক্ষা এমনভাবে দেয়ার চিন্তা করেন যাতে ইসলাম সম্পর্কে তাদের সর্বপ্রকারের সংশয়, সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব সমূলে তিরোহিত হয়ে যায়। এতদুদ্দেশ্যে ১৩৩১ হিজরী মুতাবিক ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর ফত্হ্পুরী মসজিদে নিযারাতুল মা'আরিফ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৮] নিযারাতুল মা'আরিফ ছিল মূলত কুর'আন শিক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এ শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষকতায় শায়খুলহিন্দের সহযোগী ছিলেন হাকীম আজমল খান[৩৯] ও নওয়াব ওকারুল মূল্ক[৪০]। শায়খুলহিন্দ যে ভাবে দেওবন্দে তাঁর

---

৩৮. শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসায়ন আহ্মদ মদনী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৮-১৩৯।

৩৯. হাকীম আজমল খান, মসীহুল মুল্ক্ (১৮৬৭-১৯২৭) ভারত বিখ্যাত ইউনানী চিকিৎসক। দিল্লীর বংশানুক্রমিক হাকীম পরিবারে জন্ম। পিতা হাকীম মুহাম্মদ খান, 'আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষা, চিকিৎসা, দর্শন, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষার পর কিছু কাল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 'আবদুল মজীদ খান প্রতিষ্ঠিত দিল্লীর তিব্বিয়া কলেজে অধ্যাপনা করেন। রামপুর নওয়াবের খাস হাকীমরূপে কিছুকাল (১৮৯২-১৯০২) কাটান। অতঃপর ইরাক ভ্রমণে বের হন। দেশে ফিরে কয়েক বছর দিল্লীর তিব্বিয়া কলেজের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এরপর ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে ইউরোপের ভ্রমণে বের হন। ফিরে এসে লেডী হার্ডিজ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। অব্যর্থ চিকিৎসার জন্য খ্যাতি লাভ করেন। ভারতের বাহিরের দেশসমূহ থেকেও তাঁর নিকট জটিল রোগী আসত। তিনি কংগ্রেস আন্দোলনেও যোগ দেন। ১৯১৮ সালে কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। ১৯২০ সালে ইংল্যান্ড সেভার্স সন্ধিতে স্বাক্ষর করলে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন। ১৯২১ সালে কংগ্রেসের আহ্মদাবাদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ঐ বছর খিলাফত কনফারেন্সেও সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৪ সালে আরবদেশ ভ্রমণ করেন। ১৯২৭ সালে ইউরোপ থেকে ফিরে এসে রামপুর রাজ্যে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হিন্দু-মুসলিম একতার আজীবন সক্রিয় সমর্থক এবং উভয় সম্প্রদায়ের প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁকে 'ভারতের সেরা ভদ্রলোক' বলে অভিহিত করেন। (*বাংলা-বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, পৃ ১১৬)।

৪০. নওয়াব ওয়াকারুল মুল্ক (১৮৩৯-১৯১৭) মুসলিম লীগের প্রথম সম্পাদক, বিশিষ্ট সমাজকর্মী; জন্মস্থান সম্ভল (আমরোহা, জিলা মুরাদাবাদ)। প্রথমে শিক্ষক ও পরে ইংরেজী আদালতে সিরিশ্তাদার ছিলেন। স্যার সায়্যিদ আহ্মদের অধীনেও কিছুকাল কাজ করেন। তাঁরই সুপারিশে হায়দারাবাদ রাজ্যে আমন্ত্রিত হন। উচ্চ উচ্চ পদে পূর্ণ সততা ও দক্ষতার সাথে কাজ করেন। রাজ্যবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাঁকে পেনশন দিয়ে বিদায় দেয়া হয়। দেশে ফিরে জাতীয় সংস্কার বিশেষত 'আলীগড় কলেজের কাজে অংশগ্রহণ করেন। ১৯০১ সালের অক্টোবরে তিনি লক্ষ্ণৌ শহরে মুসলিম নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে মুসলমানদের দাবিগুলো সর্বপ্রথম উত্থাপন করেন। তারপর বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে এ সকল দাবির পুনরাবৃত্তি করেন। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় যে কনফারেন্সে মুসলীম লীগের প্রথম যুগ্মসম্পাদক (মুহ্সিনুল মুল্কসহ) এবং মুহ্সিনুল মুল্কের স্থলে 'আলীগড় কলেজের সম্পাদক নির্বাচিত হন (১৯০৭)। তিনি ভারতের

Dhaka University Institutional Repository

দলের লোকদের সাথে মওলানা সিন্ধীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি দিল্লীর যুবশক্তির সাথেও তাঁর পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছেন। এতদুদ্দেশ্যে শায়খুলহিন্দ দিল্লী গমন করে ডাক্তার মুখতার আহ্মদ আনসারীর[৪১] সাথে মওলানা সিন্ধীর পরিচয় করিয়ে দেন। অতঃপর ডাক্তার আনসারী মওলানা আবুল কালাম আযাদ[৪২] ও মওলানা মুহাম্মদ 'আলী'র[৪৩] সাথে মওলানা সিন্ধীর পরিচয় করিয়ে দেন। এভাবে

মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের জোর সমর্থক ছিলেন। ১৯০৬ সালে সিমলায় অনুষ্ঠিত (বড়লাট সমীপে) মুসলিম ডেপুটেশনে যোগদান করেন। স্যার সায়্যিদ আহ্মদের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হলেও ওয়াকারুল মুল্ক বৃটিশের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে ইতস্তত করতেন না। মুসলিমদের স্বতন্ত্র দাবী উত্থাপন করলেও তিনি হিন্দুদের সঙ্গে সংমিশ্রন চেয়েছেন। ১৯১১ সালে (১ জুন) ইলাহাবাদে অনুষ্ঠিত হিন্দু-মুসলিম কনফারেন্সে তিনি অংশগ্রহণ করেন। (*বাংলা বিশ্বকোষ,* ৩য় খণ্ড, পৃ ৪৩৯)।

৪১. ডাক্তার মুখতার আহ্মদ আনসারী ভারতের যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত গাযীপুর জেলার ইউসুফপুর গ্রামে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বেনারসে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর এলাহাবাদ কলেজ থেকে এফ.এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর হায়দারাবাদের নিযাম কলেজ থেকে বি.এ পরীক্ষায় ডিস্টিংশন নম্বরসহ উন্নীত হয়ে লণ্ডন মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম. বি. বি. এস ডিগ্রী লাভ করেন। তথায় তিনি কিছুকাল হাউস সার্জন এবং রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকেন। ১৯১১ সালে ভারতে আগমন করে ১৯১২ সালে মেডিক্যাল মিশনসহ তুর্কী গমন করেন। ১৯১৮ সালে দিল্লীতে তিনি কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। 'হোম রোল আন্দোলন'-এ এবং রাওল্যাট বিলের বিরুদ্ধে এজিটেশনে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯২০ সালে তিনি খিলাফত ডেপুটেশনের প্রধান সম্পাদক হিসেবে ভারতের ভাইসরয়ের সাথে সাক্ষাত করেন। ১৯২২ সালে তিনি 'গয়া'তে অনুষ্ঠিত খিলাফত কন্ফারেন্স সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৩ সালে সরাজপার্টি এবং কেন্দ্রীয় কংগ্রেস পার্টির মধ্যে সমঝোতার প্রচেষ্টা করণার্থ দিল্লীতে মওলানা আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হয় তিনি তার অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন। ১৯২৭ সালে ডাক্তার আনসারী মাদ্রাজে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে ১৯২৮ সালে 'অল পার্টিজ কন্ফারেন্স'-এর সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৫ সালে কংগ্রেসের 'গোল্ডেন জোবিলী'-এর উদ্বোধন করেন। ১৯৩৬ সালে রামপুর থেকে দিল্লীতে আগমনের পথে ট্রেনে হৃদযন্ত্রের প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান। (মুফতী ইন্তিযামুল্লাহ্, *মাশাহীরে জঙ্গে আযাদী,* করাচী ঃ মুহাম্মদ সা'ঈদ এণ্ড সন্স, ১৩৭৬ হি. পৃ ২৮৯-২৯০)।

৪২. মওলানা আবুল কালাম আযাদ ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং দশ বছর বয়সে পিতা মুহাম্মদ খায়রুদ্দীনের সাথে কোলকাতায় আগমন করেন। গৃহে অধ্যয়ন করে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি 'আরবী, ফারসী, উর্দু, ইসলামী সাহিত্য, দর্শন, ভূগোল ও ইতিহাস শাস্ত্রের পাঠ সমাপ্ত করেন। উর্দু দৈনিক 'আল্-হিলাল' (প্রথম প্রকাশ ১৯১২) সম্পাদনা করার সময়ে ভারতের বৃটিশ সরকার কর্তৃক অন্তরিত হন। স্বাধীনতা অর্জনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বহুবার ও বহু বছর কারাজীবন যাপন করেন। ভারতীয় কংগ্রেসের অন্যতম নেতা হিসেবে মহাত্মা গান্ধীর সাথে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। খিলাফত আন্দোলনেও

Dhaka University Institutional Repository

দিল্লীতে মুসলিম ভারতের উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও রাজনীতির সাথে মওলানা সিন্ধীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।[৪৪]

সি. আই. ডি-এর বর্ণনা মতে 'উবায়দুল্লাহ্ দারুল উলূম দেওবন্দকে নিজেদের মিশনারীসমূহের দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বানাতে সক্ষম না হওয়ায় দিল্লীতে একটি ইসলামী শিক্ষালয় স্থাপন করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৪৫]

তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি তিনবার ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন (১৯২৩, ১৯৩৯, ১৯৪৬)। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (১৯৪৭-১৯৫৮)। তাঁর সময়ে পাকভারতে তিনি ছিলেন 'আরবী, ফারসী, উর্দু ভাষার অপ্রতিদ্বন্দ্বী 'আলিম হিসেবে স্বীকৃত। তিনি বহু গ্রন্থপ্রণেতা এবং পবিত্র কুর'আনের একটি উর্দু অনুবাদ ও ভাষ্য তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। (*বাংলা বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, পৃ ১৭৩)

৪৩. মওলানা মুহাম্মদ 'আলী ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের রামপুর রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। 'আলীগড়ের ছাত্ররূপে প্রদেশের বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান এবং অক্সফোর্ড থেকে বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। প্রথমে রামপুর রাজ্যের প্রধান শিক্ষা অধিনায়ক ছিলেন। পরে ইস্তিফা দিয়ে বড়োদা সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। ভারতীয় জনসাধারণ বিশেষত মুসলমানদেরকে সাম্রাজ্যবাদের শোষণ মুক্ত করার গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনিই ছিলেন বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দুই যুগের রাজনৈতিক মঞ্চের প্রভাবশালী অধিনায়ক। ভারতীয় মুসলিম লীগের (১৯০৬) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। রাজদ্রোহের অপরাধে একাধিকবার কারারুদ্ধ ও অন্তরিত হন। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের নায়ক ; ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন ; কিন্তু পরে 'নেহেরু রিপোর্ট' প্রকাশিত হলে কংগ্রেসের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন (১৯২৮)। ১৯৩১ খ্রী. লন্ডনের গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। সেখানে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাই ছিল তাঁর আযাদীর জন্য উৎকণ্ঠিত মনোভাবের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। এ সালেই তিনি ইংল্যান্ডে মৃত্যুবরণ করেন এবং জেরুজালেমের মসজিদুল আকসার পাশে সমাহিত হন। তাঁর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক ইংরেজী কমরেড ও দৈনিক উর্দু হামর্দদ পত্রিকায় বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে অনলবর্ষী লেখা বের হয়। (*বাংলা বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৯৬)

৪৪. মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, *কাবুল মেঁ সাত সাল*, (লাহোর ঃ সিন্ধ সাগর একাডেমী, ১৯৫০), পৃ ১০৪-১০৫ ; মুহাম্মদ তুফায়ল, "মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী," *মাসিক নুকূশ*, (লাহোর ঃ ইদারা ফরূগ উর্দু, ১৯৬৪), আপবীতী সংখ্যা, পৃ ১৪২৩।

৪৫. Silken Letters Conspiracy Case and who is who, C. I. D. Report, (ইন্ডিয়া অফিস, লন্ডনে সংরক্ষিত রেকর্ড) ফৌজদারী মোকদ্দমা, ভারতের বড়লাট বনাম 'উবায়দুল্লাহ্ ও অন্যান্য, ১২১ নং ধারা, মোকদ্দমার আরজীর ১৭ নং বর্ণনা।

সি. আই. ডি. মওলানা 'উবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে এ আন্দোলনের নায়ক মনে করে এভাবেই তারা রিপোর্ট তৈরী করে। বস্তুত এটা ছিল তাদের সম্পূর্ণ ভ্রান্ত রিপোর্ট। কেননা মওলানা সিন্ধী 'যাতী ডায়রী'তে লিখেন,

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার্থীদেরকে কুর'আনের মৌলিক ও প্রকৃত ব্যাখ্যা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে নিযারাতুল মা'আরিফ স্থাপিত হয়েছিল যা' তার নামকরণে প্রতিভাত হয়। এ শিক্ষালয়ে 'আরবী ভাষাও শিক্ষা দেয়া হ'ত। এতদ্ব্যতীত এ শিক্ষাকেন্দ্রটি ছিল বৃটিশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের গোপন আস্তানা। এখানে তারা বিভিন্ন সময়ে গোপন বৈঠকে মিলিত হ'ত।[৪৬]

১৯১২ সালে মুসলিম বিশ্বে নূতন একটি বিপদ আপতিত হয়। ধূর্ত বৃটিশ এবং তার সহযোগী রাষ্ট্রসমূহ তুরস্কের বিরুদ্ধে বলকানের রাজ্যসমূহকে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। আর জার্মানী ও ইটালী জেনারেল ফ্রাঙ্কুর মাধ্যমে স্পেনে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য যা' করতে চেয়েছিল তা' তারা বলকানীদের মাধ্যমে তুরস্কের বিরুদ্ধে করাবার প্রয়াসী হয়। তদুপরি বৃটিশ সরকার ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে কানপুরের একটি রাস্তা সোজা করতে গিয়ে একটি মসজিদকে ধ্বংস করে দেয়। মুসলমানগণ এর তীব্র প্রতিবাদ করলে ইংরেজদের গুলীতে অনেক মুসলমান শাহাদত বরণ করেন।[৪৭]

উল্লিখিত ঘটনাদ্বয় সংঘটিত হওয়ায় ভারতের মুসলমানগণ একই প্লাটফর্মে সমবেত হয়। দেশকে মুক্ত করার প্রবল স্পৃহা তাদের মনে জেগে উঠে। দিল্লীতে 'নিযারাতুল মা'আরিফ' স্থাপন করে ভারতের যুবকদেরকে জিহাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। হাকীম আজমল খান, ডাক্তার মুখতার আহ্মদ আনসারী, মওলানা শওকত 'আলী,[৪৮] মওলানা মুহাম্মদ 'আলী, মওলানা যাফর 'আলী খান,[৪৯] মওলানা আবুল কালাম

"১৯০৯ সালে শায়খুলহিন্দ আমাকে দেওবন্দে ডেকে এনে এখানে অবস্থান করার নির্দেশ দেন। এখানে চার বছরকাল তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় জম্'ইয়াতুল আনসারে কাজ করতে থাকি। ... শায়খুলহিন্দের নির্দেশে আমি দেওবন্দ থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হই এবং ১৯১৪ সালে নিযারাতুল মা'আরিফ স্থাপিত হয়। এ সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতায় শায়খুলহিন্দের সাথে হাকীম আজমল খান এবং নবাব ওকারুল মুল্‌ক্ ও ছিলেন। ... ১৯১৫ সালে শায়খুলহিন্দের নির্দেশে কাবুল গমন করি; কিন্তু আমাকে বিস্তারিত কোন প্রোগ্রাম বলা হয়নি।" মওলানা সিন্ধীর উল্লিখিত বর্ণনাসমূহ থেকে একথাই প্রতিভাত হয় যে, এ আন্দোলনের নায়ক ছিলেন শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান; মওলানা সিন্ধী নয়। (মুহাম্মদ সারওয়ার সংকলিত, *খুতুবাত-এ মওলানা 'উবায়দুল্লাহ সিন্ধী*, লাহোর ঃ সিন্ধ সাগর একাডেমী, তা. বি. পৃ ৬৭-৬৮ ; *নকশে হায়াত*, ২য় খণ্ড, পৃ ১৪৮-১৪৯)

৪৬. প্রাগুক্ত, মোকদ্দমার আরজীর ২১ নং বর্ণনা।

৪৭. মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ, *আসীরানে মাল্টা*, পৃ ২৭।

৪৮. মওলানা শওকত 'আলী (১৮৭৩-১৯৩৮) উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা। রামপুরের সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। বেরেলী ও 'আলীগড়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন (১৮৯৫-৯৬)। মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি বৃটিশের উপেক্ষা, বঙ্গভঙ্গরদ, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, দেশবাসীদের হাতে ক্ষমতা ত্যাগে অস্বীকৃতি এবং বৃটিশের মুসলিম বিরোধী পররাষ্ট্রনীতির কারণে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে চাকুরিতে ইস্তিফা দেয়া এবং ইউরোপীয় প্রীতি বর্জন করে তিনি আযাদী আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এক মুহূর্তের জন্যও স্বদেশের স্বার্থকে উপেক্ষা করেন নি।

Dhaka University Institutional Repository

আযাদ এতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সি.আই. ডি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, 'নিযারাতুল মা'আরিফ' তাদের গোপন পরামর্শগৃহ ছিল এবং এ প্রতিষ্ঠানকে সর্বসাধারণ লোকে রাজনৈতিক ক্লাব বলে আখ্যায়িত করত।[৫০]

নিযারাতুল মা'আরিফ স্থাপনের উদ্দেশ্যের সারসংক্ষেপ এই যে, পরবর্তীতে ভারতকে বৃটিশ কবলমুক্ত করা। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় এ সংগঠনকে দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে স্থাপন করা হয়। মওলানা সিন্ধীকে এর দায়িত্ব দিয়ে শায়খুলহিন্দ তাঁকে দেওবন্দ থেকে দিল্লীতে স্থানান্তর করেন। এরপর অনতিবিলম্বে রাজনৈতিক দীক্ষাও তিনি এর প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ রাজনৈতিক দীক্ষার দায়িত্বও তিনি তাঁকে প্রদান করেন। বিশেষভাবে তিনি দিল্লী গমন করে উচ্চস্তরের রাজনীতিবিদ মওলানা আবুল কালাম আযাদ, মওলানা মুহাম্মদ 'আলী এবং ডাক্তার মুখতার আহ্মদ আনসারীর সাথে মওলানা সিন্ধীর পরিচয় করিয়ে দেন। ফলে মওলানা সিন্ধী এ সংগঠনের একজন সম্পাদক ও কনভেনার হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। এরপর থেকেই উপমহাদেশের উচ্চস্তরের রাজনীতিকদের সভা ও পরামর্শের কেন্দ্র হিসেবে এ সংগঠন ব্যবহৃত হতে থাকে। এভাবে এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উপমহাদেশের রাজনৈতিক অভিষ্টসিদ্ধি সাধিত হয়।[৫১]

নেহরু রিপোর্টের বিরোধিতা (লক্ষ্ণৌ অধিবেশন আগস্ট ১৯২৮) এরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগের সংগঠন থেকে শুরু করে ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের অধিবেশন পর্যন্ত মুসলমানদের প্রতিটি দাবির প্রতি বলিষ্ঠ সমর্থন জানান। খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-২২) যোগদান করে রাজরোষে পতিত হন এবং কিছুকালের জন্য কারারুদ্ধ হন। (*বাংলা বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৪২৩)।

৪৯. মওলানা যাফর 'আলী খান (১৮৭৩–১৯৫৬) উর্দু সাহিত্যিক, বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি, কবি ও সাহিত্যিক। পাঞ্জাবের সিয়ালকোট জেলার কোটমর্থ নামক স্থানে জন্ম। 'আলীগড় থেকে বি. এ. ডিগ্রী লাভের পর নবাব মুহ্সিনুল মুলক্-এর সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। বোম্বে থেকে হায়দারাবাদ গমন করে অনুবাদকের পদ গ্রহণ করেন। পরে হায়দারাবাদ রাজ্যের স্বরাষ্ট্রবিভাগের সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত হন। লাহোর থেকে যমীনদার পত্রিকা প্রকাশ করেন। জীবনের অধিকাংশ সময় রাজনীতিতে অতিবাহিত হয়। তিনি পাঞ্জাব এসেম্বলীর সদস্য ছিলেন। প্রথমে তিনি কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। পরে তিনি মুসলিম লীগের সদস্য হয়ে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পাকিস্তানের সংসদ সদস্যও ছিলেন। তিনি কবি, প্রবন্ধকার এবং বক্তা হিসেবে বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেন। তিনি ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বিষয়ে কবিতা রচনা করতেন। তিনটি কাব্যসংগ্রহ বাহারিস্তান, নিগারিস্তান ও চমনিস্তান নামে প্রকাশিত হয়। মা'রিফায়ে মাযহাব ও সায়িন্স, গালাবায়ে রোম ও জঙ্গে রোম ও জাপান (কাব্য নাটক) তাঁর অনন্য বিখ্যাত গ্রন্থ। (*বাংলা বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ১৮৫)।

৫০. মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮।

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ ২৮-২৯।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

শায়খুলহিন্দের আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক তৎপরতা

রাজনৈতিক পরিবেশ

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় ইংরেজগণ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে থাকে। ইংরেজদের ধারণা মতে– স্বাধীনতার মূল হোতা ছিল মুসলমান। তাই তারা মুসলমানদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে। প্রায় সাতাশি হাজার মুসলমানকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলায়। তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াফ্‌ত্‌ করে। সরকারি চাকুরি থেকে ছাঁটাই করে। নিরপরাধ জনসাধারণকে অগ্নিদগ্ধ করে। স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম উভয়েই অংশগ্রহণ করেছে। আন্দোলনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সৈন্য ছিল হিন্দু। এতদসত্ত্বেও মুসলমানদের প্রতি তাদের অসন্তোষ ছিল চরম। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী হিন্দুরাও তাদের অত্যাচার থেকে রেহাই পায় নি। ফলে ভারতবাসী নিস্তব্ধ, নিঝুম ও নির্বাক হয়ে পড়ে। এ সময়ে ভারতীয়দের অন্তরে ইংরেজদের ভীতির সঞ্চার হয়। ভারতবাসী ইংরেজদের মনোতুষ্টির জন্য তাদেরকে বিভিন্নভাবে তোষামোদ ও তোয়াজ করতে থাকে। এ তোষামোদিতে তারা বেপরোয়া ভাব দেখায়। কিন্তু পরবর্তীকালে ইংরেজগণ ভারতীয়দের মনোবল বৃদ্ধির প্রয়োজন অনুভব করে। তাই তারা তোষামোদকারীদেরকে খান সাহেব, রায় সাহেব, খান বাহাদুর, রায় বাহাদুর, রাজা, মহারাজা, স্যার, শামসুল 'উলামা ইত্যাদি বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করতে থাকে। তোয়াজকারিগণ প্রফুল্লচিত্তে খেতাবলাভ করে উৎফুল্ল হতো।[১]

পক্ষান্তরে ইংরেজ বিদ্বেষী স্বাধীনতাকামী মর্দে মুজাহিদও বিদ্যমান ছিলেন। তাঁরা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মূক ছিলেন বটে; কিন্তু তাঁদের প্রেরণা দমে যায় নি। তাঁরা পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলেন বটে, তবে এ আবদ্ধ শৃঙ্খলকে উন্মুক্ত করার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও উপকরণ খুঁজতে থাকেন। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের মাত্র উনিশ বছর পর ১৮৭৬ সালে বাংলায় 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' ও এর দু'বছর পর দেওবন্দে 'সামরাতুত্‌ তরবিয়ত' এবং ছ'বছর পর মাদ্রাজে 'মহাজনসভা' ইত্যাদি দল প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকল দলের বহিরাবরণ ছিল জনকল্যাণমূলক। মূলত এদের কার্যক্রম ছিল

১. শায়খ মুহাম্মদ মূসা, *উপমহাদেশের মুজাহিদীনের অবদান*, (ঢাকা ঃ হোছাইনিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭২), পৃ ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক।[২] খোশামোদ ও তোয়াজপ্রিয় ইংরেজ জাতি নিশ্চিন্ত ছিল যে, ক্ষমতায় একচ্ছত্র অধিকার তাদের হাতের মুঠোতে রয়েছে এবং ভারতবাসী তাদের সম্মুখে সম্পূর্ণ মস্তকাবনত।[৩]

দূরদর্শী বিচক্ষণ কতিপয় ইংরেজ বুঝতে পারল যে, কিছু কিছু রাজনৈতিক দল কল্যাণমূলক কাজ করার আবরণে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। এ বাহ্যিক জনকল্যাণমূলক দলসমূহকে নিস্তেজ ও বিনষ্ট করতে হবে। তাই তারা ভারতবাসীর সকলের জন্য একটি দল গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এ দলের মাধ্যমে তাদের নিকট উপমহাদেশের জনগণ নিজেদের মনের আবেগ প্রকাশ করতে সক্ষম হবে। নতুবা তাদের চাপা থাকা আবেগসমূহ বিস্ফোরিত হয়ে যে-কোন অঘটন ঘটাতে পারে। ভারতের ভাইসরয় লর্ড ডাফ্রিন এ.ও. হিউমকে পরামর্শ দিয়ে বলেন–

> "শাসক ও দেশের জনগণ সকলের জন্য আমি উত্তম মনে করি যে, উপমহাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ একটি সংগঠন গড়ে তুলবে যারা বছরে একবার মিলিত হয়ে সরকারি জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থাপনায় কি ত্রুটি রয়েছে এবং কি পদক্ষেপ গ্রহণ করলে ত্রুটিসমূহ শোধরানো সম্ভব হবে– এ সকল বিষয়ে সরকারকে অবহিত করবে।"[৪]

'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' নামক সংগঠনটি লর্ড ডাফ্রিনের এ পরামর্শের কার্যকর পদক্ষেপ। এ প্রেক্ষাপটে বৃটিশ কর্তৃক কংগ্রেস সৃষ্ট হলেও তা' তাদের জন্য শিরঃপীড়া হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন 'পূণা'তে অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঘোষিত হয়ঃ

১. উপমহাদেশের বিভিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায় এবং জাতিকে এক ও অভিন্ন জাতিতে গঠন করা

২. বিভিন্ন জাতির সম্মিলনে ভারতীয় যে জাতির সৃষ্টি হবে সে জাতির মজ্জাগত, চরিত্রগত এবং রাজনৈতিক যোগ্যতা পুনর্জীবিত করা

৩. ভারতবাসীর জন্য যে অবস্থা ও পরিস্থিতি ক্ষতিকারক ও অন্যায় তা' সংস্কার ও সংশোধন করা এবং এ পদ্ধতিতে ভারত ও ইংল্যান্ডের মাঝে ঐক্য ও সাদৃশ্য সুদৃঢ় করা।[৫]

লর্ড ডাফ্রিনের উদ্দেশ্য ছিল– এ সাম্রাজ্যে এমন এক দল গঠিত হবে যে দল বৃটিশের পদলেহনকারী, চাটুকার এবং চিরস্থায়ীভাবে তাদের রাজত্ব স্থায়িত্বের সহায়ক হয়। এ প্রেরণা নিয়েই এ

---

২. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. হ্যাপী, (উর্দু অনুবাদ) *হুকুমতে খুদ এখতিয়ারী*, (করাচী ঃ কুতুবখানা ইমদাদিয়া, ১৯৫৭), পৃ ৩।

৫. মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ, *আসীরানে মাল্টা*, (দিল্লী ঃ আল্-জম্'ইয়াত বুক ডিপো, ১৯৭৬), পৃ ১৪-১৫।

Dhaka University Institutional Repository

দল শাসকদেরকে তাদের আশোভনীয় কাজকর্ম সম্পর্কে সচেতন করবে। লর্ড ডাফ্রিনের এ-উদ্দেশ্য সফল হয় নি। কেননা পুনাতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়কে এক ও অভিন্ন জাতিতে গঠন করতে হবে। কংগ্রেসের এ সিদ্ধান্তটি বৃটিশের জন্য মহাহুমকি স্বরূপ। ভারতীয়গণ এক জাতিতে পরিণত হলে যে-কোন সময়ে এ জাতি বৃটিশের জন্য চ্যালেঞ্জ হতে পারে। মোটকথা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এভাবে গঠিত হওয়া বৃটিশ সরকারের অভিপ্রায় ছিল না। তাই আইনগত কোন কারণ না দর্শিয়ে এ দলটিকে বিলুপ্ত করা যথার্থ হবে না বিধায় তারা এ দলটিকে নিষ্ক্রিয় করার প্রয়াস চালায়।[৬]

"হিন্দু ও মুসলিমের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগাও এবং শাসনকার্য পরিচালনা কর" –এ নীতির ভিত্তিতে ইংরেজগণ বৃটিশ সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার পলিসি গ্রহণ করে। তারা এ পলিসি কার্যকর করার জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তন্মধ্যে মৌলিক কয়েকটি এই ঃ

(ক) হিন্দু-মুসলিম কি এক জাতি? সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো হিন্দু সম্প্রদায়। 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস'-এ মুসলমানদের জন্য যোগদান করা কি বৈধ? আবার সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নেতৃত্ব থাকবে হিন্দুদের হাতে। তাই হিন্দু-মুসলিমের এমন সংহতি কি বৈধ? এভাবে ইংরেজগণ মুসলমানদেরকে পৃথক করার চেষ্টা করে।

(খ) ভারতের সরকারি ভাষা ছিল ফারসী। মুসলিম অমুসলিম এমনকি উত্তর ভারতের চাম্বা, গাড়োয়াল, ব্লেসপুর ইত্যাদি পার্বত্য অঞ্চলের দলীল-দস্তাবেজও ফারসী ভাষায় সম্পাদিত হত। শিখদের রাজত্ব পাঞ্জাবে স্থাপিত হওয়ার পরও তাদের সরকারি ভাষা ছিল ফারসী।

১৮৩৫ সালে লর্ড মীকালে ফারসীর স্থলে ইংরেজীকে সরকারি ভাষায় পরিণত করে। এ-সময়ে উর্দু ভারতের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ইউ.পি-এর ল্যাফ্টেনেন্ট গভর্নর স্যার এন্টোনী ১৯০০ সালের এপ্রিলে আদালত ও কোর্ট কাচারিতে হিন্দী অক্ষরে লিখিত আবেদনপত্র গৃহীত হওয়ার এক সার্কুলার জারি করে। এতে হিন্দুগণ সন্তুষ্ট হয় এবং মুসলমানগণ বিভিন্ন সভা-সমিতি করে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। এভাবে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে দ্বন্দ্বও কলহের সৃষ্টি হয়।

---

৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫। The All India National Congress was, of course, the brain child of an English man. "No Indiain," said Mr. G.K. Gokhale, one of the early patriarchs of the congress, in London in 1913, could have started the Indian National congress... If the founder of the congress had not been a great Englishman and a distinguishad ex- official, such was the distrust of Political agitation in those days, that the authorities would have at once found some way or the other of suppressing the movement. (C.F. Andrews, *The Rise and Growth of the congress in India,* London, George Allen and Unwin, 1938, p. 121)

Dhaka University Institutional Repository

(গ) মুসলমানগণ ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। ইংরেজগণ মুসলমানদেরকে এ-কথা বলে তাদের মধ্যে হীনমন্যতার সৃষ্টি করে। শত শত বছর যাবত হিন্দু ও মুসলমান একত্রে বসবাস করে আসছে; কিন্তু সংখ্যাগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কখনই তাদের কারো মধ্যে এর প্রভাব পড়ে নি। সুকৌশলে বৃটিশ মুসলমানদের মধ্যে এ হীনতাবোধের সৃষ্টি করে দেয়।

(ঘ) হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বৃটিশ সরকার বিভিন্ন কলা কৌশলে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করে হিন্দু ও মুসলিম দু'টি পৃথক জাতিতে পরিণত করে। ফলে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার সৃষ্টি হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে দু'টি দেশে পরিণত হয়।[৭]

বিপ্লবী দলের উৎপত্তি

ভারতীয় উপমহাদেশে এ সময়ে স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী দলেরও উৎপত্তি হয়েছিল যারা বৃটিশের আইন অমান্য করে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করত। এখানে আমরা আইন অমান্যকারী তিনটি দলের উল্লেখ করছি ঃ

(ক) ১৯০৫ সালে ভারতের বিপ্লবীগণ বার্লিনে 'আঞ্জুমনে ইন্‌কিলাবে হিন্দ' গঠন করে। ভারতে গণতান্ত্রিক সরকার স্থাপিত করাই ছিল এ আঞ্জুমনের উদ্দেশ্য। এ আঞ্জুমনের নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হত। এ সকল সভায় তুর্কী, রোমান এবং জার্মান অফিসারগণ অংশগ্রহণ করতেন।[৮]

(খ) বাঙালীদের শক্তি খর্ব করার উদ্দেশ্যে ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন ১৯০৩ সালে চট্টগ্রাম, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগগুলোকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করে একটি নূতন প্রদেশ গঠন করার পরিকল্পনা করে। বাঙ্গালীরা এ পরিকল্পনা গ্রহণে মোটেই সম্মত হয় নি। তারা এর বিরুদ্ধে সভা-সমিতি করতে থাকে। লাখ লাখ বাঙ্গালীর স্বাক্ষরযুক্ত আবেদনপত্র বড়লাট সমীপে দেয়া হয়; কিন্তু এসব আবেদনপত্র তাঁদের নিকট অগ্রাহ্য হয়। বঙ্গভঙ্গের পকিল্পনা ১৯০৫ সনের ৫ জুলাই প্রকাশিত হয় এবং ঐ সালের ১৬ অক্টোবর এটা কার্যকর হয়।[৯]

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাঙ্গালীরা ১৯০৬ সনের ৭ আগস্ট স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ করে। বিলেতী দ্রব্য বয়কট করে। বিলেতী দ্রব্যে প্রকাশ্যে আগুন লাগানো হয়। ছাত্ররা সরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বর্জন করে।[১০]

---

৭. মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬-১৮।

৮. *রাওল্যাট কমিটি রিপোর্ট,* (লাহোর ঃ কাশিরাম প্রেস, ডিসেম্বর ১৯১৮), পৃ ২২৬।

৯. মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮-১৯।

১০. এম.এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ১৯৫৭-১৯৪৭,* (ঢাকা ঃ আহ্‌মদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৪), পৃ ১৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গবঙ্গের প্রতিক্রিয়া বিহার ও উড়িষ্যাতেও পড়ে। ফলে ১৯০৮ সালের ১১ এপ্রিল মুযাফ্ফরপুরের জজ কঙ্গস্ফোর্ডের গাড়ীতে বোম মারা হয়।[১১] ১৯০৭ সনে কংগ্রেসের সম্মেলন নাগপুরে করার প্রস্তাব গৃহীত হলেও তথাকার উত্তেজিত যুবকগণ নাগপুরে কংগ্রেসের সম্মেলন হতে দেয় নি। ফলে এ সম্মেলন বোম্বেতে অনুষ্ঠিত হয়।[১২]

১৯১১ সালের নভেম্বর মাসে ভারত সচিব বঙ্গদেশ পুনর্গঠনের নূতন পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। ভারতের রাজধানী কোলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ ঐতিহাসিক দিল্লী দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এর ফলে বাংলা ভাষাভাষী পাঁচটি বিভাগ নিয়ে বাংলাদেশ পুনর্গঠিত হয় এবং বিহার ও উড়িষ্যাকে বাংলাদেশ থেকে পৃথক করা হয়।[১৩]

(গ) হরদয়াল দিল্লীর অধিবাসী এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। তিনি আমেরিকার সানফ্রানসেস্কোতে একটি বিপ্লবী দল গঠন করেন। এখান থেকে তিনি 'গদর' নামক পত্রিকাও বের করেন। ভারতে গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের লক্ষ্যে এতে বিদ্রোহাত্মক উত্তেজনাকর প্রবন্ধ প্রকাশ করা হত। মাঝে মাঝে লিফলেট ও প্রচারপত্র প্রচার করা হত। এতে গোপন বিপ্লবী দল গঠনের জন্য উৎসাহিত করা হত। হরদয়ালের এ বৈপ্লবিক দলে হিন্দু, মুসলিম এবং শিখ সকলেই সমবেতভাবে সদস্য হতো। রামচন্দ্র ও মৌলবী বরকতুল্লাহ্ এ দলের বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। তুরস্ক ও জার্মানী এ দলের পৃষ্ঠপোষকতা করে।[১৪]

শায়খুলহিন্দের ভূমিকা

বৃটিশের সৃষ্ট 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' এবং তৎকর্তৃক হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে গঠিত 'মুসলিম লীগ' ও 'হিন্দু মহাসভা' প্রত্যেক দলই নিজ নিজ দাবি আদায়ে তৎপর। অপরদিকে বিপ্লবী দলসমূহ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় স্বকীয়ভাবে বিপ্লবাত্মক কার্যসিদ্ধিতে উদগ্রীব। এ সময়ে শায়খুলহিন্দ সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতকে বৃটিশ কবলমুক্ত করতে চেয়েছেন। তাঁর পরিকল্পিত সশস্ত্র বিপ্লব বাস্তবায়নের রূপরেখার মধ্যে ছিল অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টি এবং বহিরাক্রমণের মাধ্যমে ভারতকে স্বাধীন করা। তাই তিনি আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ সামরিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে যে দু'জন সহকর্মীকে নির্বাচিত করেছিলেন তাঁরা হলেন তাঁর বিশ্বস্ত ও অনুগত শাগেরদ্

---

১১. মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯।

১২. প্রাগুক্ত।

১৩. এম.এ. রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭০-১৭১।

১৪. মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী[১৫] ও মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ মনসূর আনসারী।[১৬] এছাড়া ডাক্তার মুখতার

---

১৫. মওলানা 'উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ছিলেন প্রগতিবাদী শ্রেষ্ঠ 'আলিম, বিপ্লবী চিন্তার অধিকারী রাজনৈতিক চিন্তানায়ক, বিশিষ্ট সংগঠক, উৎসর্গিত শিক্ষক, শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্-এর রচনাবলীর বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকার ও তাঁর চিন্তাধারার একনিষ্ঠ প্রচারক এবং সর্বোপরি ধর্মান্তরিত একজন মুসলিম মরদে মু'মিন।

তিনি ১০ মুহার্‌রম ১২৮৯ হি./১০ মার্চ ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে পাঞ্জাবের সিয়ালকোট জেলার মিয়াঁওয়ালী গ্রামে এক শিখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৭৮ সালে ছ'বছর বয়সে সিন্ধুনদের উপকূলে ডেরাগাজী খান জেলার জামপুরে মাতুলালয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। এখানেই উর্দু মডেল স্কুলে লেখাপড়া আরম্ভ করেন। ১৮৮৪ সালে তিনি বার বছর বয়সে তুহ্‌ফাতুলহিন্দ, *তাকবিয়াতুল* ঈমান ও আহ্‌ওয়ালুল আখিরাত গ্রন্থসমূহ পাঠ করে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। ১৫ আগস্ট ১৮৮৭ সালে প্রকাশ্য ইসলাম গ্রহণের কারণে নিজ বাসভূমি ত্যাগ করেন। তিনি ভাওয়াল এস্টেটের মওলানা 'আবদুল কাদিরের নিকট 'হিদায়াতুন নহ্‌ব্' পর্যন্ত কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন। কোটলার খোদা বখ্‌শের নিকট 'কাফিয়া' পড়েন। ১৮৮৮ সনে দেওবন্দ গমন করে অধ্যয়ন করেন এবং ১৮৮৯ সালে শায়খুলহিন্দের নিকট জামি' তিরমিযী অধ্যয়ন করেন। সুনান আবূ দাউদ মওলানা রশীদ আহ্‌মদ গঙ্গূহীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন।

সিন্ধী ছিলেন আযাদীর প্রতীক। শেষ জীবনে বৃটিশ প্রশাসনের প্রশংসা করলেও এবং ভারতে আরও কিছুকাল Dominion Status চাইলেও প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন ইংরেজ রাজত্বের ঘোর দুশমন। তিনি ছিলেন শায়খুলহিন্দ গঠিত বিপ্লবী দলের একজন উৎসর্গিত দুঃসাহসিক কর্মী।

সিন্ধী উপমহাদেশের তরুণদেরকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এত সচেতন ও এত সক্রিয় করে তোলেন যে, খিলাফত আন্দোলনের সময়ে তাদের অগ্রণী ভূমিকার ফলে দেশের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে।

সিন্ধী ভারতকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে কাবুল গিয়েছিলেন। তাঁর এই স্বপ্ন ধূলিসাৎ হওয়ায় তিনি আর দেশে ফিরেন নি। তিনি সাত বছর পর কাবুল ত্যাগ করেন। মস্কোতে সাত মাস, আস্তারায় তিন বছর এবং মক্কায় বার বছর অবস্থান করার পর ১৯৩৯ সালে করাচীতে আগমন করেন।

সিন্ধী ছিলেন শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্- দর্শনের বিশেষজ্ঞ। তিনি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলকে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্-দর্শন চর্চার জন্য উৎসাহিত করেন। এ দর্শন চর্চার জন্য তিনি দিল্লীর জামিয়া-এ মিল্লিয়ায় 'বায়তুল হিকমত' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি লাহোর ও সিন্ধু হায়দারাবাদে 'সিন্ধ সাগর একাডেমি' এবং সিন্ধুতে 'মুহাম্মদ কাসিম-ওয়ালিউল্লাহ্ থিয়োলজিক্যাল কলেজ' স্থাপন করেন। উর্দুভাষায় শাহ্ সাহেবের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা সম্পর্কে তিনি 'শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ আওর উন্‌কী সিয়াসী তাহ্‌রীক' এবং তাঁর দর্শন সম্পর্কে 'শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ আওর উনকা ফালসাফা' গ্রন্থ রচনা করেন। অবশেষে তিনি ভাওয়ালপুর স্টেটের দীনপুরে ১৯৪৪ সালের ২১ আগস্ট বৃহস্পতিবার ইন্‌তিকাল করেন। পাঞ্জাবের রহীম ইয়ার খান জেলার খানপুরে তিনি সমাহিত হন। (ফুয়ূযুর রহমান, *মাশাহীর 'উলামায়ে দেওবন্দ,* পৃ ৩৪৩-৩৪৮)।

Dhaka University Institutional Repository

আহ্‌মদ আনসারী, হাকীম আবদুর রায্‌যাক এবং সীমান্ত প্রদেশের সাহসী বীর যুবক খান 'আবদুল গাফ্‌ফার খান[১৭] প্রমুখ জড়িত ছিলেন।[১৮] তা' ছাড়া তাঁর নিকট থেকে চূড়ান্ত ডিগ্রী লাভকারীগণ তাঁর হাতে

---

১৬. এ.এম.এম. আবদুল জলীল, *দেওবন্দ আন্দোলন একটি জিহাদ*, (ঢাকা ঃ ইসলামী গবেষণাকেন্দ্র, ১৯৮৩), পৃ ১০৫-১০৬)।

মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ মনসূর আনসারী ঃ তাঁর মূল নাম ছিল মুহাম্মদ মিয়াঁ আনসারী। তিনি ছিলেন মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবীর দৌহিত্র এবং 'আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষা বিভাগের প্রধান মওলানা 'আবদুল্লাহ্ আনসারীর পুত্র। তাঁর জন্মভূমি সাহারানপুর জেলার ইটা নামক স্থানে। তিনি গালাওঠীর মান্‌বা'উল 'উলূম মাদ্‌রাসা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। দেওবন্দ দারুল 'উলূম মাদ্‌রাসা থেকে ১৩২১ হিজরী সনে তিনি শিক্ষা সমাপন করে চূড়ান্ত ডিগ্রী লাভ করেন। আজমীরের দারুল 'উলূম মাদ্‌রাসায় কিছু সময় প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। অতঃপর শায়খুলহিন্দের কুর'আনের অনুবাদ কার্যে সহায়ক হিসেবে কাজ করতে থাকেন। তিনি ভারতীয় বিপ্লবী দলের সদস্য হন এবং 'জম্'ইয়াতুল আনসার'-এর সহকারী সম্পাদকরূপে কাজ করেন। তিনি শায়খুলহিন্দের সাথে মক্কায় গমন করেন এবং হিজাযের গভর্নর গালিব পাশা প্রদত্ত 'গালিব নামা' শায়খুলহিন্দের নির্দেশে ভারতে নিয়ে আসেন। ইতঃপূর্বে 'রেশমী রুমালপত্র' বৃটিশ সরকারের হস্তগত হয় এবং ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। তিনি আত্মগোপন করে য়্যাগিস্তানের স্বাধীন এলাকায় চলে যান। সেখানে কিছুদিন থাকার পর কাবুলে আগমন করে সেখানে 'গালিবনামা' প্রচার করেন। আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের শাসনামলের শেষদিকে বৃটিশ সরকারের নির্দেশে তিনি পুনরায় য়্যাগিস্তানে আসতে বাধ্য হন। আমীর আমানুল্লাহ্ খানের শাসনামলে তিনি পুনঃ কাবুলে আগমন করে বিদ্যা ও বুদ্ধির বদৌলতে রাজনৈতিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত হন। রাজনীতি ও ইসলামী প্রশাসন সম্পর্কে তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। হুকূমতে ইলাহী, আসাস-এ ইন্‌কিলাব, দস্‌তূর-এ আমানত এবং আনওয়া'উদ্ দুওয়াল তাঁর রচিত মূল্যবান গ্রন্থ। শেষ বয়সে তিনি আফগানিস্তানের জালালাবাদে বসবাস করতে আরম্ভ করেন এবং এখানেই তিনি ৬ সফর ১৩৬৫ হি. মুতাবিক ১১ জানুয়ারী ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে ইন্‌তিকাল করেন। (সায়্যিদ মাহবুব রেযবী, *তারীখে দারুল 'উলূম দেওবন্দ*, ২য় খণ্ড, পৃ ৯১-৯৩)।

১৭. খান 'আবদুল গাফ্‌ফার খান ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে পেশাওয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশ বছর বয়সে শায়খুলহিন্দের নিকট বয়'অত হয়ে জিহাদ করার অঙ্গীকার করেন এবং তাঁর বিপ্লবী দলের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি সংবাদ আদান-প্রদানের কাজ নির্বাহ করতেন। তিনি এক বক্তৃতায় বলেন যে, তিনি হাজী সাহেব তুরঙ্গযুয়ী এবং শায়খুলহিন্দের মাঝে সংবাদ আদান-প্রদানের কাজ করতেন। শায়খুলহিন্দের প্রতি বৃটিশের শ্যেনদৃষ্টির উল্লেখ করে বলেন– শায়খুলহিন্দ পূর্বে বলে দেয়া দেওবন্দের বাহিরের সাধারণ স্টেশনে আমার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিপ্লবী পরিকল্পনা সম্পর্কে নির্দেশাবলী দিতেন। এ সম্পর্কে সি.আই.ডি কোন হদীসই পেতনা। কখনও কখনও তিনি আমাকে তাঁর বাসভবনে গোপনভাবে রেখে দিতেন এবং বাহিরে বের হতে দিতেন না। এভাবে তিনি শায়খুলহিন্দের বিপ্লবী দলে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যান।

Dhaka University Institutional Repository

জিহাদের বয়'অত গ্রহণ করে দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তৎপর ছিলেন। সীমান্তের হাজী তুরঙ্গযুয়ী, মুল্লা' সান্ডাকের ন্যায় প্রসিদ্ধ বীর মুজাহিদগণও তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রধান সদস্য ছিলেন। মওলানা ফযলে রব্বী,[১৯] মওলানা ফয্‌ল্‌ মাহ্‌মূদ[২০] এবং মওলানা মুহাম্মদ

তিনি বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং নিখিল ভারতের কংগ্রেস সদস্য ছিলেন। পরবর্তীতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধীর পরিচালনায় সকল আন্দোলনে তাঁর সহযোগিতা করেছিলেন। আর এজন্য তিনি কারাবরণও করেছিলেন। সীমান্তে তিনি শায়খুলহিন্দের পরিচালিত মুজাহিদ বাহিনীকে বৃটিশের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য উত্তেজিত করেছিলেন। রাওলাট অ্যাক্ট্‌ বিরোধী আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। এ সময়েই তিনি উপমহাদেশে একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ১৯২২ সালে তিনি তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড সাজাপ্রাপ্ত হন। তিনি 'খোদায়ী খিদমত্‌গার' নামক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন। তাঁর বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল পেশাওয়ার। ১৯৪৬ সালে জওহারলাল নেহরু সীমান্ত প্রদেশে আগমন করলে সেখানে তিনি তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন। ভারত বিভক্তের তিনি চরম বিরোধিতা করেছেন। পাকিস্তান স্থাপিত হওয়ার পর 'পাখতুমিস্তান আন্দোলন' আরম্ভ করেন। পাকিস্তানে কিছু সময়কাল কারাবরণ করেন। ১৯৬৫ সালে চিকিৎসার জন্য লন্ডন গমন করেন। চিকিৎসা শেষে প্রত্যাবর্তন কালে আফগানিস্তানে বসবাস করতে আরম্ভ করেন এবং সেখানে থেকে পাখতুমিস্তান আন্দোলন চালিয়ে যান। ১৯৭১ সালের পরে তিনি পাকিস্তানে ফিরে আসেন। (*বাংলা বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড, পৃ ১৪৯; মওলানা মুহাম্মদ 'উসমান ফারকলীত, "খান 'আবদুল গফ্‌ফার খান", *আল-জম'ইয়াত*, শায়খুল ইসলাম সংখ্যা, ১৯৫৮, পৃ ১০৯)।

১৮. মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ২০-২১।

১৯. মওলানা ফযলে রাব্বী পেশাওয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩২৭ হিজরীতে দারুল 'উলূম দেওবন্দ থেকে চূড়ান্ত ডিগ্রী লাভ করে স্বদেশে কুর'আন হাদীসের পাঠদানে ব্রতী হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় শায়খুলহিন্দের নির্দেশে তিনি হিজরত করে য়্যাগিস্তানে চলে আসেন। এখানকার আধিবাসীদেরকে বৃটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে থাকেন। হাজী তুরঙ্গযুয়ী জিহাদের পতাকা উত্তোলন করলে তিনিও তাদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেলে তিনি আফগানিস্তানে চলে যান। ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় তিনি আফগানিস্তানের শিক্ষা বিভাগের অফিসার হিসেবে চাকুরি লাভ করেন। তিনি জম্'ইয়াতে 'উলামায়ে আফগানিস্তানের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। (ফুয়ূযুর রহমান, *মাশাহীর 'উলামায়ে দেওবন্দ*, পৃ ৪০০)।

২০. মওলানা ফয্‌ল্‌ মাহ্‌মূদ পেশোয়ারের অধিবাসী ছিলেন। তিনি শায়খুলহিন্দের নির্দেশে য়্যাগিস্তানে আগমন করেন। তিনি এখানকার অধিবাসীদেরকে জিহাদ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং জিহাদে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় তিনি অতি সন্তর্পণে স্বদেশে ফিরে আসেন এবং সাদাসিধে জীবন যাপন করেন। তিনি বিপ্লবী মিশনের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। (শায়খুল ইসলাম মওলানা হুসায়ন আহ্‌মদ মদনী, *নকশে হায়াত*, ২য় খণ্ড, পৃ ১৯৮-১৯৯)।

Dhaka University Institutional Repository

আকবর[২১] প্রমুখ তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। মওলানা 'আবদুর রহীম রায়পুরী, মওলানা খলীল আহ্‌মদ, মওলানা মুহাম্মদ আহ্‌মদ চাকওয়ালী, মওলানা মুহাম্মদ সাদিক, শায়খ 'আবদুর রহীম সিন্ধী, মওলানা মুহাম্মদ ইব্‌রাহীম রান্দেরী, মওলানা গোলাম মুহাম্মদ দীনপুরী, মওলানা তাজ মাহ্‌মূদ আমরূঠী প্রমুখ তাঁর আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।[২২]

এতদ্ব্যতীত মওলানা আবুল কালাম আযাদ, মওলানা যাফর 'আলী খান, হাকীম আজমল খান, মওলানা মুহাম্মদ 'আলী জওহর, মওলানা শওকত 'আলী, নওয়াব ওকারুল মুল্‌ক এবং মওলানা হাসরত মোহানীর ন্যায় শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ শায়খুল হিন্দের সশস্ত্র বিপ্লবের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে তাঁর সহায়ক ও পরামর্শদাতা ছিলেন।[২৩]

দেশের শীর্ষস্থানীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ যেভাবে তাঁর নিকট আগমন করে পরামর্শ ও মতবিনিময় করত তদ্রূপ হিন্দু, শিখ ও বাঙ্গালী নেতৃবৃন্দরাও তাঁর নিকট আগমন করে রাজনৈতিক সলা-পরামর্শ করত। আগত হিন্দু, মুসলিম ও শিখ নেতৃবৃন্দের থাকার জন্য তিনি তাঁর বাসভবনের নিকটেই একটি বাসস্থানের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। এখানে প্রত্যেক ধর্মের লোকদের নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা থাকত। শায়খুলহিন্দ তাঁর বাসভবনের এক গোপন কক্ষে আগত নেতৃবৃন্দের সাথে অতি সন্তর্পণে মত বিনিময় করতেন।[২৪]

উপমহাদেশে এমন বহু বিপ্লবী নেতা ছিল যারা শায়খুলহিন্দের নিকট জিহাদের বয়'অত লাভ করার সুযোগ পায় নি; কিন্তু তারাও তাঁর জিহাদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়ে। তারা তাঁকে আর্থিক সহায়তা

---

২১. মওলানা মুহাম্মদ আকবর সীমান্তের য়্যাগিস্তানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি দারুল 'উলূম দেওবন্দে শায়খুলহিন্দের নিকট অধ্যয়ন করে চূড়ান্ত ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তিশীল ও পারদর্শী ছিলেন। দারুল 'উলূম দেওবন্দ থেকে ডিগ্রী লাভ করার পর দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করে তথায় কুর'আন, হাদীস পাঠদান করেন এবং ইমামতি করেন। কয়েক বছর তথায় অবস্থান করার পর স্বদেশে ফিরে আসেন। শায়খুলহিন্দ তাঁকে জিহাদে অংশগ্রহণ ও য়্যাগিস্তানের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীকে জিহাদের জন্য অনুপ্রাণিত করার নির্দেশ দেন। য়্যাগিস্তানী গোত্রসমূহের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ এবং বংশানুক্রমে শত্রুতা ও লড়াই চলে আসছিল। তাঁরই প্রচেষ্টায় তাদের পরস্পরের মতভেদ, শত্রুতা লোপ পায় এবং তাদের একতা ও সংহতি সৃষ্টি হয়। এতে য়্যাগিস্তান জিহাদের উপযোগী হয়। (মওলানা হুসায়ন আহ্‌মদ মদনী, *নকশে হায়াত*, ২য় খণ্ড, পৃ ১৯৮)।

২২. গোলাম রসূল মেহের, *সরগুযাশ্‌তে মুজাহিদীন*, (লাহোর ঃ কিতাব মনযিল, ১৯৫৬), পৃ ৫৫৫-৫৫৬।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫৬।

২৪. মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ২১।

Dhaka University Institutional Repository

করে এবং সক্রিয়ভাবে তাঁর আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। বৃটিশের সি. আই. ডি. রিপোর্টে 'Who is Who'-এর তালিকায় এ ধরনের বহু বিপ্লবীর নাম দেখতে পাওয়া যায়।[২৫]

দেশ-বিদেশে মিশন প্রেরণ

জাপান, চীন, বার্মা, ফ্রান্স ও আমেরিকার সরকার ও সর্বসাধারণের জনমত গঠনের লক্ষ্যে বিশেষ মিশন প্রেরণ করা হয়। এ মিশন প্রেরণের সময়কাল ছিল ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যবর্তী সময়।[২৬] বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারও জনগণের সমর্থন লাভের জন্য সে সময়ে মিশন ও দূত প্রেরণ ব্যতীত অন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাই ভারতের বিপ্লবীদল জনমত গঠনের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে মিশন প্রেরণ করতে আরম্ভ করে।[২৭] কাযী 'আবদুল গাফ্ফার বলেন, "বিভিন্ন গ্রন্থে মিশন প্রেরণে পরোক্ষভাবে দেওবন্দের উল্লেখ এবং প্রত্যক্ষভাবে দিল্লীর উল্লেখ পাওয়া যায়। দেওবন্দে শায়খুলহিন্দের সাথে বিভিন্ন সময়ে বিপ্লবী দলের নেতৃবৃন্দের মতবিনিময় হতো। তাই মিশন প্রেরণে পরোক্ষভাবে দেওবন্দের উল্লেখ হয়। দিল্লীতে যেহেতু হাকীম আজমল খান ও ডাক্তার মুখতার আহ্মদ আনসারী শায়খুলহিন্দের বিপ্লবী দলের উপদেষ্টা ছিলেন তাই প্রত্যক্ষভাবে দিল্লীর উল্লেখ হয়।"[২৮]

চীন ও বার্মা মিশন

মওলানা মকবূলুর রহ্মান এবং শওকত 'আলীর সমন্বয়ে একটি মিশন চীনে প্রেরণ করা হয়। মওলানা মকবূলুর রহ্মান সীমান্তের অধিবাসী এবং দারুল 'উলূম দেওবন্দের চূড়ান্ত ডিগ্রীপ্রাপ্ত 'আলিম ছিলেন। তিনি শায়খুলহিন্দের বৈপ্লবিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজী ভাষায় অজ্ঞ ছিলেন বলে শওকত 'আলীকে সহকারী হিসেবে সঙ্গে নিয়ে নেন। শওকত 'আলী ছিলেন বাংলার অধিবাসী এবং সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারের সন্তান। তিনি আধুনিক শিক্ষায় স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। তদুপরি তিনি চীনের ভাষায়ও পারদর্শী ছিলেন। দেশকে বৃটিশ কবলমুক্ত করার উদ্দীপনায় তিনি এই বিপ্লবী আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য হন। মওলানা 'আবদুর রহমানের সাথে ১৯৪২ সালে মওলানা মকবূলুর রহ্মানের সাক্ষাত হয়। তিনি তাঁর মিশনের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে মওলানা মকবূলুর রহ্মান এভাবে তার একটি বিবরণ দেন ঃ

> "মিশনে আমরা আটজন সদস্য ছিলাম। চীনে আগমন করে আমরা মুসলমান সদস্যগণ ধর্মীয় ভিত্তিতে কাজ করা সমীচীন বলে মনে করি। হিন্দু সদস্যগণ এতে একমত হতে পারে নি। ধর্মের ভিত্তিতে কাজ

---

২৫. মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ২১।

২৬. মওলানা 'আবদুর রহ্মান, *তাহ্রীকে রেশমী রুমাল*, (লাহোর ঃ ক্লাসিক, ১৯৬০), পৃ ১৩৮।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৭।

২৮. কাযী 'আবদুল গাফ্ফার, *হায়াতে আজমল*, (অমৃতসর ঃ ওয়ালী বুক ডিপো, ১৯২৫), পৃ ২২৪।

Dhaka University Institutional Repository

করলে সফলতা লাভ করা যাবে বুঝতে সক্ষম হওয়ায় তারাও ঐকমত্য পোষণ করে। তথায় আমরা কেন্দ্রীয় সীরত কমিটি গঠন করে দেশের বিভিন্ন স্থানে এর শাখা প্রতিষ্ঠা করি। এ প্রক্রিয়ায় আমরা সেখানকার মুসলমান এবং সর্বসাধারণকে আমাদের দেশের স্বাধীনতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে জনমত গঠন করতে থাকি। এতে আমরা বিপুল সফলতা অর্জন করি। আমরা মাসিক 'আল্ য়্যাকীন' পত্রিকা চীন ও উর্দু ভাষায় প্রকাশ করি। ১৯০৫ থেকে ১৯০৯ খ্রী. পর্যন্ত এখানে কাজ করার পর কেন্দ্রীয় নির্দেশে আমরা বার্মায় চলে আসি। এখানে আমরা ১৯১৫ খ্রী. পর্যন্ত কাজ করি। চীনে যে সফলতা লাভ করি বার্মাতে তা' লাভ হয় নি। কেননা বার্মার জনসাধারণ বৃটিশের প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। ধর্মীয় ভিত্তিতে এখানে কাজ করা দুরূহ ছিল বিধায় 'মানব সেবা'-এর নামে কাজ করতে আরম্ভ করি। কেননা এখানে মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে চরম দ্বন্দ্ব ছিল। এখানে আমরা 'ইনসানী বেরাদরী' আঞ্জুমন গঠন করি। এর ফলে এখানেও আমরা সফলতার সাথে কাজ করতে সক্ষম হই।

চীনে অবস্থানকালে মিশন একটি চিকিৎসালয় খোলে। এ চিকিৎসালয়ে শওকত 'আলী এলোপ্যাথিক এবং আমি ইউনানী চিকিৎসা করি। এই চিকিৎসালয়ের আমদানি থেকে মিশনের ব্যয়ভার চলতো। বার্মাতে মিশনের কাজ প্রত্যাবর্তনের সময়ে চিকিৎসালয়টি বিক্রয় করে ফেলি। চীনে আমাদের মিশনের কর্মতৎপরতা চালু রাখার জন্য মিশনের তিনজন সদস্য তথায় অবস্থান করেন। এঁদের ব্যয় নির্বাহের জন্য তাঁদেরকে কিছু অর্থ প্রদান করি। মিশনের একজন সদস্য চীন থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বার্মায় আমাদের ব্যয় নির্বাহের জন্য কাপড়ের ব্যবসা করতে আরম্ভ করি। ১৯১৬ সালে আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় শওকত 'আলী দুই হিন্দু সদস্যসহ ভারতে ফিরে আসেন। আমি রেঙ্গুনে অবস্থান করে একটি ইউনানী চিকিৎসালয় খুলি। এখানে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত অবস্থান করে হজ্জ পালন শেষে স্বদেশে ফিরি।"[২৯]

জাপানী মিশন

প্রফেসর বরকতুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি মিশন জাপানে প্রেরণ করা হয়। প্রফেসর বরকতুল্লাহ্ ভূপাল স্টেটের জনৈক অফিসারের সন্তান ছিলেন। তিনি আধুনিক শিক্ষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। তুর্কী, জাপানী ও জার্মানী ভাষায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। 'আরবী ভাষাও সামান্য জানতেন। তিনি ভূপালে জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রাইভেট টিউশনি করতেন। এই সময়ে তিনি বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত হয়ে এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। জাপান মিশনের নেতৃত্ব দিয়ে চারজন সদস্যসহ মিশনকে জাপানে প্রেরণ করা হয়। তিনি জাপানে টোকিও-এর একটি কলেজে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। 'ইসলামিক ফ্রেটারনিটি' (Islamic Fraternity) নামে একটি সংগঠন স্থাপন করেন এবং এ নামেই একটি দৈনিক পত্রিকা জাপানী ও ইংরেজী ভাষায় চালু করেন। এ-সময়ে ফ্রান্স মিশনে একজন পারদর্শী উপযুক্ত লোকের প্রয়োজন হওয়ায় কেন্দ্রীয় নির্দেশে মিশনের একজন সদস্যসহ তিনি ফ্রান্সে গমন করেন। অপর তিনজনের উপর জাপানী মিশনের কাজ অর্পিত হয়।

---

২৯. মওলানা 'আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৭-১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ফ্রান্সে যাওয়ার সময়ে কলেজের অধ্যাপনা থেকে ইস্‌তিফা দেন এবং দৈনিক পত্রিকা বন্ধ করে দেন।[৩০]

ফ্রান্স মিশন

চৌধুরী রহ্‌মত 'আলী পাঞ্জাবীর নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি মিশন ফ্রান্সে প্রেরিত হয়। এই তিন সদস্যের মধ্যে রামচন্দ্র নামক জনৈক শিক্ষিত যুবক মিশনের সহকারী ছিলেন। চৌধুরী রহ্‌মত 'আলী নিজেও একজন শিক্ষিত গ্র্যাজিউয়েট্‌ ছিলেন। তিনি ইংরেজীতে বিজ্ঞ ছিলেন। তারপরও চার বছর পর প্যারিসের মিশনে মওলানা বরকতুল্লাহ্‌র ন্যায় বিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন হয়ে পড়ায় কেন্দ্রীয় নির্দেশে মওলানা বরকতুল্লাহ্‌ টোকিও থেকে প্যারিসে চলে আসেন। মওলানা বরকতুল্লাহ্‌ জাপানী মিশনের একজন সদস্যকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। এতে ফ্রান্স মিশনে সদস্যের সংখ্যা হয় পাঁচজন। তাঁরা এখানে আগে দু'বছর সক্রিয়ভাবে মিশনের কাজ চালিয়ে যান। ফ্রান্স মিশন 'গদর পার্টি' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এ সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁরা 'ইনকিলাব'পত্রিকা প্রকাশ করে।[৩১]

আমেরিকান মিশন

হরদয়ালের নেতৃত্বে ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি মিশন আমেরিকাতে প্রেরণ করা হয়। এ মিশন এখানে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়। এরপর প্রফেসর বরকতুল্লাহ্‌ এবং চৌধুরী রহ্‌মত 'আলীও ফ্রান্স থেকে আমেরিকা চলে আসেন। এখন ছয় সদস্যের পরিবর্তে আট সদস্য বিশিষ্ট মিশন হয়। ইতঃপূর্বে বহুবার চৌধুরী রহ্‌মত 'আলী প্যারিস থেকে ওয়াশিংটনে যাতায়াত করেছেন। পূর্বে তাঁর অবস্থানস্থল ছিল প্যারিস আর বর্তমানে অবস্থানস্থল হলো ওয়াশিংটন। আমেরিকান মিশন 'গদর পার্টি' নামে একটি সংগঠন স্থাপন করে। প্রফেসর বরকতুল্লাহ্‌র ওয়াশিংটনে আগমনের পর এখান থেকে 'গদর' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকায় বিপ্লবী দলের কার্যক্রম ও উদ্দেশ্য যথারীতি প্রচারিত হতে থাকে।[৩২]

---

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ ১৪০-১৪১। রাওল্যাট রিপোর্টে বলা হয়েছে- বরকতুল্লাহ্‌ মওলবী ভুপালী বৃটিশের বিরুদ্ধে তার দৈনিকে লেখা-লেখি করায় জাপান সরকার তাকে চাকুরি থেকে পদচ্যুত করে এবং পত্রিকা বন্ধ করে দেয়। এ জন্য তিনি জাপান ছেড়ে ফ্রান্স চলে যান। রাওল্যাট কমিটির এ রিপোর্ট ভ্রান্ত। কেননা জাপান সরকার সে সময়ে বৃটিশের চরম বিরোধী ছিল। মওলানা 'আবদুর রহমান ফ্রান্স মিশনের নেতা চৌধুরী রহ্‌মত 'আলীকে মওলানা বরকতুল্লাহ্‌র জাপান থেকে বহিষ্কার করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি রাওল্যাটের এ রিপোর্টটি ভ্রান্ত বলে উল্লেখ করেন। (*তাহ্‌রীকে রেশমী রুমাল*, পৃ ১৪২)।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ ১৪২-১৪৩।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা 'আবদুর রহমান বলেন, একদা আমি পাঞ্জাবের এক পল্লী অঞ্চলে তবলীগী সফরে গমন করি। তথায় একজন বর্ষীয়ান বুযুর্গের গৃহে আমার রাত যাপনের সুযোগ হয়। আমি এই বুযুর্গের চাল চলন ও চরিত্র প্রত্যক্ষ করে তাঁর প্রতি প্রভাবিত হয়ে পড়ি। তাঁর মধ্যে শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ পড়া, কুর'আন মজীদ গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করা ইত্যাদি বুযুর্গীর লক্ষণসমূহ প্রত্যক্ষ করি। প্রাতরাশ সমাপনের পর বর্ষীয়ান বুযুর্গের পরিচিতি জিজ্ঞেস করায় তিনি তাঁর নাম রহমত 'আলী বলে উল্লেখ করেন। পুনরায় আমি তাঁকে তাঁর আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণের কথা জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন– আমি শায়খুলহিন্দ মাহ্‌মূদ হাসানের হাতে বয়'অত হয়ে আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ করেছি। তৎক্ষণাৎ আমার স্মরণে পড়ল, আপনি কি ঐ চৌধুরী রহমত 'আলী নন যাঁর নাম পত্র-পত্রিকায় পড়ে থাকি? উত্তরে তিনি বললেন- হ্যাঁ, আমি সেই অধম। আমি তাঁকে তাঁর বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় তিনি আমাকে বিপ্লবের বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করেন। চৌধুরী রহমত 'আলীর প্রমুখাৎ বর্ণনা এই ঃ

আমরা ফ্রান্সে যে সংগঠন স্থাপন করেছিলাম তার নাম হল 'গদর পার্টি' এবং যে পত্রিকা প্রকাশ করেছিলাম তার নাম হল 'ইনকিলাব'। ওয়াশিংটনেও অনুরূপ 'গদর পার্টি' নামে একটি সংগঠন স্থাপন করেছিলাম এবং যে পত্রিকা প্রকাশ করেছিলাম তার নাম হল 'গদর' পত্রিকা। 'গদর' ও 'ইনকিলাব' এ দু'টি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন প্রফেসর বরকতুল্লাহ্।

আমাদের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য আমরা রঙের ব্যবসা শুরু করি। ভারতের বহু বিপ্লবী সদস্য আমাদের নিকট থেকে ওয়াশিংটনে আগমন করে রং ক্রয় করত। পেশোয়ারের দু'জন মুসলমান ও একজন হিন্দু; লাহোরের দু'জন মুসলমান ও পাঁচজন হিন্দু; দিল্লীর চারজন মুসলমান ও তিনজন হিন্দু; বোম্বের একজন মুসলমান ও চারজন হিন্দু; কোলকাতার দু'জন মুসলমান ও চারজন হিন্দু; করাচীর একজন হিন্দু এবং ঢাকার একজন মুসলমান ও দু'জন হিন্দু আমাদের রঙের ক্রেতা ছিল এবং বরাবর রং ক্রয়ের জন্য তারা ওয়াশিংটনে আসত। এই ক্রেতাদের মাধ্যমে আমরা কেন্দ্রের নির্দেশাবলী লাভ করি এবং আমাদের কার্যাবলীর রিপোর্ট এদের মাধ্যমেই কেন্দ্রে পৌছে যেত।

আমি ভারত থেকে জমি বিক্রয় করে যে অর্থ কড়ি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম তা' দিয়ে আমেরিকাতে একটি ভাড়া করা বাড়ি নিয়ে হোটেল করি। এই বাড়ির একটি কক্ষ পার্টির কার্যালয় ছিল। একটি কক্ষ ছিল দৈনিক পত্রিকার কার্যালয়। আর এ হোটেলটি আমাদের বিদ্রোহাত্মক আন্দোলনের কেন্দ্রও ছিল। এ হোটেলের আয় থেকে আমরা আমাদের নিত্যদিনের ব্যয় নির্বাহ করতাম। ওয়াশিংটনে আমার আগমনের পূর্বে হোটেলটি হরদয়ালের তত্ত্বাবধানে চলতে থাকে। এরপর যখন আমি প্যারিস থেকে ওয়াশিংটনে চলে আসি তখন আমার তত্ত্বাবধানেই এ হোটেলটি চলতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যখন আমেরিকা জড়িয়ে পড়ে তখন আমরা বিপজ্জনক মনে করে হোটেলটি বিক্রয় করে দেই। এতদ্‌সঙ্গে পত্রিকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশনাও বন্ধ করে দেই। এরপর আমরা প্যারিস হয়ে জেনেভায় পৌছি। অতঃপর সেখান থেকে বার্লিন হয়ে আফগানিস্তানে আগমন করি।[৩৩]

সিন্ধী ও শায়খুলহিন্দের দেশত্যাগ

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং ১৯১৮ সালে এর অবসান ঘটে। মিত্র শক্তিবর্গের মধ্যে ছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইটালি, রাশিয়া, বেলজিয়াম, সার্ভিয়া, মন্টেনিগ্রো ও জাপান। কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের মধ্যে ছিল জার্মানী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও তুরস্ক। ঐ যুদ্ধের সুযোগে উপমহাদেশের বাইরে নানা স্থানে ভারতীয় প্রবাসীদের উদ্যোগে স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামের আন্দোলন শুরু হয়।

য়্যাগিস্তান শায়খুলহিন্দের বিপ্লবী মিশনের নির্দিষ্ট স্থান ছিল। সর্বপ্রথম তিনি য়্যাগিস্তানের দিকে মনোনিবেশ করেন। এখানকার অধিবাসীরা কখনো বৃটিশের সম্মুখে মাথা নত করে নি। তারা যুদ্ধোন্মাদ নির্ভীক ও সাহসী জাতি। তবে তারা সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খলিত ছিল না। পরস্পর তারা একে অপরের, এক গোত্র অন্য গোত্রের বিরুদ্ধে মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি ইত্যাদি দুষ্কর্মে লিপ্ত থাকতো। তাই শায়খুলহিন্দ স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য য়্যাগিস্তানের সকল গোত্রকে ঐক্যবদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক বলে মনে করেন। এ উদ্দেশ্যে শায়খুলহিন্দ দিল্লী থেকে মওলানা সায়ফুর রহমান[৩৪] পেশোয়ার থেকে মওলানা ফযলে রব্বী ও ফয্ল্ মাহ্মূদকে য়্যাগিস্তানে প্রেরণ করেন। তদুপরি য়্যাগিস্তানের মওলানা মুহাম্মদ

---

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৩-১৪৬। ফ্রান্স ও আমেরিকা উভয় স্থানের 'গদর পার্টি' থেকে দু'টি পত্রিকা বের হয়। রাওল্যাট রিপোর্টে উভয় পত্রিকার নাম 'গদর পত্রিকা' উল্লেখ করা হয়েছে। মওলানা 'আবদুর রহমান চৌধুরী রহমত 'আলীর সাথে সাক্ষাতের ঘটনা উল্লেখ করে লিখেন যে, তিনি রাওল্যাট রিপোর্টের এ মন্তব্য খণ্ডন করেছেন। তিনি পরিস্কার ভাষায় বলেছেন - আমেরিকা থেকে 'গদর পত্রিকা' এবং ফ্রান্স থেকে 'ইনকিলাব' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উভয় পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন প্রফেসর বরকতুল্লাহ্। (*তাহ্রীকে রেশমী রুমাল*, পৃ ১৪৪-১৪৫)।

৩৪. মওলানা সায়ফুর রহমান ঃ তিনি পেশোয়ার জেলার চারশিদ্দা থানার অন্তর্গত হাশ্ত্নগরে ১৮৬০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গোলাম খান। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ইসলামী শিক্ষা নিজ এলাকার বিশেষজ্ঞ 'আলিমদের নিকট থেকে লাভ করেন। উচ্চস্তরের ইসলামী শিক্ষা এবং 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' মওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গূহীর নিকট থেকে লাভ করেন। শিক্ষা সমাপন করে টোঙ্কের কাফিলা মাদ্রাসার সদর মুদার্‌রিস হিসেবে শিক্ষকতা করেন। অতঃপর দিল্লীর ফত্হ্পুরী মাদ্রাসায় শায়খুল হাদীস পদে অধিষ্ঠিত হন। শায়খুলহিন্দের নির্দেশে ফত্হ্পুরী মাদ্রাসা থেকে ইস্তিফা দিয়ে সীমান্তে মুজাহিদ কেন্দ্রে পৌছেন। সেখানে তিনি ও'আযের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে জিহাদ করার প্রেরণা সৃষ্টি করে দেন। এতে সীমান্তের লোকেরা দলে দলে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে থাকে। ১৯৫০ সালে হাশ্ত্নগরে বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তিকাল করেন। (আবুল হাসান 'আলী নদবী, *মিননাহরি কাবুল ইলা নাহ্রিল য়্যারমূক*, বৈরূত ঃ 'আলমুল কুতুব, ১৯৭৪, পৃ ৪৪)।

Dhaka University Institutional Repository

আকবরসহ শায়খুলহিন্দের তথাকার শাগেরদগণ য়্যাগিস্তানের বিবাদমান গোত্র ও দলসমূহের মধ্যে একতাবদ্ধ করা এবং তথাকার জনগণকে বৃটিশ বিরোধী করে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান। এতে য়্যাগিস্তানের অধিবাসী সকলেই ঐক্যবদ্ধ হয়।[৩৫]

শায়খুলহিন্দ হাজী সাহেব তুরঙ্গযয়ীকে[৩৬] য়্যাগিস্তানে আগমন করে জিহাদের পতাকা ধারণ করে জিহাদ পচিালনার অনুরোধ জানালে তিনি তথায় আগমন করেন। তথায় তাঁর আগমনে মুজাহিদগণের প্রচণ্ড সমাগম হয়। সীমান্তে মুজাহিদগণের প্রচণ্ড ভিড় দেখে ইংরেজ সৈন্যরা তাঁদের উপর আক্রমণ করে বসে। মুজাহিদগণও আক্রমনের পাল্টা জবাব দিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ইংরেজ সেনাদলের কয়েক প্লাটুন সৈন্যকে তাঁরা ধ্বংস করে দেন। ইংরেজগণ তাদের এ পরাজয় দেখে সীমান্তে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধ করতে থাকে। সীমান্তের মুজাহিদগণ তাদের অশেষ ক্ষতি সাধন করে। বৃটিশের রসদের অভাবও ছিল না, যুদ্ধাস্ত্রেরও অনটন ছিল না। অপরদিকে মুজাহিদবৃন্দের রসদ শেষ হয়ে গেলে যুদ্ধস্থান ত্যাগ করে রসদ যোগাড় করতে হত। কার্তুস শেষ হয়ে গেলেও তা' সরবরাহ করার জন্য যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে বাইরে যেতে হত। মোটকথা এতে ইংরেজদের জান ও মালের বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়।[৩৭]

য়্যাগিস্তানের নেতৃবৃন্দ শায়খুলহিন্দকে তথায় আগমনের অনুরোধ জানিয়ে বলেন যে, আপনি এখানে আগমন করলে ব্যাপকভাবে জনগণ জিহাদে অংশগ্রহণ করবে। পরস্পরের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে তারা জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু মুজাহিদগণের রসদ ও অস্ত্রের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। শায়খুলহিন্দ ব্যতীত আর কারো পক্ষে এ বিপুল অর্থের যোগান দেয়া মোটেই সম্ভব নয়। তাই তিনি য়্যাগিস্তানে এ অবস্থায় যাওয়া অনুচিত মনে করলেন। তদুপরি তিনি আরও জানতে পারলেন যে, মুজাহিদগণের রসদ ও কার্তুস নিঃশেষ প্রায়। জনসাধারণের সামান্য আর্থিক সাহায্যে জিহাদের এত বড় প্রয়োজনীয়তা মিটানো কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়।[৩৮] তাই ভারতীয় বিপ্লবী দলের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটি শায়খুলহিন্দের

---

৩৫. শায়খুল ইসলাম মওলানা হুসায়ন আহ্‌মদ মদনী, প্রাগুক্ত, পৃ ২০৯-২১০।

৩৬. হাজী সাহেব তুরঙ্গযয়ী ঃ তাঁর প্রকৃত নাম ছিল হাজী ফযলে ওয়াহিদ। তিনি হাজী সাহেব তুরঙ্গযয়ী নামে সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। তিনি পেশোয়ার জেলার চারসিদ্দা থানার তুরঙ্গযয়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বিচক্ষণ 'আলিম এবং তরীকতের প্রসিদ্ধ শায়খ ছিলেন। তিনি মওলানা শাহ্ নজমুদ্দীনের খলীফা ছিলেন। পেশোয়ার ও য়্যাগিস্তানে তাঁর অসংখ্য মুরীদ ছিল। সকলেই তাঁকে বিশিষ্ট বুযুর্গ ও ওলী হিসেবে মানত। শায়খুলহিন্দ তাঁর খিদমতে মওলানা সিন্ধী ও মওলানা 'উযায়রগুলকে বহুবার পাঠিয়ে তাঁর মিশনের একজন পৃষ্ঠপোষক বানান এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালে তিনি তা' গ্রহণ করেন। (*নকশে হায়াত*, ২য় খণ্ড, পৃ ১৮৫)।

৩৭. মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১-৩৩।

৩৮. শায়খুল ইসলাম মওলানা হুসায়ন আহ্‌মদ মদনী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৬-১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

বাসভবনে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ১৯১৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী পূর্ব পরিকল্পিত বিপ্লব ঘটাতে হবে। কমিটি এ মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে বিপ্লবী দলের সর্বাধিনায়ক শায়খুলহিন্দের হাতে তা' অর্পন করেন। এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন ছিল– ইতঃপূর্বে প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে তুর্কী ও আফগান সরকারের সাথে ভারতীয় বিপ্লবী দলের যেসব চুক্তি হয়েছিল, সেগুলো সামনাসামনি আলোচনা করে অনুমোদিত করিয়ে নেয়া। কথা ছিল শায়খুলহিন্দ স্বয়ং মক্কা হয়ে তুরস্কে গিয়ে তুর্কী সরকার কর্তৃক অনুমোদিত চুক্তি নিয়ে কাবুলে আসবেন এবং আফগান সরকার থেকে ঐ চুক্তির অনুমোদন নিয়ে সে সম্পর্কে তিনি তুর্কী সরকারকে অবহিত করবেন। তদনুসারে তুর্কী বাহিনী আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে বৃটিশ ভারত আক্রমন করবে। এই কর্মসূচীর অধীনে শায়খুলহিন্দ হিজাযে গমন করার এবং মওলানা সিন্ধীকে আফগানিস্তানে প্রেরণ করার মনস্থ করেন।[৩৯]

মওলানা সিন্ধীর আফগানিস্তানে গমন

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় উপমহাদেশের বাইরে বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় প্রবাসীগণ স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামের কাজ আরম্ভ করে দেয়। এদিকে বৃটিশ সরকার ভারতের প্রত্যেকটি রাজনীতিক এবং প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলো। চারদিকে ধরপাকড় শুরু হয়। তারা একে একে মওলানা মুহাম্মদ 'আলী জওহর, মওলানা শওকত 'আলী, মওলানা আবুল কালাম আযাদ প্রমুখকে গ্রেফতার করতে আরম্ভ করে। এমন সময় মওলানা সিন্ধীর নিকট শায়খুলহিন্দের এই আদেশ এসে পৌছলো, " তুমি কাবুলের পথে যাত্রা কর এবং আমি হিজাযের পানে ছুটছি।" মওলানা সিন্ধী এ আদেশ পেয়ে দিল্লী ত্যাগ করে ১৯১৫ সালের এপ্রিলে সিন্ধুতে চলে আসেন। তিনি তিন চার মাস কাবুলের পথ ঘাটের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন। একদিন তিনি শায়খ 'আবদুর রহীমকে[৪০] সঙ্গে নিয়ে কাবুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। শায়খ 'আবদুর রহীম মওলানা সিন্ধীকে সীমান্ত পর্যন্ত পৌছিয়ে দেন। মওলানা সিন্ধী 'আবদুল্লাহ্, ফাতিহ্ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ 'আলী– এই তিন ব্যক্তিকে

---

৩৯. মওলানা 'আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮১-১৮২।

৪০. শায়খ 'আবদুর রহীম ঃ তিনি ছিলেন সিন্ধী হায়দারাবাদী এবং মওলানা সিন্ধীর অকৃত্রিম নও মুসলিম বন্ধু। তিনি ভারতীয় বিপ্লবী দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি মওলানা সিন্ধীকে আফগান সীমান্তে পৌছানোর কাজে বিশেষ সহায়তা করেন। আচার্য কৃপলানী ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ ভাই। তাঁর প্রচেষ্টায় অনেক অমুসলিম মুসলিম হয়। তাঁদের মধ্যে ডাক্তার শামসুদ্দীন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ডাক্তার শামসুদ্দীন মুসলমান হওয়ার পর তিনি তাঁর মেয়েকে তাঁর নিকট বিবাহ দেন। কাবুল গমনের পর সিন্ধী শায়খ 'আবদুর রহীমের সাথে পত্রালাপ করতেন। রেশমী রুমালপত্র শায়খ 'আবদুল হক এঁর নিকট আনার সময়ে খান বাহাদুর রব নওয়াব খানের মাধ্যমে বৃটিশ সরকারের হস্তগত হয়। এরপর তিনি গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে আত্মগোপন করেন এবং অবশেষে সম্ভবত সরহিন্দে অসুস্থ হয়ে ইন্তিকাল করেন। তাঁর আত্মগোপন করে থাকায় মিশনের ব্রাঞ্চ হায়দারাবাদ সিন্ধের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। (*নকশে হায়াত*, ২য় খণ্ড, পৃ ১৯৪-১৯৫)।

Dhaka University Institutional Repository

সাথে নিয়ে বেলুচিস্তান ও য়্যাগিস্তান হয়ে বিনা পাসপোর্টে কাবুলের পথে যাত্রা করেন এবং ১৯১৫ সালের ১৫ আগস্ট আফগান সীমান্তে পৌছে মাগরিবের নামায আদায় করেন। অতঃপর কাবুলে উপনীত হন। পথিমধ্যে আফগানিস্তানের স্থানীয় সরকারগুলো তাঁকে সহায়তা করেন। তিনি কাবুলে ইতঃপূর্বে আগত অনেক স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দেরকে দেখতে পান।[৪১]

বিপ্লবী দলের নেতৃবর্গ য়্যাগিস্তানের জনগণকে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অনুপ্রাণিত করার প্রয়াস পান। এরই আলোকে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে মিশনের কর্মপন্থা নির্ধারণ ও আফগান সরকারের সাথে বিপ্লবী দলের চুক্তি অনুমোদন করিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে শায়খুলহিন্দ মওলানা সিন্ধীকে কাবুলে প্রেরণ করেন। মওলানা মদনী বলেন ঃ

> "...সশস্ত্র বিপ্লব ব্যতিরেকে ইংরেজগণকে ভারত থেকে উৎখাত করা মোটেই সম্ভব নয়। এর জন্য যুদ্ধ কেন্দ্র, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং নির্ভীক মুজাহিদদের একান্ত আবশ্যক। য়্যাগিস্তানকে বিপ্লবী দলের বহিরাক্রমণের যুদ্ধকেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়। কেন্দ্রে প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধের রসদ, অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধোন্মাদ নির্ভীক সাহসী সৈন্যের বিশেষ প্রয়োজন। এছাড়া যেহেতু সীমান্তের যুবকেরা যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত এবং সাহসী ও নির্ভীক হয় এজন্য একতাবদ্ধ করা এবং জিহাদের জন্য অনুপ্রাণিত করাও প্রয়োজন এবং এঁদের দ্বারাই দেশ মুক্ত করা সম্ভব।...."[৪২]

সীমান্তের জনগণকে একই মঞ্চে সমবেত করে তাদের মাধ্যমে বৃটিশ ভারতের উপর আক্রমণ চালাতে এবং মওলানা সিন্ধীর মাধ্যমে শায়খুলহিন্দ কাবুল সরকারের প্রতিশ্রুত সহায়তার অনুমোদন করে বাস্তবায়ন করতে চেয়েছেন।

---

৪১. শায়খুল ইসলাম মওলানা মদনী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৮-১৪৯।

৪২. মওলানা গোলাম রসূল মেহের, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫৮-৫৫৯। শায়খুলহিন্দ হিজায যাত্রার প্রাক্কালে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী দীর্ঘ দিনের জন্য তিনি ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তিনি হিজাযে গমন গোপন রাখলেও গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, তিনি হিজরত করে চলে যাচ্ছেন। আবার কেউ কেউ মনে করতে লাগলো যে, তিনি বৃটিশকে উৎখাত করার জন্য তুর্কীর সমর্থন লাভের আশায় যাচ্ছেন।

বিক্ষিপ্তভাবে এসব ছড়ানো গুজবের কথা শুনে শায়খুলহিন্দ তাঁর পুরাতন পাঠকক্ষ দারুল 'উলূমের 'নওদারা'তে দেওবন্দ মাদ্‌রাসার কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী সকলকে সমবেত করে বললেন, "আমি হজ্জ করার সঙ্কল্পে বেরুচ্ছি। তবে দেশে আমি কখন ফিরব তা' বলতে পারছি না। ইনশা'আল্লাহ যথাশীঘ্র অবশ্যই ফেরার চেষ্টা করবো। মাদ্‌রাসার খিদমত আল্লাহ্‌র পবিত্র আমানত মনে করে যথাসাধ্য *প্রত্যেককে সফলতার সাথে আঞ্জাম দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।"* এ সংক্ষিপ্ত ভাষণে দারুল 'উলূমের কর্তৃপক্ষ এবং শায়খুলহিন্দের সংশ্লিষ্ট সকলের মনোবল বেড়ে যায় এবং সাধারণ গুজব তিরোহিত হয়ে যায়। (সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, *হায়াত-এ শায়খুলহিন্দ*, পৃ ৪১)।

শায়খুলহিন্দের হিজাযে গমন

শায়খুলহিন্দের বিপ্লবী মিশনের কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁর গ্রেফতার হওয়া অনিবার্য ছিল। ডাক্তার মুখতার আহ্‌মদ আনসারী তাঁর গ্রেফতারের সরকারি সিদ্ধান্ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অবহিত হতে পেরেছিলেন। তাই দেশ ত্যাগ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। হিজায হয়ে সিদ্ধান্ত মুতাবিক তুর্কী অভিমুখে যথাশীঘ্র যাত্রা করা প্রয়োজন। তাই তিনি ডাক্তার আনসারীর পরামর্শ মতে ২৯ শাওয়াল ১৩৩৩ হি. মুতাবিক ১০ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ সালে সন্ধ্যায় হিজায অভিমুখে যাত্রা করেন।[৪৩]

ডাক্তার আনসারীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ব থেকেই বোম্বে অবস্থান করে টিকেট ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করে রাখেন। তিনি বোম্বে পৌঁছেই ৭ যুলকা'দা ১৩৩৩ হি./১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে 'আকবর স্টীমার'-এ জেদ্দার উদ্দেশ্যে বোম্বে ত্যাগ করেন।[৪৪] এ সময়ে যে সকল বিশেষ ব্যক্তিবর্গ তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন তাঁরা হলেন ঃ

(১) মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ মনসূর আনসারী (২) মওলানা মুহাম্মদ সহূল (৩) মওলানা মুরতাযা হাসান (৪) মওলানা 'উযায়র গুল (৫) হাজী খান মুহাম্মদ (৬) মওলানা মতলূবুর রহ্‌মান (৭) হাজী মাহবূব খান (৮) হাজী 'আবদুল করীম (৯) মওলানা ওহীদ আহ্‌মদ প্রমুখ।[৪৫]

এদিকে ইউ. পি.-এর গভর্নর শায়খুলহিন্দকে গ্রেফতার করার জন্য বোম্বে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রেরণ করেন। গ্রেফতারী পরোয়ানা পৌঁছার পূর্বেই স্টিমার জেদ্দার উদ্দেশ্যে বোম্বে ঘাট ত্যাগ করে। এজন্য বোম্বে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করতে পারে নি। অনন্যোপায় হয়ে ইউ.পি-এর গভর্নর কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 'আদন-এর গভর্নরের নিকট তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রেরণ করা হয়। কিন্তু স্টিমার 'আদন' ত্যাগ করার পর তাঁর গ্রেফতারি পরোয়ানা 'আদনের গভর্নরের নিকট পৌঁছলে তারা তাঁকে গ্রেফতার করতে পারে নি। অবশেষে স্টিমারের কাপ্তানকে টেলিগ্রাম মারফত শায়খুলহিন্দকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেয়া হয়। সেসময়ে হিজায সরকার স্টিমারের যাত্রীদের সা'আদ দ্বীপে নামিয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় জেদ্দা পৌঁছাবার ব্যবস্থা করত। শায়খুলহিন্দের সা'আদ দ্বীপে অবতরণ করার পর কাপ্তানের নিকট তাঁর গ্রেফতারি পরোয়ানা পৌঁছে। এজন্য তিনিও তাঁকে গ্রেফতার করতে পারেন নি। এভাবে তিনি তাঁর সহচরবৃন্দসহ মক্কায় পৌঁছে যান।[৪৬]

---

৪৩. শায়খুল ইসলাম মওলানা হুসায়ন আহ্‌মদ মদনী, *সফনামায়ে আসীরে মাল্টা*, (বিজনৌর ঃ মদনী দারুত তালীফ, ১৯৭০), পৃ ১৬।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ ১০।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ ১১।

৪৬. মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা সিন্ধীর আফগানিস্তানে ও শায়খুলহিন্দের হিজাযে কূটনৈতিক তৎপরতা চালানোর পূর্বে বৃটিশ ভারতের উপর বহিরাগত আক্রমণ কোথা হতে কোন্ পথে হবে, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ কেন্দ্র ও আন্তর্জাতিক কেন্দ্রসমূহ কোথায় অবস্থিত এবং আফগানিস্তানে মওলানা সিন্ধীর পৌঁছার পূর্বে স্বাধীনতাকামী ভারতের অন্যান্য বিপ্লবীদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল ঃ

বৃটিশ ভারতের উপর বহিরাক্রমণের পথ নির্ধারণ

উপমহাদেশ থেকে বৃটিশকে উৎখাত করার লক্ষ্যে তুরস্ক বৃটিশভারতকে আক্রমণ চালাবে। তুরস্ক ও উপমহাদেশের মাঝে ইরান ও আফগানিস্তান অবস্থিত। তাই ইরান ও আফগানিস্তানের সাথে আঁতাত করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। ইরান বৃটিশ কর্তৃক প্রভাবিত ছিল। এ জন্য এর উপর দিয়ে বৃটিশ ভারতকে আক্রমণ করা আয়াসসাধ্য নয়। আফগানিস্তান বৃটিশ দ্বারা প্রভাবিত হলেও আপামর জনসাধারণ বিদ্রোহ করার জন্য উদ্গ্রীব হয়েছিল। আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান যদিও ইংরেজদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং দুর্বল ছিলেন। তিনি তাঁর দেশকে যুদ্ধ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের পক্ষপাতি ছিলেন না। যখন তিনি পরামর্শের জন্য দেশের সর্বস্তরের লোককে আমন্ত্রণ জানালেন তখন দেশের আমন্ত্রিত আপামর নেতৃবৃন্দ, অফিসারবৃন্দ এমনকি নাসরুল্লাহ্ খান এবং আমানুল্লাহ্ খানও বৃটিশ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত ব্যক্ত করেন। শুধু আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানও 'ইনায়াতুল্লাহ্ খান যুদ্ধ করার বিপক্ষে মতামত দেন। যুদ্ধ করার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের মত এক ও অভিন্ন দেখে আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান এ-দুয়ের মাঝামাঝি একটি প্রস্তাব পেশ করেন। নির্দিষ্ট কয়েকটি পাহাড়ী এলাকার পথ দিয়ে তুরস্ক বাহিনী বৃটিশের উপর আক্রমণ চালাবে। আফগানী সৈন্যগণ এ যুদ্ধে কোন অবস্থাতেই অংশগ্রহণ করবে না। তবে জনসাধারণ স্বেচ্ছায় নিজের জান মাল উৎসর্গ করতে পারে। বৃটিশ ভারতকে আক্রমণের জন্য চারটি পথ নির্ধারিত করে দেয়া হয় ঃ

১. কালাত ও মাকরান গোত্রসমূহ তুর্কী সৈন্যের নেতৃত্বে করাচী সেক্টরে আক্রমণ চালাবে

২. গযনী ও কান্দাহারের গোত্রসমূহ তুর্কী সৈন্যের নেতৃত্বে কোয়েটা সেক্টরে আক্রমণ চালাবে

৩. পেশোয়ার সেক্টরে দুর্‌রা-এ খায়বরের মাহ্‌মন্দ ও মাস্‌উদী গোত্রসমূহকে নিয়ে তুর্কী সেনাবাহিনী আক্রমণ চালাবে

৪. উগী সেক্টরে কূহিস্তানী গোত্রসমূহ তুরস্কের বাহিনীসহ সম্মিলিতভাবে আক্রমণ চালাবে।

এই চারটি সেক্টরে ভারতীয় বিপ্লবীদলের সদস্যগণ পূর্ব থেকেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কালাত সেক্টরে মওলানা মুহাম্মদ সাদিক করাচবী, কোয়েত সেক্টরে হাফিয তাজ মাহ্‌মূদ সিন্ধী, পেশোয়ারের দুর্‌রা-এ খায়বর সেক্টরে হাজী তুরঙ্গযয়ী, উগী সেক্টরে মওলানা মুহাম্মদ ইসহাক নেতৃত্ব দিয়ে কাজ

Dhaka University Institutional Repository

চালিয়ে যাচ্ছিলেন। লুই নেপালে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছিলেন। রাশিয়া সহযোগিতা করলে নেপালী গোত্রসমূহ নেপাল সেক্টরে বৃটিশের উপর আক্রমণ চালাবে।[৪৭]

দেশের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ কেন্দ্র

উপমহাদেশে বৃটিশের উপর বহিরাক্রমণের সাথে সাথে দেশের অভ্যন্তরেও বিদ্রোহের পরিকল্পনা ছিল। এ জন্য দেশের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য তৈরী করা এবং এমন এক দল সৃষ্টি করা, নির্দিষ্ট সময়ে বৃটিশ ভারতের উপর বহিরাক্রমণ করার সাথে সাথে যেন তারা বিদ্রোহ করতে সক্ষম হয়। মওলানা মদনী এর জন্য একটি হেড কোয়ার্টার ও আটটি বিদ্রোহ কেন্দ্রের উল্লেখ করেন।

হেড কোয়ার্টার

দিল্লী ছিল বিদ্রোহী দলের হেড কোয়ার্টার। এ হেড কোয়ার্টারের নেতৃবৃন্দ ছিলেন শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান, মওলানা মুহাম্মদ 'আলী, মওলানা শওকত 'আলী, মওলানা আবুল কালাম আযাদ, মওলানা 'উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, মহাত্মা গান্ধী, ডাক্তার মুখতার আহ্মদ আনসারী, পণ্ডিত মৃতীলাল, লালা লাজপুত রায় এবং রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ। তাঁদের নির্দেশে দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে ভারতীয় বিপ্লবী দল বিপ্লব পরিচালনা করতেন।[৪৮]

অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ কেন্দ্রসমূহ

১. রান্দের ঃ এটি ছিল সূরত, গুজরাত এবং বোম্বের কেন্দ্র, এখানে মওলানা ইব্রাহীম কাযী, আহ্মদ বুযুর্গ, পান্নূঁ পিটল প্রমুখ বিপ্লবী কর্মীবৃন্দ কর্মরত ছিলেন। এ কেন্দ্রের নেতা ছিলেন মওলানা ইব্রাহীম।

২. পানিপথ ঃ এটি ছিল যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত জেলাসমূহের কেন্দ্র। এ কেন্দ্রের নেতা ছিলেন মওলানা মাহ্মূদুল্লাহ্ পানিপথী।

৩. লাহোর ঃ এটি ছিল পাঞ্জাবের কেন্দ্র। এ কেন্দ্রের আমীর ছিলেন মওলানা মুহাম্মদ আহ্মদ চাক্ওয়ালী।

৪. দীনপুর ঃ এটি ভাওয়ালপুর স্টেটের কেন্দ্র ছিল। মওলানা আবুস সিরাজ মুহাম্মদ এ কেন্দ্রের নেতা ছিলেন। তিন বছর কারাবরণ করার পরও তিনি বিপ্লবী দলের কোন তথ্য প্রকাশ করেন নি।

---

৪৭. মওলানা 'আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭১-১৭৩

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

৫. আম্‌রোট ঃ এটি সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের কেন্দ্র ছিল। মওলানা তাজ মাহ্‌মূদ এ কেন্দ্রের আমীর ছিলেন। চার বছর কারাভোগ করার পরও বিপ্লবী দলের কোন তথ্য প্রকাশ করেন নি।

৬. করাচী ঃ এটি করাচী, কালাত এবং লাসবেলার কেন্দ্র ছিল। এ কেন্দ্রের নেতা ছিলেন মওলানা মুহাম্মদ সাদিক। তিনি লাসবেলাতে বৃটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাদের বিরাট ক্ষতি সাধন করেন। অবশেষে গ্রেফতার হয়ে এক বছর কারাভোগ করেন। তিনি বিপ্লবী দলের কোন তথ্য ফাঁস করেন নি।

৭. আত্‌মানযয়ী ঃ এটি উত্তর সীমান্তের কেন্দ্র ছিল। এ কেন্দ্রের নেতা ছিলেন খান 'আবদুল গফফার খান। তিনি এ কেন্দ্রে বিশেষ অবদান রাখেন। গ্রেফতার হওয়ার পরও ইংরেজগণ তাঁর নিকট থেকে কোন তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে নি।

৮. তুরঙ্গযয়ী ঃ এটি ছিল য়্যাগিস্তানের কেন্দ্র। মওলানা ফযলে ওয়াহিদ ছিলেন এ কেন্দ্রের নেতা। চার বছর তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।[৪৯]

মওলানা 'আবদুর রহমান বলেন যে, শায়খুল ইসলাম মওলানা মদনী এই আটটি কেন্দ্রের উল্লেখ করেছেন। তিনি বাংলা, আসাম, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত– এই তিনটি কেন্দ্রের উল্লেখ করেন নি। অথচ বিভিন্নভাবে ও ইঙ্গিতে জানা যায় যে, এ স্থানসমূহেও অভ্যন্তরীণ বিপ্লবী কেন্দ্র বিদ্যমান ছিল। আর এ-সকল কেন্দ্রের অধীনে তথাকার বিপ্লবী দলের কর্মীরা সক্রিয়ভাবে বৃটিশের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[৫০]

আন্তর্জাতিক বিদ্রোহ কেন্দ্র

ভারতীয় বিপ্লবী দলের আন্তর্জাতিক বিদ্রোহ কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে বৃটিশ বিরোধী করে তোলা, স্বেচ্ছায় মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করে সক্রিয়ভাবে কাজ করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে জনগণকে অনুপ্রাণিত করা এবং অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা।

আন্তর্জাতিক বিদ্রোহ কেন্দ্রের হেডকোয়ার্টার ছিল কাবুল। প্রথমে এর পরিচালক ছিলেন মহেন্দ্র প্রতাপ ও পরবর্তীতে মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী এবং মহেন্দ্র প্রতাপ যুগ্মভাবে এর পরিচালনা করেন।

এ হেডকোয়ার্টারের তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রের পাঁচটি শাখা ছিল ঃ

---

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৯-১৬০।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬০-১৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

১. মদীনা মুনাওয়ারা ঃ এ কেন্দ্রে মওলানা হাসান আহ্মদ এবং মওলানা খলীল আহ্মদ অভূতপূর্ব কাজ করেন।
২. ইস্তাম্বুল
৩. কন্স্টান্টিনোপ্ল
৪. আন্কারা
৫. বার্লিন

এ সকল কেন্দ্রে বিপ্লবী দলের সদস্যগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষভাবে হরদয়াল বার্লিনে বিস্ময়কর কাজ আঞ্জাম দেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় জার্মান, তুরস্ক একই প্লাটফর্মে আসে। জার্মান সরকার ভারতীয়দের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয় এবং বৃটিশ-ভারত আক্রমণ করে স্বাধীন করার পর ফিরে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।[৫১]

প্রবাসী স্বাধীনতাকামীদের কাবুলে আগমন

উপমহাদেশের যে সকল ছাত্র জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষারত ছিলেন এবং যে সব মুক্তিকামী ভারতীয় নেতা বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় তাঁরা ভারত থেকে ইংরেজ উৎখাতের জন্য জার্মান সরকারের সঙ্গে আঁতাত করেন। এ আঁতাতে তুরস্ক সরকারও যোগ দেয়। কারণ জার্মানী ও তুরস্ক উভয়ই তখন মিত্রশক্তির সঙ্গে যুদ্ধরত ছিল। এ-সময়ে হরদয়ালের নেতৃত্বে প্রফেসর বরকতুল্লাহ্, ডাঃ তারক দাস ও চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর সহযোগিতায় বার্লিনে জার্মান সরকারের পররাষ্ট্র দফতরের অধীনে 'ইন্ডিয়া ন্যাশনাল পার্টি' গঠিত হয়।[৫২]

এ স্বাধীনতকামীদের মধ্যে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপও ছিলেন। সি. আই. ডি. রিপোর্টে বলা হয় যে, তিনি ২০ ডিসেম্বর ১৯১৪ সালে সুইজারল্যান্ড হয়ে জার্মানীতে পৌছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টিতে যোগ দেন।[৫৩] ইন্ডিয়া ন্যাশনাল পার্টির কর্মকর্তাবৃন্দ জার্মান সরকারকে প্রভাবিত করে বৃটিশ-ভারতেকে স্বাধীন করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। ফলে জার্মান সরকার তুরস্ক সরকারের সহায়তার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, প্রফেসর বরকতুল্লাহ্ এবং জার্মানীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ বার্লিন থেকে তুরস্কে আসেন,তাঁরা আন্ওয়ার পাশা এবং তুরস্কের সুলতানের সাথে দীর্ঘ এক সাক্ষাতকারে মিলিত হন। এ সাক্ষাতকার অনুষ্ঠানের পর আফগানিস্তানে এক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়। এ প্রতিনিধি দলে ছিলেন–

---

৫১. মওলানা 'আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৬।

৫২. ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, *মওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, ঃ জীবন ও কর্ম*, (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯২), পৃ ২৪।

৫৩. Silken Letter Conspiracy Case and Who is Who -এর সি. আই. ডি. রিপোর্টের ১২৫ নং বর্ণনা।

Dhaka University Institutional Repository

রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, প্রফেসর বরকতুল্লাহ্, ডক্টর ফ্যান বেন্টিং, কেপ্টেন ফ্যান বেন্ডোনীয এবং ক্যাপ্টেন কাসেম বে প্রমুখ।[৫৪]

প্রতিনিধিদল তুরস্কের সুলতান জার্মানীর ক'য়সর এবং জার্মান চ্যান্সেলরের বিশেষ পত্রাবলীসহ আফগানিস্তান অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রতিনিধিদল হেরাত পৌঁছলে আফগান গভর্নর তাঁদের মহাসমারোহে অভ্যর্থনা জানান। হেরাতে দু'দিন অবস্থান করার পর প্রতিনিধিদল সেনা আফিসারদের তত্ত্বাবধানে কাবুলে আসেন। কাবুল সরকার বাবরবাগের শাহী অতিথিশালায় প্রতিনিধি দলের অবস্থান করার ব্যবস্থা করেন।[৫৫]

প্রতিনিধি দল আমীর হাবীবুল্লাহ্[৫৬] -এর সাথে সাক্ষাতের প্রার্থনা করলে এক সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ তিনি কয়সর ওলিয়ম এবং তুরস্কের

---

৫৪. মুফতী 'আযীযুর রহমান বিজনৌরী, *তাযকিরা-এ শায়খুলহিন্দ,* (বিজনৌর ঃ দারুত তালীফ, ১৯৬৫), পৃ ২১৪।

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ ২১৫।

৫৬. আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান (১৮৭২-১৯১৯), আমীর 'আবদুর রহমান খানের পুত্র। ১৯০১ সালের ১ অক্টোবর থেকে তিনি ১৯১৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে জালালাবাদের নিকটস্থ লাগমান জেলার গোকা নামক কেল্লায় আততায়ীর গুলীতে নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আফগানিস্তানের শাসনকর্তা ছিলেন। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তিনি বৃটিশপ্রীতি অবলম্বন করেন। এক চুক্তির মাধ্যমে তিনি আফগানিস্তানের কয়েকটি এলাকা বৃটিশ গভর্নমেন্টকে ছেড়ে দেন। পিতা-সম্পাদিত অপর একটি চুক্তি অনুমোদন করে তিনি বৃটিশ সরকার থেকে এক লক্ষ ষাট হাজার পাউন্ড গ্রহণ করেন এবং বিনিময়ে নিজ দেশের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষমতাটি বৃটিশ গভর্নমেন্টের হাতে ছেড়ে দেন (১৯০৫)। তিনি বৃটিশ সরকার কর্তৃক His Majesty ব্যবহারের অনুমতি লাভ করেন (১৯০৫)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সময়ে আমীর হাবীবুল্লাহ্ ১৯১৪ সালের ২৪ আগস্টের এক ফরমানে যুদ্ধের ব্যাপারে আফগানিস্তানের নিরপেক্ষতা ঘোষণা করেন। ফলে তাঁর পক্ষে 'তুর্কী জার্মান মিশন'কে ন্যায্য বলে গ্রহণ এবং কাবুলে একটি অস্থায়ী ভারতীয় বিপ্লবী সরকার গঠনে অনুমতি প্রদান সম্ভব হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আফগান শাসন কর্তৃপক্ষের শক্তিশালী দলটি তুরস্কের সমতালে বৃটিশ ভারত আক্রমণ করার জন্য তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করে। তিনি নিরপেক্ষ থাকেন।

আমীর হাবীবুল্লাহ্ দেশ ও শাসন ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করার চেষ্টা করেন। তাঁর সময়ে দেশে মোটামুটি শান্তি বিরাজমান ছিল। এ সময়ে শিক্ষা ক্ষেত্রেও কিছুটা উন্নতি সাধিত হয়।

আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান নিহত হওয়ার পর তাঁর ভাই নাসরুল্লাহ্ খান জালাল নিজেকে বাদশা বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু হাবীবুল্লাহ্ খানের কনিষ্ঠ পুত্র আমানুল্লাহ্ খান সামরিক জান্তার সহায়তায় নসরুল্লাহ্কে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। নসরুল্লাহ্ খান জেলে মারা যান। [Wensinck, M.TH.

Dhaka University Institutional Repository

সুলতানের পত্র আমীরের নিকট হস্তান্তর করেন। এরপর ফ্যান ব্যাটিঙ্গ জার্মান চ্যান্সেলরের আর একটি পত্রও তাঁর খিদমতে পেশ করেন। আমীর প্রতিনিধি দলকে জার্মান এবং তুরস্ক সরকারের যুদ্ধে সহায়তায় ভূমিকাসহ বিভিন্ন ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ করে তথ্য সংগ্রহ করেন। ক্যাপ্টেন বেন্ত্রেনীয় এবং কাসিম বে ফারসী জানতেন। এজন্য তাঁরাও এ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। দুপুর পর্যন্ত এ আলোচনা অব্যাহত থাকে। দুপুরে আমীর প্রতিনিধিদলকে এক প্রীতিভোজের আমন্ত্রণ জানান। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের জন্য হিন্দুরীতিতে পৃথকভোজের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু রাজা মহেন্দ্র ব্যবস্থাকৃত হিন্দু ভোজ আহার না করে সকলের সাথে শাহী দস্তরখানে প্রীতিভোজে অংশগ্রহণ করেন।[৫৭]

সম্মিলিতভাবে প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাতকার অনুষ্ঠানের পর আমীর পুনরায় প্রতিনিধি দলের প্রত্যেকের সাথে পৃথক পৃথক আলোচনার ব্যবস্থা করেন। প্রথম দিন তিনি রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ এবং প্রফেসর বরকতুল্লাহ্‌র সাথে এক সাক্ষাতকারে মিলিত হন। এ সাক্ষাতকারে আলোচনা তিন ঘন্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ আলোচনায় বিভিন্ন বিষয় বিশেষভাবে অস্থায়ী সরকার গঠন সম্পর্কে স্থান পায়। দ্বিতীয় দিন প্রতিনিধি দলের জার্মান সদস্য ফ্যান বেন্টিং এবং ফ্যান বেন্ডোনীযের সাথে আমীর এক আলোচনা সভায় মিলিত হন। সদস্যরা আমীরকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, প্রস্তাবিত অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠিত হলে এ সরকারকে জার্মান সরকার সমর্থন ও স্বীকৃতি প্রদান করবে এবং অর্থ, সৈন্য, অস্ত্র ও গোলাবারুদ দ্বারা সহায়তা করবে। বৃটিশ আফগানিস্তান আক্রমণ করলে জার্মান ও তুরস্ক সরকার এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে আফগানিস্তানকে সহায়তা করবে এবং বৃটিশের উপর পাল্টা আক্রমণ চালাবে। তৃতীয় দিন তুরস্ক প্রতিনিধি কাসিম বে আমীরের সাথে এক আলোচনায় মিলিত হন। এ প্রতিনিধি আফগানিস্তানকে সর্বপ্রকারের সহায়তা করার আশ্বাস দেন। প্রতিনিধি দলের সকল সদস্যের সাথে সম্মিলিত ও পৃথকভাবে আলোচনা করার পর আমীর আশ্বস্ত হয়ে আফগানিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে কাযী 'আবদুর রায্‌যাক্‌কে প্রতিনিধি দলের প্রধান উপদেষ্টা করে দেন। এরপর থেকে বিপ্লবী প্রতিনিধি দলের অধিবেশন কাযী 'আবদুর রায্‌যাক্‌ খানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হতে থাকে।[৫৮]

Houtsma, A. J. (ed.) *Encyclopaedia of Islam* (III), (London : Lieden, 1936); মির্যা মুহাম্মদ ওহীদ (সম্পাদিত) *দায়িরা-এ মা'আরিফ-এ ইসলামিয়া,* (লাহোর পাঞ্জাব ইউনিভারসিটি, ১৯৭২), ৯ম খণ্ড, পৃ ১৮৬, *বাংলা বিশ্বকোষ,* ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৭৬৫; Ludwing W. Adamec, *Afghanistan 1900-1923,* (California : California University, 1967), pp. 83-107.]

৫৭. মুফতী 'আযীযুর রহমান বিজনৌরী, প্রাগুক্ত, পৃ ২১৬।

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ ২১৮।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা সিন্ধীর কাবুলে কূটনৈতিক তৎপরতা

মওলানা সিন্ধী ১৯১৫ সালের ১৫ অক্টোবরে কাবুলে পৌছে শায়খ ইব্রাহীমের[৫৯] বাসস্থানের পাশে একটি বাড়িতে অবস্থান করতে আরম্ভ করেন। তাঁরই সহায়তায় সেনাপতি মুহাম্মদ নাদির খান এবং সরদার মাহ্মূদ খান তরযীর সাথে সাক্ষাত করেন। তদুপরি তিনি আফগানিস্তানের শর'ঈ বিচার বিভাগের বিভাগীয় প্রধান কাযী 'আবদুর রায্যাকের সাথে সাক্ষাত করেন। কাযী 'আবদুর রায্যাক দারুল 'উলূম দেওবন্দের ডিগ্রী প্রাপ্ত ছিলেন এবং হাদীস অধ্যয়ন করেছিলেন মওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গূহীর নিকট। মওলানা সিন্ধী বলেন, কাযী সাহেব পূর্ব থেকেই আমার আগমন সম্পর্কে জানতেন। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমিই মওলানা সিন্ধী তখন তিনি আনন্দিত হয়ে আমাকে মুবারকবাদ জানান।[৬০]

মওলানা সিন্ধী সেনাপতি নাদির খান, সরদার মুহাম্মদ তরযী এবং কাযী 'আবদুর রায্যাকের সহায়তায় আফগানিস্তানের আমীর হাবীবুল্লাহ্ -এর সাথে সাক্ষাত করতে সক্ষম হন। তিনি তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য এবং প্রস্তাবসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে সাত/আট পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে আমীর সমীপে পেশ করেন। এতে আমীর যথেষ্ট প্রভাবিত হন। মোটকথা মওলানা সিন্ধী অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আফগানিস্তানে নিজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করতে সক্ষম হন।[৬১]

ভারত-তুর্কী-জার্মান মিশন ১৯১৫ সালের ২ অক্টোবরে কাবুল পৌছেছিল। আর মওলানা সিন্ধী ১৫ অক্টোবরে পৌছেন।[৬২] আফগানিস্তানের আমীরের সাথে সাক্ষাতের পর মওলানা সিন্ধীকে ভারত-তুর্কী-

---

৫৯. শায়খ মুহাম্মদ ইব্রাহীম ঃ মওলানা সিন্ধীর বন্ধু এবং করাচীর মওলানা মুহাম্মদ সাদিকের ভাতিজা। তিনি পোনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে বি. এ অনার্স এবং অর্থনীতিতে এম. এ ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি কাবুলে বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। তিনি সিন্ধীর পূর্বেই কাবুল গমন করে ১৯১৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারিতে হাবীবিয়া কলেজের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। তিনি ছিলেন বৃটিশের চরম বিরোধী এবং একজন মহান বিপ্লবী নেতা। 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী মুহাম্মদ 'আলী কসূরী, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, প্রফেসর বরকতুল্লাহ্-এর সাথে মিলিত হয়ে বৃটিশ -ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

কাবুলে বৃটিশ-ভারতের বিরুদ্ধে সরকারকে জিহাদে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে মওলানা কাসূরীকে সঙ্গে করে এনেছিলেন। ১৯১৬ সালের জুন মাসে মুহাম্মদ আলী কাসূরীসহ শায়খ ইব্রাহীমকে কলেজ থেকে বরখাস্ত করে দেয়া হয়। ১৯১৬ সালের ১০ জুলাই উপজাতি এলাকা স্বাধীন সীমান্তে তাঁরা পৌছে বৃটিশের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। (Silken Letter Conspiracy Case and Who is Who -এর সি. আই. ডি. রিপোর্টের দ্বিতীয় বিবরণ)।

৬০. মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, *কাবুল মেঁ সাত সাল*, পৃ ৩৮।

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ ৪০।

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

জার্মান মিশনের সাথে যোগাযোগ করে কাজ করার অনুমতি দেন। মওলানা সিন্ধী মিশনের সদস্যদের সাথে মত বিনিময় করে বুঝতে পারলেন যে, মিশনের হিন্দু সদস্যগণ ডিক্টেটরশীপ গ্রহণ করে মিশনকে একচেটিয়া তাঁদের আয়ত্বাধীনে রেখেছে। এঁরা 'হিন্দু মহাসভা'-এর দর্শনে বিশ্বাসী ছিল।[৬৩] মুসলমানগণ নিজেদেরকে সংখ্যালঘু মনে করতো বিধায় হিন্দুরা সুযোগ পেয়ে সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করার প্রয়াস পায়।[৬৪] কিন্তু মওলানা সিন্ধী রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের সাথে বিভিন্ন সময়ে আলাপ-আলোচনা করে তাঁকে তাঁর ডিক্টেটরশীপ থেকে ফিরাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি রাজা মহেন্দ্রকে মুসলমানদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব দিতে বাধ্য করেন।[৬৫]

অস্থায়ী সরকার গঠন

রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও প্রফেসর বরকতুল্লাহ্ কাবুলে অস্থায়ী ভারত সরকার গঠনের নীল নকসা তৈরী করেন। এ নীল নকসা বাস্তবায়নের জন্য বিপ্লবী কাউন্সিলের এক অধিবেশন ১৯১৫ সালের ২৯ অক্টোবর কাযী 'আবদুর রায্যাক খানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে অস্থায়ী ভারত সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আফগান সরকার এ অস্থায়ী সরকারের অফিসের জন্য কয়েকটি সরকারি ভবন প্রদান করেন। ১৯১৫ সনের ১ ডিসেম্বর অস্থায়ী সরকারের ঘোষণা দেয়া হয়। এ ঘোষণা পত্রে অস্থায়ী সরকারের প্রেসিডেন্ট হিসেবে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের দস্তখত ছিল।[৬৬] এ অস্থায়ী সরকারে তুর্কী ও জার্মান সদস্যও অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ নিজেই অস্থায়ী সরকারের আইন রচনা করেছিলেন এবং এ সরকারের তিনি নিজেই আজীবন প্রেসিডেন্ট মনোনীত হয়েছিলেন। এজন্য তাঁর উপরই এ সরকারের সকল দায়িত্বভার বর্তায়।[৬৭]

রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ অস্থায়ী সরকারের প্রেসিডেন্ট, প্রফেসর বরকতুল্লাহ্ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। মওলানা সিন্ধীর অবর্তমানে অস্থায়ী সরকার পরিচালনা দুরূহ মনে করে তাঁকে এ সরকারের মন্ত্রণালয়ে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। মওলানা সিন্ধী হলফনামা সামান্য সংশোধন করে ভারতমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। শুরুতে এ-তিন সদস্য বিশিষ্ট সরকারই গঠিত হয়। ক্রমশ এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সদস্যদের মধ্যে মুজাহিদীন দলের প্রতিনিধি মওলানা বশীরের নাম উল্লেখযোগ্য।[৬৮]

---

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৪।

৬৪. মুফতী 'আযীযুর রহমান বিজনৌরী, *তাযকিরা শায়খুলহিন্দ*, পৃ ২১৮।

৬৫. মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, *কাবুল মেঁ সাত সাল*, পৃ ৫৪।

৬৬. মুফতী 'আযীযুর রহমান বিজনৌরী, *তাযকিরা শায়খুলহিন্দ*, পৃ ২১৮।

৬৭. যাফর হাসান আয়বেক, *আপবীতী*, (লাহোর, মনসূর বুক হাউস, ১৯৬৮), পৃ ৬৬।

৬৮. মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, *কাবুল মেঁ সাত সাল*, পৃ ৬৬-৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর মিশনের কর্মসূচী নিয়ে জার্মান সদস্যদের সাথে ভারতীয় সদস্যদের মতানৈক্য ঘটে। মওলানা সিন্ধী এ মতানৈক্য দূর করার চেষ্টা করেন এবং আফগান আমীরের সামনে এক যুক্তিযুক্ত কর্মসূচী পেশ করেন। এতে জার্মান ও ভারতীয়দের মধ্যে সমঝোতার সৃষ্টি হয়।[৬৯]

মওলানা সিন্ধীর কাবুলে গমনের পূর্বেই ১৯১৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে কাবুলে লাহোরের বিভিন্ন কলেজ থেকে আগত পনের জন শিক্ষিত নওজোয়ান আগমন করেন। এঁরা হলেন– লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজের স্নাতকোত্তর শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী 'আবদুল বারী, শায়খ 'আবদুল কাদির এবং স্নাতকের শিক্ষার্থী 'আবদুল মজীদ খান, আল্লাহ্ নেওয়ায খান, শায়খ 'আবদুল্লাহ্ 'আবদুর রশীদ, গোলাম হাসান, যাফর হুসায়ন আয়বেক এবং লাহোর চীফ কলেজের স্নাতকের বিদ্যার্থী 'আবদুল খালিক, লাহোর ইসলামিয়া কলেজের স্নাতকের ছাত্র মুহাম্মদ হাসান এবং মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র খুশী মুহাম্মদ, 'আবদুল মজীদ, রহমত 'আলী, শুজা'উল্লাহ এবং শাহ্ নাওয়ায খান প্রমুখ।[৭০]

লাহোর থেকে আগত ছাত্রদের উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কে গমন করে তুর্কীদের সহায়তায় মিত্রশক্তি বিরোধী যুদ্ধে যোগদান করা। তাঁরা কাবুল থেকে তুরস্কে গমন করার চেষ্টা করলে আফগান সরকার তাঁদেরকে গ্রেফতার করে নজরবন্দী করে রাখেন। মওলানা সিন্ধী নায়িবুস সুলতান সরদার নাস্‌রুল্লাহ্ খানের সাথে দেখা করে তাঁদেরকে মুক্ত করেন। মওলানা সিন্ধী তাঁদেরকে কাবুলে অবস্থান করে বৃটিশ ভারত মুক্ত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করলে তাঁরা তুরস্ক গমন বাতিল করে দেন। কিছু দিন পর পেশোয়ার থেকে আরও কতিপয় নওজোয়ান[৭১] কাবুলে পৌঁছলে তাঁদের সাথে লাহোরী দলের ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ হয়। অপরদিকে বেকারত্ব উভয়দলের মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। মওলানা সিন্ধী এ সব লক্ষ্য করে তাঁদের মধ্যে মীমাংসা করে একটি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটির সভাপতি নিয়োগ করেন 'আবদুল বারীকে। তিনি তাঁদের জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন কাজের ব্যবস্থাও করে দেন। তিনি এঁদের মধ্য থেকে শায়খ মুহাম্মদ ইব্‌রাহীম, মওলবী মুহাম্মদ 'আলী কাসূরীর ন্যায় বিশেষ কয়েকজন কলেজ শিক্ষার্থীকে ভিন্ন করে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয় শিক্ষা দেন।[৭২] অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন বিভাগে সেক্রেটারি এবং বিভিন্ন পদে লাহোরী এবং পেশোয়ারী ছাত্রদের অর্ন্তভুক্ত করা হয়।[৭৩]

---

৬৯. মওলানা হুসায়ন আহ্‌মদ মদনী, *নক্‌শে হায়াত*, ২য় খণ্ড, পৃ ১৫৮।

৭০. যাফর হাসান আয়বেক, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩।

৭১. পেশোয়ার কলেজের ছাত্র লতীফ খান, কোহাট স্কুলের ছাত্র ফকীর শাহ্ এবং পীর বখ্‌শ্ কোহাটের পুলিশ 'আবদুল মজীদ এ চারজন নওজোয়ান পেশোয়ার থেকে কাবুল গমন করেন। (Silken Letter Conspiracy Case and Who is Who -এর 'আবদুল বারীর জেরার সময়ে তাঁর জবানবন্দী)।

৭২. যাফর হাসান আয়বেক, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩।

৭৩. রাওল্যাট রিপোর্ট, পৃ ১২৬।

Dhaka University Institutional Repository

রাশিয়া, ইস্তাম্বুল ও জাপানে মিশন প্রেরণ

কাবুলস্থ ভারতের অস্থায়ী সরকার আমীর নাসরুল্লাহ্ খানের অনুমতিতে উপমহাদেশের স্বাধীনতা প্রশ্নে বিদেশে তিনটি মিশন প্রেরণ করেন। প্রথম মিশনটি প্রেরিত হয় রাশিয়ায়। রাজা মহেন্দ্র রাশিয়ার মিশনে ডঃ মথুরা সিংকে পাঠাবার প্রস্তাব করেন। প্রফেসর বরকতুল্লাহ্ এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। পক্ষান্তরে মওলানা সিন্ধী মিশনে মথুরা সিংকে একা পাঠাতে রাজি হন নি; বরং তিনি প্রস্তাব রাখেন যে, ডঃ মথুরা সিং-এর সাথে একজন নওজোয়ান মুসলমানও থাকবে। রাজা মহেন্দ্র এ প্রস্তাব সমর্থন করেন নি; বরং উভয়ের মধ্যে বাদানুবাদ বেড়ে যায়। পরে এর মীমাংসা করেন সরদার নাস্রুল্লাহ্ খান। সরদার নাসরুল্লাহ্ খান উভয়ের বক্তব্য শুনার পর মওলানা সিন্ধীর প্রস্তাব সমর্থন করেন। লাহোরী নওজোয়ানদের মধ্য থেকে খুশী মুহাম্মদের নাম 'মির্যা মুহাম্মদ 'আলী' রেখে তাঁকে রাশিয়ান মিশনের প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রাজা মহেন্দ্র শুধু মথুরা সিংহের ব্যয়বহন করেন। মওলানা সিন্ধী নিঃসম্বল অবস্থায় ছিলেন বলে মির্যা মুহাম্মদ 'আলীর পথখরচ হাবীবিয়া কলেজের অধ্যাপক মওলবী মুহাম্মদ 'আলী কাসূরী প্রদান করেন। এঁদের দু'জনের প্রত্যেকের সাথেই একজন করে পরিচারিকাও দেয়া হয়। মথুরা সিংহের পরিচারিকা ছিল একজন কাবুলী শিখ এবং মির্যা মুহাম্মদ 'আলীর পরিচারিকা ছিল একজন আফগানী মুসলমান।[৭৪]

মিশন তাশকন্দে পৌঁছে গভর্নরের সাথে সাক্ষাত করেন এবং রাশিয়ার 'যার'-এর কাছে অস্থায়ী সরকারের প্রেরিত পত্র প্রদান করেন। এ পত্রে অস্থায়ী সরকারের পূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং সে দেশের সরকারের পূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং সে দেশের সরকারের নিকট এ অস্থায়ী সরকারকে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানানো হয়। এ ছাড়া আর একটি পত্র ছিল তাশকন্দের গভর্নর সমীপে। এ পত্রে মিশনের প্রতিনিধিদ্বয়কে সহায়তা করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।[৭৫]

রাশিয়ার 'যার' অস্থায়ী সরকারের পত্র পেয়ে তিনি নিজের স্বার্থোদ্ধারে সচেষ্ট হন। এটাকে বাহানা বানিয়ে তিনি বৃটিশের নিকট বিভিন্ন দাবি-দাওয়া পেশ করতে থাকেন। বৃটিশ এটিকে জাল মিশন বলে প্রমাণ করে। অবশেষে রাশিয়ার 'যার' মিশনকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেন। কিন্তু তাশকন্দের গভর্নরের মধ্যস্থতায় মিশনকে গ্রেফতার থেকে রহিত করা হয়। মোটকথা এ মিশন প্রেরণের ফলে বৃটিশ গভর্নমেন্টের সাথে রাশিয়ার সম্পর্কের মধ্যে অবনতি ঘটে এবং রাশিয়া-বৃটিশ ঐক্যে ব্যাঘাতের সৃষ্টি হয়। ঐক্যের এ ফাটল নিরসনের জন্য বৃটিশ কর্তৃক লর্ড কাচনারকে রাশিয়ায় পাঠানো হয়।[৭৬]

মিশনটি রাশিয়া থেকে কাবুলে ফেরত আসলে রাজা মহেন্দ্র পতাপ মথুরা সিংকে সরদার নাসরুল্লাহ্ খানের নিকট নিয়ে আসেন। তিনি মিশনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ জানতে চাইলে উত্তরে মথুরা

---

৭৪. মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, *কাবুল মেঁ সাত সাল*, পৃ ৬১-৬৫।

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৭০।

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

সিং বলেন, "আমরা মঙ্গলমতেই তথায় পৌছি এবং মঙ্গমতেই ফিরে আসি। আমাদের কোন অসুবিধাই হয় নি।" মথুরা সিংহের এ উত্তরে সরদার নাসরুল্লাহ্ খান সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। অতঃপর মওলানা সিন্ধীকে সংবাদ দিয়ে মিশনের সদস্য মির্যা মুহাম্মদ 'আলীকে তলব করেন। তিনি মিশনে যাত্রার পর থেকে কাবুলে ফেরত আসা পর্যন্ত যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। এ লিপিবদ্ধ তথ্য তিনি তাঁকে পেশ করলে এতে সরদার নাসরুল্লাহ্ খান আত্মতৃপ্তি লাভ করে সন্তুষ্ট হন।[৭৭]

দ্বিতীয় মিশনটি মওলানা সিন্ধীর অভিপ্রায়ে ইস্তাম্বুলে প্রেরিত হয়। এ মিশনের প্রতিনিধি ছিলেন 'আবদুল বারী এবং ডঃ শুজা'উল্লাহ্। এঁদের ইরান হয়ে ইস্তাম্বুল যাওয়ার কথা ছিল। তৃতীয় মিশনটি প্রফেসর বরকতুল্লাহ্র প্রস্তাবানুসারে রাশিয়া হয়ে জাপান পৌছার কথা ছিল। এ মিশনের প্রতিনিধি ছিলেন শায়খ 'আবদুল কাদির ও মথুরা সিং।[৭৮]

জার্মান কেপ্টিন হিন্টস জার্মানে ফিরে যাওয়ার সময়ে মওলানা সিন্ধীকে তিনশ' পাউন্ড প্রদান করেন। ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটাবার জন্য রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও প্রফেসর বরকতুল্লাহ্কে মওলানা সিন্ধী একশ' পাউন্ড প্রদান করেন। এক রাতে মওলানা সিন্ধীর বাসস্থান থেকে ডাকাতরা দুশ' পাউন্ডসহ অন্যান্য অনেক সামগ্রী ডাকাতি করে নিয়ে যায়। এতে মওলানা সিন্ধী নিঃসম্বল হয়ে পড়েন। মুজাহিদীন দলের নেতা মওলানা বশীর থেকে মওলানা সিন্ধী একশ' পাউন্ড ঋণ নিয়ে ইস্তাম্বুলগামী মিশনকে প্রদান করেন। অপরদিকে মওলানা সিন্ধী সরদার নাসরুল্লাহ্ খানকে ডাকাতি হওয়ার সংবাদ জানিয়ে তাঁর নিকট থেকে একশ' পাউন্ড গ্রহণ করেন। মওলানা সিন্ধী এ একশ' পাউন্ড জাপানগামী মিশনকে প্রদান করলে তাঁরা জাপানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ইস্তাম্বুলগামী মিশনকে ইরান পৌছামাত্রই বৃটিশ সরকার তাঁদেরকে গ্রেফতার করে ফেলে। এ মিশনের প্রতিনিধি মথুরা সিং বৃটিশ-ভারতে বোম মারার কেসে পলাতক আসামি ছিলেন। ঐ কেসে তাঁকে ফাঁ র রায় দেয়া হয়েছিল। ফলে গ্রেফতারের পর তাঁকে ফাঁ দেয়া হয়। শায়খ 'আবদুল কাদির প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত নজরবন্দ ছিল।[৭৯]

জাপানগামী মিশনকে রাশিয়া সরকার তাদের সীমান্তে পৌছামাত্রই বৃটিশের নিকট সমর্পণ করে। এ মিশনের প্রতিনিধিদ্বয় 'আবদুল বারী এবং শুজা'উল্লাহ্কে বৃটিশ নজরবন্দ রেখে পরে ছেড়ে দেয়।[৮০]

---

৭৭. যাফর হাসান আয়বেক, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৩।

৭৮. মওলানা হুসায়ন আহ্মদ মদনী, *নকশে হায়াত*, ২য় খণ্ড, পৃ ১৬৯।

৭৯. যাফর হাসান আয়বেক, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৩।

৮০. মওলানা 'উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, *কাবুল মেঁ সাত সাল*, পৃ ৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তি ফওজ গঠন

মুজাহিদীন দলের নেতা মওলানা মুহাম্মদ বশীরের পরামর্শক্রমে মওলানা সিন্ধী কাবুলে অবস্থান কালে 'জুনূদুল্লাহ্' নামক একটি মুক্তি ফওজ গঠন করেন। এতে লাহোর থেকে আগত নওজোয়ানরাও অংশগ্রহণ করেছিল।[৮১] এ মুক্তি ফওজে বিভিন্নপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের বিবরণ এই[৮২] ঃ

(ক) পেট্রোন ঃ

১. চীফ জেনারেল খলীফাতুল মুসলিমীন

২. সুলতান আহ্মদ শাহ্ কাচার, ইরান

৩. আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান, কাবুল

(খ) ফিল্ড মার্শাল ঃ

১. আন্ওয়ার পাশা

২. দওলতে 'উসমানিয়ার যুবরাজ

৩. দওলতে 'উসমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী

৪. 'আব্বাস হিল্মী পাশা

৫. শরীফ, মক্কা মুকার্‌রমা

৬. নায়িবুস সালতানাত সরদার নাসরুল্লাহ্ খান, কাবুল

৭. মু'ঈনুস্ সালতানাত সরদার 'ইনায়াতুল্লাহ্ খান, কাবুল

৮. নিযাম, হায়দারাবাদ

৯. ওয়ালী, ভূপাল

১০. নবাব, রামপুর

১১. নিযাম, ভাওয়ালপুর

১২. র'ঈসুল মুজাহিদীন

(গ) জেনারেল ঃ

১. সুলতানুল মু'আয্‌যম মওলানা মাহ্মূদ হাসান মুহাদ্দিস দেওবন্দী

২. কাবুল জেনারেলের স্থলাভিষিক্ত মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী

---

৮১. প্রাগুক্ত, পৃ ৭৪।

৮২. Silken Letter Conspiracy Case and Who is Who-এর মুক্তি ফওজ সম্পর্কিত বর্ণনা; A.H.M. Mujtaba Hossain, "Shaikhul Hind Mawlana Mahmud Hasan : His Contributions to Education and Politics," *The Dhaka University Studies* 'A', December, 1984.

(ঘ) ল্যাফ্‌টেনেন্ট জেনারেল ঃ

১. মওলানা মুহ্‌য়িদ্দীন খান
২. মওলানা 'আবদুর রহীম
৩. মওলানা গোলাম মুহাম্মদ, ভাওয়ালপুর
৪. মওলানা তাজ মুহাম্মদ সিন্ধী
৫. মওলবী হুসায়ন আহ্‌মদ মদনী
৬. মওলবী হামদুল্লাহ হাজী সাহেব, তুরঙ্গযয়ী
৭. ডাক্তার মুখতার আহ্‌মদ আনসারী
৮. হাকীম 'আবদুর রায্‌যাক
৯. মুল্লা' সাহেব, বাব্‌রা
১০. কূহিস্‌তানী
১১. জান সাহেব, বাজুরা
১২. মওলবী ইব্‌রাহীম
১৩. মওলবী মুহাম্মদ মিয়াঁ
১৪. হাজী সা'ঈদ আহ্‌মদ
১৫. শায়খ 'আবদুল 'আযীয সদেশ
১৬. মওলবী 'আবদুল করীম র'ঈসুল মুজাহিদীন
১৭. মওলবী 'আবুদল 'আযীয রহীম আবাদী
১৮. মওলবী 'আবদুর রহীম আযীম আবাদী
১৯. মওলবী 'আবদুল্লাহ্ গাযীপুরী
২০. নবাব যমীরুদ্দীন আহ্‌মদ
২১. মওলবী 'আবদুল বারী
২২. আবুল কালাম
২৩. মুহাম্মদ 'আলী
২৪. শওকত 'আলী
২৫. যাফর 'আলী
২৬. হাসরাত মূহানী
২৭. মওলবী 'আবদুল কাদির কাসূরী
২৮. মওলবী বরকতুল্লাহ্ ভূপালী
২৯. পীর আসাদুল্লাহ্ শাহ্ সিন্ধী

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) মেজর জেনারেল ঃ

১. মওলবী সায়ফুর রহমান

২. মওলবী মুহাম্মদ হাসান মুরাদাবাদী

৩. মওলবী 'আবদুল্লাহ্ আনসারী

৪. মীর সিরাজুদ্দীন বাহাওয়ালপুরী

৫. পাচা মুল্লা' 'আবদুল খালিক

৬. মওলবী বশীর, র'ঈসুল মুজাহিদীন

৭. শায়খ ইব্রাহীম সিন্ধী

৮. মওলবী মুহাম্মদ 'আলী কাসূরী

৯. সায়্যিদ সুলায়মান নদবী

১০. 'ইমাদী গোলাম হুসায়ন আযাদ সুবহানী

১১. কাযিম বে

১২. খুশী মুহাম্মদ

১৩. মওলবী 'আবদুল বারী, অস্থায়ী ভারত সরকারের মুহাজির ওকীল

(চ) কর্নেল ঃ

১. শায়খ 'আবদুল কাদির মুহাজির

২. শুজা'উল্লাহ্ মুহাজির, অস্থায়ী ভারত সরকারের নায়িবে ওকিল

৩. মওলবী 'আবদুল 'আযীয, য়্যাগিস্তানের হিযবুল্লাহ্-এর দূতের ওকীল

৪. মওলবী ফযলে রব্বী

৬. মিয়াঁ ফযলুল্লাহ্

৭. সদ্রুদ্দীন

৮. মওলবী 'আবদুল্লাহ্ সিন্ধী

৯. মওলবী আবূ মুহাম্মদ আহ্মদ লাহোরী

১০. মওলবী আহ্মদ 'আলী, সহকারী সম্পাদক নিযারাতুল মা'আরিফ

১১. শায়খ 'আবদুর রহীম সিন্ধী

১২. মওলবী মুহাম্মদ সাদিক সিন্ধী

১৩. মওলবী ওলী মুহাম্মদ

১৪. মওলবী 'উযায়রগুল

১৫. খাজা 'আবদুল হাই

১৬. কাযী যিয়াউদ্দীন, (এম.এ.)

Dhaka University Institutional Repository

১৭. মওলবী ইব্‌রাহীম সিয়ালকোটী

১৮. 'আবদুর রশীদ (বি.এ.)

১৯. মওলবী যহূর মুহাম্মদ

২০. মওলবী মুহাম্মদ মুবীন

২১. মওলবী মুহাম্মদ ইউসুফ গঙ্গূহী

২২. মওলবী রশীদ আহ্‌মদ আনসারী

২৩. মওলবী সায়্যিদ 'আবদুস সালাম ফারূকী

২৪. হাজী আহ্‌মদ জান সাহারানপুরী

(ছ) ল্যাফ্‌টেনেন্ট কর্নেল ঃ

১. ফযল মাহ্‌মূদ

২. মুহাম্মদ হাসান (বি.এ) মুহাজির

৩. শায়খ 'আবদুল্লাহ্ (বি.এ) মুহাজির

৪. যাফর হাসান (বি.এ) মুহাজির

৫. আল্লাহ্ নাওয়ায খান (বি.এ) মুহাজির

৬. রহ্‌মত 'আলী (বি.এ) মুহাজির

৭. 'আবদুল হামীদ (বি.এ) মুহাজির

৮. হাজী শাহ্ বখ্‌শ সিন্ধী

৯. মওলবী 'আবদুল কাদির দীনুপুরী

১০. মওলবী গোলাম নবী

১১. মুহাম্মদ 'আলী সিন্ধী

১২. হাবীবুল্লাহ্

(জ) মেজর ঃ

১. শাহ্ নাওয়ায

২. 'আবদুর রহ্‌মান

৩. 'আবদুল হক

(ঝ) ক্যাপ্টেন ঃ

১. মুহাম্মদ সলীম

২. করীম বখ্‌শ্

(ঞ) ল্যাফ্‌টেনেন্ট ঃ

১. নাদির শাহ্

Dhaka University Institutional Repository

হিজাযে শায়খুলহিন্দের কূটনৈতিক তৎপরতা

হিজায ছিল তুরস্ক শাসিত। এজন্য তুর্কীরাই রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মক্কার গভর্নর ছিলেন গালিব পাশা। তিনি হিজাযেই বসবাস করতেন। মক্কার গভর্নর হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকলেও তাঁকে তুরস্ক সরকার সমগ্র হিজাযের কর্তৃত্ব দান করেছিলেন। মদীনার গভর্নর ছিলেন তাঁরই অধীনস্থ।[৮৩]

শায়খুলহিন্দ মক্কায় পৌঁছেই ভারতীয় প্রভাবশালী ব্যবসায়ী হাফিয 'আবদুল জাব্বারের[৮৪] সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি তাঁকে হিজাযের গভর্নর গালিব পাশার সাথে সাক্ষাত করিয়ে দেয়ার অনুরোধ জানান। হাফিজ 'আবদুল জাব্বার তাঁর এক নির্ভরযোগ্য নওজোয়ান দোভাষীর[৮৫] মাধ্যমে গভর্নর গালিব পাশার সাথে শায়খুলহিন্দের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। তাঁরা দু'জনে এক সৌহাদ্যপূর্ণ আলোচনা সভায় মিলিত হন এবং তিনি তাঁর বক্তব্য গভীর মনোযোগসহ শুনেন। প্রথম দিনের আলোচনা শেষে গভর্নর পরদিন তাঁকে তাঁর সাথে সাক্ষাতকারে মিলিত হওয়ার পরামর্শ দেন। ইত্যবসরে গভর্নর শায়খুলহিন্দ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে আশ্বস্ত হন। পরদিন শায়খুলহিন্দ নির্দিষ্ট সময়ে গভর্নরের দরবারে পৌঁছলে তিনি তাঁকে অত্যন্ত সম্মান দেখান। তিনি তাঁর নিকট বিপ্লবী পরিকল্পনা ও আযাদী মিশন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। গালিব পাশা একান্ত আন্তরিকতার সাথে তা' সমর্থন করে তুর্কী সরকারের পক্ষ থেকে সর্বপ্রকারের সাহায্য ও সহানুভূতির প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি তাঁকে য়্যাগিস্তানের আযাদ মিশন কেন্দ্রে প্রত্যাগমন করে এ আন্দোলনকে আরও ব্যাপক ও শক্তিশালী করার পরামর্শ দেন। এরই

---

৮৩. মওলানা আদ্‌রাবী, মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ সম্পাদিত, *শায়খুল ইসলাম হযরত মওলানা মদনী (রঃ) ঃ জীবন ও সংগ্রাম*, (ঢাকা ঃ জামান প্রিন্টার্স, ১৯৯১), পৃ ৫৮।

৮৪. হাফিয 'আবদুল জাব্বার ছিলেন মক্কার একজন বর্ষীয়ান বিশিষ্ট শিল্পপতি। মক্কার লোকেরা তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং তাঁকে অধিক সম্মান করতেন। সরকারি উচ্চ পদস্থদের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল নিবিড়। তিনি ছিলেন দিল্লীর অধিবাসী। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন দিল্লীর প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত শিল্পপতি হাজী 'আলী জান। তিনি সায়্যিদ আহ্‌মদ শহীদের নিকট বয়'আত হয়ে আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং মুজাহিদ ছিলেন। সায়্যিদ আহ্‌মদ শহীদের অনুসারীবৃন্দ যাঁরা 'সাথয়ানা'তে অবস্থান করতেন তাঁদের সাথে ছিল তাঁর গভীর সম্পর্ক। এসব কারণেই শায়খুলহিন্দ হাফিয 'আবদুল জাব্বারের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। (মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ, *আসীরানে মাল্টা*, পৃ ৩৮)।

৮৫. তিনি একজন ভারতীয় নওজোয়ান, 'আরবী ও তুর্কী ভাষার বিশেষজ্ঞ। তিনি তুরস্ক বিদ্যালয় থেকে তুর্কী ভাষার বিশেষজ্ঞ হিসেবে সনদ লাভ করেছিলেন। মক্কায় 'তাসবীহ্'-এর ব্যবসা করতেন। হিজাযে গালিব পাশার সাথে তাঁর সুগভীর সম্পর্ক ছিল। (মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ, *আসীরানে মাল্টা*, পৃ ৩৮)।

পরিপ্রেক্ষিতে শায়খুলহিন্দ তুর্কী সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি আন্ওয়ার পাশার[৮৬] সাথে সাক্ষাত করার অভিপ্রায় জানান। আন্ওয়ার পাশা তখন ইস্তাম্বুলে অবস্থান করছিলেন। গালিব পাশা শায়খুলহিন্দের একান্ত ইচ্ছা ও অভিপ্রায় জানতে পেরে ইস্তাম্বুলে তাঁকে আন্ওয়ার পাশার নিকট পৌছিয়ে দেয়ার জন্য মদীনার গভর্নর বসরী পাশাকে লিখিত নির্দেশ দেন। তদুপরি তিনি শায়খুলহিন্দের আযাদ মিশন ও বিপ্লবী আন্দোলনকে সফল করার লক্ষ্যে সর্বপ্রকারের সাহায্য ও সহানুভূতির অনুরোধ জানিয়ে একটি পত্রও দেন।[৮৭]

গালিবনামা

গালিব পাশা উপমহাদেশের জনগণের উদ্দেশ্যে শায়খুলহিন্দের নিকট নিজ স্বাক্ষরযুক্ত যে উপদেশ ও নির্দেশ দিয়েছিলেন তা' হচ্ছে 'গালিবনামা'। গালিবনামার অবিকল উদ্ধৃতি রাওল্যাট কমিটির রিপোর্ট থেকে দেয়া গেল ঃ

> " হে ভারতবাসী! এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মুসলমানগণ সর্ববিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে তুর্কী সেনাবাহিনী এবং মুজাহিদীন সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। সুতরাং হে মুসলমানগণ! তোমরা যে ইংরেজ শক্তির লৌহজালে আবদ্ধ রয়েছ, সংঘবদ্ধভাবে একে ছিন্নভিন্ন করে ফেলার সর্বপ্রকার চেষ্টা ও সামর্থ নিয়ে পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে আস। দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রধান অধ্যাপক মওলানা

---

৮৬. আন্ওয়ার পাশা (১৮৪১-১৯২২) তুর্কী সেনানায়ক ও অন্যতম রাজনৈতিক নেতা। প্রথমদিকে তিনি আন্ওয়ার নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি তুর্কী ও আলবেনীয় মাতাপিতার সন্তান। সেনাবাহিনীতে যোগদানের পর স্যাল'নিকার নব্যতুর্কী আন্দোলনের সাথে সংযোগ স্থাপন করেন। নিয়ামী বে-এর সহযোগিতায় ম্যাসডোনিয়ায় বিদ্রোহ সৃষ্টি করে সুলতান দ্বিতীয় 'আবদুল হামীদকে ১৮৭৬-এর শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করেন। ১৯১২ সালে ত্রিপলী অভিযানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধে তিনি আদ্রিয়ানোপল পুনরুদ্ধার করেন (১৯১৩)। তুর্কী সমর সচিব নাযিম পাশার হত্যায় তাঁর ভূমিকা ছিল। নব্যতুর্কী প্রধানমন্ত্রী মাহ্মুদ শওকত পাশাকে হত্যা (জুন, ১৯১৩) করা হলে ১২০০-এর অধিক সামরিক কর্মচারীকে বরখাস্ত করেন। ১৯১৪ সালের ৩ জানুয়ারি নিজেকে সমর-সচিব বলে ঘোষণা করেন। তিনি ছিলেন জার্মান সমর্থক। প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক জার্মান পক্ষ অবলম্বনের চেষ্টা করে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে তিনি অকৃতকার্য হন (১৯১৪-১৫)। ক্রমে তুরস্কের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করেন। মিত্রশক্তির বিজয়ের পর পলায়ন করে জার্মানি ও রাশিয়ায় বাস করেন। সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পরিচালনাকালে বুখারাতে নিহত হন। (*বাংলা বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, পৃ ১৪০)

৮৭. মওলানা মুহিউদ্দীন খান, *হায়াতে মওলানা হুসাইন আহ্মদ মদনী*, (ঢাকা ঃ আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৫), পৃ ৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

মাহ্মূদ হাসান আফিন্দীর সাথে ঐকমত্য হয়ে তাঁকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছি। ধন-জন ও সর্ববিধ সামগ্রী দিয়ে তাঁর সহযোগিতা কর। এতে বিন্দুমাত্রও ইতস্তত করো না।"[৮৮]

এ 'গ্যালিবনামা' পত্রটি দেয়া হয়েছিল আফগানিস্তান, সীমান্তের আযাদ এলাকা ও ভারতের অভ্যন্তরে প্রচারের উদ্দেশ্যে। তাই শায়খুলহিন্দ এ পত্রটি মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ মনসূরকে প্রদান করে প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতে পাঠিয়ে দেন। বৃটিশ কর্তৃক মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ মনসূর আনসারীকে গ্রেফ্তার করার আশঙ্কা ছিল। তাই তিনি ভারতে গমন না করে উপজাতি এলাকা য়্যাগিস্তানে নিরাপদে পৌঁছেন এবং তথায় গালিবনামার প্রচার ব্যাপকভাবে করেন। এরপর কাবুলে মওলানা সিন্ধীর নিকট পৌঁছে এর ব্যাপক প্রচার প্রসার করেন।[৮৯] আযাদ এলাকার উপজাতিদের নিকট থেকে এর একটি কপি গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে' রাওল্যাট কমিটি'-এর হস্তগত হয়।[৯০]

আর একটি পত্র শায়খুলহিন্দ গালিব পাশার নিকট থেকে আফগান সরকারের নামে গ্রহণ করেন। এতে ইতোপূর্বে দূত (রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও প্রফেসর বরকতুল্লাহ্ প্রমুখ) মারফত প্রেরিত 'তুর্কী-আফগান' চুক্তির অনুমোদন ছিল। ঐ চুক্তির মর্ম ছিল– তুর্কী বাহিনী আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারত আক্রমণ করবে। কিন্তু তারা আফগানিস্তানের কোন অংশে হাত দিবে না; বরং প্রয়োজন হলে আফগানবিরোধী শক্তির সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত থাকবে। এটাকে ইতিহাসে 'গালিব চুক্তিনামা' বলে অভিহিত করা হয়। এ চুক্তিটি আফগানিস্তানে যথাসময়ে পৌঁছে নি। অবশ্য এটি আমীর আমানুল্লাহ্ খানের[৯১] আমলে বিপ্লবীদের সাহস বৃদ্ধি করেছিল।[৯২]

---

৮৮. *রাওল্যাট রিপোর্ট*, পৃ ১২৭।

৮৯. শায়খ মুহাম্মদ মূসা, প্রাগুক্ত, পৃ ৮১।

৯০. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮। গালিবনামা সম্পর্কে রাওল্যাট রিপোর্টের বর্ণনা এই – ১৩৩৩ হি./আগস্ট, ১৯১৫ সালে মওলানা মাহ্মূদ হাসানের জনৈক শাগেরদ্ মওলবী 'উবায়দুল্লাহ্ কাবুলে গমন করেন। তথায় তিনি পৌঁছে আফগানিস্তানে আগত ভারত প্রবাসী নেতৃবর্গ এবং জার্মান ও তুর্কী মিশনের প্রতিনিধিবর্গের সাথে মিলিত হয়ে কাবুলের আমীর হাবীবুল্লাহ্র প্রতি বৃটিশের বিরুদ্ধে কাজ চালিয়ে যাওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। এ সময়েই মওলবী মাহ্মূদ হাসান মক্কায় গমন করেন। তিনি ভারতবাসীর প্রতি গালিব পাশার স্বাক্ষরযুক্ত ঘোষণাপত্র মওলবী মুহাম্মদ মিয়াঁর মাধ্যমে মওলবী 'উবায়দুল্লাহ্র নিকট প্রেরণ করেন। এ ঘোষণাপত্রে ভারতীয়দেরকে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। তাঁরা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, বৃটিশকে পরাজিত করার পর উপমহাদেশে অস্থায়ী সরকার স্থাপিত করা হবে। এ সরকারের প্রেসিডেন্ট হবেন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ সিং। তিনি ১৯১৪ সালে ইউরোপে গমন করে বৃটিশ বিরোধী শক্তিসমূহের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। (*রাওল্যাট রিপোর্ট*, পৃ ২৫৩-২৫৪)।

৯১. আমানুল্লাহ্ খান (১৮৯২-১৯৬০) আফগানিস্তানের আমীর (১৯১৯-২৬) ও বাদশাহ্ (১৯২৬-২৯)। পিতা আমীর হাবীবুল্লাহ্র গুপ্ত হত্যার (ফেব্রুয়ারি, ১৯১৯) পর আমানুল্লাহ্র পিতৃব্য নসরুল্লাহ্ খান

Dhaka University Institutional Repository

আন্‌ওয়ারনামা

গালিব পাশার পত্র নিয়ে শায়খুলহিন্দ মদীনায় তুর্কী গভর্নরের নিকট গমন করেন। তিনি তাঁকে আন্‌ওয়ার পাশার নিকট তুরস্কে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানান। মদীনার গভর্নর তাঁকে জানালেন যে, আন্‌ওয়ার পাশা শীগ্‌গিরই রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর রওযা মুবারক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় আগমন করছেন। তাই তাঁকে আর তুরস্কে যেতে হবে না। যথার্থই কিছুদিনের মধ্যে আন্‌ওয়ার পাশা মদীনায় আগমন করেন।

মদীনার 'আলিম ও বুযুর্গদের মুখ নিঃসৃত বাণী, বক্তৃতা এবং উপদেশ শুনার জন্য আন্‌ওয়ার পাশা ও জামাল পাশা আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেমতে মসজিদে নববীতে বিশিষ্ট 'উলামা ও মাশায়িখের এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। বিশিষ্ট কয়েকজন 'আলিম এ সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শায়খুলহিন্দ ও মওলানা খলীল আহ্‌মদ সাহারানপুরীকেও উপদেশ বাণী শুনাবার অনুরোধ করা হয়। এঁদের পক্ষ থেকে মওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহ্‌মদ মদনী বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রাঞ্জল 'আরবী ভাষায় কুর'আন ও হাদীসের আলোকে যুক্তি ও প্রমাণাদিসহ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জিহাদের ফযীলত ও

সিংহাসনে বসেন; আমানুল্লাহ্ তাঁকে অনতিবিলম্বে ক্ষমতাচ্যুত করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। জনমতের চাপে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হন এবং তৃতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ (এপ্রিল-মে, ১৯১৯) সংঘটিত হয়। শীঘ্রই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং এক চুক্তি (১৯২১) দ্বারা বৃটিশ সরকারের আফগানিস্তানের বৈদেশিক নীতির উপর হস্তক্ষেপ ক্ষমতা প্রত্যাহার করেন। আফগানিস্তান সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দূতাবাস স্থাপন করে। কিন্তু আফগানিস্তান আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে আমানুল্লাহ্‌র উৎসাহের মাত্রাধিক্য দেশে শীঘ্রই প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি করে। তিনি রাস্তাঘাট, রেলপথ, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। কিন্তু দেশের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। সরকারি বিভিন্ন পদে বিদেশীদের নিয়োগ আফগানরা সুনজরে দেখে নাই। তদুপরি তিনি কয়েকজন অজনপ্রিয় উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। তিনি নারী শিক্ষার (১৯২৪) প্রবর্তন করলে তাঁর বিরুদ্ধে খেস্তে এলাকায় বিদ্রোহ ঘটে; তিনি তা' দমন করেন। ১৯২৭ সালে তিনিও তাঁর স্ত্রী ইউরোপ ভ্রমণে গমন করেন এবং তথা থেকে ১৯২৮ সালে ফিরে তিনি বলপূর্বক আফগানদের ইউরোপীয় পোশাক পরিচ্ছদ পরাবার এবং পর্দা প্রথা বিলোপ করার চেষ্টা করেন। ফলে সমগ্র দেশে বিদ্রোহ শুরু হয় এবং ১৯২৯ সালে তিনি 'ইনায়াতুল্লাহ্ খানের জন্য সিংহাসন ত্যাগ করে ইউরোপে গমন করেন। বাচা-এ সাক্কা নামক জনৈক দুঃসাহসী নিম্নস্তরের লোক সাময়িকভাবে সিংহাসন দখল করে। এরপর জনগণ কর্তৃক ঐ ব্যক্তি নিহত হলে পূর্বতন শাসক পরিবারের নাদিরশাহ্ জনগণের সমর্থনে সিংহাসনে বসেন। আমানুল্লাহ হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের কয়েকটি দুর্বল এবং ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালান। সুইজারল্যান্ডে নির্বাসন জীবন যাপনকালে যুরিখে তাঁর মৃত্যু হয়। (*বাংলা বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, পৃ ১৯৪)।

৯২. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ আলোচনা রাখেন। তাঁর আলোচনা যেমন ছিল সময়োপযোগী, তেমনি ছিল বস্তুনিষ্ঠ ও চিত্তাকর্ষক। আন্ওয়ার পাশা ও জামাল পাশা মওলানা সায়্যিদ মদনীর আলোচনা শুনে একান্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধায় বিমুগ্ধ হয়ে পড়েন।[৯৩] এরপর সায়্যিদ মদনীর প্রচেষ্টা ও মধ্যস্থতায় আন্ওয়ার পাশার সাথে শায়খুলহিন্দের গোপন সাক্ষাত হয় ও আযাদী আন্দোলন সম্পর্কে বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনার সুযোগ ঘটে।[৯৪] আন্ওয়ার পাশা তাঁকে বৃটিশের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার সহায়তা দানের আশ্বাস দেন। তাঁদের মধ্যে চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তিপত্রকে ইতিহাসে 'আন্ওয়ারনামা' নামে অভিহিত করা হয়।[৯৫]

আন্ওয়ার পাশা ও জামাল পাশা ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে জরুরী পরামর্শ ও নির্দেশ প্রদান করে সে দিনই স্পেশাল ট্রেনযোগে দামেস্ক অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁরা দামেস্কে পৌঁছে তুর্কী, 'আরবী ও ফারসী ভাষায় তিনটি পত্রে উভয়ের স্বাক্ষরযুক্ত চুক্তিপত্র মদীনার গভর্নর বসরী পাশার মাধ্যমে শায়খুলহিন্দের নিকট প্রেরণ করেন।[৯৬]

একটি লিখিত হয়েছিল বিপ্লবী দলের নেতারূপে শায়খুলহিন্দের নামে। এটি ছিল ভারতের বিপ্লবী সরকার ও তুর্কী সরকারের মধ্যে যাকে 'বিপ্লবী তুর্কী চুক্তি' বলা যায়। দ্বিতীয়টি ছিল ভারতবাসীর প্রতি, যাতে শায়খুলহিন্দের সাথে সহযোগিতা করার নির্দেশ ছিল। তৃতীয়টি ছিল তুর্কী ও আফগান সরকারের মধ্যে। এটি ছিল বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধ সম্পর্কিত। এটিকে 'তুরস্ক-আফগান চুক্তি' বলা যেতে পারে।[৯৭]

শায়খুলহিন্দ আন্ওয়ারনামা প্রাপ্ত হয়ে তিনি একজন বিজ্ঞ কারিগরের সাহায্যে কাঠের একটি সিন্দুক তৈরী করেন। সিন্দুক তৈরীর সময়ে দু'টি কাঠের মাঝে পত্র দু'টি এমনভাবে রাখা হয়েছিল যে কাঠ দু'টি জোড়া দেয়ার পর জোড়া দেয়া হয়েছে বলে কেউ অনুমানও করতে পারবে না। এরপর এতে কাপড় চোপড় এবং অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী রেখে মুযাফ্ফর নগর জেলার খানজাহানপুর এলাকার নেতা মওলানা হাদী হাসানের নিকট দেয়া হয়। তাঁকে এ সিন্ধুকটি রাথ্ড়ী এলাকার হাজী সায়্যিদ নূরুল হাসানের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার উপদেশ দেয়া হয়।[৯৮]

---

৯৩. মওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৬।

৯৪. প্রাগুক্ত।

৯৫. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯।

৯৬. মওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭।

৯৭. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯।

৯৮. মওলানা আদ্‌রাবী (মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ ৬০-৬১ ; সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদবী, (মওলানা আশিকুর রহমান কাসেমী অনূদিত), *মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব*, (ঢাকা ঃ আল্ আমিন প্রিন্টার্স, ১৯৯৭), পৃ ১৪৯।

শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দ ১২ জুমাদাল আখিরাহ ১৩৩৪ হি./১৯১৬ খ্রী. মদীনা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে কয়েকদিন অবস্থান করার পর তিনি ২০ রজব ১৩৩৪ হি./১৯১৬ খ্রী. তা'য়িফ অভিমুখে যাত্রা করেন। আর তাঁর সহচরবৃন্দ সকলেই মক্কায় থেকে যান। শরীফ হুসায়নের বিদ্রোহের কারণে শায়খুলহিন্দ তা'য়িফে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। অবশেষে ১০ শাওয়াল ১৩৩৪হি./১৯১৬ খ্রী. তিনি পুনরায় মক্কায় পৌছে জানতে পারলেন যে, ভারত অভিমুখে যাত্রার উদ্দেশ্যে স্টিমার জিদ্দা ঘাটে নোঙ্গর করা অবস্থায় রয়েছে। তাই ভারতগামী কাফেলা সকলেই জেদ্দায় উপনীত হয়েছে। তাঁদেরকে বিদায় অভ্যর্থনা জানাবার উদ্দেশ্যে শায়খুলহিন্দ জিদ্দায় আগমন করেন।[৯৯]

জিদ্দা বন্দরে সি. আই. ডি. পুলিস শায়খুলহিন্দকে দেখতে পেয়ে ধারণা করল যে, ভারতগামী স্টিমারে আরোহণ করে তিনি ভারতে গমন করছেন। তাই তারা এ সংবাদ বোম্বে পুলিসকে জানিয়ে দেয়। এদিকে শায়খুলহিন্দ বোম্বের বিপ্লবী জনৈক সদস্যকে যে-কোন পন্থায় ইতঃপূর্বে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, মওলানা হাদী হাসান একটি কাঠের সিন্দুকসহ বোম্বে আগমন করছেন। তিনি তাঁকে তাঁর নিকট থেকে সিন্দুকটি গ্রহণ করে মওলানা মুহাম্মদ নবীর নিকট পৌছিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। এদিকে স্টিমার জেদ্দা বন্দর ত্যাগ করলে শায়খুলহিন্দ মক্কায় চলে আসেন। স্টিমার বোম্বে ঘাটে নোঙ্গর করার সঙ্গে সঙ্গে বোম্বের বিপ্লবী সদস্য ভিড়ের মধ্যে ঢুকে যথাস্থান থেকে সিন্দুকটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং তাৎক্ষণিকভাবে মুযাফ্ফর নগর গমন করে মওলানা মুহাম্মদ নবীর নিকট সিন্দুকটি পৌছিয়ে দেন।[১০০]

এদিকে পুলিস শায়খুলহিন্দকে স্টিমারে না পেয়ে তাঁর সহচরবৃন্দের নিকট তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। মওলানা খলীল আহ্মদ সাহারানপুরীকে আট/দশ দিন আবদ্ধ রেখে শায়খুলহিন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কিন্তু তিনি তাঁর সম্পর্কে কোন তথ্যই প্রদান করেন নি। অপরদিকে পুলিস মওলানা হাদী হাসানকে গ্রেফতার করে নয়নিতাল জেলে বন্দী করে রাখে। তারা তাঁকে শায়খুলহিন্দ সম্পর্কে বিভিন্নভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তাঁর উপর চাপ প্রয়োগ করে এবং নির্যাতন চালায়। তা'সত্ত্বেও তিনি তাঁর সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেন নি। মওলানা মুহাম্মদ নবীকে ইতোপূর্বে যে-কোন পন্থায় শায়খুলহিন্দ সিন্দুকে রক্ষিত পত্রসমূহ বের করে হাজী নূরুল হাসানের নিকট পৌছিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।[১০১]

এদিকে সি. আই. ডি. পুলিস জানতে পারল যে, শায়খুলহিন্দ কর্তৃক প্রেরিত গুরুত্বপূর্ণ পত্রসমূহ মওলানা মুহাম্মদ নবীর নিকট সিন্দুকে সংরক্ষিত আছে। মওলানা মুহাম্মদ নবী সিন্দুক খুলে যে সময়ে পত্রগুলো বের করছিলেন ঠিক ঐ মুহূর্তে পুলিস অনুসন্ধান চালিয়ে তাঁর বাড়িতে হানা দেয়। তিনি পুলিসকে দেখে তৎক্ষণাৎ পত্রগুলো হাতে মোচড়িয়ে সদরিয়া কোটের পকেটে রেখে খুঁটির সঙ্গে

৯৯. শায়খুল ইসলাম মওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহ্মদ মদনী, প্রাগুক্ত, পৃ ২২২-২২৩।

১০০. মওলানা 'আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯২।

১০১. ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

সদরিয়াটি ঝুলিয়ে দেন। পুলিস সকাল দশটা থেকে বিকেল ছ'টা পর্যন্ত গৃহের সকল সামগ্রী তছনছ করে ফেলে। কিন্তু অনুসন্ধান করে কোন কিছুই তারা পায় নি। অথচ সদরিয়াটি খুঁটিতে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল এবং সদরিয়ার দিকে পুলিসের নজরই পড়ে নি।[১০২]

মওলানা মুহাম্মদ নবী শায়খুলহিন্দের নির্দেশ মতে হাজী নূরুল হাসানের নিকট পত্রগুলো পৌঁছিয়ে দেন। পুলিস এ সংবাদ জানতে পেরে হাজী নূরুল হাসানের বাড়িতে হানা দেয় এবং তাঁর বাড়ির সকল আসবাবপত্র লণ্ডভণ্ড করে ফেলে। কিন্তু তারা তাঁর বাড়িতে অনুসন্ধান চালিয়ে কিছুই পায় নি। অথচ বাইরে বারান্দায় একটি ছোট জীর্ণ সিন্দুকে শায়খুলহিন্দ কর্তৃক প্রেরিত পত্রগুলো রক্ষিত ছিল। এদিকে পুলিসের মোটেই নজর পড়ে নি।[১০৩]

হাজী নূরুল হাসান পত্রগুলোর ফটোকপি করার উদ্দেশ্যে দিল্লীতে গমন করেন। হাজী আহ্মদ মির্যা ফটোগ্রাফারের দোকানের সন্নিকটে পৌঁছে তিনি দেখতে পান যে, পুলিস ফটোগ্রাফারের দোকানে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। তাই তিনি সেখান থেকে সট্‌কে পড়েন। এক সময়ে তিনি সে দোকানে উপস্থিত হয়ে সংরক্ষিত পত্রগুলোর ফটোকপি করেন। এরপর পুনরায় হাজী আহ্মদ মির্যার দোকানে পুলিস হানা দিয়ে অনুসন্ধান চালাবার পরও কিছুই পায় নি। অথচ ঐ রক্ষিত পত্রগুলোর ফটোকপি সেসময়ে একটি টেবিলের নীচে একটি থালায় রাখা ছিল। কিন্তু পুলিসের সেদিকে নজর পড়ে নি। ফলে পুলিস ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।[১০৪]

পুলিসের এত অনুসন্ধান ও কঠোরতা গ্রহণের পরও হাজী আহ্মদ মির্যা লিখিত পত্রসমূহের অনেক ফটোকপি প্রস্তুত করে হাজী নূরুল হাসানকে প্রদান করেন। যে যে কেন্দ্রে এবং যাঁকে এ কপিগুলো পৌঁছিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল সেভাবে নির্দিষ্ট বিপ্লবী নেতৃবর্গ এবং বিপ্লবী কেন্দ্রসমূহে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়।[১০৫]

এই পত্রের উত্তর কাবুলস্থ ভারতীয় নেতৃবর্গ আফগান সরকার থেকে নিয়ে শায়খুলহিন্দের নিকট মদীনায় প্রেরণ করেন।[১০৬]

যে পত্রটি তুর্কী ও আফগান সরকারের মধ্যে বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধ সম্পর্কিত চুক্তি ছিল সে পত্রটি মওলানা মুহাম্মদ নবী তাঁর নিজের নিকটেই রেখে দেন। দেড় মাস জেলে বন্দী থাকার পর মুক্তি পেয়ে

---

১০২. শায়খুল ইসলাম মওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহ্মদ মদনী, প্রাগুক্ত, পৃ ২২৫।

১০৩. সা'ঈদ আহ্মদ আকবরাবাদী, "আন্ওয়ারনামা হিন্দুস্তান মেঁ," *মাসিক আল্-বুরহান,* (দিল্লী : ডিসেম্বর ১৯৪৮, একবিংশ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা), পৃ ৩৫৩।

১০৪. শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ মদনী, প্রাগুক্ত, পৃ ২২৭।

১০৫. মওলানা 'আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৩।

১০৬. ড. মুহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯।

মওলানা সায়্যিদ হাদী হাসান মওলানা মুহাম্মদ নবীর নিকট থেকে 'তুরস্ক-আফগান চুক্তিনামা'টি গ্রহণ করেন। এরপর তিনি অবয়ব পরিবর্তন করে নিজের নাম যাফর আহ্‌মদ রেখে এ চুক্তিপত্রটি নিয়ে আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তথায় পৌঁছে তিনি চুক্তিপত্রটি মওলানা সিন্ধীর নিকট হস্তান্তর করেন। অতঃপর মওলানা সিন্ধী এ চুক্তিপত্রটি আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের নিকট পৌঁছে দেন।[১০৭]

তৃতীয় পত্রটির মর্ম ছিল– আফগান সরকারের অনুমোদন থাকলে ১৯১৭ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তুর্কী বাহিনী আফগান সীমান্তের মধ্য দিয়ে বৃটিশ-ভারত আক্রমণ করবে এবং সাথে সাথে ভারতেও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ঘটবে। কথা ছিল– আফগান সরকার কর্তৃক এই চুক্তির অনুমোদনের পর অনুমোদন পত্রটি মদীনায় অবস্থানরত শায়খুলহিন্দের মাধ্যমে তুর্কী সরকারের হাতে পৌঁছতে হবে। অনুরূপভাবে শায়খুলহিন্দের মাধ্যমে তুর্কী সরকারের যুদ্ধের নির্দেশটি পুনরায় ১৯১৭ সালের ১ জানুয়ারির মধ্যে কাবুলের সদর দফতরে পৌঁছতে হবে। আবার কাবুলের সদর দফতর ঐ সংবাদটি দিল্লীর সদর দফতরকে পৌঁছাবে ১৯১৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। এরপরেই ৯ ফেব্রুয়ারি তুর্কী বাহিনী আফগানিস্তান যাবে এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি অভিযান পরিচালনা করা হবে। শায়খুলহিন্দ স্বয়ং ঐ সময়ে আফগানিস্তানে উপস্থিত থাকবেন।[১০৮]

কাবুলস্থ ভারতীয় নেতাগণ 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর নেতৃত্বে ঐ চুক্তিপত্র নিয়ে আফগান বাদশাহ্ আমীর হাবীবুল্লাহ্‌র নিকট গিয়ে উত্তরের প্রয়াসী হন। পূর্বেই বলা হয়েছে– তখন আফগানিস্তান ছিল বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত রাজ্য। এর বৈদেশিক ও আর্ন্তজাতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা ছিল বৃটিশ ভারতের হাতে। তাই আমীর হাবীবুল্লাহ্ বৃটিশ স্বার্থের পরিপন্থী যুদ্ধে জড়িত হতে রাজী হন নি। কিন্তু আফগান সরকার ও জনগণ ছিলেন বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত। আমীর হাবীবুল্লাহ্-এর পুত্র সরদার 'ইনায়াতুল্লাহ্ ব্যতীত তাঁর আর এক পুত্র সরদার আমানুল্লাহ্ এবং ভাই তথা প্রতিশ্রুত ভাবী বাদ্‌শাহ নাসরুল্লাহ্ ও বৃটিশের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।[১০৯]

সরদার আমানুল্লাহ্ -এর অসন্তুষ্ট থাকার কারণ ছিল এই যে, বৃটিশ শাসকদের পরামর্শে আমীর হাবীবুল্লাহ্ প্রতিশ্রুত নাসরুল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে নিজ বড় ছেলে 'ইনায়াতুল্লাহ্‌কে ভাবী বাদশাহ্ করার পাঁয়তারা করছিলেন। এতে সরদার নাসরুল্লাহ্‌ও আমীর হাবীবুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন।[১১০] এমতাবস্থায় আমীর হাবীবুল্লাহ্ বাধ্য হয়ে সামরিক, বেসামরিক অফিসার ও আযাদ উপজাতীয় সরদারদের সমবেত করেন এবং আলোচনার পর বুঝতে পারলেন যে, মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া সবাই যুদ্ধের জন্য

---

১০৭. মওলানা 'আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৩।

১০৮. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯।

১০৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৩০।

১১০. প্রাগুক্ত।

প্রস্তুত। অগত্যা আমীর হাবীবুল্লাহ্ বিপ্লবী দলের নেতাদের সাথে এ মর্মে ২৪ জানুয়ারি ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন ঃ

"আফগান সরকার নিরপেক্ষ থাকবে। তুর্কী ফৌজ আফগান সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারতে প্রবেশ করবে। আফগান সরকার বৃটিশ সরকারের নিকট এই কৈফিয়ত দিবে যে, উপজাতীয় লোকেরা বিদ্রোহ করে আফগান সরকারের আওতা ছাড়িয়ে গেছে। তবে ব্যক্তিগতভাবে কেউ যুদ্ধে যোগদান করলে তাতে তাঁর কোন আপত্তি থাকবে না।"

অস্থায়ী ভারতীয় সরকারের নেতৃবৃন্দ তাঁর এতটুকু স্বীকারোক্তিকেই যথেষ্ট বলে মনে করলেন। তাঁরা ঐ মর্মে আমীর হাবীবুল্লাহ্‌র নিকট থেকে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে নেন।[১১১]

সরদার নাসরুল্লাহ্ মওলানা সিন্ধীর নির্দেশে তা' নিজের হেফাজতে রাখেন। এ দিকে আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান গোপনে এসব তথ্য সম্পর্কে বৃটিশ সরকারকে অবহিত করেন এবং তাদের নিকট থেকে আর্থিক সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেন।[১১২] আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান থেকে বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধে অবতরণের কোন নিশ্চিত আশ্বাস না পাওয়ায় এবং তাঁর নিরপেক্ষতা আঁচ করায় জার্মান মিশন মে, ১৯১৬ খ্রী. কাবুল ত্যাগ করেন। কিন্তু তুর্কী মিশন আরো কিছুকাল তথায় অবস্থান করেন।[১১৩]

ইংরেজদের রেশমীপত্র উদ্ধার

মওলানা সিন্ধী ও আমীর নাসরুল্লাহ্ খান একজন দক্ষ কারিগরের হাতে 'আরবী ভাষায় চুক্তিপত্রের পূর্ণ ভাষ্য এবং যুদ্ধ আরম্ভের তারিখ (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১৭) একটি রুমালে রেশমী সুতা দিয়ে বুনেন। এ বয়নকৃত রেশমী পত্রটি বাহকের মাধ্যমে শায়খুলহিন্দের নিকট মক্কায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন।[১১৪]

সংবাদ আদান-প্রদান এবং পত্র বহন করে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব ছিল নওমুসলিম শায়খ 'আবদুল হকের উপর। মূলত তিনি ছিলেন বানারসের একজন হিন্দু পরিবারের ছেলে। তিনি এম. এ. ডিগ্রী প্রাপ্ত ছিলেন। শায়খুলহিন্দের বিশিষ্ট মুরীদ এবং তাঁর আন্দোলনের বিশ্বস্ত ও সতর্ক কর্মী ছিলেন। তিনি বিপ্লবী দলের গোপন তথ্যের আদান-প্রদান করতেন। তিনি আফগানিস্তান ও ভারতের মধ্যে কাপড়ের ব্যবসা করতেন। তাঁর ব্যবসায়ের কাপড়-চোপড়ের মধ্যে ঐ রেশমী রুমাল পত্রটি লুকিয়ে রাখা হয়। তাঁর প্রতি নির্দেশ ছিল যে, তিনি ঐ রেশমী রুমাল পত্রটি সিন্ধুর শায়খ 'আবদুর রহীমের হাতে পৌঁছে দেবেন এবং তিনি হজ্জ করতে গিয়ে তা' শায়খুলহিন্দের নিকট হস্তান্তর করবেন। যদি পথে কোন বিপদের আশংকা হয়

---

১১১. প্রাগুক্ত।

১১২. মওলানা 'আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৫-১৯৬।

১১৩. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০।

১১৪. মওলানা 'আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

তবে রুমাল পত্রটি পেশোয়ারের আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী খান বাহাদুর হক নাওয়ায খানকে দিয়ে রুমাল পৌঁছাবার যাবতীয় নির্দেশাবলী জানিয়ে দিবে। শায়খ 'আবদুল হক ঐ রুমালপত্রটি কাবুল থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত বহন করে আনেন। এখানে বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগের কড়া তদন্ত দেখে তিনি স্বয়ং তা বহন করতে সাহস করেন নি। তাই তিনি রুমালপত্রটি হক নাওয়ায খানকে পূর্ণ নির্দেশাবলীসহ দিয়ে দেন। অবশেষে ঐ পত্রটি কয়েকজনের হাত বদল হয়ে সিন্ধুতে শায়খ 'আবদুর রহীমের হাতে পৌঁছে এবং গোয়েন্দা পুলিস তাঁর নিকট থেকে ঐ পত্রটি উদ্ধার করে।[১১৫]

পক্ষান্তরে রেশমী রুমাল সম্পর্কে সি. আই. ডি. রিপোর্টে বলা হয় যে, মওলানা সিন্ধী ও মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ মনসূর আনসারী একজন দক্ষ কারিগরের হাতে তিনটি রুমালে রেশমী সুতা দিয়ে বয়ন করে তিনটি পত্র লিখেন। এ পত্রগুলো হলুদ রঙের রেশমী কাপড়ের তিনটি টুকরাতে লেখা হয়েছিল। প্রথমপত্রটি শায়খ 'আবদুর রহীমের নামে লিখিত। এ পত্রটির সাইজ ছিল ছয় ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং পাঁচ ইঞ্চি প্রস্থ। দ্বিতীয় পত্রটি শায়খুলহিন্দের নামে প্রেরিত। এ পত্রটি দশ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং আট ইঞ্চি প্রস্থ। তৃতীয় পত্রটি শায়খুলহিন্দের নামে একই ধারাবাহিকতায় রচিত। এ পত্রটি পনের ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং দশ ইঞ্চি প্রস্থ।

প্রথম এবং তৃতীয় পত্রে 'উবায়দুল্লাহ্‌র দস্তখত রয়েছে। দ্বিতীয় পত্রটি দস্তখত বিহীন। 'আবদুল হক সি. আই. ডি. কে বলেছে – মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্‌ সিন্ধী কাবুল থেকে তাঁকে এ তিনটি পত্র শায়খ 'আবদুর রহীমকে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য দিয়েছেন। এ পত্রগুলো তাঁরই সম্মুখে মওলানা সিন্ধী ও মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ মনসূর আনসারী লিখেছেন।

মওলানা সিন্ধি উপমহাদেশ ও'আরবের বিপ্লবী দলের কাজের অগ্রগতি ও বৃটিশ–ভারতকে আক্রমণ করা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করার জন্য এসকল পত্রে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন। এগুলো নির্ভরযোগ্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে মদীনাতে পাঠাবার ব্যবস্থা ছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল – আফগানিস্তান ও আযাদ উপজাতি এলাকার যাবতীয় তথ্য এবং যুদ্ধারম্ভের তারিখসহ বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে শায়খুলহিন্দকে অবহিত করা। হায়দারাবাদ সিন্ধের শায়খ 'আবদুর রহীমের দায়িত্বে ছিল এ রেশমী রুমাল পত্র দু'টি শায়খুলহিন্দের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া। তাই তার কাছে প্রথম পত্রটি লেখা হয়। প্রথম পত্রের সারাংশ এইঃ

শায়খুলহিন্দের লিখিত পত্র দু'টি মদীনাতে পাঠাতে হবে। শায়খুলহিন্দকে মৌখিকভাবে বলে দিতে হবে তিনি যেন কাবুলে আগমন না করেন। পত্রেও এর উল্লেখ রয়েছে। মদীনা হলো আন্তর্জাতিক বিদ্রোহী দলের কেন্দ্রীয় হেড কোয়ার্টার। আর শায়খুলহিন্দ ছিলেন এ কেন্দ্রের প্রধান এবং মওলানা সিন্ধী কর্তৃক সদ্য গঠিত মুক্তি ফওজের জেনারেল। মওলানা মনসূর আনসারীর এবারে হজ্জে আগমন সম্ভব নয়। তাই তাঁর জন্য তিনি যেন অপেক্ষা না করেন। মদীনার যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে শায়খ 'আবদুর

---

১১৫. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০-৩১; মওলানা 'আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯২-১৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

রহীম যেন কাবুলে মওলানা সিন্ধীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। প্রয়োজন বোধ করলে শায়খ 'আবদুর রহীম পানিপথের মওলানা হামদুল্লাহ্র সহায়তা গ্রহণ করতে পারেন। এ পত্রের উত্তর যেন সরাসরি শায়খ 'আবদুর রহীমের মারফত অথবা মওলানা আহ্মদ 'আলী লাহোরীর মাধ্যমে কাবুলে পাঠানো হয়।

দ্বিতীয় পত্রটি মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ মনসূর আনসারী লিখেছিলেন শায়খুলহিন্দের নামে। মওলানা আনসারী 'আরব থেকে গালিবনামা নিয়ে সীমান্তের উপজাতি এলাকায় ব্যাপকভাবে প্রচার প্রসার করে কাবুলে পৌঁছেন এবং সেখানেও এর ব্যাপক প্রচার করেন। এরপর আফগানিস্তানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানান। অস্থায়ী সরকার ও মুক্তিফওজ গঠন ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

উল্লিখিত তিনটি পত্রসহ 'আবদুল হক কাবুল থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত বহন করে আনেন। পেশোয়ারে আগমন করে শাহ্ নাওয়ায খান ও আল্লাহ্ নাওয়ায খান (এঁরা ছিলেন লাহোর থেকে কাবুলে আগত পনের জন মুহাজির মুজাহিদ-এর অন্তর্ভুক্ত)-এর পিতা খান বাহাদুর রব নাওয়ায খানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। খান বাহাদুর রব নাওয়ায খান 'আবদুল হকের নিকট থেকে রেশমী রুমালের কথা অবগত হয়ে তা' দেখার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করেন। চাপের মুখে নতি স্বীকার করে তিনি তা' তাঁকে দেখাতে বাধ্য হন এবং পত্রগুলো দেখার পর তিনি তা' হস্তগত করে ফেলেন। এরপর তিনি তাঁকে পত্রগুলোসহ মুলতান ডিভিশনের কমিশনারের নিকট হস্তান্তর করেন। ফলে এ পত্রটি পেয়ে বৃটিশ সরকার বিপ্লবী দলের সমস্ত গোপন তথ্য সম্পর্কে অবহিত হয়।[১১৬]

ড. মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ ও মওলানা 'আবদুর রহ্মানের বর্ণনা মতে দেখা যায় যে, গোয়েন্দা পুলিস রেশমী রুমাল উদ্ধার করে শায়খ 'আবদুর রহীমের হাত থেকে। পক্ষান্তরে সি. আই. ডি.-এর রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, খান বাহাদুর রব নাওয়ায খান 'আবদুল হকের নিকট থেকে রেশমী রুমালগুলো উদ্ধার করে মুলতান ডিভিশনের কমিশনারের নিকট 'আবদুল হকসহ রেশমী রুমালগুলো হস্তান্তর করে। ডিভিশনাল কমিশনার বৃটিশ সরকারের নির্দেশে এর তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য গোয়েন্দা বিভাগের নিকট 'আবদুল হক ও রেশমী রুমালগুলো হস্তান্তর করে। এরপর ভারতের বড়লাট মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী এবং অন্যান্যের[১১৭] নামে একটি ফৌজদারি মোকদ্দমা করেন।

---

১১৬. Silken Letter Conspiracy case and Who is Who-এর সি. আই. ডি. রিপোর্টের রেশমী রুমালের বর্ণনা।

১১৭. মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর সাথে অন্যান্যের মধ্যে উনষাট জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা গেলঃ

(১) মওলবী 'আবদুল 'আযীয, পিতা হায়াগুল, আতমানযয়ী, পেশোয়ার (২) 'আবদুল বারী বি.এ, পিতা গোলাম জীলানী, লায়ালপুর (৩) খাজা 'আবদুল হাই, পিতা খাজা 'আবদুর রহ্মান, গুরুদাসপুর (৪) শায়খ 'আবদুল হক ওরফে জীবন দাস, জেলা শাহ্পুর (৫) মওলবী 'আবদুল হক, রিফাহে 'আম প্রেস,

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত রেশমী রূমাল উদ্ধারের বর্ণনা হতে সি. আই. ডি.-এর বর্ণনাকে আমরা যথার্থ বলে মনে করি।

রেশমী রূমাল পত্রগুলো উদ্ধার করার পর বৃটিশ সরকার বিপ্লবী দলের সমস্ত গোপন তথ্য সম্পর্কে জানতে পারে। এদিকে শায়খুলহিন্দ নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, বিপ্লবের তারিখ যদিও নির্ধারিত আছে তবুও আমার সর্বশেষ নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কোন কেন্দ্র থেকে কেউ কোন অবস্থায় যেন বিপ্লব না ঘটায়। রেশমী রূমাল পত্রগুলো ইংরেজদের হস্তগত হয়ে যাওয়ায় শায়খুলহিন্দ বিপ্লবের শেষ নির্দেশ দেন নি। কেন্দ্রসমূহ বিপ্লব আরম্ভ করার তারিখ সম্পর্কে অবহিত ছিল; কিন্তু শায়খুলহিন্দের সর্বশেষ নির্দেশ না পাওয়ায় উপমহাদেশের অভ্যন্তরীণ কেন্দ্রসমূহ এবং আযাদ উপজাতি এলাকা য়্যাগিস্তান থেকেও বিপ্লবের সূত্রপাত হয় নি। রাওল্যাট রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ইংরেজগণ রেশমী রূমাল পত্রে বিপ্লবের নির্ধারিত তারিখ জানতে পেরে সবধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ফেলে।[১১৮]

নির্ধারিত বিপ্লবের তারিখ ১৯১৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারির পূর্বে উপমহাদেশের বিপ্লবী নেতাদেরকে গ্রেফতার করা হয় এবং উপমহাদেশের সকল স্থানে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় যেন কোথাও কোন ধরনের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয়।[১১৯]

বৃটিশ সরকার মওলানা সিন্ধী ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দকে গ্রেফতার করে তাদের হাতে সমর্পণ করার জন্য আফগানিস্তানের আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের উপর চাপ প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু সরদার নাসরুল্লাহ্ খান এবং সরদার আমানুল্লাহ্ খানের হস্তক্ষেপে আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান তাঁদেরকে গ্রেফতার করতে সাহস পায় নি। তবে ১ রমাযান ১৩৩৫ হি. মুতাবিক ১৯১৭ সালে মওলানা সিন্ধী ও তাঁর সহচরবৃন্দকে একটি সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠে নজরবন্দী করে রাখা হয়। অপরদিকে মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ মনসূর আনসারী এ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আযাদ উপজাতি এলাকায় চলে যান। ১৯১৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারিতে আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান আততায়ীর গুলীতে নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মওলানা সিন্ধী ও তাঁর সহচরবৃন্দ নজরবন্দ থাকেন।[১২০] আমীর হাবীবুল্লাহ্ নিহত হওয়ার পর সরদার আমানুল্লাহ্ খান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় মওলানা সিন্ধী ও তাঁর সহচরবৃন্দ আনুমানিক এক বছর আটমাস নজরবন্দ থাকার পর মুক্ত হন এবং তিনি তাঁদেরকে

লাহোর (৬) মওলবী 'আবদুল্লাহ পিতা নেহাল খান, জেলা সাখ্খার (৭) 'আবদুল কাদির বি.এ, পিতা আহ্মদ দীন, লায়ালপুর (৮) শায়খ 'আবদুর রহীম, পিতা লালা ভগবান দাস, হায়দারাবাদ সিন্ধ। (Silken Letter Conspiracy case and Who is Who-এর সি. আই. ডি. রিপোর্টের ফৌজদারী মামলার আরজি)।

১১৮. *রাওল্যাট রিপোর্ট*, পৃ ১২৬।

১১৯. ঐ, পৃ ১২৭।

১২০. মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, *কাবুল মেঁ সাত সাল*, পৃ ৭৮; শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ মওলানা হুসায়ন আহ্মদ মদনী, *নকশে হায়াত*, ২য় খণ্ড, পৃ ১৭১।

Dhaka University Institutional Repository

জালালাবাদ থেকে কাবুলে ডেকে এনে সম্মান প্রদর্শন করেন। সরদার আমানুল্লাহ্ মওলানা সিন্ধীর নজরবন্দী থাকা অবস্থায়ও মাঝে মাঝে তাঁকে ডেকে এনে আলাপ আলোচনা করতেন এবং একবার তিনি তাঁকে আর্থিকভাবে সাহায্যও করেছিলেন।[১২১]

শায়খুলহিন্দের গ্রেফতার

'আন্ওয়ারনামা ও গালিবনামা' ভারতীয় উপমহাদেশ, আযাদ উপজাতি এলাকা য়্যাগিস্তান এবং আফগানিস্তানে ব্যাপকভাবে প্রচার করার পর শায়খুলহিন্দ স্থির করেন যে, যে-কোন উপায়ে হোক য়্যাগিস্তান যেতে হবে এবং সেখান থেকে উপমহাদেশ ও মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে পূর্ণোদ্যমে সক্রিয়ভাবে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু হিজায থেকে শেষ বিদায়ের পথে গালিব পাশার সাথে আরও বিশেষ জরুরী পরামর্শের একান্ত প্রয়োজন। এজন্য শায়খুলহিন্দ স্বীয় সহচর সমভিব্যাহারে মদীনা থেকে মক্কায় পৌঁছেন।

হিজাযের তুর্কী প্রতিনিধি গালিব পাশা তখন তা'য়িফে অবস্থান করছিলেন। তাই শায়খুলহিন্দ অতি সতর্কতার সাথে তা'য়িফ অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁর সাথে ছিলেন – শায়খুল ইসলাম মওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহ্মদ মদনী, মওলানা 'উযায়রগুল[১২২] ও মওলানা মদনীর ভ্রাতুষ্পুত্র ওয়াহীদ আহ্মদ মদনী।

---

১২১. মওলানা মদনী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৪-১৭৫ ; ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২।

১২২. মওলানা 'উযায়রগুল পেশোয়ার জেলার যিয়ারত কাকা সাহেব গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৩৩১ হিজরী সনে তিনি দারুল 'উলূম দেওবন্দ থেকে চূড়ান্ত ডিগ্রী লাভ করে শায়খুলহিন্দের আযাদী আন্দোলনের সদস্যপদ লাভ করেন। আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনি যোগ্যতার সাথে আঞ্জাম দেন। শায়খুলহিন্দের আযাদী আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন এবং এর একজন বীর সৈনিক ছিলেন। সীমান্ত প্রদেশ এবং আযাদ উপজাতি এলাকা য়্যাগিস্তানে চিঠিপত্র আদান-প্রদান এবং দূত হিসেবে বিভিন্ন কাজ আঞ্জাম দেন। তিনি শায়খুলহিন্দের আযাদী আন্দোলনের বিপ্লবী কমিটির ট্রেজারার ছিলেন। ১৩৩৩ হি. সালে শায়খুলহিন্দের সাথে হিজাযে গমন করেন। শায়খুলহিন্দকে গ্রেফতার করে মাল্টাতে নজরবন্দ করা হলে তিনিও তাঁর সাথে মাল্টাতে নজরবন্দ থাকেন। শায়খুলহিন্দ মুক্তি পেয়ে উপমহাদেশে আগমন করলে তিনিও তাঁর সাথে আগমন করেন। তিনি শায়খুলহিন্দের একজন নিবেদিত ও উৎসর্গীকৃত বিশিষ্ট খাদিম ছিলেন। মুক্তি ফওজের তালিকায় তাঁর পদ ছিল কর্নেল।

খিলাফত আন্দোলনের সময়ে দেওবন্দে খিলাফত কমিটির সভাপতি ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি রুড়কী রহমানিয়া মাদ্রাসার সদর মুদার্‌রিস নিযুক্ত হন। রুড়কীতে অবস্থান কালে একজন নওমুসলিম মহিলাকে তিনি বিবাহ করেন। এ ইংরেজ মহিলা দীর্ঘদিন যাবত রুড়কীতে অবস্থান করছিলেন। ইংল্যান্ডের শাহী পরিবারের সাথে তাঁর বংশীয় সম্পর্ক ছিল। তিনি রুড়কীতে অবস্থানকালে ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়নকালে কোন সমস্যায় পড়লে তিনি মওলানা 'উযায়রগুল থেকে এর সমাধান লাভ করতেন। এই ভদ্রমহিলা মুসলমান হওয়ার পর তাসাউউফে আসক্ত হয়ে পড়েন। বিবাহ ব্যতিরেকে তাসাউউফের কণ্টকময় পথ অতিক্রম করা দুরূহ মনে করে

১৩৩৪ হিজরীর ২৪ রজব তারিখে তাঁরা তা'য়িফ পৌঁছে গালিব পাশার সাথে সাক্ষাত করে কতিপয় জরুরী বিষয়ে পরামর্শ করেন। আরও কতিপয় জরুরী বিষয়ে আলোচনা করার জন্য তিনি তথায় অবস্থান করেন। ইতোমধ্যে বৃটিশের কুমন্ত্রণায় ও প্রলোভনে শরীফ হুসায়ন তুর্কী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ৯ শা'বান মক্কা, জিদ্দা, য়্যাম্বূ' এবং মদীনাতে একইসাথে শরীফ হুসায়ন আক্রমণ চালায়। শরীফ হুসায়ন অধিক সংখ্যক সৈন্য ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে তুর্কীদের সামান্য সৈন্যকে পরাস্ত করে জিদ্দা তাঁর দখলে নিয়ে আসে।[১২৩]

অপরদিকে বৃটিশের মিসরী সৈন্য মক্কা জয় করে তা'য়িফে পৌঁছে। ১১ শা'বান শরীফ হুসায়নের সেনবাহিনী তা'য়িফ আক্রমণ করে। শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দ শরীফ হুসায়নের সৈন্যদের অবরোধে তা'য়িফে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। তুর্কী সরকারের সৈন্য ও শরীফ হুসায়নের সৈন্যদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকে। রমাযান মাসটি এভাবেই মহাসঙ্কটে ও বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। 'ঈদের দিনেও শরীফ হুসায়নের সৈন্যগণ যুদ্ধ করে। এ যুদ্ধের কারণে তা'য়িফে দারুণ অভাব অনটন দেখা দেয়। এখানে ইবন্ 'আব্বাসের মসজিদটি ছিল জামি' মসজিদ। শায়খুলহিন্দের বাসস্থান থেকে জামি' মসজিদ বেশ দূরে ছিল। যুদ্ধের কারণে জামি' মসজিদে গমন করে জামা'আতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও তারাবীহ্ আদায় করা আয়াসসাধ্য ছিল। কেননা সার্বক্ষণিক যুদ্ধের কারণে গুলী ও বোমা সর্বস্থানে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। এতে যে-কোন সময়ে দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ফলে অনেকেই নিজ নিজ গৃহে তারাবীহ্ আদায় করতে থাকে। কিন্তু শায়খুলহিন্দ ও মওলানা মদনী প্রমুখ এ সঙ্কটের মধ্যেই জামি' মসজিদে গমন করে মাগরিব, 'ইশা ও তারাবীহ্ আদায় করেন।[১২৪]

'ঈদের পর তা'য়িফে দারুণ মহামারী ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। জনসাধারণ না খেয়ে মৃত্যুবরণ করতে থাকে। খাদ্যদ্রব্য প্রায় নিঃশেষ হতে চলেছে। গরু, ছাগল ইত্যাদি যার নিকট যা' কিছু ছিল তা'ও আহার করে জীবন রক্ষা করতে লাগল। তা'য়িফ এ পর্যন্ত তুর্কী সরকারের অধিকারেই ছিল। কিন্তু নবপ্রতিষ্ঠিত শরীফ হুকূমতের অমানুষিক অত্যাচার ও নিপীড়নের দরুণ খাদ্য-দ্রব্য আমদানী বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে যুদ্ধের কারণে তা'য়িফ থেকে প্রস্থান করারও কোন উপায় ছিল না। অবশেষে তা'য়িফবাসীর অনুরোধে তুর্কী সরকার ৬ শাওয়াল শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দকে শরীফ হুকূমতের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। শরীফ সরকারের পক্ষে এই ঘাঁটিতে কমান্ডার নিযুক্ত ছিলেন শরীফ হুসায়নের পুত্র 'আবদুল্লাহ বেগ। মওলানা মদনীর অগাধ গুণ, জ্ঞান ও মর্যাদা সম্পর্কে 'আবদুল্লাহ্ বেগ অবগত ছিলেন। মওলানা মদনী তাঁর উস্তাদসহ আগমন করেছেন দেখে কমান্ডার 'আবদুল্লাহ বেগ পদমর্যাদা

তিনি মওলানা 'উযায়রগুলকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। মওলানা সাহেব এ প্রস্তাব গ্রহণ করে তাঁকে বিয়ে করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে গেলে তিনি নওমুসলিম বধু ও সন্তানাদিসহ স্বদেশ পেশোয়ারে আগমন করে এখানেই মারা যান। (কারী ফুয়ূযুর রহমান, *মাশাহীরে 'উলামায়ে দেওবন্দ,* পৃ ৩৬১)।

১২৩. মওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৯।

১২৪. মওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

বিশিষ্ট অতিথির জন্য সম্মানজনক একটি ভোজের আয়োজন করেন এবং পরদিন মক্কায় নিরাপদে পৌঁছিয়ে দেয়ার বন্দোবস্ত করেন।[১২৫]

শরীফ হুসায়ন বিদ্রোহ করে আরবদেশ গ্রাস করার কারণে ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণ বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও হিজাযের বর্তমান শরীফ হুকূমতের নিন্দাবাদ আরম্ভ করে এবং তুর্কী খিলাফতের পক্ষে জোরালো আন্দোলন চালায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজগণ মনে করে হিজাযের বর্তমান শরীফ হুকূমতকে সমর্থন করে তুর্কী খিলাফত ও তুর্কীবাসীদের বিরুদ্ধে মক্কা ও মদীনার 'আলিমদের স্বাক্ষরিত ফত্ওয়া ব্যাপকভাবে ভারতের সর্বত্র প্রচার একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় এ আন্দোলন প্রতিরোধ করা অসম্ভব ও আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। সুতরাং কর্নেল ওয়ালসন ও কর্নেল লরেন্সের ইঙ্গিতে খান বাহাদুর মুবারক 'আলী আওরঙ্গাবাদী কতিপয় 'আলিমের মাধ্যমে তুর্কী খিলাফত ও তুর্কীবাসীদেরকে কাফির ও খিলাফতের অনুপযুক্ত প্রতিপন্ন করে এবং শরীফ হুসায়নের তুর্কী খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে হিজায দখল করা যথার্থ বলে একটি ফত্ওয়া সঙ্কলন করান। এ ফত্ওয়ায় শরীফ হুসায়নের বাধ্য ও অনুগত 'আলিমগণ স্বাক্ষর করেন। পক্ষান্তরে হিজাযের অধিকাংশ 'আলিম এ ফত্ওয়া সম্পর্কে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। শায়খুলহিন্দ সমীপে ফত্ওয়াটি উপস্থাপন করা হলে তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন।[১২৬]

ফত্ওয়াটি শায়খুলহিন্দ প্রত্যাখ্যান করায় রাজদ্রোহের অভিযোগে দণ্ডিত করা হয়। শরীফ হুসায়ন জেদ্দায় গমন করলে কর্নেল ওয়ালসন ও কর্নেল লরেন্স প্রমুখের পরামর্শে ফত্ওয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের নামে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারি করা হয়।[১২৭]

শায়খুলহিন্দ সহচরবৃন্দের অনুরোধে মওলানা মদনীর ভ্রাতুষ্পুত্র মওলানা ওয়াহীদ আহ্মদকে[১২৮] সঙ্গে নিয়ে আত্মগোপন করেন। তাঁরা মনে করেছিলেন যে, আত্মগোপন করে থাকলে কিছুদিন পরে তাঁকে

---

১২৫. মওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৩।

১২৬. শায়খুল ইসলাম মওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহ্মদ মদনী, *সফরনামা-এ আসীরে মাল্টা,* (বিজনৌর ঃ মদনী দারুত তালীফ, ১৯৭০), পৃ ৫৮-৬০।

১২৭. মওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৩।

১২৮. মওলানা ওহীদ আহ্মদ মদনী ছিলেন শায়খুল ইসলাম মওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহ্মদ মদনীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মওলানা সায়্যিদ সিদ্দীক আহ্মদের পুত্র। অতি শৈশবেই তাঁর পিতা মারা গেলে তিনি তাঁর পিতৃব্য মওলানা মদনীর নিকট লালিত-পালিত হন এবং তাঁর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা থেকে সিহাহ্ সিত্তাহ্ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। শায়খুলহিন্দ ১৩৩৩ হি. সালে মক্কায় গমন করলে তিনি তাঁর সাহচর্যে থাকেন। শায়খুলহিন্দের নামে যখন গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি করা হয় তখন তিনি মওলানা ওয়াহীদ আহ্মদকে সঙ্গে নিয়ে আত্মগোপন করেন। মক্কার শরীফ হুসায়নের পৈশাচিক নির্দেশ অবহিত হয়ে তিনি স্বেচ্ছায় বের হয়ে তাদের হাতে গ্রেফতার হন। তাঁর সাথে মওলানা ওহীদও গ্রেফতার হয়ে জেদ্দায় আগমন

Dhaka University Institutional Repository

হিজাযের বাইরে যে-কোন স্থানে পাঠিয়ে দেয়া যাবে। অন্যদেরকে গ্রেফতার করলেও তারা তাঁদেরকে পরে ছেড়ে দেবে। এদিকে ১৩৩৫ হি. সালের ২২ সফর সোমবার দিন মওলানা মদনীকে গ্রেফতার করা হয়। গোয়েন্দা পুলিস শায়খুলহিন্দকে গ্রেফতার করার জন্য তার বাসস্থানে গমন করে তাঁকে পায় নি। তাঁকে বহু অনুসন্ধান করে না পাওয়ার পর তাঁর বাসস্থানে অবস্থানরত মওলানা হাকীম নুসরত হুসায়ন[129]

করেন। *মাল্টা বন্দীশালায় বন্দী থাকা অবস্থায় মওলানা মদনী এবং শায়খুলহিন্দের নিকট কুর'আন,* হাদীস, ফিক্‌হ এবং তাসাউউফ শিক্ষা লাভ করেন। মাল্টা থেকে মুক্তি লাভ করার পর হিজায গমন না করে তিনি শায়খুলহিন্দের সাথে ভারতে চলে আসেন। ১৩৪৬ হি./১৯২৭ সালে মুযাফ্‌ফর নগর জেলা থেকে তিনি মাসিক 'জমীল' পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং তিনি এর সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন। এরপর কিছুকাল তিনি দারুল 'উলূম দেওবন্দে সহকারী শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। অতঃপর বিহারের মাদ্‌রাসা 'আযীযিয়ার সদর মুদার্‌রিস হিসেবে নিয়োগলাভ করেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। মাল্টা বন্দীশালায় অবস্থানকালে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির সাথে তাঁর সাক্ষাত ও কথোপকথন হয়। এ সময়ে তিনি তাঁর জানা উর্দু ও 'আরবী ভাষা ছাড়া ফারসী, ইংরেজী, তুর্কী, ফ্রান্স, পশ্‌তু, বাংলা ইত্যাদি ভাষাগুলো অতি সহজেই আয়ত্ত করে ফেলেন। বিহারের 'আযীযিয়া মাদ্‌রাসায় সদর মুদার্‌রিস হিসেবে কর্মরত অবস্থায় প্লেগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে পয়তাল্লিশ বছর বয়সে স্ত্রী, তিন ছেলে ও দু'মেয়ে রেখে ইন্‌তিকাল করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মওলানা ফরীদ আহ্‌মদ হিজাযে অবস্থান করেন। মেজো ছেলে মওলানা রশীদ আহ্‌মদ ওহীদী দিল্লীর জামি'আ মিল্লিয়ার অধ্যাপক। তিনি পি-এইচ. ডি. ডিগ্রীপ্রাপ্ত । তাঁর কনিষ্ঠ ছেলে মওলবী সা'ঈদ আহ্‌মদ এম. বি. বি. এস. পাস করে মুযাফ্‌ফর নগর জেলার সরকারি চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত আছেন। তার প্রথমা কন্যা সফিয়্যার বিবাহ জামি'আ মিল্লিয়ার অধ্যাপক যিয়াউল হাসান ফারূকীর সাথে হয় এবং কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ 'ইনায়াতুল্লাহ্ এম. এ.-এর সাথে হয়। (মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ, *আসীরানে মাল্টা,* পৃ ৩০৬-৩০৮)।

১২৯. মওলানা হাকীম সায়্যিদ নুসরত হুসায়ন ইউ. পি.-এর অন্তর্গত ফত্‌হপুর জেলার কূড়া জাহাঁআবাদের অধিবাসী। দারুল 'উলূম দেওবন্দ থেকে ১৩২৫ হি. সনে চূড়ান্ত ডিগ্রী লাভ করেন। দারুল 'উলূমে তাঁর সহপাঠী ছিলেন মওলানা শিব্বীর আহ্‌মদ 'উসমানী। শিক্ষালাভ শেষে শায়খুলহিন্দের নিকট বয়'অত হয়ে আধ্যাত্মিক দীক্ষালাভ করেন। তিনি জমিদার পরিবারের সন্তান ছিলেন। চিকিৎসক হিসেবে একজন পারদর্শী হাকীম ছিলেন। ১৩৩৩ হি. সনে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। ইতঃপূর্বে মক্কায় অবস্থানরত শায়খুলহিন্দের নিকট গমন করে তার সঙ্গে থাকেন। তাঁর সাথেই মক্কা থেকে মদীনায় গমন করেন। পরবর্তীতে শরীফ হুসায়নের গোয়েন্দা পুলিস মক্কাতে শায়খুলহিন্দকে গ্রেফতার করে জেদ্দায় প্রেরণ করে। তখন তাঁর সাথে তাঁকেও গ্রেফতার করে জেদ্দায় পাঠানো হয়। তারপর তাঁকে শায়খুলহিন্দের সাথে জেদ্দা থেকে মাল্টাতে নজরবন্দ রাখা হয়। তিনি ছোট বেলা থেকেই পেটের পীড়ায় ভোগেন এবং প্রায়ই তার জ্বর থাকত। তিনি মাল্টাতে নজরবন্দ থাকা অবস্থায় কুর'আন মজীদ তিলাওয়াত, দালায়িলুল খয়রাত পাঠ, যিক্‌র, মুরাকাবা ইত্যাদিতে অধিক সময় কাটান। মাল্টায় অবস্থানকালে কিছুটা সুস্থ থাকলেও ১৩৩৬ হি. সনের রজব মাসে জ্বর পুনরায় ফিরে আসে। এরপর রমাযান মাস পর্যন্ত অবিরাম জ্বরে আক্রান্ত থাকায় রমাযানের শেষ দিকে

ও মওলানা 'উযায়রগুলকে শায়খুলহিন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা তাঁর সম্পর্কে কিছু জানেন না বলে অবহিত করেন। 'ইশার সময় পর্যন্ত শায়খুলহিন্দ আগমন না করলে শরীফ হুসায়ন সেদিন মাগরিবের পরে শায়খুলহিন্দের সাথীদ্বয় (মওলানা 'উযায়রগুল এবং মওলানা সায়্যিদ হাকীম নুসরত হুসায়ন) কে গুলী করে হত্যা করার নির্দেশ দেন।[১৩০]

শায়খুলহিন্দ শরীফ হুসায়নের এই পৈশাচিক আদেশ অবহিত হয়ে স্বেচ্ছায় বন্দী হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যেন কারো প্রতি কোন অভিযোগ উত্থাপিত না হয়, এ জন্য তিনি 'ইশার সময়ে ইহরামের পোষাক পরিধান করে 'তলবিয়া' পড়ে কা'বা গৃহে প্রবেশ করেন। সহচরদ্বয় অবশ্য গুলীর মুখ থেকে রক্ষা পেয়ে গেলেন কিন্তু শরীফ হুসায়নের আদেশক্রমে শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচর মওলানা 'উযায়রগুল, মওলানা হাকীম নুসরত হুসায়ন এবং মওলানা ওয়াহীদ আহ্‌মদ মদনীকে গ্রেফতার করে জেদ্দায় বৃটিশ সরকারের হাতে অর্পণ করা হয়।[১৩১]

ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। রোযা রাখার কারণে তিনি রাতের বেলায় ঔষধ সেবন করতেন। তিনি সুস্থ না হওয়ায় 'ঈদের পর ডাক্তার তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার উপদেশ দেন। সেমতে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। হাসপাতালে যত্নসহকারে ডাক্তার ও নার্সগণ তাঁর চিকিৎসা করতে থাকেন। অবস্থা ক্রমে অবনতির দিকেই যেতে থাকে। অতঃপর তিনি ১৩৩৭ হিজরীর ৯ যুলকা'দা তারিখে হাসপাতালেই ইন্‌তিকাল করেন। মাল্টা কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর কবরে নাম খোদাই করে একটি প্রস্তর ফলক লাগানো হয়। প্রস্তর ফলকে যা লেখা ছিল তার বঙ্গানুবাদ ঃ

তিনিই চিরস্থায়ী

"এটি ভারতের কূড়া জাহাঁআবাদের অধিবাসী সায়্যিদ নুসরত হুসায়নের কবর। দেওবন্দ দারুল 'উলূমের সদর মুদার্‌রিস শায়খুলহিন্দ মওলানা মাহ্‌মূদ হাসানের সথে গ্রেফতার হন। বন্দী থাকা অবস্থায় ১৩৩৭ হিজরী সনের ৯ যুলকা'দা তারিখে মারা যান। আল্লাহ্ তাঁকে অশেষ রহমত বর্ষণ করুন। (মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০৯-৩১৫)।

১৩০. মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪-৪৫।

১৩১. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইতঃপূর্বে মওলানা মদনীকে[১৩২] ইংরেজ সরকারের মনস্তুষ্টির জন্য নবপ্রতিষ্ঠিত শরীফ সরকার কারারুদ্ধ করে। গ্রেফতারের পর নব প্রতিষ্ঠিত শরীফ সরকারের কতিপয় বিশিষ্ট উচ্চপদস্থ কর্মচারী

---

১৩২. মওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহ্‌মদ মদনী (১৮৭৯-১৯৫৭) ঃ বিখ্যাত ভারতীয় 'আলিম স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মবীর, মুহাদ্দিস, লেখক ও চিন্তানায়ক। তিনি ১৮৭৯ খ্রী. ভারতের যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত উনাও জেলার বাগরমৌ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সায়্যিদ হাবীবুল্লাহ্ (১৮৪৫-১৯১৭) স্থানীয় একটি ঐতিহ্যপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন। মওলানা মদনী তের বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ১৮৯১ সনে দারুল 'উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। এখানে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চস্তরের বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাবলী সুযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট অধ্যয়ন করেন। বিশেষত সিহাহ্ সিত্তাহ্ শায়খুলহিন্দের নিকট অধ্যয়ন করেন।

দারুল 'উলূম দেওবন্দের শিক্ষা সমাপ্তির পর মওলানা মদনী ১৮৯৮ সালে তাঁর পিতার সঙ্গে মদীনায় হিজরত করেন। তিনি ১৮৯৮ হতে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত আঠার বছর মদীনার মসজিদে নববীতে 'আরব অনারবসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত শিক্ষার্থীদেরকে হাদীস শিক্ষা দেন। তিনি শায়খুল 'আরব ওয়াল 'আজম উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি ১৯০৯ সালে জম্'ইয়াতুল আনসার সংগঠন এবং ১৯১০ সালে দারুল 'উলূম দেওবন্দের দস্তারবন্দী অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

শায়খুলহিন্দ ও মওলানা মদনী তৎকালীন হিজাযে তুর্কী সরকারের প্রতিনিধি গালিব পাশার সাথে মিলিত হয়ে বৃটিশের বিরুদ্ধে তুর্কী হুকূমতের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। বৃটিশ সরকার তাদের অনুগত হিজাযের শাসনকর্তা শরীফ হুসায়নের মাধ্যমে সুকৌশলে তাঁদের দু'জনকে ১৯১৭ সালের ১২ জানুয়ারি গ্রেফতার করে ২১ ফেব্রুয়ারী মাল্টা দ্বীপের কারাগারে প্রেরণ করেন। মাল্টা কারাগারে তিন বছর সাত মাস অবর্ণনীয় নির্যাতন ভোগ করার পর ১৯২০ সালের ১২ এপ্রিল তাঁরা মুক্তি লাভ করেন।

মওলানা মদনী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে খিলাফত আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সুর মিলিয়ে এ আন্দোলনকে ফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যে দিল্লীতে আগমন করেন। এরপর তিনি জম্'ইয়াতে 'উলামা-এ হিন্দ, খিলাফত কমিটি ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যভুক্ত হন। পরবর্তীকালে জম্'ইয়াতে 'উলামা-এ হিন্দের একজন বিশিষ্ট কর্মী ও সভাপতি এবং কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট জাতীয় নেতা হিসেবে স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার দরুন পুনরায় তিন বছর কারারুদ্ধ থাকেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ও সুখ্যাতি চতুর্দিকে এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, হাদীস চর্চার প্রতিষ্ঠানসমূহে তাঁকে শায়খুল হাদীস হিসেবে পাওয়ার জন্য সকলেই একান্তভাবে আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে। তিনি অনেক ক্ষেত্রে আগ্রহ পূরণ করতে চেষ্টা করেন। মওলানা মদনী ১৯২০ সালে জামি'আ ইসলামিয়া আমরূহার প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। এরপর ১৯২১ সালে মওলানা আবুল কালাম আযাদের প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা দারুল 'উলূম 'আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও শায়খুল হাদীসের পদে অধিষ্ঠিত হন। এর কিছুকাল পর সিলেট জামি'আ ইসলামিয়ায় শায়খুল হাদীসের পদগ্রহণ করেন। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ঐতিহ্যপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শায়খুল হাদীস পদে সমাসীন থেকে সার্থকতার সঙ্গে হাদীস শিক্ষাদান করেন। এরপর ১৯২৭ সালে মওলানা মদনী দারুল 'উলূম দেওবন্দে অধ্যক্ষ ও শায়খুল হাদীসের পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তথা আমরণ উক্ত পদে বহাল থাকেন। মওলানা মদনী ১৯৫৭ সনের ৫ ডিসেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার দেওবন্দে ইন্তিকাল করেন এবং ৫ ডিসেম্বরের মধ্যরাত্রিতে কাসিমী গোরস্তানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

(*বাংলা বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৬৮৪; মওলানা হুসায়ন আহ্‌মদ মদনী, *সফরনামা-এ আসীর-এ মাল্টা*, পৃ ২০০-২০২, মওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *আসীরানে মাল্টা,* পৃ ৯০-৯২; 'আবদুর রশীদ আরশাদ, *বীস*

স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মওলানা মদনীকে কারামুক্ত করার অভিপ্রায়ে এগিয়ে আসেন। কিন্তু তিনি এই পরিহাসমূলক কাপুরুষোচিত সহানুভূতিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি তাঁদেরকে জেদ্দার বন্দীশালায় শায়খুলহিন্দের নিকট তাঁকে পৌছিয়ে দেয়ার অভিপ্রায় জানান। সেমতে তাঁকেও জেদ্দার বন্দীশালায় পাঠিয়ে দেয়া হয়।[১৩৩]

জিদ্দা থেকে মিসর অভিমুখে যাত্রা

শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দকে জেদ্দার বন্দীশালায় এক মাসকাল অবস্থান করতে হয়। কেননা এ সময়ে এখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী কর্নেল ওয়ালসন সরকারি বিশেষ কাজে বাইরে ছিলেন। দীর্ঘ এক মাসকাল জিদ্দা বন্দীশালায় অবস্থান করার পর ১৮ রবী'উল আউয়াল ১৩৩৫ হিজরী মুতাবিক ১২ জানুয়ারি ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে শুক্রবার শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দকে একটি সামরিক জাহাজে উঠিয়ে দেয়া হয়। জাহাজটি চারদিন পর ১৬ জানুয়ারি মঙ্গলবার প্রত্যূষে সুয়েজে ভিড়ে। তারপর সেখান থেকে *আঠার/বিশজন ইংরেজ সৈন্যের প্রহরাধীনে শায়খুলহিন্দ* ও তাঁর সহচরবৃন্দকে একটি ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর তাঁদেরকে বলা হয় যে, আগামীকাল আপনাদেরকে মিসরে নিয়ে যাওয়া হবে। তাঁদেরকে পাহারা দেয়ার জন্য ভারতীয় কয়েকজন সৈন্য মোতায়েন করা হয়। তাঁদের রান্না করার জন্য ভারতীয় বাবুর্চি নিয়োগ করা হয়।

পরেরদিন সকাল বেলা মিসর গমনের উদ্দেশ্যে তাঁদেরকে রেলগাড়িতে উঠিয়ে দেয়া হয়। রেলের একটি বগিতে পাঁচজন কয়েদীর জন্য পনেরজন সশস্ত্র সৈন্য নিয়োগ করা হয়। সেদিন (১৭ জানুয়ারি) দুপুর দু'টার সময়ে রেল কায়রোতে পৌছে। স্টেশনে পৌছে তাঁরা যুহরের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করেন। এরপর 'আসরের নামাযের সময় হলে 'আসরের নামাযও জামা'আতের সাথে আদায় করেন। এরপর মোটরযানে উঠিয়ে তাঁদেরকে জীযার রাজনৈতিক বন্দীশালায় পৌছিয়ে দেয়া হয়।[১৩৪]

কায়রো মিসরের রাজধানী। তথায় বিশ্ববিখ্যাত 'আরবী বিশ্ববিদ্যালয় জামি'আতুল আযহার এবং বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান রয়েছে। কায়রো বন্দরটি নীল নদের তীরে অবস্থিত। এর অপর কূলে 'জীযাহ' বন্দর। পূর্বে এখানে 'কৃষ্ণ বন্দী শিবির' নামে একটি বন্দীশালা ছিল। কায়রোতে সরকারি জেলখানা স্থাপিত হওয়ায় কৃষ্ণ বন্দী শিবিরটি বণিকদের মালপত্র রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধবন্দী ও দেশপ্রেমিক আত্মত্যাগী রাজনৈতিক বন্দীদেরকে তথায় আটক

বড়ে মুসলমান, দেওবন্দ, মাকতাবা কাসিমিয়া, ১৯৭০, পৃ ৪৬৪-৪৬৮ ; মুহাম্মদ 'আবদুল মন্নান খান, "মাওলানা হুসাইন আহ্মদ মদনী ঃ রাজনীতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার অবদান", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ঢাকা, জুন, ১৯৮৩ *পৃ* ২১৩-২৪৭)।

১৩৩. মওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৬-৭৭।

১৩৪. শায়খুল ইসলাম মওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহ্মদ মদনী, *সফরনামা-এ আসীরে মাল্টা*, পৃ ৭৪-৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

রাখা হয়। শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দকে এ বন্দী শিবিরেই আনা হয়। এই সময়ে বিভিন্ন দেশের আরও প্রায় দু'শ যুদ্ধ বন্দী ও রাজনৈতিক বন্দী এখানে অন্তরীণ ছিল। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল মুসলমান।[১৩৫]

পরদিন সকাল বেলা শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দকে কায়রোর সামরিক হেড কোয়ার্টারে আনা হয়। শায়খুলহিন্দকে একটি পৃথক প্রকোষ্ঠে চেয়ারে বসানো হয়। এ প্রকোষ্ঠে তিনজন ইংরেজ অফিসার উপস্থিত ছিলেন। এঁদের দু'জন অফিসার উর্দু ভাষায় দক্ষ ছিলেন। তাঁদের সম্মুখে বৃটিশ ভারত সরকারের প্রেরিত কাগজের একটি ফাইল ছিল। এ ফাইলে শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দ সম্পর্কে রিপোর্ট ছিল। ইংরেজ অফিসার শায়খুলহিন্দকে প্রশ্ন করতে থাকেন। তিনিও একান্ত নির্ভীকচিত্তে প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর যৌক্তিকতার সাথে প্রদান করেন। এতে অফিসারগণ হতভম্ব হয়ে যান। এখানে আংশিকভাবে সেসকল প্রশ্ন ও উত্তর উদ্ধৃত করা গেল ঃ

প্রশ্ন ঃ আপনাকে শরীফ হুসায়ন কেন গ্রেফতার করলেন?

উত্তর ঃ তাঁর ফত্ওয়ায় স্বাক্ষর না করার কারণে।

প্রশ্ন ঃ আপনি ফত্ওয়াতে কেন স্বাক্ষর করেন নি?

উত্তর ঃ ফত্ওয়াটি শরী'অত বিরোধী ছিল।

প্রশ্ন ঃ ভারতে অবস্থানকালে মওলানা 'আবদুল হক হক্কানীর ফত্ওয়া আপনার নিকট পেশ করা হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ এরপর আপনি কি করলেন?

উত্তর ঃ আমি ফত্ওয়াটি প্রত্যাখ্যান করেছি।

প্রশ্ন ঃ কেন প্রত্যাখ্যান করলেন।

উত্তর ঃ ফত্ওয়াটি শরী'অত বিরোধী ছিল।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্কে চেনেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

---

১৩৫. মওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন ঃ আপনি কিভাবে তাঁকে চেনেন?

উত্তর ঃ দারুল 'উলূম দেওবন্দে বহুদিন যাবত তিনি আমার নিকট পড়াশুনা করেছেন।

প্রশ্ন ঃ তিনি এখন কোথায় আছেন ?

উত্তর ঃ আমি কিছুই বলতে পারি না। আমি দেড় বছরের অধিক সময় ধরে হিজাযে অবস্থান করছি।

প্রশ্ন ঃ রেশমীপত্র সম্পর্কে আপনি কি জানেন?

উত্তর ঃ এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। আমি এ পত্র দেখিও নি।

প্রশ্ন ঃ এতে উল্লেখ আছে– আপনি বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত আছেন এবং আপনি বিদ্রোহী দলের সামরিক সেনাপতি।

উত্তর ঃ যদি এরূপই লেখা হয়ে থাকে। তবে আপনারা আমার স্বাস্থ্য এবং বয়সের দিকে লক্ষ্য করুন। আমি মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করেই জীবন অতিবাহিত করেছি। আমার পক্ষে সামরিক বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া এবং সেনাপতিত্বের সাথে কোন সম্পর্ক থাকা কি সম্ভব?

প্রশ্ন ঃ মাওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ দারুল 'উলূম দেওবন্দে 'জম'ইয়াতুল আনসার' কেন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

উত্তর ঃ তিনি মাদ্‌রাসার উন্নতিকল্পে 'জম'ইয়াতুল আনসার' গঠন করেছিলেন।

প্রশ্ন ঃ তাঁকে মাদ্‌রাসা থেকে বের করে দেয়া হলো কেন?

উত্তর ঃ নিজেদের পরস্পরের মতবিরোধের কারণে।

প্রশ্ন ঃ এ জম্'ইয়াত দ্বারা কি কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল ?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ গালিবনামা সম্পর্কে আপনি কি জানেন?

শায়খুলহিন্দ ঃ গালিবনামা কি?

প্রশ্নকারী ঃ হিজাযের গভর্নর গালিব পাশার পত্র যে পত্রটি মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ হিজায থেকে নিয়ে যান এবং আপনি গালিব পাশার নিকট থেকে এ পত্রটি লাভ করেন।

উত্তর : মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁকে আমি চিনি। তিনি আমার সফরের সাথী ছিলেন। মদীনা থেকে পৃথক হয়ে স্বদেশে চলে যান। অবশ্য তথা হতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁকে জিদ্দা এবং মক্কায় প্রায় একমাস বিলম্ব করতে হয়েছিল। গালিব পাশার পত্র কোথায়? যা আপনি আমার দিকে সম্পর্কযুক্ত করছেন।

প্রশ্নকারী : পত্রটি মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁর নিকট রয়েছে।

শায়খুলহিন্দ : মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ কোথায় অবস্থান করছেন?

প্রশ্নকারী : সে পলায়ন করে আফগানিস্তানে চলে গেছে?

শায়খুলহিন্দ : এ পত্র সম্পর্কে আপনি কিভাবে অবহিত হলেন।

প্রশ্নকারী : জনগণ দেখেছে।

শায়খুলহিন্দ : আমার মত নগন্য ব্যক্তি হিজাযের গভর্নর গালিব পাশার নিকট পৌছতে পারে কি? এটা কি সম্ভব? তদুপরি আমি তুর্কী ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ। পূর্ব থেকে তাঁর সাথে আমার কোন সম্পর্কও ছিল না। আমি হজ্জের কয়েকদিন পূর্বে মক্কায় গমন করে হজ্জক্রিয়া সম্পন্ন করি। গালিব পাশা হিজাযের গভর্নর ছিলেন বটে, কিন্তু তা'য়িফেই অবস্থান করতেন। কাজেই তাঁর সাথে সাক্ষাত করা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। সুতরাং রিপোর্টের কথা গুজব ব্যতীত আর কিছুই নয়।

প্রশ্নকারী : আপনি কি আন্ওয়ার পাশা ও জামাল পাশার সাথে সাক্ষাত করেছেন?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : কিভাবে সাক্ষাত করেছেন?

উত্তর : যেদিন তাঁরা মদীনাতে আগমন করেন সেদিন সকালে মসজিদে নববীতে একটি 'উলামা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মওলানা হুসায়ন আহ্মদ এবং তথাকার মুফতী আমাকেও সে সম্মেলনে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। সম্মেলন সমাপ্তি ঘোষিত হলে তাঁরা আমাকে তাঁদের উভয়ের সাথে সাক্ষাত করিয়ে দেন।

প্রশ্ন : আপনিও কি সে সম্মেলনে বক্তৃতা করেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : কেন?

উত্তর : বক্তৃতা করা মঙ্গলজনক মনে করি নি। তাই আমি বক্তৃতা করি নি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন ঃ মওলানা খলীল আহ্মদ কি বক্তৃতা করেছেন?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ মওলানা হুসায়ন আহ্মদ কি বক্তৃতা করেছেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ সম্মেলনের পর আন্ওয়ার পাশা কি আপনাদেরক কিছু দিয়েছেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, জানতে পেরেছি যে, জনৈক ব্যক্তি মওলানা হুসায়ন আহ্মদের বাসস্থানে এসে আন্ওয়ার পাশার পক্ষ থেকে সকলকে পাঁচ পাঁচ পাউন্ড করে দিয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ এগুলো আপনি কি করেছেন?

উত্তর ঃ আমি এগুলো মওলানা হুসায়ন আহ্মদকে দিয়ে দিয়েছি।

প্রশ্ন ঃ আপনার বিরুদ্ধে আনীত রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে, আপনি তুর্কী, ইরান ও আফগানিস্তান প্রভৃতি রাষ্ট্রসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ভারত আক্রমণের ষড়যন্ত্র চালাচ্ছেন এবং ইংরেজদেরকে ভারত থেকে বিতাড়িত করে ভারতে ইসলামী রাষ্ট্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এটা কি সত্য?

উত্তর ঃ আমি বিস্ময়বোধ করছি যে, দীর্ঘকাল যাবত রাষ্ট্রপরিচালনার পর এটাই কি আপনাদের অভিজ্ঞতা? আপনারা কি মনে করেন যে, আমার ন্যায় একজন নগন্য ব্যক্তির আওয়ায এতগুলো রাজদরবারে পৌছতে পারে? এ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব রয়েছে আমার ন্যায় নগন্য ব্যক্তির প্রচেষ্টায় বিদূরিত হওয়া সম্ভব কি? এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজ নিজ অভ্যন্তরীণ এলাকা সংরক্ষণ করে বৃটিশ ভারতে সৈন্য প্রেরণ করা এবং আপনাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার মত ক্ষমতা কি এ রাষ্ট্রগুলোর আছে?

প্রশ্নকারী ঃ আপনি যা' বললেন তা সবই যথার্থ। কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে আনীত রিপোর্টে তা' ই আছে।

শায়খুলহিন্দ ঃ এ থেকে আপনারা বুঝতে পারেন যে, আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ কতটুকু সত্য।

প্রশ্ন ঃ শরীফ হুসায়ন সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

উত্তর ঃ তিনি একজন দেশদ্রোহী।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি মওলানা হাফিয আহ্মদকে চেনেন?

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর : তিনি আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদের ছেলে। তিনি আমার প্রিয় ও খাঁটি বন্ধু। আমার জীবনের অধিক সময় তাঁর সঙ্গেই অতিবাহিত হয়েছে।

অফিসারগণ এ ধরনের প্রশ্ন করতে থাকেন আর শায়খুলহিন্দ এরূপ উত্তর দিতে থাকেন। তাঁরা তাঁর উক্তি শুনে হতভম্ব হয়ে বলতে লাগল যে, আপনার উক্তিগুলো ধ্রুবসত্য। কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে আনীত রিপোর্টে এ ধরনের অভিযোগ উল্লেখিত আছে বলে আমরা আপনাকে প্রশ্ন করতে বাধ্য হচ্ছি। প্রতি-উত্তরে শায়খুলহিন্দ বললেন– রিপোর্টে আনীত অভিযোগ কতটুকু নির্ভরযোগ্য তা' চিন্তা করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

এরপর শায়খুলহিন্দকে কালকোঠরী নামক এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করা হয়। এ প্রকোষ্ঠের পশ্চাদ্দিকে ছাদ সংলগ্ন একটি রওশনদান ছিল। এ রওশনদান দিয়ে সামান্য আলো আসত। কাঠের নির্মিত মাত্র একটি দরজা ছিল; কিন্তু এতে কোন ছিদ্র ছিল না। পেশাব পায়খানা করার জন্য একটি বালতি ছাড়া কোন টয়লেট ছিল না এবং ব্যবহারের জন্য পানিভর্তি একটি সোরাই ছিল।

পরদিন মওলানা মদনীর জেরা অনুষ্ঠিত হয়। দু'দিন ব্যাপী মওলানা মদনীকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে জর্জরিত করা হয়। প্রশ্নের মাধ্যমে তাঁকে ভীতি প্রদর্শন ও বিভ্রান্ত করতে কোন প্রকার চেষ্টার ত্রুটি করা হয় নি। ইংরেজ অফিসারগণ প্রকাশ্যভাবে মওলানা মদনীকে জানিয়ে দিল যে, আপনার সম্পর্কে আমাদের নিকট যে অভিযোগ রয়েছে, এতে আপনার ফাঁসি হওয়া অনিবার্য। কিন্তু মওলানা মদনী এতে ভীত সন্ত্রস্ত না হয়ে নির্ভীক চিত্তে প্রশ্নসমূহের উত্তর দিয়ে তাঁদেরকে স্তম্ভিত করে দেন।

এরপর পালাক্রমে মওলানা 'উযায়রগুল, মওলানা হাকীম নুসরত হুসায়ন এবং মওলানা ওয়াহীদ আহ্‌মদ মদনীকেও বিভিন্নভাবে প্রশ্ন করে জর্জরিত করা হয়। মওলানা হাকীম নুসরত হুসায়ন ব্যতীত একে একে তাঁদের সকলকে পৃথক পৃথকভাবে কালকোঠরী নামক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করা হয়। এ সময়ে কে কোথায় কি অবস্থায় আছেন, কেউ কারো সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেন নি। কিন্তু কালকোঠরী চারটি ছিল বলে মওলানা হাকীম নুসরত হুসায়নকে শায়খুলহিন্দের সঙ্গে শায়খুলহিন্দের কালকোঠরীতে আবদ্ধ করা হয়। তিনি তথায় পৌছে শায়খুলহিন্দকে জানালেন যে, সকলে মঙ্গলেই আছেন এবং এ ধরনের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ আছেন। এতে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। হাকীম নুসরত হুসায়ন তথায় পৌছার পর চৌকিতে উঠে আরাম করেন। শায়খুলহিন্দ এখানে দু'আ, দরূদ, ওযীফা ইত্যাদি পড়তেন। বসা অবস্থায় যদি কখনও চক্ষু লেগে যেত সে অবস্থায়ই তিনি থাকতেন। চৌকিতে উঠে বা মাটিতে শুয়ে কখনও ঘুমান নি।

দিন ও রাতের মধ্যে মাত্র এক ঘন্টার জন্য তাঁদেরকে জেলখানা প্রাঙ্গণে আনা হত তাও পৃথক পৃথকভাবে। কাজেই পরস্পরের মধ্যে দেখা সাক্ষাতের কোন উপায় ছিল না। তদানীন্তন বৃটিশ-ভারতে ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদেরকে যে ধরনের প্রকোষ্ঠে রাখা হত, এ প্রকোষ্ঠগুলো তা' অপেক্ষাও জঘন্য। এভাবে পূর্ণ একমাস এই কালকোঠরীতেই তাঁদেরকে অবস্থান করতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজ অফিসার একবার মওলানা মদনীকে প্রশ্নোত্তরের মাঝে বলেছিলেন যে, তোমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ রয়েছে এতে তোমাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। কিন্তু তোমরা এ অভিযোগ মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করছ। ইংরেজ অফিসারগণ পরস্পর আলোচনায় বলল যে, ইতঃপূর্বে এমন কোন প্রোগ্রামও তাঁদেরকে দেয়া হয়নি যে, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তাঁদেরকে কি প্রশ্ন করা হবে তা'ও বলে দেয়া হয়নি; কিন্তু তাঁদের সকলের উত্তরই প্রায় একই ধরনের ছিল। তাই মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয়া কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়।[১৩৬]

মাল্টার[১৩৭] বন্দীশালায় অন্তরীণ

জীযা কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে একমাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর ২৩ রবী'উস্‌সানী ১৩৩৫ হিজরী মুতাবিক ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ সালে জনৈক ইংরেজ জেল কমান্ডার শায়খুলহিন্দসহ সকলকে নিজ নিজ সরঞ্জাম বেঁধে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন এবং বলেন– আগামীকাল আপনাদেরকে মাল্টাতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। পরদিন ১৬ ফেব্রুয়ারি সকাল বেলা শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দকে অস্ত্রে সজ্জিত সেনা প্রহরায় মোটর যানে কায়রো রেল স্টেশনে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। কায়রোতে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে

---

১৩৬. শায়খুল ইসলাম মওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহ্‌মদ মদনী, *সফরনামা-এ আসীরে মাল্টা*, পৃ ৭৬-৯৪।

১৩৭. মাল্টা ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত একটি দ্বীপ ও স্টিমারঘাট। এ দ্বীপে অনেক জেলা শহর, মহকুমা শহর এবং গ্রাম রয়েছে। মাল্টা দ্বীপের রাজধানী হলো ওয়ালিটা। নির্দিষ্ট মাল্টা নামক শহরটি সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত এবং এটি একটি স্টিমার বন্দর। এখানে পর্বত-প্রাচীর বেষ্টিত এক প্রকাণ্ড কেল্লা ছিল। এ কেল্লায় যুদ্ধের যাবতীয় সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র ও সেনাবাহিনী মোতায়েন ছিল। যুদ্ধকালীন সময়ে বিপজ্জনক বন্দীদেরকে আটক রাখার জন্য এ কেল্লাটি ছিল সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত। এ কেল্লার অভ্যন্তরে অনেক সুরম্য অট্টালিকাও বিদ্যমান ছিল। এগুলোতে সেনাবাহিনী ও সেনা অফিসাররা অবস্থান করত। এর অভ্যন্তরে কাটা তারের বেষ্টনী দ্বারা বিভক্ত করে পৃথক পৃথক অনেকগুলো ক্যাম্প তৈরী করে দেয়া হয়। ইংরেজদের সিদ্ধান্ত মুতাবিক বিভিন্ন ক্যাম্পে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অপরাধীদেরকে রাখা হত। প্রতি ক্যাম্পে অসংখ্য লোকের থাকার ব্যবস্থা ছিল। কিল্লাতে বন্দীদের জন্য সর্বপ্রকারের দোকান ছিল। এখানে ডিস্পেন্সারি, চিকিৎসালয় এবং ডাক ইত্যাদি সবকিছুর ব্যবস্থাই ছিল। যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগুন দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে তখন এটি যুদ্ধ বন্দীখানা হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এখানে এমন যুদ্ধবন্দীদেরকে রাখা হয় যাদেরকে ভয়, ভীতি বা কোন প্রলোভন দিয়ে প্রভাবিত করা সম্ভব হয় নি। তদানীন্তন বৃটিশ রাজত্বে এটাই ছিল সবচেয়ে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী ভয়াবহ বন্দীশালা। এখানে আটটি ক্যাম্প ছিল– (১) রোগেট ক্যাম্প, (২) স্যান্ট ক্লিমেন্ট ক্যাম্প, (৩) বলগার ক্যাম্প, (৪) স্যান্ট ক্লিমেন্ট ব্যারাক্‌স, (৫) আরব ক্যাম্প, (৬) ওয়ারডালা ব্যারাক্‌স, (৭) ডালফ্রেস্টা এবং (৮) নিউ ডারডালা। কিল্লার সদর দরোজার সংলগ্ন সমভূমির অভ্যন্তরে ছিল রোগেট ক্যাম্প। রোগেট ক্যাম্প ও আরব ক্যাম্প ছিল মুসলিম সামরিক ও বেসামরিক বন্দীদের জন্য। অধিকাংশ ক্যাম্পেই বন্দীদের জন্য তাঁবু খাঁটানো থাকত। (সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, *হায়াত-এ শায়খুলহিন্দ*, পৃ ১০৭-১০৯)।

Dhaka University Institutional Repository

আলেকজান্দ্রিয়াগামী ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর বগিতে কড়া সেনা প্রহরায় আরোহণ করিয়ে দেয়া হয়। দুপুর একটার সময়ে ট্রেনটি আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছে। ট্রেন থেকে তাঁদেরকে নামিয়ে স্টেশনে একটি বন্ধ মোটর যানে চড়িয়ে নৌবন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়। নৌবন্দরে একটি স্টিমার নোঙ্গর করা ছিল। এ নোঙ্গর করা স্টিমারের উপর তলায় একটি বড় কক্ষে তাঁদেরকে উঠিয়ে দেয়া হয়। কক্ষের দরজা ও জানালাগুলো কাঠ দিয়ে পেরেকের সাহায্যে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কক্ষের দোর গোড়ায় তিনজন ইংরেজ সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন ছিল।[১৩৮]

২৪ রবী'উস্‌সানী ১৩৩৫ হিজরী মুতাবিক ১৯১৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা বেলা স্টিমার মাল্টার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ২১ ফেব্রুয়ারি সোমবার সকাল দশটায় মাল্টা বন্দরে স্টিমার নোঙ্গর করে। বিকেল চারটায় শায়খুলহিন্দসহ তাঁর সহচরবৃন্দকে স্টিমার থেকে নামিয়ে শায়খুলহিন্দকে একটি এক্‌কা গাড়িতে চড়িয়ে মাল্টা বন্দীশালায় আনা হয় এবং তাঁর অন্যান্য সহচরবৃন্দকে পায়ে হেটে বন্দীশালায় পৌঁছানো হয়। ইংরেজ খ্রীস্টান মহিলা ও শিশুরা পথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে ভারতের মুসলিম 'আলিমদেরকে দেখে তামাশা করত ও বিদ্রূপাত্মক অট্টহাসি হাসত। কেননা এ মুসলিম 'আলিমরাই উপমহাদেশে ১৮৫৭ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইন্ধন যুগিয়েছিল। এতে অনেক ইংরেজ নিহত হয়েছিল।[১৩৯]

শায়খুলহিন্দ মাগরিবের সময়ে বন্দীশিবিরে পৌঁছলে তাঁকে রোগেট ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ক্যাম্পে তুর্কী সেনা অফিসারবৃন্দ এবং মক্‌কা থেকে আগত গ্রেফতারকৃতরা অবস্থান করছিল। এতে অবস্থানের জন্য নির্মিত কোন ইমারত ছিল না তবে অনেক তাঁবু খাঁটানো ছিল। স্নানাগার ও রন্ধনশালা ইটের তৈরী পাকা ছিল। শায়খুলহিন্দ এ ক্যাম্পে পৌঁছে মাগরিবের নামায আদায় করেন। তাঁর সহচরবৃন্দ হেটে আসার কারণে তাঁরা সামান্য বিলম্বে পৌঁছেন। তাঁরা পৌঁছেই একত্রে মাগরিবের নামায আদায় করেন। নামায আদায় করার পর তাঁরা চা প্রস্তুত করে পান করেন। এরপর সকলেই নিজ নিজ সরঞ্জাম গুছিয়ে নেন। একটি তাঁবুতে শায়খুলহিন্দ মওলানা মদনী এবং মওলানা 'উযায়রগুলের জন্য খাটিয়াতে শয্যা করা হয়। অন্য একটি তাঁবুতে মওলানা নুসরত হুসায়ন এবং মওলানা ওয়াহীদ আহ্‌মদের জন্য চৌকিতে বিছানা পাতা হয়। দীর্ঘ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দ 'ইশার নামায পড়ার পরপরই শুয়ে যাওয়ার মনস্থ করেন। কিন্তু দর্শনার্থী এবং মক্‌কার অবস্থা জানার জন্য আগ্রহীদের অধিক সমাগমের কারণে তাঁরা বিলম্বে শয়ন করতে বাধ্য হন।[১৪০]

ক্যাম্পসমূহে অবস্থানকারী বন্দীদের সংখ্যা ছিল তিন সহস্রাধিক। এদের অর্ধেক সংখ্যক কয়েদী ছিল জার্মানী। আর অবশিষ্ট কয়েদী ছিল তুরস্ক, মিসর, সিরিয়া এবং অস্ট্রিয়ার। ক্যাম্পে কয়েদীদেরকে

---

১৩৮. শায়খুল ইসলাম মওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহ্‌মদ মদনী, *সফরনামা-এ আসীরে মাল্টা*, পৃ ১০৬-১০৭।

১৩৯. মওলানা সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১১০।

১৪০. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১১০-১১১।

Dhaka University Institutional Repository

রেজেস্ট্রীভুক্ত করে একটি নম্বর দেয়া হত। শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দের ধারাবাহিক নম্বর ছিল- মওলানা 'উযায়রগুল ২২১৫, মওলানা হাকীম নুসরত হুসায়ন ২২১৬, মওলানা হুসায়ন আহ্‌মদ মদনী ২২১৭, মওলানা ওয়াহীদ আহ্‌মদ মদনী ২২১৮ এবং শায়খুলহিন্দ ২২১৯।[১৪১]

রোগেট ক্যাম্পে আগমনের পরদিন সকাল বেলা শায়খুলহিন্দসহ তাঁর সহচরবৃন্দকে অফিসে ডেকে আনা হয়। তাঁদের প্রত্যেকের নাম ও ঠিকানা জিজ্ঞেস করা হয়। এরপর তাঁদের প্রত্যেকের ওজন করে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হয়। নিয়ম মাফিক তাঁদের সকলের জন্য রেশন জারি করা হয়। শরী'অতমত মুরগী, কবুতর, খরগোশ ইত্যাদি যবেহ্ করা হ ত না বলে তাঁরা রেশনের এ গোশ্‌ত সরবরাহ্ করতেন না। এছাড়া রেশনের যাবতীয় দ্রব্য তাঁরা সরবরাহ্ করতেন। পরবর্তীতে তাঁরা বাহির থেকে ক্রয় করে জীবিত মোরগ, কবুতর এবং খরগোশ এনে তা' তাঁরা নিজ হাতে যবেহ্ করতেন এবং রান্না করে আহার করতেন।[১৪২]

মাল্টার বন্দীশালায় কোন বৈধ প্রাণী যবেহ্ করে আহার করার অনুমতি ছিল না। কাজেই বৈজ্ঞানিক উপায়ে মেশিনে বধ করা গোশ্‌ত খেতে হ ত । মুসলমান কয়েদীরাও অনন্যোপায় হয়ে তা' ভক্ষণ করতে বাধ্য ছিল এবং তা' বৈধও মনে কর ত । শায়খুলহিন্দসহ বিশিষ্ট 'আলিমগণ এর চরম বিরোধিতা করেন। কিন্তু বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের বহু 'আলিম প্রয়োজনীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে একে বৈধ বলে মনে করতেন। মওলানা মদনী কুর'আন ও হাদীস থেকে অকাট্য প্রমাণ পেশ করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মেশিনে বধ করা গোশ্‌ত্ আহার করা হারাম বলে প্রতিপন্ন করেন। আর এটি যে জরুরী অবস্থার অন্তর্ভুক্ত নয় তা'ও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। বহু বিতর্কের পর মাল্টায় নির্বাসিত তুরস্কের শায়খুল ইসলাম প্রমুখ বিশিষ্ট 'আলিমগণ বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করেন। অবশেষে নির্বাসিত 'আলিমগণের প্রচেষ্টা ও প্রবল আপত্তি উত্থাপনের ফলে কর্তৃপক্ষ তাঁদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। এরপর থেকে মুসলমান বন্দীদের জন্য স্বহস্তে যবেহ্ করে আহার করার অনুমতি সরকারিভাবে দেয়া হয়।[১৪৩]

মাল্টার বন্দীশালায় কোন কয়েদীর মৃত্যু হলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সরকারিভাবেই সমাধা করার নিয়ম চালু ছিল। মুসলিম শরী'অত মতে গোসল, কাফন-দাফন ও জানাযার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। শায়খুলহিন্দ ও মওলানা মদনী প্রমুখ 'আলিমগণ ইসলাম বিরোধী এই আইন রহিত করে বিশ্বনবী (সা.)-এর সুন্নত ও ইসলামী নিয়ম প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করেন। এমনকি তাঁরা শাহাদতবরণ করার জন্যও প্রস্তুত হয়ে

---

১৪১. শায়খুল ইসলাম মওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহ্‌মদ মদনী, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৬।

১৪২. শায়খুল ইসলাম মওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহ্‌মদ মদনী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৭-১৪২।

১৪৩. মওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৯; মওলানা আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

গেলেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্নেল, জেনারেল এবং সর্বশ্রেণীর সাধারণ বন্দীগণও তাঁদের ন্যায় সঙ্গত দাবির সমর্থনে আন্দোলনে যোগদান করেন। ফলে তাঁদের এ দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন।[১৪৪]

নামাযের জন্য আযান দেয়া এবং জামা'আতের সাথে নামায পড়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। শায়খুলহিন্দ ও মওলানা মদনীর প্রচেষ্টা ও সাধনায় আযান ও জামা'আতের সাথে নামায আদায় করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। বহু কয়েদী তাঁদের নিকট থেকে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলমানগণ শায়খুলহিন্দের নিকট বয়'আত হয়ে আধ্যাত্মিক দীক্ষালাভ করেন। তিনি তাঁদেরকে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী যিক্‌র, মুরাকাবা, রিয়াযত, মুজাহাদা ইত্যাদি সুলূকের নির্দেশনা দিতে থাকেন এবং তাঁরা সুলূকের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আধ্যাত্মিক রোগ নিরাময় করে কামিল মু'মিন হতে থাকেন। মোটকথা এই মহামনীষীগণের সংস্পর্শে মাল্টার বন্দীশালা ইসলামী শিক্ষাগার ও আধ্যাত্মিক খানকাহে পরিণত হয়।[১৪৫]

মওলানা মদনী মাল্টা বন্দীশালায় অবস্থান করে কুর'আন মজীদ হিফ্‌য্ করেন এবং এ বন্দীশালাতেই সর্বপ্রথম তিনি রমযান মাসে তারাবীহ্‌র নামাযে কুর'আন মজীদ খতম করেন। এরপর থেকে ১৯৫৭ সালে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতি রমযানে তারাবীহ্‌র নামাযে কুর'আন খতম করার অভ্যাস অব্যাহত রাখেন। মওলানা 'উযায়রগুল এবং মওলানা ওয়াহীদ আহ্‌মদ মদনী এখানেই ইংরেজী, তুর্কী এবং ফ্রান্স ভাষা শিক্ষা করে এ সকল ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।[১৪৬]

শায়খুলহিন্দ দেওবন্দে অবস্থানকালে উর্দুতে কুর'আন মজীদের অনুবাদ আরম্ভ করেন। অনেক সাধনার পর বিভিন্ন কাজের ফাঁকে তিন বছরে কুর'আন মজীদের দশপারা অনুবাদ করতে সক্ষম হন। মাল্টা বন্দী শালায় অন্তরীণ থাকা অবস্থায় দু'বছরে তিনি পূর্ণ কুর'আন অনুবাদ শেষ করতে সক্ষম হন। অনুবাদ শেষ করে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করেন। কুর'আন মজীদের অনুবাদ শেষ করার পর শায়খুলহিন্দ সহীহ্ বুখারীর 'তরজমাতুল বাব' রচনার প্রতি মনোযোগ দেন। এ সময়ে তাঁর নিকট শুধু টিকাবিহীন সহীহুল বুখারীর একটি মিশরীয় কপি বিদ্যমান ছিল। সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় উর্দুতে 'বাব'-এর সাথে 'তরজমা'-এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও গূঢ়রহস্য স্বীয় স্মৃতিশক্তির জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে লিখতে আরম্ভ করেন। শুরু থেকে একশত সাতষট্টি 'বাব' পর্যন্ত মাল্টার বন্দীশালায় লিখতে সক্ষম হন।[১৪৭]

---

১৪৪. মওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৯; মওলানা আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১১১।

১৪৫. মওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ৯০।

১৪৬. মওলানা আদ্‌রাবী, (মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭-৬৮।

১৪৭. মওলানা সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩১-১৩২।

রোগেট ক্যাম্পে আগমনের পর বিশেষভাবে হুকূমতে 'উসমানিয়ার মেজর হাসান 'ইয্যত বেগ শায়খুলহিন্দের সাথে সাক্ষাত করে বলেন যে, আপনারা এখানে সবেমাত্র আগমন করেছেন যদি অর্থকড়ির প্রয়োজন হয় তবে আপনারা আমাকে আপনাদের সেবক মনে করে জানালে ইনশা'আল্লাহ্ তার ব্যবস্থা করে দেব। তিনি তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে বললেন যে, মিসরে সে দেশের সরকার আমাদের যে অর্থকড়ি রেখেছে তা' ইনশা'আল্লাহ্ দু'চারদিনের মধ্যে পেয়ে যাব। ফলে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না। যখন মিসর থেকে এ অর্থকড়ি আসতে বিলম্ব হল এবং বহু আবেদন-নিবেদন করেও এর হদীস পাওয়া গেল না এবং প্রয়োজন মিটাতে আয়াসসাধ্য হতে লাগল তখন তিনি মেজর হাসান 'ইয্যত বেগের নিকট থেকে পাঁচ পাউন্ড ঋণ গ্রহণ করেন। শায়খুলহিন্দকে যাঁরা সম্মানের পাত্র হিসেবে জানতেন তাঁরাও তাঁকে ঋণ দিতে আরম্ভ করেন। এরপর সরকারের তরফ থেকেও শায়খুলহিন্দকে দশ পাউন্ড ভাতা প্রদান করা হয়। তিন মাস পর মিসর থেকেও অপেক্ষমাণ সাতাত্তর পাউন্ড এসে যায়। এ পাউন্ড পাওয়ার পর প্রথমে সকলের ঋণ পরিশোধ করে দেয়া হয়। মাল্টাতে দ্রব্যের মহার্ঘতার কারণে এক বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই এ সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় হয়ে যায়। শায়খুলহিন্দ মক্কার জনৈক ব্যবসায়ীর নিকট চল্লিশ পাউন্ড আমানত রেখেছিলেন। তিনি নিয়মিতভাবে আবেদন করে মাল্টার কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এ পাউন্ডগুলো আনয়নের ব্যবস্থা করেন। সরকারি ভাতার সাথে এ অর্থকড়ি দিয়ে ব্যয় সংকোচন করে মাল্টার বন্দীজীবন সমাপন করেন।[১৪৮]

বিভিন্ন দেশের কয়েদীরা শায়খুলহিন্দের দু'আ ও ফয়য লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট আগমন করত। তারা তাঁর সাধারণ কাজে সহায়তা করত। সিরিয়ার অন্তর্গত সায়দাসুরিয়ার জনৈক দরিদ্র কয়েদীকে মাসিক অর্ধ পাউন্ড বেতনে তাঁদের বিভিন্ন কাজ সমাধা করে দেয়ার জন্য মোতায়েন করা হয়।[১৪৯]

রোগেট ক্যাম্পটি একটি গর্তের মধ্যে ছিল। শীতের তীব্রতার কারণে তাঁবুর ভিতরে শায়খুলহিন্দের থাকতে হ'ত বলে তার ভীষণ কষ্ট হত। উন্মুক্ত প্রান্তরে তাঁবু খাঁটানো ছিল। তাই তাঁর তাঁবুর অভ্যন্তরে হাড় কাঁপানো শীত অনুভূত হত। শায়খুলহিন্দ শীত মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। মাল্টার তীব্র শীতের মধ্যেও প্রায় দু'টার দিকে শয্যা ত্যাগ করতেন। ইস্তিনজা', অযূ ইত্যাদি সমাধা করে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন এবং যিক্র ও অযীফাতে মগ্ন থাকতেন।[১৫০]

রোগেট ক্যাম্পে শায়খুলহিন্দের সাথে ডাক্তার গোলাম মুহাম্মদ পাঞ্জাবী এবং একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সীদার অবস্থান করতেন। শায়খুলহিন্দের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত স্নেহের। রোগেট ক্যাম্পে এক মাস অবস্থান করার পর শায়খুলহিন্দ তাঁর সহচরবৃন্দ এবং উল্লেখিত ব্যক্তিদ্বয়সহ 'আরব ক্যাম্পে যাওয়ার

---

১৪৮. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১১১-১১২।

১৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ ১১৫।

১৫০. শায়খুল ইসলাম মওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহ্মদ মদনী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

আবেদন করেন। 'আরব ক্যাম্পে তাঁদেরকে একটি বৃহৎ পরিপাটি কক্ষ দেয়া হয়। এ ক্যাম্পে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা ছিল। তাঁদের প্রদত্ত কক্ষটি এত প্রশস্ত ছিল যে, তার একাংশকে মসজিদ বানিয়ে জামা'আতের সাথে নামায আদায় করার জন্য শায়খুলহিন্দ নির্ধারণ করে দেন।[১৫১]

এ বন্দীশালায় ছ'মাস অবস্থান করার পর 'ঈদুল আযহা আগমন করে। প্রবাসীদের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। আর বন্দীশালায় অন্তরীতদের উপর কোন অবস্থায়ই কুরবানী ওয়াজিব হতে পারে না। তিনি স্বদেশে অবস্থানকালে প্রতিবছর 'ঈদুল আযহা উপলক্ষে কয়েকটি কুরবানী করতেন। এই অন্তরীণ থাকা অবস্থায়ও তিনি কুরবানী ত্যাগ করা পছন্দ করেন নি। তিনি জেল কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে, কুরবানী করা ইব্রাহীম (আ.)-এর সুন্নত এবং আমাদের ধর্মীয় নির্দেশ। আমার জন্য কুরবানী করার জন্তুর ব্যবস্থা করে কুরবানী করার অনুমতি দিলে কৃতার্থ হবো। তাঁরা তাঁর এ আবেদন মঞ্জুর করে একটি দুম্বা ক্রয় করে দেন। তিনি সন্তুষ্টচিত্তে এর মূল্য পরিশোধ করে দুম্বাটি কুরবানী করে দেন। মাল্টায় ইসলামী রাজত্ব চলে যাওয়ার পর এ দারুল কুফরে হয়তো আর কখনো কুরবানী হয় নি।[১৫২]

মাল্টা একদিকে দারুল হরব এবং অন্যদিকে বন্দীশালার অভ্যন্তরে গমনাগমনের ব্যাপক অনুমতি ছিল না; বরং সশস্ত্র প্রহরী দ্বারা প্রধান ফটকে প্রহরার মাধ্যমে বন্দীশালাটি সংরক্ষিত ছিল। এ জন্য শায়খুলহিন্দ জুমু'আ, 'ঈদুল আয্হা এবং 'ঈদুল ফিত্র্ আদায় করতেন না। কেননা জুমু'আ, 'ঈদুল আয্হা এবং 'ঈদুল ফিত্র্ আদায় করার জন্য গমনাগমনের ব্যাপক অনুমতি শর্ত। কোন কোন দেশের কোন কোন 'আলিম কয়েদী শুধু 'ঈদের নামায আদায় করতেন। আবার কোন দেশের কোন 'আলিম বন্দী 'ঈদ ও জুমু'আ সবই আদায় করতেন। আবার অনেক দেশের বহু 'আলিম কয়েদী শায়খুলহিন্দের নিকট থেকে শরী'অতের নির্দেশ অবগত হয়ে তা অনুসরণ করেন।[১৫৩]

মাল্টাতে শায়খুলহিন্দের ব্যক্তিগত কার্মসূচি ছিল– 'ইশার নামাযের পরে কিছু সময় জেগে থাকতেন। এ সময়ে তিনি সামান্য ওযীফা পাঠ করতেন। এরপর ইস্তিনজা' ইত্যাদি সমাধা করে অযূ করতেন। কারো সাথে কোন আলোচনার প্রয়োজন হলে তা' সমাপন করতেন নতুবা শুয়ে পড়তেন। দশটার মধ্যে আলো নিভিয়ে দেয়া সকলের জন্য অবশ্য কর্তব্য ছিল। তাই সকলেই দশটার মধ্যে শুয়ে পড়তেন। শায়খুলহিন্দ দেড়টা বা দু'টার মধ্যে জাগ্রত হয়ে পড়তেন। এরপর অতি সন্তর্পণে ইস্তিনজা' করার জন্য কক্ষের বাইরে চলে যেতেন। ইস্তিনজা' সমাপন করে অযূ করতেন। শীতকালে ঠাণ্ডা পানির সাহায্যে অযূ করা কষ্টসাধ্য ছিল বলে পানি গরম করে দশ/বার লোটা ভর্তি একটি টিনে কম্বল দ্বারা আবৃত করে রেখে তা' দ্বারা তিনি অযূ ও ইস্তিনজা' করতেন। এরপর নফল নামায সমাধা করে

---

১৫১. প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৯।

১৫২. মওলানা সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৮-১১৯।

১৫৩. মওলানা সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

ফজরের আযানের পূর্ব পর্যন্ত মুরাকাবা ও নিম্নস্বরে যিক্‌রে লিপ্ত থাকতেন। ফজরের নামাযের পূর্বে পুনরায় ইস্‌তিনজা' করে অযূ করার পর জামা'আতের সাথে ফজরের নামায আদায় করতেন। ফজরের নামাযের পর নামাযের স্থানে বসেই অযীফা পড়তেন এবং ইশ্‌রাকের সময় হলে ইশ্‌রাক পড়ে নিজ শয্যায় আসতেন। এ সময়ে তিনি অর্ধসিদ্ধ ডিমসহ নাশ্‌তা করে চা পান করতেন। অতপর দালায়িলুল খয়রাত এবং কুর'আন মজীদ তিলাওয়াত করতে থাকতেন। বন্দীশালায় তথাকার নিয়ম অনুযায়ী দু'দিন পত্র লেখা যেত। তাই পত্র লেখার দিনে পত্র লিখতেন নতুবা মওলানা ওয়াহীদ মদনীকে পড়াতে থাকতেন। কুর'আন মজীদ অধিক পরিমাণে তিলাওয়াত করতেন। যদি ভোর বেলা মওলানা ওয়াহীদকে পড়াবার সুযোগ না ঘটতে তবে যুহরের পূর্ব সময়ে পড়াতেন। 'মিশকাতুল মাসাবীহ্' এবং 'জামি' তিরমিযী' তাঁদের সাথে পড়ার জন্য রাখা ছিল বলে এ দু'টি হাদীস গ্রন্থ তাঁকে সম্পূর্ণ পড়িয়ে দেন। তাফসীর গ্রন্থ 'জালালায়ন'ও তাঁকে সম্পূর্ণ পড়িয়ে দিয়েছেন। পাঠ দানের পর কুর'আন মজীদের অনুবাদের কাজে লেগে যেতেন।

দুপুরে খাবার পর পর পুনরায় চা পান করতেন। আর কেউ সাক্ষাতের জন্য তাঁর নিকট আগমন করলে তার সাথে সে সময়ে মিলিত হয়ে আলোচনা করতেন। গরমের মৌসুমে কক্ষে নিজ শয্যায় এবং শীতের মৌসুমে বাইরে রৌদ্রে সামান্য সময় কায়লূলা অর্থাৎ শুয়ে পড়তেন। কিছু সময় আহারের পর এভাবে বিশ্রাম করে ইস্‌তিনজা' ও অযূ করতেন এবং কুর'আন মজীদ তিলাওয়াত করতে থাকতেন।

সপ্তাহে তিন দিন যুহরের পরে অন্য ক্যাম্পে যাওয়ার অনুমতি লাভ করেছিলেন। একদিন তিনি রোগেট ক্যাম্পে, একদিন সেন্ট ক্লিম্যান্ট ক্যাম্পে এবং একদিন বলগার ক্যাম্পে গমন করতেন। এ সময়ে তাঁর সহচরবৃন্দও তাঁর সাথে থাকতেন। 'আসরের নামাযের পরে নিম্নস্বরে যিক্‌রে লিপ্ত থাকতেন। চাদর অথবা রুমালের অভ্যন্তরে লুকিয়ে 'হাজার দানা'-এর তসবীহ্ পাঠ করতেন। এরপর খাবার প্রস্তুত হয়ে গেলে আহার সমাধা করে মাগরিবের নামায পর্যন্ত ওযীফাতে লিপ্ত থাকতেন। এ অবস্থায় সহচরবৃন্দ চা নিয়ে আসলে তা' তিনি পান করতেন। মাগরিবের নামাযের পর নফল আদায় করে তসবীহ্ নিয়ে বসতেন। এ সময়ে কেউ তাঁর নিকট সাক্ষাতের জন্য আসলে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতেন। নতুবা ওযীফা পড়তে থাকতেন। কোন কোন সময়ে দশটা থেকে বারটার মধ্যে আবার কোন কোন সময়ে দু'টা থেকে চারটার মধ্যে তুর্কী কয়েদীরা তাঁর নিকট সাক্ষাতের জন্য আগমন করলে তাঁদের সঙ্গে সে সময়ে নিজ ব্যক্তিগত কাজ ছেড়ে আলাপ আলোচনা করতেন। এটাই ছিল মাল্টা কারাগারে তাঁর ব্যক্তিগত কর্মসূচি।[১৫৪]

শায়খুলহিন্দ তাঁর ফটো উঠাতে নিষেধ করতেন এবং এটাকে প্রাণীর ছবি উঠানো বা ছবি আঁকার ন্যায় হারাম মনে করতেন। একদা তিনি তাঁর সহচরবৃন্দসহ কোন উন্মুক্ত প্রান্তরে উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় কতিপয় জার্মানী তাঁদের সকলের ফটো উঠিয়ে নিয়েছে বলে তিনি জানতে পারলেন। তারা তাদের

---

১৫৪. শায়খুল ইসলাম মওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহ্‌মদ মদনী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৬-১৬০।

Dhaka University Institutional Repository

দেশীয় পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে প্রচারের উদ্দেশ্যে এ ছবি উঠিয়েছিল। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দুর্বল বৃদ্ধগণকেও বৃটিশ সরকার গ্রেফতার করে স্বদেশ থেকে বহুদূরে মাল্টার কয়েদীখানায় বন্দী করে রেখেছে। জার্মানীরা যেন এসব অবগত হয়ে বৃটিশকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখে। ছবি যখন উঠিয়েই ফেলেছে শায়খুলহিন্দের এ সম্পর্কে বলার কিছুই ছিল না; নতুবা তিনি ফটো উঠানোর ঘোর বিরোধী ছিলেন।[১৫৫]

১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শায়খুলহিন্দকে জেল কর্তৃপক্ষ তাঁদের কার্যালয়ে ডেকে জানালেন যে, আপনার সাথে সদয় দৃষ্টি ও সদ্ব্যবহার করার জন্য আমাদের প্রতি বৃটিশ সরকারের একটি নির্দেশ এসেছে। আপনাকে সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেনের সমঅধিকার মর্যাদা দেয়া হয়েছে। আপনার কোন প্রয়োজন অথবা কোন অভিযোগ থাকলে আমাদেরকে লিখিত আকারে জানালে তা' পূরণ করতে সচেষ্ট থাকব। ক্যাম্প পরিবর্তন করতে চাইলে তা'ও পবির্তন করে দেয়া হবে। তদুত্তরে তিনি জানালেন যে, ক্যাম্প পরিবর্তন করার কোন প্রয়োজন নেই। তাঁরা অন্যান্য অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি কক্ষে গমন করে লিখিত আকারে জানাবেন বলে তাঁদেরকে অবহিত করেন। কক্ষে আগমন করে সহচরবৃন্দকে নিজ নিজ অভিযোগ কর্তৃপক্ষকে লিখিত আকারে জানাবার জন্য পরামর্শ দেন। তখন তাঁরা একটি অভিযোগপত্র কর্তৃপক্ষকে প্রদান করেন। অভিযোগপত্রে ছিল– তীব্র শীতের দরুণ মাল্টায় অবস্থান করা কষ্টসাধ্য। অপিচ আমরা সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমাদেরকে অবিলম্বে মুক্তি দেয়া হোক। অবশ্যই যদি মুক্তি না দেয়া হয় তবে ন্যূনপক্ষে ভারতীয় উপমহাদেশে অথবা মিসরের যে কোন জেলখানায় যেখানে শীতের তীব্রতা নেই সেখানে বন্দী রাখা হোক। এ ছাড়া আহার এবং ব্যয়ের জন্য প্রদেয় অর্থ অপ্রতুল। তাই এর বিশেষ ব্যবস্থা করা হোক। অভিযোগপত্রটি কর্তৃপক্ষ পেয়ে শায়খুলহিন্দের জন্য তাঁরা লোহার একটি খাট ও একটি নরম গদির ব্যবস্থা করে দেন। ইস্তিনজা' করার জন্য শয্যার পাশে কক্ষের অভ্যন্তরে তাঁর জন্য একটি পৃথক বাথরুমের ব্যবস্থা করে দেন। এর আগে ইস্তিনজা করার জন্য তীব্র শীতেও বাইরে যেতে হত যা তাঁর জন্য অতীব কষ্টকর ছিল।[১৫৬]

১৯১৮ সালের জানুয়ারির শেষ দিকে বৃটিশ ভারতের যুক্তপ্রদেশের গভর্নরের সেক্রেটারি মিস্টার বর্ন মাল্টাতে আগমন করে শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দের সাথে সাক্ষাত করে কর্তৃপক্ষকে শায়খুলহিন্দের জন্য প্রত্যহ তিন শিলিং এবং তার সহচরবৃন্দের জন্য প্রত্যহ দেড় শিলিং দেয়ার সুপারিশ করেন। বাতি, সাবান ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রীও তাঁরা পেতে থাকেন। শীতে ব্যবহারের জন্য পূর্বাপেক্ষা জ্বালানি কয়লা অধিক পরিমাণে পেতে থাকেন। তিনি শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দের পছন্দসই কাপড় ক্রয়

---

১৫৫. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৩।

করে তাঁদের জন্য পোশাক বানাবার ব্যবস্থাও করে দেন। মিস্টার বর্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহজলভ্য হবে বলেও তাঁদেরকে আশ্বাস দেন।[১৫৭]

শায়খুলহিন্দের মাল্টা বন্দীশালায় অবস্থানকালে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। 'আলী বেগ তুরস্ক সরকারের অধীনে সামরিক ক্যাপ্টেন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কোন অভিযোগের দরুন মাল্টার বন্দীখানায় তাঁর ফাঁসির নির্দেশ জারি হয়। 'আলী বেগ শায়খুলহিন্দ ও মওলানা মদনীর বুযুর্গী ও মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হয়ে অন্তিমকালে কর্তৃপক্ষের নিকট তিনি তাঁদের সাথে সাক্ষাতের অভিপ্রায় জানান। 'আলী বেগের অনুরোধে কর্তৃপক্ষ তাঁদেরকে তাঁর নিকট উপস্থিত করেন। 'আলী বেগ তাঁদেরকে দেখে শ্রদ্ধাভরে আলিঙ্গন করেন এবং তাঁদেরকে অনুরোধ জানান যে, যখন আমাকে ফাঁসিকাষ্ঠে চড়ানো হবে তখন আপনারা আমার পাশে উপস্থিত থাকবেন। জানাযার নামাযের ইমামত হযরত শায়খুলহিন্দ করলে আমি অত্যন্ত প্রফুল্ল হবো। ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যুরপর আপনারাই আমার কাফন দাফন ইত্যাদি যাবতীয় কাজ সমাধা করবেন বলে আশা রাখি। এরপর শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দ তাঁর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসেন। ফাঁসি দেয়ার তারিখে জেল কর্তৃপক্ষ শায়খুলহিন্দসহ তাঁর সহচরবৃন্দকে ফজরের নামাযের পূর্বে 'আলী বেগের ক্যাম্পে নিয়ে আসেন। শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দ সে ক্যাম্পে ফজরের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করেন। সাতটা বা আটটার সময়ে নাশ্‌তা উপস্থিত হলে 'আলী বেগ সকলের সাথে নাশ্‌তা করেন। এ সময়ে 'আলী বেগকে প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। শায়খুলহিন্দের উপস্থিতির বরকতে তাঁর কোন চিন্তাই ছিল না। যখন তাঁকে ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন 'আলী বেগ শায়খুলহিন্দকে তাঁর সাথে ফাঁসিকাষ্ঠ পর্যন্ত যেতে অনুরোধ জানান। শায়খুলহিন্দও তাঁর হাত ধরে ফাঁসিকাষ্ঠ পর্যন্ত পৌছেন এবং উভয়েই ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করেন। কী করুণ দৃশ্য! যখন 'আলী বেগের গলায় ফাঁসির রজ্জু লাগানো হচ্ছিল তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে 'কালিমা-ই শাহাদত' পাঠ করতে করতে শায়খুলহিন্দের হাত ছেড়ে দিয়ে পৃথক হয়ে গেলেন। শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দ নিকটেই অবস্থান করে এ করুণ দৃশ্য অবলোকন করতে থাকেন। এ সময়ে সকলের চক্ষু থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকে।[১৫৮]

ভারতবর্ষে শায়খুলহিন্দের মুক্তির আন্দোলন ও মুক্তি

১৩৩০ হিজরী সালের সফর মাসের শেষে মুতাবিক ১৯১৬ সালের ১০ জুন শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দকে মক্‌কা থেকে গ্রেফতার করা হয়। হজ্জব্রত পালন শেষে হাজীগণ সকলেই স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এজন্য উপমহাদেশের জনগণ তাঁদের গ্রেফতারের সংবাদ জানতে পারে নি।

---

১৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৬-১৮৮।

১৫৮. মওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ৯২-৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রেফতার করে বৃটিশ সরকার শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দকে কায়রোতে নিয়ে যায় তখন সেখান থেকে এক সহচরের পত্রের মাধ্যমে তাঁদের গ্রেফতারের কথা ভারতবাসী জানতে পারে।[১৫৯]

শায়খুলহিন্দের গ্রেফতারের সংবাদ পৌঁছার **সঙ্গে সঙ্গে** বিদ্যুৎবেগে উপমহাদেশের সর্বত্র তা' ছড়িয়ে পড়ে এবং জনগণের মধ্যে এক চাঞ্চল্যকর অবস্থার সৃষ্টি করে। উপমহাদেশের জনগণ তাঁদের মুক্তির জন্য আন্দোলন আরম্ভ করে দেয়। ভারতের সব এলাকা থেকে তাঁদের মুক্তির দাবি উত্থাপিত হয়। স্থানে স্থানে তাঁদের মুক্তির দাবিতে সম্মেলন করা হয়। সাধারণ জনগণ ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গ তাঁদের মুক্তির দাবিতে বৃটিশ সরকারের নিকট লিখিত আবেদন প্রেরণ করতে থাকেন। এ দিকে ডাক্তার মুখতার আহ্মদ আনসারী তাঁদের মুক্তির দাবিতে 'আঞ্জুমনে ই'আনতে নযরবন্দানে ইসলাম' নামে একটি আঞ্জুমন প্রতিষ্ঠা করেন। এর সদর দফতর স্থাপন করেন দিল্লীতে। এ আঞ্জুমনে কে কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ এই ঃ

সভাপতি	ঃ	রাজা সরদার মুহাম্মদ 'আলী খান, মাহ্মূদাবাদ
সাধারণ সম্পাদক	ঃ	ডাক্তার মুখতার আহ্মদ আনসারী ও
		ডাক্তার 'আবদুর রহমান
পাঞ্জাবের সদস্য	ঃ	মিয়াঁ ফযল হুসায়ন, বার এট ল
		মুহাম্মদ মুহসিন শাহ্
		আগা মুহাম্মদ সফদর
'আলীগড়ের সদস্য	ঃ	জনাব খাজা 'আবদুল মজীদ
		তাসাদ্দুক আহ্মদ
আটাওয়ার সদস্য	ঃ	গোলাম পাঞ্জাতন
এলাহাবাদের সদস্য	ঃ	সায়্যিদ রিযা 'আলী ওকীল
		জনাব যহূর আহ্মদ, বার এট ল
বেনারসের সদস্য	ঃ	'আবদুল ওয়াহিদ খান ওকীল
		জনাব মুহাম্মদ ওয়াসী' ওকীল
গোরখপূরের সদস্য	ঃ	জনাব শাকির 'আলী, বার এট ল
গাযীপুরের সদস্য	ঃ	জনাব কমর আহ্মদ
মুরাদাবাদের সদস্য	ঃ	মওলবী মুহাম্মদ য়্যা'কূব ওকীল
		মাস্'উদুল হাসান, বার এট ল

১৫৯. ডাক্তার মুখতার আহ্মদ আনসারী, *শায়খুলহিন্দ*, (দিল্লী ঃ আঞ্জুমনে ই'আনতে নযরবন্দানে ইসলাম, ১৯১৮), পৃ ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

		মু'আযযম 'আলী খান
		'আবদুস সালাম রঈস
বেরেলীর সদস্য	ঃ	'আযীয আহ্মদ খান ওকীল
লক্ষ্ণৌর সদস্য	ঃ	সায়্যিদ ওযীর 'আলী
		নওয়াব যুলকদর জঙ্গবাহাদুর
বারা বাঙ্কীর সদস্য	ঃ	শায়খ বিলায়ত 'আলী ওকীল
ফয়যাবাদের সদস্য	ঃ	মুহাম্মদ ফয়িক ওকীল
পাটনার সদস্য	ঃ	মওলবী ফযলুল হক
		মওলবী 'আবুল কাসিম
		কাযী 'আবদুল গাফ্ফার, সম্পাদক দৈনিক জমহূর
		মওলবী মুহাম্মদ ইকরাম, সম্পাদক দৈনিক মুহাম্মদী
মাদ্রাজ	ঃ	সেঠ য়্যা'কূব
		হাসান ওকীল
বোম্বের সদস্য	ঃ	মুহাম্মদ 'আলী জিন্নাহ্
		'উমর সুবহানী
সিন্ধুর সদস্য	ঃ	গোলাম মুহাম্মদ ভূগ্রী
		আন্ওয়ার মুহাম্মদ ওকীল
		গোলাম 'আলী চাকলা[১৬০]

আঞ্জুমন ই'আনতে নযরবন্দানে ইসলামের সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার মুখতার আহ্মদ আনসারী আঞ্জুমনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঘোষণা করেন ঃ

১. শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দের মুক্তির সর্বপ্রকারের আইনগত কার্যকর পন্থা গ্রহণ করা।

২. এমন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা যাতে যথাশীঘ্র তাঁদের মুক্তির ব্যবস্থা হয়।

৩. দিল্লীর সদর দফতরের অধীনে উপমহাদেশের সর্বত্র আঞ্জুমনের শাখা স্থাপন করা এবং আঞ্জুমনের প্রতিটি শাখা স্ব স্ব পদ্ধতিতে আইনগতভাবে সক্রিয় আন্দোলন চালু রাখা।

৪. উপমহাদেশের আনাচে-কানাচে, গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র সভা-সমিতি করে মহাত্মাদের মুক্তির দাবি জানিয়ে লন্ডনে ভারতমন্ত্রী এবং ভারতে ভাইসরয়ের নিকট তারবার্তা প্রেরণ করা।

---

১৬০. মুফতী 'আযীযুর রহমান বিজনৌরী, প্রাগুক্ত, পৃ ২০৫-২০৬।

৫. সভা ও সম্মেলনের কার্যবিবরণী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা এবং সাথে সাথেই তা' দিল্লীর সদর দফতরে প্রেরণ করা।

৬. সকল সভা ও সম্মেলন থেকে শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দের সাহায্যার্থ চাঁদা আদায় করা।

৭. সভা সম্মেলন থেকে আদায়কৃত চাঁদার পরিমাণ অধিক হলে তা' সদর দফতর থেকে মহাত্মাদের সাহায্যার্থ মাল্টায় প্রেরণ করা এবং আইনগত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আর্থিক প্রয়োজন হলে তা' চাঁদা থেকে ব্যয় করা।

৮. ভাইসরয়ের নিকট মহাত্মাদের মুক্তির জন্য প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া।

৯. পত্রপত্রিকায় মহাত্মাদের সঠিক ও যথার্থ অবস্থা জানিয়ে জনমত গঠন করা।

১০. মহাত্মাদের সম্পর্কে ম্যামোরিয়াল প্রস্তুত করা এবং কাউন্সিল ও দেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করা।[১৬১]

আঞ্জুমনের পক্ষ থেকে একটি আবেদনপত্র প্রকাশিত হয় ঃ

জাতি শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দকে মুক্ত করার যে দাবি বৃটিশ সরকারের নিকট উত্থাপন করেছে তা' তারা উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মনে করি যে, পূর্ণ সাহসিকতা ও ধৈর্যের সাথে নীতিগতভাবে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। যে মহাত্মাগণ জাতির মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য গ্রেফতার হয়েছে ও বন্দী জীবনযাপন করছে এবং যাঁরা জাতির মুক্তির জন্য নিজেদের জান, মাল ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়েছে তাঁরা কি নিজেদের জন্য এসব করেছে ? অবহেলা করে তাঁদেরকে এ বন্দী অবস্থায় ফেলে রাখা কি আমাদের জন্য অপমানকর ও লজ্জাজনক নয় ? এই বিপদগ্রস্ত সম্মানিত বন্দীদের প্রতি লক্ষ্য করা কি আমাদের জাতীয় কর্তব্য নয় ? যদি আমাদের জাতীয় কর্তব্য হয়ে থাকে তবে আমরা সকলেই সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করি।

বিনীত নিবেদক

১. মুখতার আহ্মদ

২. মুহাম্মদ 'আবদুর রহ্মান

সাধারণ সম্পাদকদ্বয়

দফতর আঞ্জুমনে ই'আনতে নযরবন্দানে ইসলাম দিল্লী[১৬২]

---

১৬১. প্রাগুক্ত, পৃ ২০৭।

১৬২. মুফতী 'আযীযুর রহমান বিজনৌরী, প্রাগুক্ত, পৃ ২০৮।

এ আবেদনপত্র প্রকাশের পর উপমহাদেশের জনগণ শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দের মুক্তির জন্য সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় উথলিত হয়ে পড়ে। এদিকে মওলানা 'আবদুল বারী ফরঙ্গী মহল্লী এবং মাহ্‌মূদাবাদের রাজা শায়খুলহিন্দের মুক্তির জন্য ভাইসরয়ের নিকট তারবার্তা প্রেরণ করেন।[১৬৩]

বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আঞ্জুমনের পক্ষ থেকে, বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের তরফ থেকে, বিভিন্ন জেলা, শহর ও এলাকার জনগণের পক্ষ থেকে শতসহস্র তারবার্তা শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দের মুক্তির জন্য লন্ডনে ভারতমন্ত্রী এবং ভারতে ভাইসরয়ের নিকট প্রেরণ করা হয়।[১৬৪]

অনারাবল সায়্যিদ রিযা 'আলী যুক্ত প্রদেশের কাউন্সিলের অধিবেশনে শায়খুলহিন্দের গ্রেফতারি ও মাল্টাতে বন্দী রাখা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন এবং শায়খুলহিন্দসহ তাঁর সহচরবৃন্দকে অনতিবিলম্বে মুক্তির দাবি জানান। এ অধিবেশনে সরকারের পক্ষ থেকে প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে, শায়খুলহিন্দ মাহ্‌মূদ হাসান বর্তমানে মাল্টায় যুদ্ধবন্দী হিসেবে যুদ্ধবন্দী ক্যাম্পে রয়েছেন। যুক্ত প্রদেশের সরকার জানতে পেরেছেন যে, শায়খুলহিন্দকে উপমহাদেশের বাইরে হিজায থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। লিখিত পত্র, দলীল দস্তাবেয এবং বিভিন্ন সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শায়খুলহিন্দ ভারতের বড় লাটের শত্রুদেরকে তাদের ফওজী প্রস্তাবে সহায়তা করেছেন।[১৬৫]

আট দশটি উর্দু দৈনিক পত্র পত্রিকার সম্পাদকীয়তে শায়খুলহিন্দের প্রভূত প্রশংসা করে এবং তাঁকে নির্দোষ, নিরপরাধ এবং বেকসুর সাব্যস্ত করে সকল সম্পাদকই নিজ নিজ পদ্ধতিতে কেউ কেউ সরকারের নিকট শায়খুলহিন্দের মুক্তির প্রার্থনা করে আবার কেউ কেউ সরকারকে শায়খুলহিন্দের মুক্তির পরামর্শ দেয়।[১৬৬]

শায়খুলহিন্দের পত্নী একটি আবেদনপত্র বৃটিশ সরকারের নিকট প্রেরণ করেন। এ আবেদনপত্রে শায়খুলহিন্দের নিষ্কলঙ্ক, অমলিন ও পবিত্র জীবন, নির্দোষ এবং দীর্ঘদিনের রোগের কথা উল্লেখ করে তাঁর মুক্তির প্রার্থনা জানান। দীর্ঘকাল পরে বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে 'না' বোধক উত্তর আসলে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন।[১৬৭]

---

১৬৩. মওলানা সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৮।

১৬৪. প্রাগুক্ত।

১৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৮-১৩৯ ; ডাক্তার মুখতার আহ্‌মদ আনসারী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯-৩০। ডাক্তার আহ্‌মদ আনসারী যুক্ত প্রদেশের কাউন্সিল অধিবেশনে অনারাবল সায়্যিদ রিযা 'আলীর সঙ্গে কাউন্সিল সদস্য সায়্যিদ ওয়াযীর হাসান এবং সায়্যিদ আলে নবীর উল্লেখ করেছেন।

১৬৬. সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৯।

১৬৭. প্রাগুক্ত।

১৯১৭ সালের ৫ নভেম্বর দারুল 'উলূম দেওবন্দের অধ্যক্ষ মওলানা হাফিয মুহাম্মদ আহ্‌মদের নেতৃত্বে দেওবন্দের পনের জন শিক্ষকের একটি প্রতিনিধিদল মীরঠে ল্যাফটেনেন্ট গভর্নর স্যার জেম্‌স মিস্টনের সাথে সাক্ষাত করে শায়খুলহিন্দের মুক্তির জন্য কোমল, নমনীয় ও বিনয়ের সাথে লিখিত একটি আবেদন পত্র পেশ করেন। ল্যাফটেনেন্ট গভর্নর প্রতিনিধি দলের সাথে মার্জিত, সংযত ও মিষ্টভাষায় আলাপ করেন। এরপর তিনি বললেন, আমি আপনাদের পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছি যে, শায়খুলহিন্দের গ্রেফতারি এ উপমহাদেশে আমাদের নির্দেশে হয় নি। হিজাযে শরীফ হুসায়ন গ্রেফতার করে আমাদের নিকট সমর্পণ করেছেন। হয়তো সেখানে কোন অঘটন ঘটেছে। অতএব, আমাদের কিছু করণীয় নেই। তবে তিনি তাঁর মুক্তির ব্যাপারে সচেষ্ট থাকবেন বলে আমাদেরকে আশ্বাস দেন এবং মনোতুষ্ট উত্তর দিয়ে আমাদেরকে বিদায় দেন।[১৬৮]

শায়খুলহিন্দের মুক্তির জন্য দেশের সব এলাকা থেকে তারবার্তা, আবেদনপত্র এবং দাবি দাওয়া পেশ করা সত্ত্বেও বৃটিশ সরকারের টনক নড়ে নি। কিন্তু যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যায় এবং যাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি এমন যুদ্ধবন্দীদেরকে রবী'উস্‌সানী ১৩৩৭ হি. মুতাবিক ডিসেম্বর ১৯১৯ সালে বৃটিশ সরকার মুক্তির নির্দেশ জারি করে। এ নির্দেশ জারি হওয়ায় উপমহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জনগণ প্রফুল্লচিত্তে আনন্দ উল্লাস করতে থাকে। জনগণ মনে করল যে, মহত্ত্ব ও মহানুভবতার দিকে লক্ষ্য করে শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দ সর্বপ্রথম মুক্তি পেয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন। ছোট, বড়, প্রসিদ্ধ, অপ্রসিদ্ধ সব ধরনের বন্দীদের মুক্তি হতে থাকে। বৃটিশ কর্তৃক মুক্তির সাধারণ ঘোষণার দীর্ঘদিন পরও যখন শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দের মুক্তি সম্পর্কে কোন তথ্য অবহিত না হওয়ায় জনগণের মধ্যে চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি সংশ্লিষ্ট স্থানে ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট তারবার্তা পাঠিয়েও তাঁদের মুক্তি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নি। এতে সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলেই মর্মাহত হয়ে পড়েন।[১৬৯]

পক্ষান্তরে শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁদেরকেও বৃটিশ সরকার মুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ২২ জুমাদাল আখিরাহ্‌ ১৩৩৮ হি. মুতাবিক ১২ মার্চ ১৯২০ সালে কর্তৃপক্ষ তাঁদেরকে যুদ্ধবন্দী রেখেই মাল্টা ত্যাগের নির্দেশ দেন। এ সময়ে মাল্টার বন্দীখানায় অবস্থানরত বিভিন্ন দেশের কর্নেল, জেনারেল, প্রেসিডেন্ট ও গভর্নর প্রমুখ উচ্চ পদস্থ এবং সাধারণ কয়েদী সকলেই শায়খুলহিন্দকে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। উচ্চ পদস্থ ইংরেজগণও শায়খুলহিন্দকে অবনত মস্তকে শ্রদ্ধা করেন। মাল্টা থেকে শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দের বিদায়গ্রহণ করার প্রাক্‌কালে বিচ্ছেদ ব্যথায় সকল বন্দীই মর্মাহত হয়ে পড়ে। তুরস্কের সদরে আ'যম থেকে শুরু

১৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৯-১৪০ ; *দৈনিক আল্‌-খলীল পত্রিকা*, (বিজনৌর ঃ আল্‌-খলীল কার্যালয়, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮), পৃ ৩।

১৬৯. মওলানা সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

করে সকল শ্রেণীর সকল দেশের সাধারণ ও উচ্চ পদস্থ সকল বন্দীই তাঁদেরকে বিদায় সম্বর্ধনা দেয়ার জন্য একটি অনুষ্ঠান করেন। বিদায় সম্বর্ধনায় মুনাজাত করেন তুর্কী খিলাফতের শায়খুল ইসলাম খায়রুদ্দীন আফিন্দী। ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে অশ্রু বিগলিত নেত্রে এই মহাত্মাগণকে বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করা হয়। সবশেষে সকলে সমস্বরে শায়খুলহিন্দের নিকট দু'আ করার আহ্বান জানালে তিনি পুনরায় মুনাজাত করেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে দু'আ করতেন আর সকলে সমস্বরে 'আমীন' বলত। পনের মিনিট পর্যন্ত সকলেই মনোনিবেশ সহকারে দু'আ করতে থাকেন। এতে সকলের মধ্যে বিচ্ছেদের ব্যথায় নীরবতা, স্তব্ধতা ও শোকের ছাপ পড়ে যায়।[১৭০]

১৯২০ সালের ১২ মার্চ বিকেলে শায়খুলহিন্দ বন্দীশালা ত্যাগ করার সময়ে জেল খানার প্রধান ফটকে ছোট বড় সকলেই তাঁর সাথে মুসাফাহা ও হস্তচুম্বন করে শোকাকুল অবস্থায় তাঁদের শেষ বিদায় দেন। বন্দীশালা থেকে এক্কা গাড়ি চড়ে সমুদ্রকূলে পৌঁছে স্টিমারে আরোহণ করেন। ২৫ জুমাদাল আখিরাহ ১৩৩৮ হি. মুতাবিক ২৫ মার্চ ১৯২০ সালে স্টিমার আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছে। ২৬ জুমাদাল আখিরাহ আলেকজান্দ্রিয়া সংলগ্ন মিসরের 'সীদী বশর' বন্দীশালায় আঠার দিন রাখা হয়। ১৩ রজব ১৩৩৮ হি. মুতাবিক ২ এপ্রিল ১৯২০ সালে তথা থেকে সুয়েযে আগমন করেন এবং সুয়েয বন্দীশালায় পোনে দু'মাস অবস্থান করেন। এরপর এই মহাত্মাগণকে ৫ রমাযান ১৩৩৮ হি. মুতাবিক ২২ মে ১৯২০ সালে রোববারে স্টিমারের প্রথম শ্রেণীর একটি কক্ষে আরোহণ করিয়ে দেয়া হয়। ১২ রমাযান স্টিমার ইডেনে পৌঁছে।[১৭১]

পক্ষান্তরে মওলানা হুসায়ন আহ্মদ মদনীর তারবার্তা পৌঁছার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দ কোথায় কি অবস্থায় আছেন– এ সম্পর্কে ভারতের জনগণ অজ্ঞাত ছিল। তাই দারুল 'উলূম দেওবন্দের মুহতামিমের আমন্ত্রণে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উস্তাদবৃন্দ এক সভায় মিলিত হন। তাঁরা দারুল 'উলূমের উস্তাদবৃন্দের সমন্বয়ে মুসলমানদের এক প্রতিনিধি দল ভাইসরয়ের সাথে সাক্ষাত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কেননা ভাইসরয় দিল্লীর কাউন্সিল অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে এ সময়ে তিনি দিল্লীতে অবস্থান করছেন।

ভাইসরয়ের সাথে প্রতিনিধিদলের সাক্ষাত করা সহজসাধ্য নয়। ভাইসরয়ের নিকট সাক্ষাতের জন্য সাক্ষাতের অনুমতি গ্রহণ এবং বিবিধ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। এসব ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণের জন্য মওলানা হাবীবুর রহমান দেওবন্দ থেকে দিল্লীতে গমন করে হাকীম আজমল খানের সাথে সাক্ষাত করেন। হাকীম আজমল খান মওলানা হাবীবুর রহমানকে ভাইসরয়ের নিকট প্রতিনিধিদল প্রেরণের পূর্বে কাউন্সিল অধিবেশনে কোন কাউন্সিলরের মাধ্যমে শায়খুলহিন্দ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপনের ব্যবস্থা করার

১৭০. প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৫, মওলানা মুহিউদ্দিন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৪।

১৭১. শায়খুল ইসলাম মওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহ্মদ মদনী, *নকশে হায়াত*, ২য় খণ্ড, পৃ ২৩৪-২৩৫ ; মওলানা সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৫-১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

পরামর্শ দেন। কাউন্সিলে এ প্রশ্নের উত্তর থেকে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে। তাই তাঁরা কাউন্সিলের জনৈক সম্মানিত সদস্যের সাথে সাক্ষাত করে কাউন্সিলে তাঁকে শায়খুলহিন্দ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করার আবেদন করেন। তিনি কাউন্সিলে শায়খুলহিন্দ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরিতাপের বিষয় যে, কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হলে উক্ত কাউন্সিলর শায়খুলহিন্দ সম্পর্কে প্রশ্ন না তোলে সাধারণ যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এ প্রশ্নোত্তর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু এ প্রশ্নোত্তরে শায়খুলহিন্দ সম্পর্কে কিছুই অবহিত হওয়া যায় না।[১৭২]

পুনরায় মওলানা হাবীবুর রহমান ও মওলানা কিফায়াতুল্লাহ্ যৌথভাবে দিল্লীতে হাকীম আজমল খানের সাথে সাক্ষাত করে তাঁরা শায়খুলহিন্দের অবস্থিতি সম্পর্কে জনৈক সম্মানিত কাউন্সিলরের মাধ্যমে কাউন্সিলে প্রশ্ন উত্থাপনের ব্যবস্থা করেন। ২০ মার্চ ১৯২০ সালে কাউন্সিলের অধিবেশনে উক্ত কাউন্সিলর শায়খুলহিন্দ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। প্রশ্নের জবাবে বলা হয়– শায়খুলহিন্দ মাল্টা থেকে যাত্রা করে ভারতে আগমনের উদ্দেশ্যে পথিমধ্যে আছেন এবং তাঁকে মুক্ত করা সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

কাউন্সিলের এই প্রশ্নোত্তরে শায়খুলহিন্দের ভারতে আগমন প্রশান্তির বিষয় হলেও তাঁর মুক্তির বিষয়টি বিবেচনাধীন এটি ছিল বেদনাদায়ক। কাউন্সিলের তথ্য মতে জনগণ শায়খুলহিন্দের আগমন করার কথা অবহিত হয়ে তারা তাঁর আগমনের অপেক্ষায় বিচলিত। বোম্বে স্টিমার বন্দরে অপেক্ষমান জনগণ দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পর শায়খুলহিন্দ আগমন না করায় জনগণ পূর্বাপেক্ষা অধিক চঞ্চল ও মতিভ্রম হয়ে পড়ে। শায়খুলহিন্দের গ্রেফতারকালীন সময়ে কারো পক্ষে টু শব্দটি করারও সুযোগ ছিল না ; কিন্তু বর্তমান সময়টি রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যাওয়ায় সারা ভারতে তাঁর মুক্তির আন্দোলন চলতে থাকে। এমনকি খিলাফত আন্দোলনের সম্মেলনগুলোতে অন্যান্য প্রস্তাবের সাথে শায়খুলহিন্দের মুক্তির প্রস্তাবও থাকত।[১৭৩]

কাউন্সিলের তথ্য মতে শায়খুলহিন্দের ভারতে আগমন না করায় দারুল 'উলূম কর্তৃপক্ষ ভাইসরয়ের নিকট প্রতিনিধিদল প্রেরণ করার পুনঃ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদুপরি এ সিদ্ধান্তও গৃহীত হয় যে, ভাইসরয়ের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করার পূর্বে একই দিনে ভারতের বিভিন্ন স্থানে শায়খুলহিন্দের মুক্তির দাবিতে সভা করা একান্ত আবশ্যক (যদিও বিভিন্ন সভা-সম্মেলনে বক্তৃতা ও প্রস্তাব গ্রহণের সময়ে শায়খুলহিন্দের মুক্তির প্রস্তাব গৃহীত হয়)। এ সিদ্ধান্ত মতে দারুল 'উলূম দেওবন্দের মুহ্তামিম মওলানা হাফিয মুহাম্মদ আহ্মদের পক্ষ থেকে একটি প্রচারপত্র প্রকাশিত হয়। এ প্রচারপত্রে একটি প্রতিনিধিদল ভাইসরয়ের সাথে সাক্ষাত করার জন্য প্রেরণ এবং দেওবন্দে শায়খুলহিন্দের মুক্তির দাবিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২৬ রজব ১৩৩৮ হিজরী মুতাবিক ১৬ এপ্রিল ১৯২০ সালে শুক্রবার জুমু'আর নামাযের পর দেওবন্দে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রচারপত্র প্রকাশ

---

১৭২. মওলানা সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৭-১৪৮।

১৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৯।

করা হয়। এ প্রচারপত্রে একই দিনে বিভিন্ন এলাকা থেকে সম্মেলন করে শায়খুলহিন্দের মুক্তির দাবিতে প্রস্তাব পাস করার অনুরোধও জানানো হয়। এই প্রচারপত্র অনুযায়ী উক্ত তারিখে দেওবন্দে এক মহা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ মহাসম্মেলনে দেওবন্দ ও তার চতুস্পার্শ্বের এলাকা থেকে শত সহস্র লোকের সমাগম হয়। মওলানা মুহাম্মদ হাফিয আহ্‌মদ, মওলানা হাবীবুর রহমান এবং মওলানা শিব্বীর আহ্‌মদ 'উসমানী বক্তৃতা করেন। তাঁরা বক্তৃতায় বর্তমান অবস্থার উল্লেখ করে সরকারের নিকট শায়খুলহিন্দের মুক্তির দাবি জানান। সভায় উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়ে ভাইসরয়ের নিকট শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দের মুক্তির জন্য তারবার্তা পাঠানো হয়। একই তারিখে সাহারানপুর, বিজনৌর, মুরাদাবাদ এবং বিভিন্ন স্থানে শায়খুলহিন্দের মুক্তির জন্য সম্মেলন করে প্রস্তাব গ্রহণ করার পর ভাইসরয়ের নিকট তারবার্তা প্রেরণ করা হয়।[১৭৪]

সম্মেলনের পর ভাইসরয়ের নিকট প্রতিনিধি দল প্রেরণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। প্রতিনিধি দল ভাইসরয় সমীপে পেশ করার নিমিত্তে শায়খুলহিন্দের মুক্তির দাবিতে একটি প্রতিলিপি লিপিবদ্ধ করেন। মওলানা হাবীবুর রহমান মীরঠে গমন করে এ প্রতিলিপির ইংরেজী অনুবাদ করে প্রতিনিধিদলসহ মীরঠের কমিশনার সমীপে আবেদনপত্রটি পেশ করেন। এ আবেদনপত্রটি লেখা হয়েছিল ভইসরয়ের বরাবরে। তাই তিনি এ আবেদনপত্রটিতে সুপারিশ করে ভাইসরয়ের নিকট পাঠিয়ে দেন। শায়খুলহিন্দের মুক্তির দাবিতে এটি ছিল দারুল 'উলূম কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ প্রচেষ্টা। ভাইসরয়ের নিকট আবেদনপত্রটি পাঠাবার পর প্রতিনিধি দল তাঁর পক্ষ থেকে সাক্ষাতের অনুমতিপত্র এবং সাক্ষাতের নির্ধারিত তারিখের অপেক্ষায় ছিলেন। ঠিক এ সময়ে শায়খুলহিন্দের সহচর মওলানা হুসায়ন আহ্‌মদ মদনী সুয়েয থেকে একটিপত্র প্রেরণ করেন। এ পত্রে জানা যায় যে, শায়খুলহিন্দসহ সহচরবৃন্দ সকলেই নিরাপদে মাল্টা থেকে সুয়েযে পৌছেছেন। কিন্তু মহাত্মাদের মুক্তি সম্পর্কে কিছুই অবহিত হওয়া যায় নি। তদুপরি সুয়েয থেকে পত্র লেখক মওলানা মদনীও নিজেদের মুক্তি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। এজন্য ভাইসরয় সমীপে প্রতিনিধিদলের গমন অত্যাবশ্যক। এদিকে ভাইসরয়ের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদলের সাক্ষাতের অনুমতি বা প্রতিনিধিদলের প্রেরিত আবেদনপত্রের উত্তর না আসায় প্রতিনিধিদল চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েন। তদুপরি শায়খুলহিন্দের ভারতে আগমনের কোন সংবাদ না পাওয়ায় এঁরা অধিক মর্মাহত হয়ে পড়েন।[১৭৫]

এ অপেক্ষারত অবস্থায় রমযান শুরু হয়ে যায়। এজন্য সকলে আক্ষেপ করে বলতে লাগলেন যে, সুয়েযে শায়খুলহিন্দের রমযান অতিকষ্টে অতিবাহিত হবে। এ অবস্থায় সকলেই জল্পনা কল্পনা ও আল্লাহর নিকট মহাত্মাগণের আগমনের প্রার্থনা করছিলেন। ঠিক এই সময়ে মহাত্মাদের ভারতে ৮ জুনে পৌছার ইডেন থেকে মওলানা মদনীর একটি তারবার্তা ১৩ রমযানে এসে পৌছে। এ সংবাদ পৌছা মাত্রই বিদ্যুৎবেগে ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত জনগণ আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়ে। মহাত্মাদের

---

১৭৪. প্রাগুক্ত।

১৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৯-১৫০।

Dhaka University Institutional Repository

আগমনের সংবাদ পেয়ে দারুল 'উলূম দেওবন্দের মুহ্তামিম মওলানা হাফিয মুহাম্মদ আহ্মদ দেওবন্দ থেকে অসুস্থ ও দুর্বল শরীর নিয়ে অধিক গরমে রোযা অবস্থায় দু'ছেলে এবং দু'জন ছাত্রসহ ৭ জুন ১০ ঘটিকায় বোম্বে পৌঁছেন। শায়খুলহিন্দের ভাই মওলানা মুহাম্মদ হাসান, মওলানা মুহাম্মদ মুহ্সিন এবং শায়খুলহিন্দের জামাতা মওলানা মুহাম্মদ হানীফ ও তাঁর পৌত্র মওলানা রফী' দেওবন্দ থেকে বোম্বে আগমন করেন।[১৭৬]

মোটকথা ২০ রমযান ১৩৩৮ হিজরী মুতাবিক ৮ জুন ১৯২০ সালে বোম্বে পৌঁছিয়ে বৃটিশ সরকার শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দকে মুক্ত করে দেন। স্টিমার বোম্বে পৌঁছার প্রাক্কালে ভারতীয় দু'জন অফিসারসহ একজন ইংরেজ সি.আই.ডি. অফিসার শায়খুলহিন্দের নিকট গমন করে তাঁর সাথে নির্জনে কিছু বলতে চাইলে তিনি একটি কক্ষে তাঁদেরকে নিয়ে প্রবেশ করেন। সি.আই.ডি. শায়খুলহিন্দকে সম্বোধন করে বললেন যে, মওলানা রহীম বখ্শ্-এর সাথে আলোচনা করে আপনি স্টিমার থেকে তাঁর পরামর্শ মতে অবতরণ করলে আপনার ভবিষ্যত মঙ্গলময় হবে। সি.আই.ডি. অফিসার এ কথা বলে চলে যাওয়ার পর মওলানা রহীম বখ্শ্ শায়খুলহিন্দের সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে স্টিমার থেকে অবতরণ করে সরাসরি দেওবন্দ গমন এবং খিলাফত আন্দোলন ও অন্যান্য রাজনৈতিক সংস্থা থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক থাকার পরামর্শ দেন। তদুপরি তিনি তাঁকে খিলাফত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাত না করার অনুরোধ জানান।

শায়খুলহিন্দকে বহনকারী স্টিমার নোঙ্গর করার সাথে সাথে মওলানা শওকত 'আলীসহ খিলাফত নেতৃবৃন্দ ও জ্ঞানীগুণীজন এবং অসংখ্য জনতা তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। এ সময়ে না'রায়ে তকবীরের ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে। স্টিমার থেকে একটার সময়ে তিনি অবতরণ করে জনতার ঢলের মাঝে টেক্সিতে আরোহণ করে পূর্ব থেকে তাঁর অবস্থানের জন্য নির্ধারিত স্থান খিলাফত হাউসে আগমন করেন।[১৭৭]

বোম্বের অসংখ্য জনসাধারণ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, দেওবন্দের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, মওলানা মুরতাযা হাসান চাঁদপুরী, হাকীম 'আবদুর রায্যাক, নবাব মুহ্য়িদ্দীন খান, ভুপালের কাযী, মওলানা মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ্, ডাক্তার মুখতার আহ্মদ আনসারী, দিল্লীর হাজী আহ্মদ মির্যা ফটোগ্রাফার, মওলানা 'আবদুল বারী ফরঙ্গী মহল্লী এবং মহাত্মাগান্ধীও শায়খুলহিন্দ এবং তাঁর সহচরবৃন্দকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আগমন করেছিলেন। বোম্বের মিনারা মসজিদে খিলাফত কমিটি এবং বোম্বের মুসলমানদের পক্ষ থেকে শায়খুলহিন্দের সম্মানে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় খিলাফত কমিটি এবং বোম্বে

---

১৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫১।

১৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫১-১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

শহরবাসীর পক্ষ থেকে শায়খুলহিন্দ সমীপে অভিনন্দনপত্র পেশ করা হয়। শায়খুলহিন্দও তদুত্তরে সকলকে মুবারকবাদ জানান।[১৭৮]

আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ শায়খুলহিন্দকে বোম্বেতে কয়েকদিন অবস্থান করার অনুরোধ জানান। রমযান প্রায় সমাপ্তির পথে আর সাথে রয়েছেন বহু 'আলিম ও নেক্কার ব্যক্তিবর্গ। তদুপরি তিনি স্বীয় পত্নীর অসুস্থতার কথা শুনে ছিলেন উদ্বিগ্ন। এজন্য তিনি বোম্বেতে একদিনের অতিরিক্ত অবস্থান করার ইচ্ছা পোষন করেন নি। তাই ২১ রমযানে দেওবন্দে যাত্রার মনস্থ করেন। কিন্তু তাঁর সহপাঠী, বিশিষ্ট বন্ধু ও বয়োবৃদ্ধ মওলানা কাযী মুহ্য়িদ্দীন মুরাদাবাদী ঐ দিন সন্ধ্যায় তথায় পৌছেন বলে আরও একদিন অবস্থান করেন। এরপর ২২ রমযান মুতাবিক ১০ জুন বৃহস্পতিবার মাগরিবের সালাতের পরে আটটায় বোম্বে থেকে বহিরাগত সকল সাথী ও অভ্যর্থকবৃন্দসহ দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ট্রেনে আরোহণ করার পূর্বে সাথীবৃন্দের অনেকে নিজ নিজ আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে তারবার্তা পাঠিয়ে শায়খুলহিন্দের আগমনের সংবাদ জানালে প্রত্যেক স্টেশনে প্রচুর দর্শনার্থীর সমাগম হতে থাকে এবং তাঁরা শায়খুলহিন্দের সাথে সাক্ষাত করে মুসাফাহা এবং কুশল বিনিময় করতে থাকে। বোম্বে থেকে শায়খুলহিন্দ যাত্রা করে ১৩ জুন দিল্লীতে এবং ১৪ জুন দেওবন্দে পৌছার সম্ভাব্য তারিখ দারুল 'উলূম দেওবন্দের মুহ্তামিম মওলানা হাফিয মুহাম্মদ আহ্মদ ১০ জুন একটি তারবার্তা দেওবন্দে পৌছান। ১৩ জুন দিল্লী স্টেশনে দেওবন্দ, মুরাদাবাদ, আমরূহা, খুরযা, বিজনৌর এবং দিল্লীর জনসাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দিল্লী স্টেশনে শায়খুলহিন্দকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য আগমন করেন। যখন ট্রেনটি নির্ধারিত সময়ে দিল্লী স্টেশনে পৌছে এবং শায়খুলহিন্দ ট্রেন থেকে অবতরণ করেন তখন আগত দর্শনার্থীবৃন্দ সমস্বরে না'রায়ে তকবীর আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে। দিল্লী স্টেশনের প্লাটফর্ম দেখলে মনে হত, যেন প্লাটফর্মটি জনসমুদ্রের তরঙ্গে উথলিত হয়ে পড়েছে। কেউ সুযোগ পেয়ে মুসাফাহা করছে আবার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কেউ কেউ মু'আনাকার সুযোগ পেয়ে মু'আনাকা করে কুশল বিনিময় করছে। বহু লোকের মুসাফাহা করার আগ্রহাতিশয্যে তাঁর দিকে এগোতে থাকলে শায়খুলহিন্দ সঙ্কীর্ণস্থানে পড়ে যান। তাই স্বেচ্ছাসেবীগণ বৃত্তাকারে হাতে হাত মিলিয়ে তাঁকে বেষ্টন করে ধীরে ধীরে ক্রমে স্টেশনের বাইরে নিয়ে যেতে থাকেন। ফলে অনেকের মুসাফাহা করার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও এত ভিড়ের মধ্যে তা' সম্ভব হয়ে উঠে নি। এরপর স্টেশন থেকে বের হয়ে তিনি একটি টেক্সিতে আরোহণ করে ডাক্তার মুখতার আহ্মদ আনসারীর বাসভবনে গমন করে তথায় অবস্থান করেন। এখানে জনগণ তাঁর সাথে সাক্ষাত করে মুসাফাহা করত এবং কুশল বিনিময় করে একের পর এক বিদায় হতে থাকত। এই সংক্ষিপ্ত অবস্থানকালে দুপুরের পূর্বক্ষণে তিনি দিল্লীর মাদ্রাসা 'আবদুর রবে বসবাসরত অচল বয়োবৃদ্ধ মওলানা 'আবদুল'আলীর সাথে সাক্ষাত করে ফিরে আসেন।[১৭৯]

---

১৭৮. শায়খুল ইসলাম মওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহ্মদ মদনী, *নকশে হায়াত*, ২য় খণ্ড, পৃ ২৩৬।

১৭৯. মওলানা সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৭-১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর দেওবন্দে যাত্রার উদ্দেশ্যে ১৪ জুন ফজরের সালাতের পূর্বে ডাক্তার মুখতার আহ্মদ আনসারীর বাসভবন থেকে বের হয়ে দিল্লী স্টেশনে পৌছেন। অতি প্রতুষ্যে পাঁচটায় ট্রেনের সাধারণ ইন্টারশ্রেণীর একটি বগিতে আরোহণ করে দেওবন্দের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সাধারণ জনগণ মনে করেছিল যে, শায়খুলহিন্দ হয়তো আর আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন না। ইংরেজগণ হয়তো তাঁকে এবং তাঁর সহচরবৃন্দকে ফাঁসি দিয়ে দিবে নতুবা তাঁদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। অচিন্তনীয়ভাবে যখন আল্লাহর অশেষ কৃপায় দেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন তখন দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকলে আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়ে এবং আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায় করে। তাই তাঁকে এক নযর দেখার জন্য প্রত্যেক স্টেশনে জনসমাগম সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় উথলিত হয়ে পড়ে।[১৮০]

মীরঠের মুসলমানগণ ট্রেনটি স্টেশনে পৌছামাত্রই শায়খুলহিন্দ সমীপে একটি অভিনন্দনপত্র পেশ করেন। জনৈক ব্যক্তি রেলের বগিতে দাঁড়িয়ে অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রিত অভিনন্দনপত্রগুলো জনগণের মাঝে বিতরণ করে দেন। এই অভিনন্দনপত্রের উত্তরে শায়খুলহিন্দের পক্ষ থেকে শায়খুল ইসলাম মওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহ্মদ মদনী সামান্য বক্তব্য রেখে সকলকে মুবারকবাদ জানান।[১৮১]

মুযাফফরনগর স্টেশনে ট্রেনটি পৌছলে দেখা গেল যে, প্লাটফর্ম ও দূর দূরান্ত পর্যন্ত জনসমাগম। তাই শায়খুলহিন্দ একটু উঁচু টেবিলের উপর দাঁড়ান এবং দর্শনার্থীরা তাঁকে দেখে আনন্দিত হন। উৎফুল্লচিত্তে সকলে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং আল্হামদুলিল্লাহ্ বলে সকলেই আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। নিকটস্থ লোকেরা তাঁর সাথে মুসাফাহা করে নিজেদেরকে ধন্য মনে করেন এবং তার কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করে আনন্দিত হন।[১৮২]

অবশেষে ১৪ জুন সকাল ন'টায় ট্রেনটি দেওবন্দে পৌছে। স্টেশনে জনসমাগম এত অধিক ছিল যে, তিল ধারণের ক্ষমতা পর্যন্ত ছিল না। শায়খুলহিন্দ ট্রেন থেকে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে না'রায়ে তকবীর ও আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে। এরপর তিনি একটি ঘোড়ার গাড়িতে আরোহণ করে সরাসরি দারুল 'উলূম দেওবন্দে আগমন করেন। এখানে এসেই মাদ্রাসার দারুল হাদীসের একটি নবনির্মিত বৃহৎ কক্ষে জনগণের সাথে একত্রিত হয়ে আল্লাহর নিকট দু'আ করেন। এরপর তিনি বেলা ১১ টায় দারুল 'উলূম থেকে স্বগৃহে গমন করে স্বীয় পত্নী, কন্যা এবং আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাত করে সকলের সাথে কুশল বিনিময় করেন। এখানেও দর্শনার্থীদের প্রচণ্ড ভিড়

---

১৮০. শায়খুল ইসলাম মওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহ্মদ মদনী, *নকশে হায়াত*, ২য় খণ্ড, পৃ ২৩৬-২৩৭।

১৮১. মওলানা সায়্যিদ আস্গর হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬০-১৬১।

১৮২. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬১।

Dhaka University Institutional Repository

হতে থাকে। তাদের সাথে সাক্ষাত করে মুসাফাহা করার পর তিনি তাদেরকে বিদায় দিতেন।[১৮৩] উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে শায়খুলহিন্দ মুক্ত হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা হয় এবং সেই অনুষ্ঠান থেকে তাঁর নামে মুবারকবাদের তারবার্তা প্রেরণ করা হয়।[১৮৪]

১৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬২-১৬৩।

১৮৪. *দৈনিক মদীনা*, (বিজনৌর ঃ ২৮ জুলাই, ১৯২০), পৃ ৭।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

উপমহাদেশে শায়খুলহিন্দের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা

শায়খুলহিন্দ মাল্টার বন্দীশালায় অবস্থানকালে উপমহাদেশের রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। যে লৌহপাঞ্জা কেবল উপমহাদেশেই নয়, সমগ্র মুসলিমবিশ্বে দানবীয় বিক্রমে বিস্তৃত হয়ে গোটা মুসলিম বিশ্বের চুঁটি চেপে ধরার জন্য এগিয়ে আসছিল, একে সমূলে বিকল করে দেয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে শায়খুলহিন্দ সহচরবৃন্দসহ কারা প্রাচীর থেকে বের হয়ে আসেন।

উপমহাদেশে তখন পূর্ণোদ্যমে খিলাফত আন্দোলনের জোয়ার বয়ে চলছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত তুরস্ক-এর খিলাফত পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শত্রুগণ যে পৈশাচিক ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করেছিল, এর প্রতিবাদে ভারতের বিক্ষুব্ধ পুরুষোচিত উদ্যম সর্বত্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। শায়খুলহিন্দ ও তাঁর সহচরবৃন্দ ভারতে আগমন করেই মুক্তিপাগল দেশবাসীর সাথে এক কাতারে শামিল হয়ে খিলাফত আন্দোলনকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলেন।

তুরস্কের 'উসমানিয়া খিলাফতের অস্তিত্ব রক্ষার দাবি ছিল তখন মুসলিমবিশ্বের প্রাণের দাবি। বিশ্বযুদ্ধে পরাস্ত হয়ে 'উসমানিয়া খিলাফত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্রীড়ার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। 'উসমানিয়া খিলাফতের নিকট থেকে বিজিত দেশগুলো একে একে বৃটিশ ও ফরাসীরা বণ্টন করে নিচ্ছিল। হিজায, 'ইরাক ও জর্দানকে ক্ষুদ্র তিনটি আশ্রিত রাজ্যে বণ্টন করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কুক্ষিগত করে রাখা হয়। সিরিয়াকে ছেড়ে দেয়া হয় ফ্রান্সের হাতে। ফিলিস্তিনে য়্যাহূদী জাতির জন্য একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে দেয়া হয়। ইউরোপ ভূখণ্ড হতে তুরস্ককে পূর্বেই বিতাড়িত করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মূল তুরস্ক থেকেও খিলাফতের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছে ফেলার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। এসব দেখে বিশ্বমুসলিম প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম উপনিবেশ ভারতের মুসলমানগণও জেগে উঠে। ভারতবর্ষই ছিল তখন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের শক্তির প্রধান উৎস। ভারত থেকে আহরিত শক্তি দ্বারা বৃটিশ শক্তি গোটা এশিয়ার মস্তক চূর্ণ করবে, বিশেষত মুসলিম বিশ্বকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়ার পৈশাচিকতায় মেতে উঠবে, এ অত্যাচার এ দেশবাসী সহ্য করতে আর প্রস্তুত নয়। মুসলিম প্রাচ্যের বীরসিংহ মওলানা মুহাম্মদ 'আলী জওহরের নেতৃত্বে বৃটিশের খিলাফত বিরোধী ষড়যন্ত্রের

বিরুদ্ধে সারা ভারতবাসী রুখে দাঁড়ায়।[১] শায়খুলহিন্দ ভারতে আগমন করেই খিলাফত আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষতা গ্রহণ করেন।

খিলাফত আন্দোলনের পাশাপাশি অসহযোগ আন্দোলনও তখন ভারতব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করে। ভারতের সম্পদ ও জনবল দিয়ে বৃটিশ সরকার পৃথিবীময় প্রাধান্যের হুঙ্কার ছাড়ে। এই সময়েই কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ বৃটিশ সরকারের সাথে সকলক্ষেত্রে অসহযোগিতা করার ঘোষণা করেন। নেতৃবৃন্দের পরিকল্পনা ছিল– এভাবে তাঁরা বৃটিশ সরকারকে পরাস্ত করতে সমর্থ হবেন। কার্যক্ষেত্রে এ পরিকল্পনা তখন অনেকটা ফলপ্রসূ হয়েছিল। অসহযোগের আহ্বানে তখন সরকারি অফিস আদালত থেকে শুরু করে সরকার পরিচালিত স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।[২] অসহযোগ আন্দোলনকে জোরদার করে তোলার জন্য শায়খুলহিন্দ এর পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করে যে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তা' ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরবজনক অধ্যায় হয়ে থাকবে।

শায়খুলহিন্দ মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তা হিসেবে বক্তৃতা দিতে অভ্যস্ত ছিলেন না, কিন্তু তিনি ভারতে আগমনের সাথে সাথে বিদ্যুতের ন্যায় ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকল মুসলমান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠে। ভারতের 'উলামা, মাশায়িখ এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা, সভা সেমিনার, সম্মেলন আন্দোলন ইত্যাদি সবই হচ্ছিল। এতদসত্ত্বেও মুসলমানগণ পূর্ণ প্রশান্তি লাভ করতে পারছিলেন না। শায়খুলহিন্দের আগমনে তাঁদের এ প্রশান্তি পূর্ণতা লাভ করে। তাঁরা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে নিজেদের জান ও মাল আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।[৩] মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক লোক এ আন্দোলন সমর্থন না করে বিরোধিতা করায় তাদের অবস্থা ছিল সঙ্কটাপন্ন। দিল্লীর জনৈক আন্দোলন সমর্থন বিরোধী নেতা ইন্তিকাল করলে তাঁর কাফন-দাফনে কেউ এগিয়ে আসে নি। অথচ তিনি ছিলেন দিল্লীর 'উলামা' ও জনগণের মান্যবর ও সম্মানের পাত্র। তাঁর কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত কেউ তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করে নি। বাধ্য হয়ে ট্রাকে করে জানাযা কবরস্তানে পৌঁছিয়ে দাফন করা হয়।[৪]

---

১. মওলানা মুহিউদ্দীন খান, *হায়াতে মওলানা হুসাইন আহ্‌মদ মদনী,* (ঢাকা ঃ আশ্‌রাফিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৫), পৃ ১০২-১০৩।

২. প্রাগুক্ত, পৃ ১০৬।

৩. মওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *আসীরানে মাল্টা,* (দিল্লী ঃ আল্-জম্'ইয়াত বুক ডিপো, ১৯৭৬), পৃ ৫৫।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬।

শায়খুলহিন্দ[৫] বাস্তবিকই শায়খুলহিন্দ অর্থাৎ ভারতের অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন। শায়খুলহিন্দের আশীর্বাদে তাঁর দলের সদস্যগণই[৬] ছিলেন উপমহাদেশের স্বীকৃত নেতা। এ কারণেই মহাত্মা গান্ধী বলেছেন– আমি মওলানা মুহাম্মদ 'আলীর থলের সংরক্ষিত কাঁচি।[৭]

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে পৃষ্ঠপোষকতা

মওলানা শওকত 'আলী, খিলাফত কমিটির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ, মওলানা 'আবদুল বারী ফরঙ্গী মহল্লী, মহাত্মা গান্ধী এবং উপমহাদেশের প্রখ্যাত বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সাথে শায়খুলহিন্দ বোম্বেতে একাকী এবং সম্মিলিতভাবে দেশের রাজনীতি সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন। তিনি দেশকে ইংরেজ জাতির করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করার জন্য Non Violence-এর প্রোগ্রাম অত্যাবশ্যক বলে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। এরপর খিলাফত কমিটি এবং কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন।[৮]

এদিকে খিলাফত কমিটি খিলাফত আন্দোলনকে বেগবান করার উদ্দেশ্যে শায়খুলহিন্দের নিকট থেকে একটি ফত্ওয়া গ্রহণ করেন। আর এ সঙ্কলিত ফত্ওয়াটি দেশ বরেণ্য পাঁচশ' 'আলিমের স্বাক্ষর গ্রহণ করে জম্'ইয়াতে 'উলামায়ে হিন্দের সর্বসম্মত ফত্ওয়া হিসেবে প্রকাশিত হয়। ফত্ওয়াটি এই ঃ

---

৫. খিলাফত কমিটির পক্ষ থেকে মওলানা মাহ্মূদ হাসানকে 'শায়খুলহিন্দ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এ উপাধিটি এত প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, এটি নামের একটি অংশে পরিণত হয়ে যায়। এ উপাধিটি বাদ দিলে নামটি অপূর্ণাঙ্গ বলে মনে হয়। শায়খুলহিন্দ নামেই তিনি সারা বিশ্বে খ্যাতিলাভ করেন। (মওলানা হুসায়ন আহ্মদ মদনী, *নকশে হায়াত*, ২য় খণ্ড, পৃ ২৪৮), এ উপাধি ছাড়াও মওলানা মাহ্মূদ হাসানকে 'ভারতের মুকুটবিহীন সম্রাট' উপাধি দেয়া হয়েছিল। (মওলানা আদ্রবী, মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ সম্পাদিত, *শায়খুল ইসলাম হযরত মওলানা মদনী (রঃ) ঃ জীবন ও সংগ্রাম*, পৃ ৪৯)। শায়খুলহিন্দ জাতির জন্য কোন নির্দেশ প্রদান করলে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকলেই সম্রাটের নির্দেশের ন্যায় মেনে নিত। তাই তাঁর উপাধি 'ভারতের মুকুটবিহীন সম্রাট' হয়।

৬. তাঁর দলের প্রসিদ্ধ নেতৃবর্গের মধ্যে ছিলেন– হাকীম আজমল খান, ডাক্তার মুখতার আহ্মদ আনসারী, মওলানা আবুল কালাম আযাদ, মওলানা মুহাম্মদ 'আলী জওহর, মওলানা শওকত 'আলী, মওলানা হাসরত মুহানী, মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী এবং খান 'আবদুল গাফফার খান প্রমুখ। তাঁরা তাঁর হাতে বয়'অত হয়ে আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেন। (মওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *আসীরানে মাল্টা*, পৃ ৬৭।)

৭. মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৫২।

Dhaka University Institutional Repository

بسم الله الرحمن الرحيم * نحمده ونصلى على رسوله الكريم-

قال الله تعالى :

١- ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ط ان الله مع الصبرين

٢- وتعاونوا على البر والتقوى ص ولاتعاونوا على الاثم والعدوان ص

٣- ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظلمون

[পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি। আমরা আল্লাহ্র হাম্দ্ করছি এবং তাঁর রসূলে করীমের উপর সালাত পাঠ করছি। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

১. "আর তোমরা নিজেরা পরস্পর বিবাদ করবে না, যদি তা' কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।" (৮ ঃ ৪৬)।

২. "সৎকর্ম ও তাক্ওয়া'য় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না।" (৫ ঃ ২)।

৩. "(কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বের উল্লেখ করে ইরশাদ হচ্ছে) তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। আল্লাহ তা'আলা যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (৯ ঃ ২৩)।]

বর্তমানে যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুসলমানদের উপর ভীষণ বিপদ আপতিত হয়েছে, ইসলামী খিলাফতের জাহায যখন ঝঞ্ঝাবায়ুতে সমুদ্রের তরঙ্গের সংঘর্ষে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার আশংকা অনুভূত হয়েছে, প্রত্যেক মুসলমানের আত্মা যখন মৃত্যুর হুমকিদাতা আপদ দ্বারা আপতিত হয়েছে, বিশেষত ভারতের মুসলমানগণ নিজেদের ভবিষ্যতকে বিপজ্জনক বলে মনে করছে। এসময়ে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিম এবং দক্ষ হিন্দু ও মুসলিম রাজনীতিবিদগণের বৃহৎ একাংশ নিজেদের বৈধ অধিকার ও দাবি দাওয়া আদায়ে সচেষ্ট। সফলতা তো আল্লাহ্র হাতে রয়েছে। দেশ, জাতি ও শরী'অতের পক্ষ থেকে কারো প্রতি কোন কর্তব্য অর্পিত হলে তা' পূর্ণ করা তার জন্য অপরিহার্য। এতে অবহেলা কিংবা সামান্যতম ত্রুটি করা জঘন্যতম অপরাধ। স্বভাবগতভাবে আমি কোন রাজনীতিবিদ নই। আমার অতীত দীর্ঘ জীবন হলো এর প্রমাণ। ধর্মীয় চেতনাই আমার জীবনের মূল লক্ষ্য। এ চেতনাই আমাকে হিন্দুস্তান থেকে মাল্টা এবং মাল্টা থেকে হিন্দুস্তানে পৌছিয়েছে। যে আন্দোলনের সম্পর্ক ইসলাম ও মুসলমানের কল্যাণ ও সফলতার সাথে সংশ্লিষ্ট সে আন্দোলন থেকে এক মুহূর্তের জন্যও আমি বিচ্ছিন্ন হতে পারি না।

Dhaka University Institutional Repository

মাল্টা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আমি জানতে পারলাম যে, ভারতের সম্ভ্রান্ত নেতৃবৃন্দ স্ব স্ব কর্তব্যপালন এবং নিজেদের প্রেরণা ও অধিকার সংরক্ষণের কর্মপন্থা হিসেবে সাব্যস্ত করেছে যে, তাঁরা কুর'আন মজীদের একটি প্রকাশ্য শিক্ষা ও মহানবী (সা.)-এর এক উজ্জ্বল আদর্শকে দৃঢ়রূপে ধারণ করবে– জাতির লাভ লোকসান এবং পরিণাম যাচাই করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে, তা হ'ল – ইসলামের শত্রুদের সাথে ভারতবাসী সকল প্রকারের সহায়তা ও সহযোগিতা বর্জন করবে। এ বিষয়টি শরী'অত স্বীকৃত। এ পরিপ্রেক্ষিতে একজন মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হ'ল -

১. সরকার প্রদত্ত সকল উপাধি, পদবী ইত্যাদি প্রত্যাখ্যান করা

২. দেশের নূতন কাউন্সিলে কাউন্সিলরদের অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা

৩. কেবল দেশে প্রস্তুত সকল প্রকার পণ্যসামগ্রী ব্যবহার করা এবং বিদেশী সকল পণ্য বর্জন করা

৪. সকল অভিভাবক নিজেদের সন্তান ও পোষ্যদেরকে সরকারি স্কুল কলেজে ভর্তি না করা

৫. এতদ্ব্যতীত খিলাফত কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে যে সকল প্রস্তাব প্রচার করা হবে তা' কার্যকর করা– এই শর্তে যে, এতে শরী'অতের কোন বিধি-নিষেধ বিঘ্নিত না হয়। যে সকল বিষয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে এবং নিরাপত্তা লংঘিত হবে তা' পরিহার করা।

কেউ কোন মহৎ কাজ করলে তাঁর সহায়তা করা এবং কেউ অসৎ কাজ করলে তা' পরিহার করা সকলের জন্য একান্ত কর্তব্য।

আল্লাহ্ তা'আলা সকলের প্রতি সহায় হো'ন

আল্-'আব্‌দ্ মাহ্‌মূদ হাসান দেওবন্দী[৯]

৩ যুলকা'দা ১৩৩৮ হিজরী

১৩৩৮ হিজরীর ১৮ যুলহজ্জে কোলকাতায় খিলাফত আন্দোলনের এক কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই কন্‌ফারেন্সে অংশগ্রহণ করার জন্য শায়খুলহিন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা এবং অসুস্থতার কারণে কন্‌ফারেন্সে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। অবশ্য তাঁর লিখিত বক্তব্য মওলানা মুরতাযা হাসান চান্দপুরী কন্‌ফারেন্সে পাঠ করে শুনান। তাঁর বক্তব্য এই ঃ

আমি অধম সম্মানিত বন্ধুবর্গ সমীপে মসনূন সালামান্তে জানাচ্ছি যে, আপনাদের ক্রমাগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশ ও জাতির উন্নতিকল্পে উদ্যোগ গ্রহণ, নিদ্রিতদেরকে জাগ্রত করে এবং দুর্বলদেরকে

---

৯. শায়খ মুহাম্মদ মূসা, *উপমহাদেশে মুজাহিদীনের অবদান*, (ঢাকা ঃ হোছাইনিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭২), পৃ ১১৮।

উদ্দীপিত করে কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় প্রথমে আপনাদেরকে জানাই অশেষ শুক্‌রিয়া। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। বর্তমানে সারাদেশে যে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে তা' আপনাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ফল। হে আল্লাহ্! তুমি তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

আপনারা এ অধমকে স্মরণ করে আপনাদের কনফারেন্সে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এজন্য আপনাদেরকে আবারও জানাই আল্লাহ্‌র শুক্‌রিয়া। কন্‌ফারেন্সে অংশগ্রহণ করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন অসুবিধা এবং অসুস্থতার কারণে দুর্বল হয়ে পড়ায় আপনাদের নির্দেশ পালন করতে অক্ষম হয়ে পড়েছি। এ জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা পেতে পারি বলে আশা রাখি। আমি আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদের নিয়্যত ও প্রচেষ্টায় বরকত দান করুন। দেশ এবং দেশের সকল মুসলমানকে এর কল্যাণে মঙ্গল দান করুন। অসহযোগ আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মপন্থায় সতর্কতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। উত্তেজনাবশে পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন কাজ করা বাঞ্ছনীয় নয়।

আল্লাহ্ সহায় হোন

বান্দা মাহ্‌মূদ

১৮ যুলহজ্জ ১৩৩৮ হিজরী[১০]

মুসলিম ন্যাশনাল ইউনিভারসিটি স্থাপন

অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে 'আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট করে এবং মুসলিম ন্যাশনাল ইউনিভারসিটি স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯২০ সালের ২৯ অক্টোবর শুক্রবার এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে শায়খুলহিন্দকে নির্বাচিত করা হয়। এ সময়ে তিনি তীব্র অসুস্থতায় শয্যাশায়ী ছিলেন। শুশ্রূষা ও পরিচর্যাকারীগণ এ শয্যাশায়ী অবস্থায় তাঁর জন্য 'আলীগড়ে গমন করা তদুপরি সভাপতিত্ব করা বিপজ্জনক বলে মনে করেন। তাঁকে বিনীত অনুরোধ জানিয়ে সকলেই এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করতে নিষেধ করেন।[১১] এর উত্তরে শায়খুলহিন্দ বলেন ঃ

> "যদি আমার সভাপতিত্ব গ্রহণে ইংরেজদের মনোবেদনা ও দুঃখের কারণ হয় তবে আমি এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অবশ্যই অংশগ্রহণ করব।"[১২]

এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ১৬ সফর ১৩৩৯ হিজরী মুতাবিক ২৯ অক্টোবর ১৯২০ সালে 'আলীগড়ে অনুষ্ঠিত হয়। শায়খুলহিন্দ তীব্র অসুস্থতাহেতু শয্যাশায়ী হয়েও দেওবন্দ থেকে 'আলীগড়ে গমন করে

---

১০. প্রাগুক্ত, পৃ ১১৯।

১১. মওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০।

১২. মওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহ্‌মদ মদনী, *নকশে হায়াত*, ২য় খণ্ড, পৃ ২৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম ন্যাশনাল ইউনিভারসিটি উদ্বোধন করেন। শায়খুলহিন্দের সভাপতির ভাষণ তাঁর পক্ষ থেকে মওলানা শিব্বীর আহ্‌মদ 'উসমানী উদ্বোধনী মঞ্চে দাঁড়িয়ে পাঠ করেন।[১৩]

সভাপতির ভাষণের উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতিগুলো এই ঃ

১. আমি এ বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ, রুগ্ন ও দুর্বল অবস্থায় আপনাদের এ আহ্‌বানে এ জন্য সাড়া দিয়েছি যে, আমি আমার একটি হারানো বস্তু এখানে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছি। অনেক সৎলোক এমন আছেন যাঁদের চেহারায় নামাযের নূর এবং যিক্‌রের জ্যোতি ঝলমল করছে। তাঁদেরকে যখন বলা হয় যে, তোমরা কটিদেশ বেঁধে আল্লাহ্‌র জন্য দৃঢ়রূপে জাতিকে কাফিরদের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করার জন্য এগিয়ে আ স তখন তাঁরা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত না হয়ে অপবিত্র কাফিরদের ভয়ে ভীতবিহ্বল হয়ে পড়ে।

২. হে দেশবাসী! আমি যখন দেখতে পেলাম যে, মাদ্‌রাসা ও খানকাহে স্বল্প পরিমাণে এবং স্কুল ও কলেজে অধিক পরিমাণে সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য বহু লোক রয়েছেন, তখন আমি এবং আমার বিশিষ্ট কতিপয় বন্ধু ভারতের দু'টি ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান 'আলীগড় এবং দেওবন্দের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে দেই।

৩. আপনাদের মধ্যে যাঁরা বিচক্ষণ রয়েছেন তাঁরা এ সম্পর্কে অবশ্যই অবগত আছেন যে, শ্রদ্ধেয় 'উলামা' ও মাশায়িখ অন্য কোন ভাষা লিখতে বা অন্য কোন জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ করতে কুফরীর ফত্‌ওয়া প্রদান করেন নি। তবে ইংরেজ খ্রীস্টানদের শিক্ষার প্রভাব এই যে, এ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শিক্ষার্থীগণ খ্রীস্টানদের মত হয়ে যায় অথবা কুফরী কথাবার্তা বলে নিজ ধর্ম এবং ধর্মাবলম্বীদের ঠাট্টাবিদ্রূপ করে থাকে। এমনকি তারা কাফির সরকারের সহযোগিতা ও সমর্থন করতে দ্বিধা করে না। এমন শিক্ষা লাভ করার চেয়ে মূর্খ থাকা উত্তম বলে আমি মনে করি।

৪. সত্য কথা বলতে কি! আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অনুভব করেছেন। মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে যুগের চাহিদা অনুযায়ী আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়। সেখানে যদি শিক্ষার্থীগণ ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তাদের জাতীয় অনুভূতি না থাকে এবং ইসলামী বিধানাবলী পালনে অবহেলা করে তবে বুঝতে হবে যে, সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি মুসলমানদের শক্তিকে খর্ব করার একটি অস্ত্র মাত্র। এজন্য আমি ঘোষণা করছি যে, এখানে একটি স্বাধীন ইউনিভারসিটির উদ্বোধন করা হ'ল যা' সরকারি সহায়তা এবং তার প্রভাব থেকে মুক্ত। আর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কাজ কর্ম ইসলামী ভাবধারা এবং জাতীয় অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।[১৪]

এ সময়ে 'আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। প্রশ্নগুলো এই ঃ

---

১৩. 'আবদুল গাফ্‌ফার, *জামি'আ কি কাহানী,* (দিল্লী ঃ মাকতাবা জামি'আ, ১৯৬৫), পৃ ২৬।

১৪. মওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৭-৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

১. যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার বৃটিশ সরকার গ্রহণ করে থাকে বর্তমান অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে এই অর্থ গ্রহণ করা কি বৈধ ?

২. যে সকল ছাত্র এবং উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ সরকারি বৃত্তি ও অনুদান পেয়ে থাকেন তা' গ্রহণ করা কি বৈধ ?

৩. অভিভাবকগণকে না জানিয়ে অথবা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করা কি আবশ্যক ?

৪. সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী এবং দুর্বল পিতামাতার ভরণপোষণ যাদের উপর ফরয এসব কিছু বাদ দিয়ে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা কি অত্যাবশ্যক ?

৫. যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি সাহায্য গ্রহণ করা হয় অথবা যে স্টেটের শাসক খিলাফতের বিরোধী কিন্তু তাদের নিকট থেকে প্রচুর সহায়তাও পাওয়া যায় এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঠন, পাঠন, ইমামত, ও'আয-নসীহত বা ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে চাকুরি করা কি বৈধ ?

৬. চাকুরি ও ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে কার্যরত থাকলে তার জন্য প্রয়োজন অনুসারে খিলাফতের ফাণ্ড থেকে অনুদান গ্রহণ করা কি বৈধ ?

৭. সরকারি সহায়তায় পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকবৃন্দের এবং সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে আমাদের কি আচরণ হওয়া উচিত ?

৮. খিলাফত এবং অসহযোগের বিষয়ে হিন্দুদের সাথে আমাদের একাত্মতা ঘোষণা করা এবং তাদের সহায়তা গ্রহণ করা কি বৈধ ?

৯. 'আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ফাণ্ডের অর্থ, প্রায় চল্লিশ লাখ টাকায় নির্মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইমারত, বহু অর্থব্যয়ে ক্রয়কৃত গ্রন্থের গ্রন্থাগার, শতসহস্র টাকার বিনিময়ে ক্রয়কৃত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ এবং এ সকল ফাণ্ডের অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণ প্রয়োজনে ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করতে পারবে কি ?

১০. যে সকল শিক্ষার্থী ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ না করে পাশ্চাত্য শিক্ষায় রত আছে তাদের জন্য কি ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করা না খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করা অপরিহার্য ?

এ সকল প্রশ্নের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

ফত্ওয়া প্রার্থনাকারী

'আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ[১৫]

১৬ সফর ১৩৩৯ হিজরী।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৭০-৭১।

Dhaka University Institutional Repository

'আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এ প্রশ্নসমূহের উত্তরে শায়খুলহিন্দ বলেন–

হে ইসলামের সন্তানগণ! হে দেশ প্রেমিকগণ! তোমরা সম্যকভাবে অবগত আছ যে, শত্রুরা ইসলামী রাজ্যসমূহের স্বাধীনতা হরণ করেছে এবং ইসলামী খিলাফতকে ধ্বংস করেছে। তোমাদের অর্জিত ধনসম্পদের বৃহৎ অংশ থেকে খ্রীস্টানগণ এই পবিত্র দেশে কৃতকার্য হয়েছে। খ্রীস্টানদেরকে সহযোগিতা করার কারণে মুসলমানদের ভয়াবহ পরিণামফল ভোগ করতে হয়েছে তা' কি তোমরা অবিদিত? এমন বিব্রতকর অবস্থায় খ্রীস্টানদের সহযোগিতা করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে চিন্তাই করা যেতে পারে না।

হে প্রিয় দেশবাসী! কোন্‌টি মুস্তাহাব বা কোন্‌টি ফরয তা' আলোচনা করা এই সময়ের বিষয়বস্তু নয় ; বরং এ সময়ে ইসলামের প্রতি আত্মমর্যাদাবোধ এবং ধর্মের সহায়তায় অগ্রসর হওয়া একান্ত আবশ্যক। 'আলিমদের মধ্যে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এ মতভেদের কারণে তোমাদের সাহস দুর্বল হওয়া এবং প্রেরণায় হ্রাস হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এ কথা আমি বলছি না যে, তোমরা তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড় অথবা 'ইরাক ও সিরিয়া গমন করে জিহাদ কর। আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা তোমাদের শত্রুদের বাহু কোন অবস্থায় শক্তিশালী করবে না। আল্লাহ্‌র এই ইরশাদগুলোকে সর্বান্তঃকরণে একাগ্রচিত্তে তোমরা কার্যে পরিণত কর ঃ

١- يايها الذين امنوا لاتتخذوا اليهود والنصرى اوليا ء بعضهم اوليا ء بعض ط
ومن يتولهم منكم فانه منهم ط
٢-لايتخذ المؤمنون الكافرين اوليا ء من دون المؤمنين ج ومن يفعل ذلك
فليس من الله فى شئ -
٣-بشر المنفقين بان لهم عذابا اليما لا الذين يتخذون الكفرين اوليا ء
من دون المؤمنين ط يبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا ط
٤- يايها الذين امنوا لاتتخذوا الكفرين اوليا ء من دون المؤمنين ط
اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا -
٥- يايها الذين امنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا
الكتب من قبلكم والكفار اوليا ء ج واتقوا الله ان كنتم مؤمنين -
٦- ترای كثيرا منهم يتولون الذين كفروا ط لبئس ماقدمت لهم انفسهم
ان سخط الله عليهم وفى العذاب هم خلدون - ولو كانوا يؤمنون بالله والنبى
وما انزل اليه ما اتخذوهم اوليا ء ولكن كثيرامنهم فسقون -
٧- لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخريوادون من حادّ الله ورسوله ولوكانوا
ابا ءهم او ابنا ءهم واخوانهم اوعشيرتهم ط اولئك كتب فى قلوبهم الايمان وايدهم
بروح منه ويدخلهم جنت تجرى من تحتها الانهر خالدين فيها ط رضى الله عنهم
ورضوا عنه ط اولئك حزب الله ط الا ان حزب الله هم المفلحون
٨- يايها الذين امنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم اوليا ء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا
بما جا ءكم من الحق ط

অর্থাৎ– ১. "হে মু'মিনগণ, তোমরা য়্যাহূদী ও খ্রীস্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।" (৫ ঃ ৫১)।

Dhaka University Institutional Repository

২. "মু'মিনগণ যেন অন্য কোন মু'মিনকে ছেড়ে কোন কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না।" (৩ ঃ ২৮)।

৩. "সে সব মুনাফিককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। যারা মুসলমানদেরকে বর্জন করে কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য।" (৪ ঃ ১৩৮-১৩৯)।

৪. "হে ঈমানদারগণ, তোমরা কাফিরদেরকে বন্ধু বানাবে না মুসলমানদের বাদ দিয়ে। তোমরা কি এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহ্‌র প্রকাশ্য দলীল কায়িম করে দিবে ?" (৪ ঃ ১৪৪)।

৫. "হে মু'মিনগণ! আহ্‌লুল কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও।" (৫ ঃ ৫৭)।

৬. "আপনি তাদের অনেককে দেখবেন যে, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্য যা' পাঠিয়েছে তা' অবশ্যই মন্দ। তা' এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল 'আযাবে থাকবে। যদি তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও রসূলের প্রতি এবং অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার।" (৫ ঃ ৮০-৮১)।

৭. "যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাদেরকে আপনি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ্‌র দল। জেনে রাখ আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম হবে।" (৫৮ ঃ ২২)।

৮. "হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার এবং তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও ; অথচ যে সত্য তোমাদের নিকট আগমন করেছে, তা' তারা অস্বীকার করছে।" (৬০ ঃ ১)।

এ ধরনের কুর'আন মজীদে বহু আয়াত রয়েছে। আমরা উদ্ধৃত আয়াতসমূহে أولياء শব্দের অর্থ বন্ধু এবং সাহায্যকারী করেছি। ইব্‌ন্ জরীর আত্ তবরী, হাফিয 'ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন্ কাসীর এবং ইমাম

Dhaka University Institutional Repository

ফখরুদ্দীন রাযী প্রমুখ মুফাস্সিরগণ এই অর্থ করেছেন। আয়াত উল্লেখ দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, খ্রীস্টানদের সহযোগিতা করা যেমন অসহযোগের অন্তর্ভুক্ত নয় তেমনি সহায়তা গ্রহণ করাও অসহযোগিতা নয়। অতএব তোমাদের প্রথম ও দ্বিতীয় উত্তর এই যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকারি যে সাহায্য গ্রহণ করা হয় এবং বিদ্যার্থীরা যে বৃত্তি পায় এ সবই বর্জনীয়। এই অসহযোগে বিদ্যার্থীদের নিজেদের অভিভাবকের অনুমতির প্রয়োজন নেই ; বরং তোমরা তোমাদের অভিভাবকদেরকেও অসহযোগ মনোভাবাপন্ন করে তুলবে। কোন কোন বিদ্যার্থী এ সকল বিষয়ে যে দ্বন্দ্বে ভুগছে তা' নবীযুগেও ছিল।

সাহাবীদের কেউ কেউ মহানবী (সা.) সমীপে আরয করেন যে, কাফিরদের সাথে সম্পূর্ণ পৃথক ও সম্পর্কচ্ছেদ কিভাবে হতে পারে ? যদি আমরা এরূপ করি তবে পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছেদ হয়ে পড়ব। এতে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের ধনসম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর আমাদের জনপদ বিলীন হয়ে যাবে।

এর উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قل ان كان ابا ءكم وابنا ءكم واخوانكم وازواجكم وعشير تكم واموال اقترفتموها وتجارة
تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله
فتربصوا حتى ياتى الله بامره ط والله لايهدى القوم الفسقين -

অর্থাৎ- "(হে রসূল,) আপনি তাদেরকে বলে দিন, যদি তোমাদের নিকট তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধনসম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা' বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর- আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয় তবে আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর আল্লাহ্ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়ত করেন না।" (৯ ঃ ২৪)।

তোমাদের অন্তরে এ কুমন্ত্রণা আসা সম্ভব যে, দেশে আন্দোলনের যে বন্যা চলছে আল্লাহ্ না করুন যদি তা' অকৃতকার্য হয়ে পড়ে আর সরকার যদি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে অটুট থাকে তবে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ ধরনের আশঙ্কা নবীযুগেও নবী সমীপে পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة ط

অর্থাৎ- "(হে রসূল,) যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলে ঃ আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই।"

Dhaka University Institutional Repository

ভাবার্থ এই ঃ অসহযোগের নির্দেশ শুনে যাদের অন্তরে কপটতা জনিত রোগ ছিল, তারা কাফির বন্ধুদের পানে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল এবং বলতে লাগল ঃ এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের মধ্যে আমাদের জন্য বিপদাশঙ্কা রয়েছে।[১৬]

এরই উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فعسى الله ان يأتى بالفتح او أمر من عنده فيصبحوا على ما اسرّوا فى انفسهم ندمين –

অর্থাৎ– "অতএব, সেদিন দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দিবেন– ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্য অনুতপ্ত হবে।" (৫ ঃ ৫২)।

ভাবার্থ এই ঃ এরা কল্পনাবিলাসে মত্ত যে, মুশরিক ও য়্যাহূদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার সিদ্ধান্ত এই যে, এরূপ হবে ষা ; বরং মক্কা বিজয় অতি সন্নিকটে অথবা মক্কা বিজয়ের পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের মুখোস উন্মোচন করে তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। তখন তারা মনের লুকায়িত চিন্তাধারার জন্য অনুতপ্ত হবে।[১৭]

হে প্রিয় বিদ্যার্থিগণ! তোমরা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে তার রজ্জুকে দৃঢ়রূপে ধারণ করে স্বীয় সঙ্কল্পে অটল থাক। খ্রীস্টানদের সাথে অসহযোগ চালিয়ে ষাও। নিজ ক্ষমতানুযায়ী ইসলাম এবং মুসলমানদের প্রতি যতটুকু অবদান রাখতে পার তা' করতে কোন অবস্থায় ত্রুটি করবে না।

ভারতের হিন্দুরাও তোমাদের সহানুভূতিতে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এ দিকে শিখলীগও আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এটি তোমাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ। তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভর করে এগিয়ে যাও। একমাত্র তিনিই তোমাদের বন্ধু ও সহায়। অবশ্য কেউ যদি তোমাদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে অথবা তোমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করে তা'হলে তোমরাও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

---

১৬. মুফতী মুহাম্মদ শফী', মওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত, *মা'আরিফুল কুর'আন,* (মদীনা ঃ বাদশা ফাহ্দ্ কুর'আন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.), পৃ ৩৩৬।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

لاينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا
اليهم ط ان الله يحب المقسطين - انما ينهكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين واخرجوكم من
دياركم و ظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ج ومن يتولهم فاولئك هم الظلمون -

অর্থাৎ- "ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে নি, তাদের প্রতি সদাচারণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন। আল্লাহ্ তা'আলা কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে এবং বহিষ্কার কার্যে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই যালিম। (৬০ ঃ ৮-৯)।

এতটুকু সতর্ক থাকা উচিত যে, হিন্দু মুসলিমের সম্মিলিত আন্দোলনের কারণে মুসলমানদের শরী'অতের কোন বিধান লঙ্ঘিত না হয় এবং মুসলমানগণ কুফরী ও শিরকী কোন প্রতীক গ্রহণ করতে পারবে না।

আমার বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা অসহযোগ আন্দোলনকে নিষ্ঠার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভর করবে। যে বিদ্যার্থীরা শরী'অতের বিধান মেনে চলে তারা নিজেরা এ আন্দোলন করবে এবং অন্যদেরকেও এ আন্দোলন করার জন্য উৎসাহিত করবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে তাঁর নির্দেশ মেনে চলার তওফীক দান করুন।

যাদের উপর সন্তান সন্ততি, স্ত্রী এবং মাতাপিতার লালনপালন ভার রয়েছে তারা তাদের লালন-পালনের পূর্ণ দায়িত্বভার আদায় করে নিজ সামর্থ অনুযায়ী এ আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করবে। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন কর্তৃপক্ষ এ কাজে কাউকে নিয়োগ প্রদান করলে সম্মানী গ্রহণ করা বৈধ।

নিজ সামর্থ মাফিক নিজে এবং অন্যদেরকে অসহযোগ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করা অত্যাবশ্যক। আল্লাহ্র উপর নির্ভর করা প্রত্যেক মুসলমানের উচিত। এ অধম মুফতী নই। ফতওয়া দেয়া মুফতীদের কাজ। আমি আশা করি আমার এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য থেকে প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবে। 'আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইমারত এবং গ্রন্থাগারের সংরক্ষণের সাথে এটাও তোমাদের অন্তঃকরণ সাক্ষ্য দিবে যে, কষ্টন্টিনোপ্ল্, সিরিয়া, পেলেস্টাইন এবং 'ইরাকের মূল্যের চেয়ে এগুলোর কী মূল্য থাকতে পারে।

যদি আমরা নিরাপত্তা বিঘ্নিত না করি বা রক্তপাত না ঘটাই তবেই অসহযোগ আন্দোলন সফলকাম হতে পারে। এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের উপদেশ কেবল এটাই। এ উপদেশ মেনে না চললে অবশ্যই

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষতির অশঙ্কা রয়েছে। তোমরা আল্লাহ্‌র দরবারে নিবিষ্ট চিত্তে দু'আ কর যেন আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে লাঞ্ছিত না করেন। আল্লাহ্ আমাদের সহায় রয়েছেন।

তোমাদের মঙ্গলকাঙ্ক্ষী
বান্দা মাহ্‌মূদ
২৯ অক্টোবর, ১৯২০[১৮]

আগ্রার খিলাফত কমিটির অনুরোধে শায়খুলহিন্দ অসহযোগের একটি ফত্ওয়া সঙ্কলন করেন। অন্যান্য 'আলিমদের ফত্ওয়ার সাথে খিলাফত কমিটির পক্ষ থেকে ফত্ওয়াটি প্রকাশিত হয়। ফত্ওয়াটি এই ঃ

ইংরেজ বেনিয়া খ্রীস্টানদের সাথে ভারতের মুসলমানদের অসহযোগিতা করা সম্পর্কে এই অধমের নিকট আগ্রা খিলাফত কমিটির পক্ষ থেকে একটি ফত্ওয়া প্রার্থনা করা হয়েছে। যদিও অসুস্থতা এবং দুর্বলতাহেতু ফত্ওয়া লিখতে আমি অপারগ এবং লিখলেও তা' দ্বারা কেউ বিশেষভাবে উপকৃত হবে বলে আমার মনে হয় না, তবুও এ পরিস্থিতিতে কিছু না লিখে নীরব ভূমিকা অবলম্বন করা বৈধ হবে বলে আমি মনে করি না। আমি সংক্ষিপ্তভাবে বলছি – কাফিরদের সহযোগিতা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং অবৈধ। কুর'আন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে এর উল্লেখ রয়েছে। এই ইংরেজ বেনিয়াগণ ইসলামকে সমূলে বিনাশ করার জন্য যেভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং মুসলমানদের উপর যেভাবে অমানুষিক অত্যাচার ও অবিচার করছে এবং ভবিষ্যতে আরও অধিক পরিমাণে অত্যাচার করার আশংকা রয়েছে। এজন্য এদের সাথে মুসলমানদের অসহযোগ অত্যাবশ্যক।

১. বর্তমান পরিস্থিতিতে ইরেজ বেনিয়াদের সাথে মুসলমানদের অসহযোগিতা করা ফরয হওয়া সম্পর্কে দ্বিধাদ্বন্দ্বের কোন অবকাশ নেই। মুসলমানদের এই অসহযোগের কারণে যে কোন সময়ে তাদের বিপদের সম্মুখীন হওয়া অনিবার্য। এ জন্য মুসলমানদের ধৈর্যধারণ করে নীরব ভূমিকা অবলম্বন করা কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়। মুসলমানগণ সম্মিলিতভাবে সরকারের নিকট থেকে নিজেদের দাবি দাওয়া ও অধিকার আদায়ের প্রচেষ্টা চালানো একান্ত কর্তব্য। ইতঃপূর্বে তাদের এ অবহেলার কারণে তারা আজ এ দুঃখময় পরিণামফল ভোগ করছে।

২. বর্তমান বিপদের সময়ে হিন্দুদের সহমর্মিতা লাভ করা অথবা তাদের সাথে সমঝোতা করা অথবা তাদের সাথে সদাচরণ করা এবং যে সকল হিন্দু আমাদের দুঃখে দুঃখিত হবে এবং সমবেদনা জানাবে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা শরী'অত মতে বৈধ। তবে শর্ত হ'ল এই যে, এই সহায়তায় যেন শরী'অতের বিধানের কিঞ্চিৎ পরিমাণ ব্যাঘাত না ঘটে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

---

১৮. মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭০-৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

لاينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا
اليهم ط ان الله يحب المقسطين - انما ينهكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين واخرجوكم من
دياركم و ظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ج ومن يتولهم فاولئك هم الظلمون -

অর্থাৎ– "ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে নি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন। আল্লাহ্ তা'আলা কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে এবং বহিষ্কার কার্যে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই যালিম।" (৬০ ঃ ৮-৯)।

সাহাবীগণ মক্কার কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে খ্রীস্টান হওয়া সত্ত্বেও হাবশা রাজ্যের আশ্রয় গ্রহণ করা, হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ইব্নুদ্ দাগনার আশ্রয় গ্রহণ করা, স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর আবূ তালিবের মৃত্যুতে বিষণ্ন বদনে তার সহায়তা ও সহযোগিতা স্মরণ করা এবং বনূ খুযা'আ ও অন্যান্য কাফির গোত্রের মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (সা.)-এর সাথে মক্কা গমন করা ইত্যাদি বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

৩. অসহযোগ সম্পর্কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বিষয় আছে। যা' মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর তা' কার্যকর করা আবশ্যক। ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সন্তানদের শিক্ষার দায়িত্ব মুসলমানদেরকে নিজেদের আয়ত্বাধীনে এনে ধর্মীয় ছাঁচে এবং জাতীয় চেতনায় গড়ে উঠাতে হবে। প্রাথমিক অবস্থায় 'আলীগড় কলেজে ইংরেজ খ্রীস্টানদের ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী 'আলিমগণ সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করেছিলেন। পরিণামফলে দেখা গেল যে, 'আলীগড় কলেজের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মুসলমানগণ ইংরেজ খ্রীস্টানদের মতই হচ্ছে। তাই জাতিকে এ অভিশাপ থেকে বাঁচানো একান্ত আবশ্যক। যদি অভিভাবকগণ ইংরেজদের অনুরূপ শিক্ষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে বিদ্যার্থীদেরকে বাধ্য করে এবং ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে বিরত রাখে তবে শিক্ষার্থীদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার প্রয়াস চালানো একান্ত আবশ্যক।

বান্দা মাহ্মূদ হাসান[১৯]

---

১৯. শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান, *ফতওয়া তরকে মুওয়ালাত,* (আগ্রা ঃ খিলাফত কমিটি, ১৯২০), পৃ ৩-৫।

Dhaka University Institutional Repository

জম্'ইয়াতে 'উলামায়ে হিন্দের সম্মেলনে সভাপতিত্ব

জম্'ইয়াতে 'উলামায়ে হিন্দের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন ৭-৯ রবী'উল আউয়াল ১৩৩৯ হি. মুতাবিক ১৯-২১ নভেম্বর ১৯২০ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জম্'ইয়াতের কর্তৃপক্ষের অনুরোধক্রমে শায়খুলহিন্দ এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ ও সভাপতিত্ব করতে সম্মতি প্রদান করেন। এ সময়ে তিনি গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। ডাক্তার মুখতার আহ্মদ আন্সারীর অনুরোধ ও পীড়াপীড়িতে চিকিৎসার জন্য দেওবন্দ থেকে দিল্লীতে আগমন করেন। চিকিৎসকগণ গুরুতর অসুস্থতার কারণে তাঁকে জম্'ইয়াতে 'উলামায়ে হিন্দের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেন। অবশেষে এ সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শুনানো হয়। এ ভাষণটি সংক্ষিপ্ত হলেও 'উলামা', মাশায়িখ এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দের জন্য সময়োপযোগী ছিল। সভাপতির এ ভাষণে যে মৌলিক বিষয়ের দিক নির্দেশনা করা হয়েছে তা' এই ঃ

১. ইসলাম এবং মুসলমানদের শত্রু হ'ল ইংরেজ। এ জাতির সহযোগিতা না করা মুসলমানদের উপর একান্ত কর্তব্য।

২. খিলাফত ও জাতির সংরক্ষণে যদি ভারতের যে-কোন জাতির ভ্রাতৃবৃন্দ ইসলামী দাবি দাওয়া আদায়ে মুসলমানদের সহমর্মিতা প্রকাশ করে এবং সহযোগিতা করে তবে তা' শরী'অত মতে বৈধ হবে।

৩. মুসলমানগণ ভারতীয় যে-কোন জাতির ভ্রাতৃবৃন্দের সাথে ধর্মীয় বিষয় বিঘ্নিত না হওয়ার শর্তে সম্মিলিতভাবে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৪. বর্তমান যুগে শত্রু থেকে আত্মরক্ষার জন্য বন্দুক, কামান, বোমারু বিমান ইত্যাদি ব্যবহার করা সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ (অথচ মহানবী (সা.), সাহাবী, তাবি'ঈ ও তব'উত্তাবি'ঈর যুগে এসবের ব্যবহার ছিল না)। অতএব, দেশ স্বাধীন করার জন্য ভারতের সকল জাতি একতার ভিত্তিতে মিটিং মিছিল, জাতীয় ঐক্য এবং ঐকমত্যের দাবি দাওয়াসমূহ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করার কোন অবকাশ নাই। কেননা স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের নিকট বন্দুক কামান, বোমারু বিমান ইত্যাদি না থাকায় হিন্দু মুসলিমের সম্মিলিত মিটিং মিছিল এবং দাবি দাওয়া আদায়ই হ'ল তাদের অস্ত্র।[২০]

---

২০. শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান, *খুত্বায়ে সদারত, ইজলাসে জম্'ইয়াতে 'উলামায়ে হিন্দ,* (দিল্লী ঃ গনিয়ুল মাতাবি', ১৯২০), পৃ ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২০ সালের ২১ নভেম্বর সমাপ্তি অধিবেশনে শায়খুলহিন্দের সভাপতির ভাষণ যা' পাঠ করে শুনানো হয়েছিল তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল ঃ

এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদের স্বদেশবাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদেরকে আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সহায়ক করে দিয়েছেন। আমি এই হিন্দু ও মুসলিম জাতির ঐক্যকে লাভজনক ও ফলপ্রসূ বলে মনে করি। সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার অনুভব করে এ দু'জাতির নেতৃবৃন্দ যা' করেছেন এবং করছেন তা' আমি সহানুভূতির সাথে স্বীকার করছি। এ দু'জাতির মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হলে ভারতের মুক্তি কস্মিনকালেও সম্ভব হবে না। বর্তমানে ইসলামী শক্তির সামান্যতম নমুনা বিদ্যমান থাকলেও মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলে তা' পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। শিখসহ ভারতের হিন্দু ও মুসলিম এই তিন জাতি একতাবদ্ধ হলে চতুর্থ যে-কোন শক্তিশালী জাতিকে পরাভূত করা অতি সহজ। ইতঃপূর্বে আমি অনেকবার বলেছি এবং আজও নির্দ্বিধায় বলছি– হিন্দুও মুসলিম জাতিদ্বয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বকে দৃঢ় করতে হলে এর সীমারেখা সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগতি লাভ করতে হবে। আর এ সীমারেখা হলো আল্লাহ্র দেয়া বিধানাবলীর মধ্যে কেউ কোন বিঘ্নতা সৃষ্টি করতে পারবে না। কেউ কারো ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য এক জাতি অন্য জাতির কাউকে সীমা লঙ্ঘন করে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। অতি পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, ধর্মীয় বিষয়ে অনেকে ঐক্য প্রকাশ করে স্বীয় ধর্মের সীমারেখা লঙ্ঘন করে। পক্ষান্তরে পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরের প্রতি অবিচার করতে কুণ্ঠিত হয় না।

হিন্দু ও মুসলিম জাতির বরেণ্য নেতৃবৃন্দকে সম্বোধন করে বলছি– প্রস্তাব পাসে তাঁরা যেন সম্মেলনে উপস্থিত জনগণের হস্ত উত্তোলনকারীদের আধিক্য এবং মৌলিক স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রতারিত না হন। হিন্দু ও মুসলমানের প্রত্যেককে নিজ নিজ স্বার্থ ত্যাগ করে উৎসর্গের মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। নতুবা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোন অবস্থাতে ঐক্য থাকতে পারে না।

হিন্দুরা মুসলমানদের পাত্র থেকে পানি পান করে না এবং মুসলমানগণ হিন্দুদের শবদেহ বহন করে না – এটি কোন মৌলিক সমস্যা নয়। তবে যদি হিন্দু ও মুসলমানগণ একে অপরকে ঘায়েল করার বিভিন্ন প্রক্রিয়া গ্রহণ এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রতিযোগিতা করে তবে তা' হবে জাতির জন্য ক্ষতিকর। এ সকল বিষয়ে আপনারা বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন বলে আমি আশা করছি।

Dhaka University Institutional Repository

সবশেষে শায়খুলহিন্দ ভারতের মুসলমানদেরকে, বিশেষত জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং 'আলিম সম্প্রদায়কে অসিয়্যত করে বলেন– কুর'আন ও হাদীসের আলোকে আমার বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে ডানে-বামে না তাকিয়ে আপনারা সোজা পাথে চলুন। এতেই আপনাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে।[২১]

জম্'ইয়াতে 'উলামায়ে হিন্দের এ সম্মেলনের পর থেকে শায়খুলহিন্দের অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে এবং ১৮ রবী'উল আউয়াল ১৩৩৯ হি. মুতাবিক ৩০ নভেম্বর ১৯২০ খ্রীস্টাব্দ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় দিল্লীতে ডাক্তার মুখতার আহ্মদ আনসারীর বাসভবনে তিনি ইন্তিকাল করেন।[২২]

---

২১. প্রাগুক্ত, পৃ ১৭।

২২. A.H.M. Mujtaba Hossain, "Moulana Mahmud Hasan : His Education and Politics", *The Dhaka University Studis 'A'*, (Dhaka : Dhaka University, Dec., 1984), P. 53. মওলানা মুহাম্মদ 'আলী জওহর শায়খুলহিন্দের ইন্তিকালে দুঃখ পেয়ে বলেন– শায়খুলহিন্দের ইন্তিকালে আমার কটিদেশ ভেঙ্গে দিয়েছে। (মওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *আসীরানে মাল্টা,* পৃ ৬১)। তদুপরি শায়খুলহিন্দের মৃত্যুতে কেবল মুসলমানরাই শোকসভা করে নি হিন্দুরাও শোকসভা করেছে। ভারতের বিভিন্ন কলেজের হিন্দু ও মুসলিম শিক্ষার্থীদের নাগপুরে লালা লাজপৃত রায়ের সভাপতিত্বে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ শোক সভার প্রস্তাব ছিল– শায়খুলহিন্দের মৃত্যুতে আমরা মুহ্যমান। তাঁর ঐতিহাসিক ইসলামী অবদান তথা হিন্দু ও মুসলিমের ঐক্যের প্রয়াস ভারতবাসীর জন্য একটি উজ্জ্বল বর্তিকা স্বরূপ। (মুফতী 'আযীযুর রহমান, *তাযকিরা শায়খুলহিন্দ,* পৃ ২৯০)।

উপসংহার

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান ভারতের অবহেলিত ও চেতনালুপ্ত অসহায় মুসলমানদের দুর্দশা লাঘবের নিমিত্তে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সুমহান ব্রত গ্রহণ করে চরম সংকটময় মুহূর্তে যথার্থ যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে জাতিকে এককভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর সময়োচিত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতা অর্জন সহজতর হয়েছে। তিনি ছাত্রজীবন থেকে উপমহাদেশকে ইংরেজদের কবল থেকে মুক্ত করার এক দুঃসাহসিক স্বপ্ন লালন করছিলেন। প্রবল শক্তিধর ইংরেজদের জেল, যুলুম, নির্যাতন কোন কিছুই তাঁকে আমরণ স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে এতটুকু বিচ্যুত করতে পারেনি। অন্তিম মুহূর্তে বলা- "মৃত্যুর জন্য দুঃখ করছি না, কিন্তু দুঃখ হচ্ছে শয্যায় মৃত্যুবরণ করছি। আকাঙ্ক্ষা ছিল জিহাদের ময়দানে জিহাদরত অবস্থায় শাহাদত বরণ করব এবং রক্তাক্ত অবস্থায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে ইহলীলা ত্যাগ করব"—তাঁর এই কথা ভারতের স্বাধীনতার প্রতি গভীর ভালোবাসার পরিচায়ক।

ইংরেজগণ ক্ষমতাকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে ভারতীয়দেরকে শিক্ষা বঞ্চিত করে রেখেছিল। তাদের এই দুরভিসন্ধিমূলক ভাবনার বিপরীতে অগ্রসরমান 'আলিম সমাজ নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পন্ন জিহাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ 'আলিম তথা সুনাগরিক গঠনের মহৎ উদ্দেশ্যে দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসাসহ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। শায়খুলহিন্দ মাহ্মূদ হাসান ছিলেন ঐতিহাসিক দারুল 'উলূমের প্রথম শিক্ষার্থী। যে মহৎ উদ্দেশ্যে এসব প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল শায়খুলহিন্দ তারই সফল বিধায়ক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শায়খুলহিন্দ দারুল 'উলূমের অধ্যাপক, সদর মুদার্‌রিস, পৃষ্ঠপোষক ইত্যাদি প্রতিটি পর্যায়ে ছিলেন সফল। তাঁর সময়ে এই প্রতিষ্ঠান উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করেছিল। কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি তৈরী হবার পর তিনি তাঁদেরকে নিয়ে ভারতকে বৃটিশদের কবল থেকে মুক্ত করার নিমিত্তে সশস্ত্র বিপ্লবের এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ বিপ্লবের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দেশে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বহিরাক্রমণ করা। এলক্ষ্যে তিনি সাম্‌রাতুত্ তরবিয়ত, জম'ইয়াতুল আনসার ও নিযারাতুল মা'আরিফ ইত্যাদি সংগঠনের প্রতিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এসব সংগঠনের সামাজিক পরিচিতি যা-ই থাকুক না কেন মূল উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র বিপ্লব এবং মুজাহিদ বাহিনী গঠন করা। বস্তুত এ সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উপমহাদেশের রাজনৈতিক অভিষ্ঠসিদ্ধি সাধিতও হয়। এর মাধ্যমে তিনি দেশের জনগণকে বৃটিশ বিরোধী চেতনায় সজাগ করতে থাকেন এবং উচ্চস্তরের রাজনীতিবিদদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হতে থাকে। শায়খুলহিন্দ নেপথ্যে থেকে এসব প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দেন। প্রকাশ্যে নেতৃত্বে ছিলেন মওলানা 'উবায়দুল্লাহ সিন্ধী।

দেশের অভ্যন্তরে জনমত সৃষ্টির পর তিনি আন্তর্জাতিক সমর্থনের উদ্দেশ্যে ১৯০৫ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে জাপান, চীন, বার্মা, ফ্রান্স, আফগানিস্তান, রাশিয়া এবং আমেরিকা ইত্যাদি স্থানে মিশন প্রেরণ করেন। শায়খুলহিন্দ স্বয়ং হিজাযে গমন করেন এবং অতি সংগোপনে বৃটিশ-ভারত আক্রমণের প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন। এসময় তাঁর আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে তাঁকে যোগ্যসহযোগিতা করেন – মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ মনসুর আনসারী, ডাক্তার মুখতার আহ্মদ আনসারী, হাকীম 'আবদুর রায্যাক্, খান 'আবদুল গাফ্ফার খান, হাজী তুরঙ্গযুয়ী, মুল্লা' সান্ডাকে, মওলানা ফযলে রাব্বী, মওলানা ফযল মাহ্মূদ, মওলানা মুহাম্মদ আকবর, মওলানা 'আবদুর রহীম রায়পুরী, মওলানা খলীল আহ্মদ, মওলানা মুহাম্মদ আহ্মদ চাকওয়ালী, মওলানা মুহাম্মদ সাদিক, শায়খ 'আবদুর রহীম সিন্ধী, মওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম রান্দেরী, মওলানা গোলাম মুহাম্মদ দীনপুরী এবং মওলানা তাজ মাহ্মূদ আমরূঠী প্রমুখ।

এতদ্ব্যতীত মওলানা আবুল কালাম আযাদ, মওলানা যাফর 'আলী খান, হাকীম আজমল খান, মওলানা মুহাম্মদ 'আলী জওহর, মওলানা শওকত 'আলী, নওয়াব ওকারুল মুল্ক এবং মওলানা হাসরত মোহানীর ন্যায় শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ শায়খুলহিন্দের সশস্ত্র বিপ্লবের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে তাঁকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ যেভাবে তাঁর নিকট আগমন করে পরামর্শ ও মতবিনিময় করতে, তদ্রূপ হিন্দু, শিখ ও বাঙ্গালী নেতৃবৃন্দরাও তাঁর নিকট আগমন করে রাজনৈতিক সলা-পরামর্শ করতো।

শায়খুলহিন্দ হিজাযে গমনের পর বৃটিশ ভারতের উপর বহিরাক্রমণের পথ নির্ধারণ করেন এবং দেশের অভ্যন্তরেও বিদ্রোহ কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল বহিরাক্রমণের পাশাপাশি অভ্যন্তরেও সমান্তরালভাবে যুদ্ধ চালিয়ে ইংরেজদেরকে দিশেহারা করে তোলা। এদিকে ১৯১৫ সালের ১ ডিসেম্বর কাবুলে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও প্রফেসর বরকতুল্লাহ্র নেতৃত্বে অস্থায়ী ভারত সরকার গঠন করা হয়। তাঁরা যথাক্রমে এ সরকারের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। পরবর্তীতে মওলানা সিন্ধী এ সরকারের ভারতমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ক্রমশ এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

হিজাযে অবস্থানকালীন সময়ে শায়খুলহিন্দ হিজাযের গভর্নর গালিব পাশার সাথে সাক্ষাত করে স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে পারস্পরিক মত বিনিময় করেন। গালিব পাশা উপমহাদেশের জনগণের উদ্দেশ্যে শায়খুলহিন্দের নিকট নিজ স্বাক্ষরযুক্ত উপদেশবাণী দিয়েছিলেন। এ উপদেশবাণী আফগানিস্তান, সীমান্তের আযাদ এলাকা ও ভারতের অভ্যন্তরে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। অতঃপর মদীনায় তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি আন্ওয়ার পাশার সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনান্তে স্বাধীনতা আন্দোলনে সহযোগিতা দানের ব্যাপারে চুক্তি হয়। এ চুক্তিপত্রকে 'আন্ওয়ারনামা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আন্ওয়ার পাশার চুক্তির মধ্যে একটি ছিল 'অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার ও তুর্কী চুক্তি' এবং দ্বিতীয়টি ছিল 'তুরস্ক-আফগান চুক্তি'। এ সকল চুক্তির ফটোকপি ভারত সীমান্ত ও আফগানিস্তানের বিভিন্ন কেন্দ্রে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। দ্বিতীয় চুক্তিটির মর্ম ছিল - আফগান সরকারের অনুমোদন থাকলে ১৯১৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি তুর্কী বাহিনী আফগান সীমান্তের মধ্য দিয়ে বৃটিশ ভারত আক্রমণ করা এবং সাথে সাথে উপমহাদেশেও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ঘটানো। এ পত্রের উত্তরে মওলানা সিন্ধী কাবুল থেকে শায়খুলহিন্দের

নিকট একজন দক্ষকারিগরের হাতে রুমালে রেশমী সুতা দিয়ে বয়ন করে পত্র লিখেন। পত্রত্রয় শায়খুলহিন্দের নিকট প্রেরণ করার সময়ে পথিমধ্যে ইংরেজগণ উদ্ধার করে। ইংরেজগণ যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার তারিখ সম্পর্কে অবহিত হয়ে যুদ্ধ প্রতিহত করার সকল প্রক্রিয়া গ্রহণ করে এবং বিদ্রোহী নেতাদেরকে গ্রেফতার করতে থাকে।

ইতোমধ্যে শরীফ হুসায়ন বিদ্রোহ করে 'আরবদেশ দখল করে। ইংরেজদের ক্রীড়নক এই শরীফ হুসায়নের হাতে শায়খুলহিন্দ গ্রেফতার হন এবং ইংরেজদের হাতে সমর্পিত হন। শুরু হয় তার বন্দীজীবন। শায়খুলহিন্দের বুদ্ধিদীপ্ত জবানবন্দীর কাছে সি.আই.ডি'র দেয়া রিপোর্ট মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। ফলে তিনি নির্দোষ বলে বিবেচিত হন। তবুও তিনি সুদীর্ঘ ৩ বৎসর ৭ মাস বন্দী জীবনযাপনের পর ১০ জুন ১৯২০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত হন। অবশ্য তাঁর মুক্তির জন্য সমগ্র ভারতব্যাপী তুমুল আন্দোলন হয়—যা ইংরেজদের ভিতকে কাঁপিয়ে দেয়।

শায়খুলহিন্দ মাল্টার বন্দীশালায় অবস্থানকালে উপমহাদেশের রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। দেশে ফিরেই সহচরবৃন্দসহ মুক্তিপাগল দেশবাসীর সাথে এক কাতারে শামিল হয়ে খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। তিনি এসব আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অসহযোগিতার ডাক দিয়ে এর স্বপক্ষে কুর'আন ও হাদীসের আলোকে যুক্তি প্রদর্শন করেন।

অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে 'আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট করে এবং মুসলিম ন্যাশনাল ইউনিভারসিটি স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯২০ সালের ২৯ অক্টোবরে এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে শায়খুলহিন্দকে মনোনীত করা হয়। এসময়ে শায়খুলহিন্দ তীব্র অসুস্থতায় শয্যাশায়ী ছিলেন। পরিচর্যাকারীগণ এ অবস্থায় তাঁকে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে নিষেধ করেন। তখন শায়খুলহিন্দ বলেন ঃ "যদি আমার সভাপতিত্ব গ্রহণে ইংরেজদের মনোবেদনা ও দুঃখের কারণ হয় তবে আমি এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অবশ্যই অংশগ্রহণ করবো।"

এ উক্তি থেকে ইংরেজদের প্রতি তাঁর মনোভাব সুস্পষ্ট হয়। যুক্তপ্রদেশের গভর্নর স্যার স্পিনস্টন শায়খুলহিন্দ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছিলেন ঃ " এ ব্যক্তিকে যদি অগ্নিদগ্ধ করে ছাই করা হয়, যে গলিতে ইংরেজ থাকে সে গলি দিয়ে তার ছাইও অতিক্রম করবে না।" বিদেশী ইংরেজশাসক ও শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার জিহাদের ক্ষেত্র সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি এ লক্ষ্য অর্জনে সফলও হয়েছিলেন। ১৯২০ সালে শায়খুলহিন্দ ইন্তিকাল করলেও তাঁর সহচরবৃন্দ একই ধারাবাহিকতায় আন্দোলন অব্যাহত রাখেন এবং ইংরেজ শাসককে উৎখাত করে ১৯৪৭ সালে আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে তাঁর আমরণ সংগ্রামকে সার্থক ও পূর্ণতা দান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট— ১

শায়খুলহিন্দের স্মৃতি বিজড়িত কিছু ঐতিহাসিক ছবি

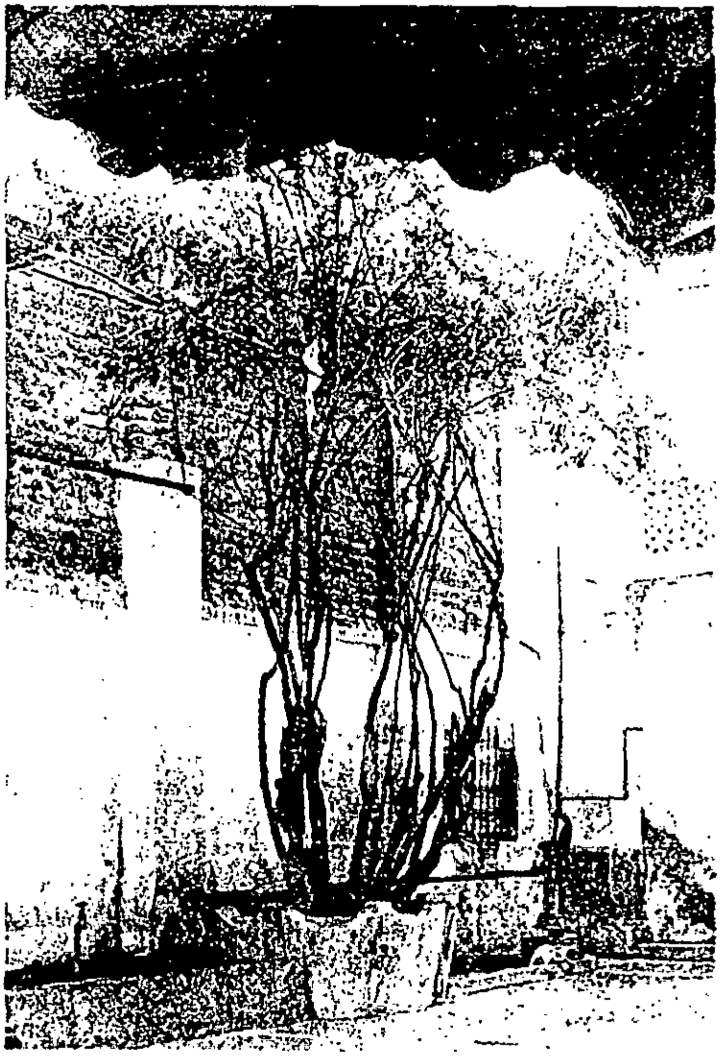

ছাত্তার পুরাতন ঐতিহাসিক মসজিদ প্রাঙ্গণের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডালিম বৃক্ষ। এ বৃক্ষের ছায়াতলে ১৫ মুহাররম ১২৮৩ হি. মুতাবিক ৩০ মে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দারুল 'উলূমের উদ্বোধন হয়। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম শিক্ষক ছিলেন মওলানা মুল্লা' মাহ্‌মূদ এবং প্রথম শিক্ষার্থী ছিলেন মাহ্‌মূদ হাসান।

Dhaka University Institutional Repository

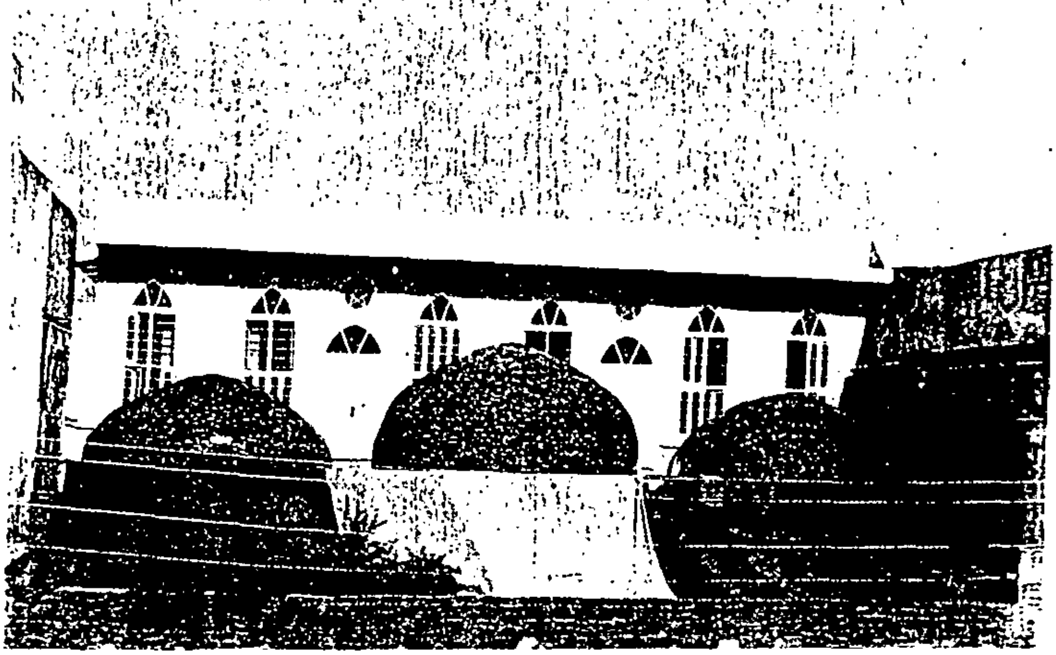

ছাত্তার পুরাতন ঐতিহাসিক মসজিদ

নওদারা দারুল 'উলূমের সর্বপ্রথম ইমারত। বিশিষ্ট 'উলামা ও মাশায়িখের উপস্থিতিতে মওলানা আহ্‌মদ 'আলী সাহারানপুরী (১২২৫-১২৯৭ হি.) এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। শায়খুলহিন্দ এখান থেকেই সমবেত জনমণ্ডলীকে ভাষণ দিয়ে উপমহাদেশকে স্বাধীন করার মানসে তুর্কী সরকারের সমর্থন লাভের প্রত্যাশায় ২৯ শাওয়াল ১৩৩৩ হি. সনে হিজাযের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

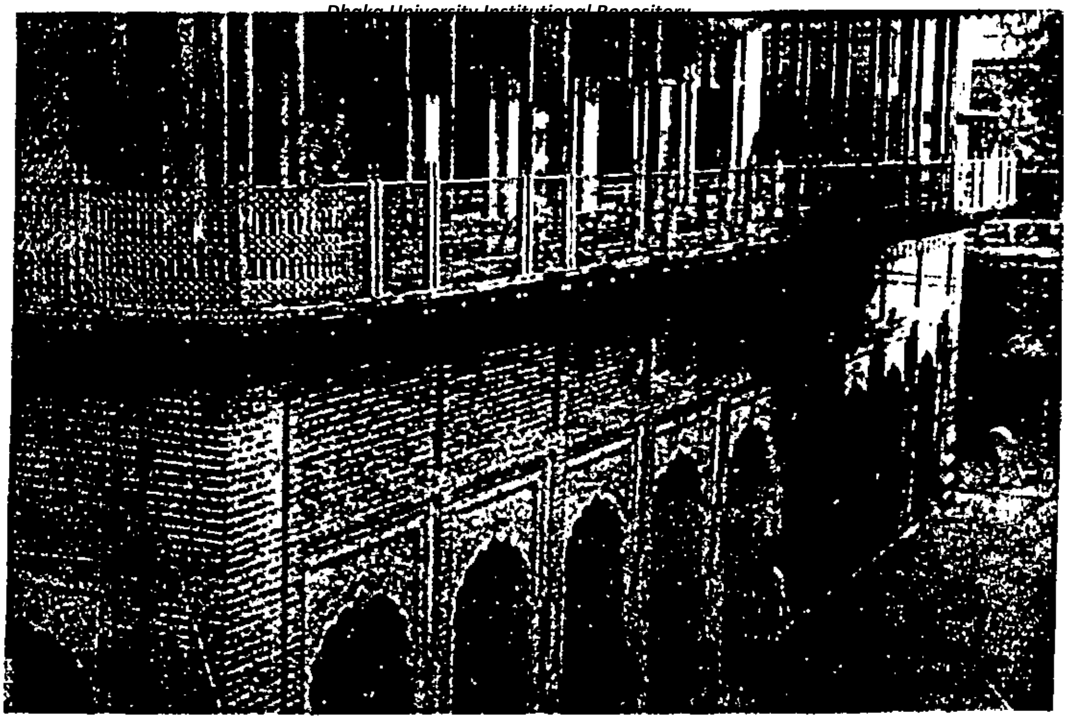

নওদারা-এর উপরের অংশ, পুরাতন দারুল হাদীস। এখানে শায়খুলহিন্দ হাদীস পড়াতেন। বর্তমানে এটি মিলনায়তন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

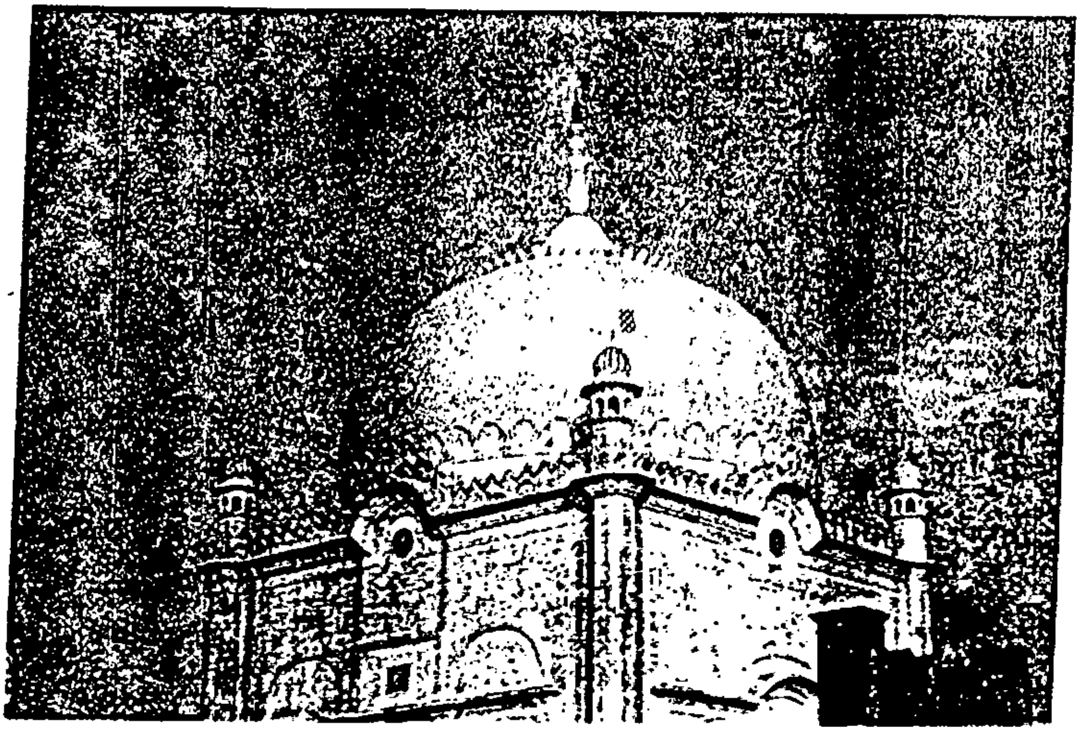

দারুত তফসীরের নয়নাভিরাম গম্বুজ

Dhaka University Institutional Repository

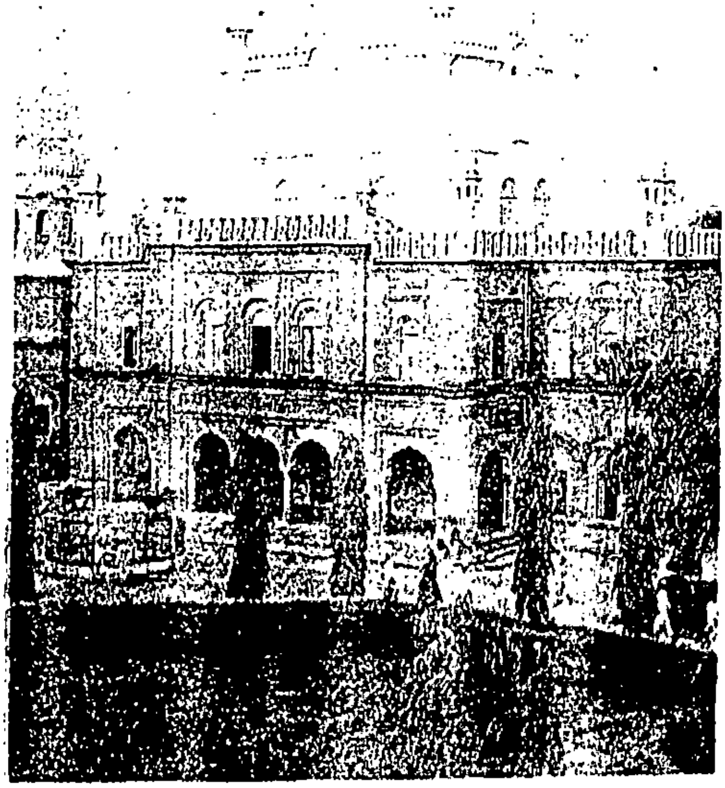

দারুল হাদীস ও দারুত তফসীর ১৩৩০ হি. সালের ২০ রবী'উস্‌সানী দারুল 'উলূমের দারুল হাদীসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে শায়খুলহিন্দও ছিলেন। এটি দ্বিতল ইমারত। নীচ তলাটি দারুল হাদীস এবং দ্বিতীয় তলাটি দারুত তফসীর। শায়খুলহিন্দ মাল্টা থেকে বোম্বে আগমন করার পর মুক্ত হন। বোম্বে থেকে ১৯২০ সালের ১৪ জুন ৯টায় ট্রেনে দেওবন্দ স্টেশনে পৌঁছে তথা থেকে দারুল 'উলূমের এই হাদীস কক্ষে আগমন করে জনগণের সাথে মিলিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

দেওবন্দে শায়খুলহিন্দ মাহমূদ হাসান-এর ব্যবহৃত কক্ষ

শায়খুলহিন্দের ব্যবহৃত কিছু জিনিসপত্র

Dhaka University Institutional Repository

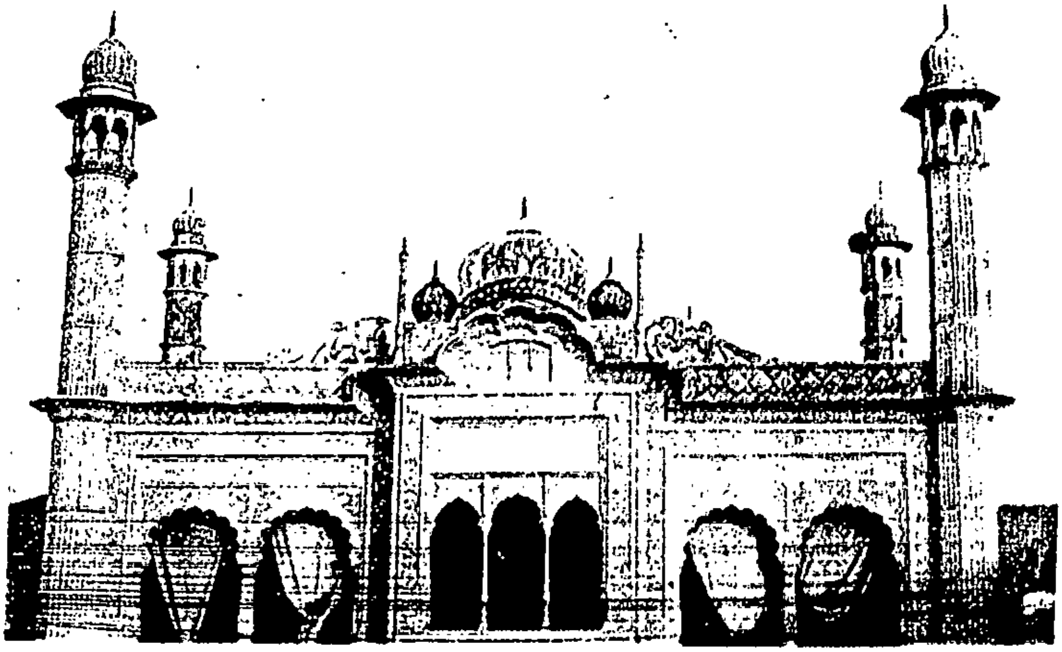

দারুল 'উলূমের অভ্যন্তরে পুরাতন মসজিদ। এখানে শায়খুলহিন্দ নামায আদায় করতেন।

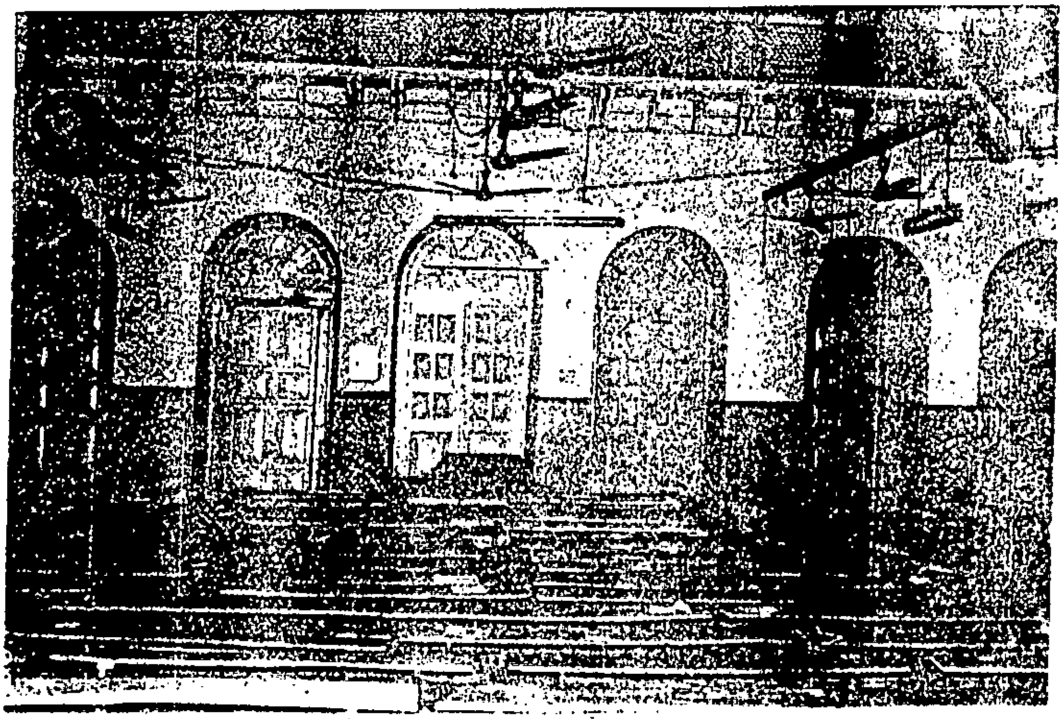

দারুল হাদীসের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য। এখানে একত্রে শহস্রাধিক শিক্ষার্থী হাদীস অধ্যয়ন করতে সক্ষম হয়।

Dhaka University Institutional Repository

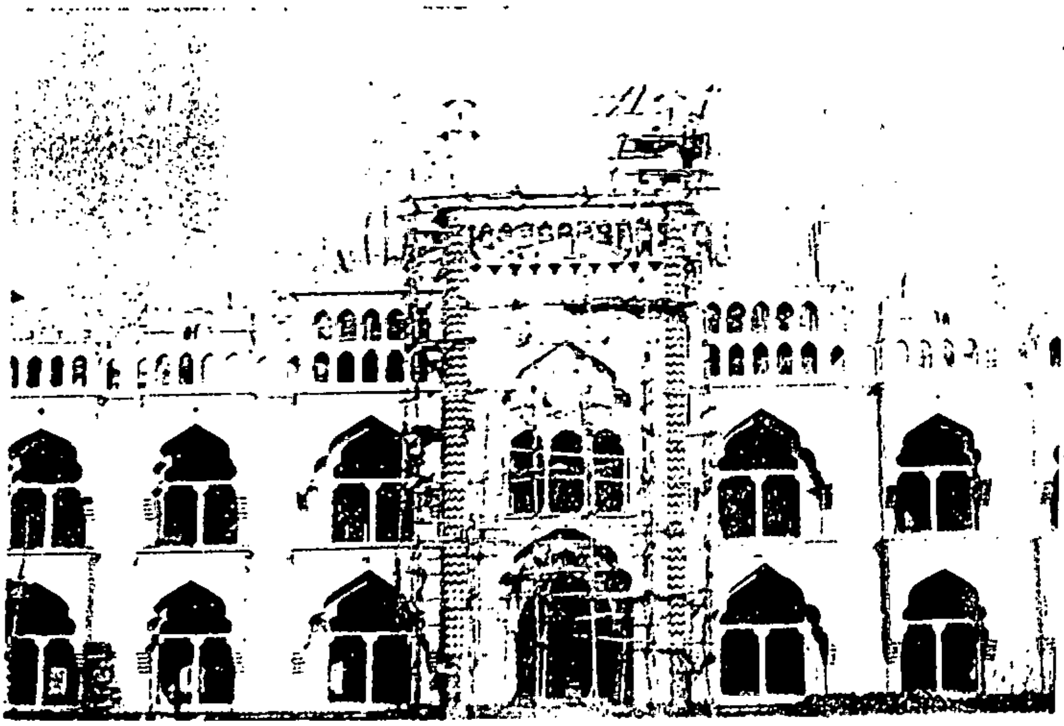

দারুল 'উলূম দেওবন্দের কেন্দ্রীয় মসজিদের দৃশ্য

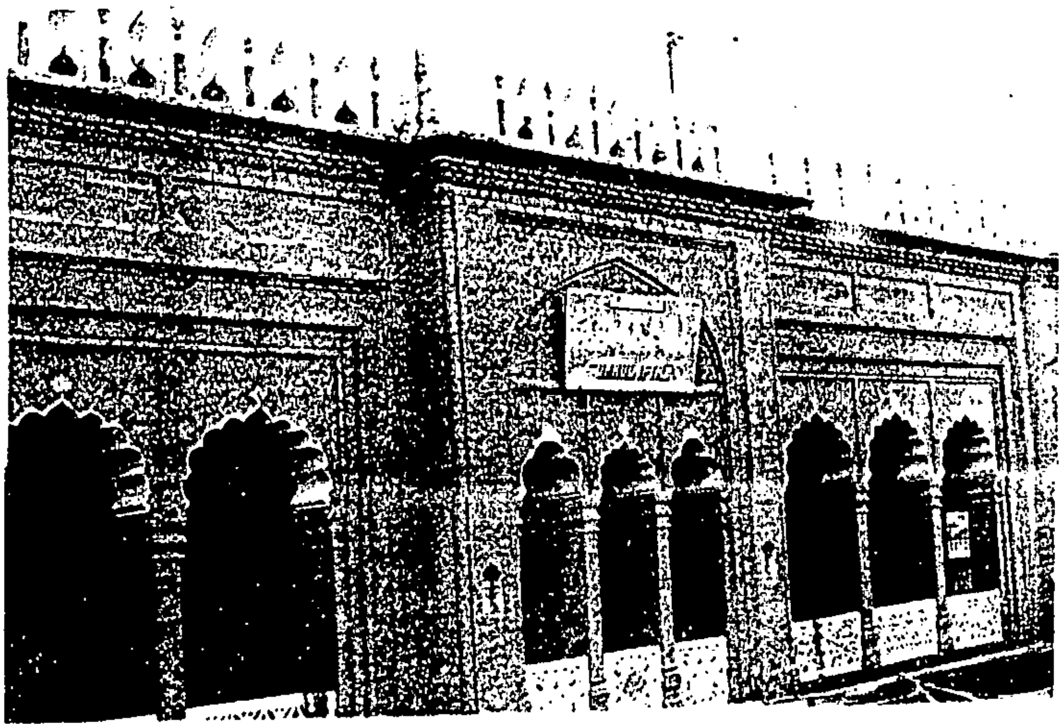

দারুল 'উলূমের ফতওয়া বিভাগ

Dhaka University Institutional Repository

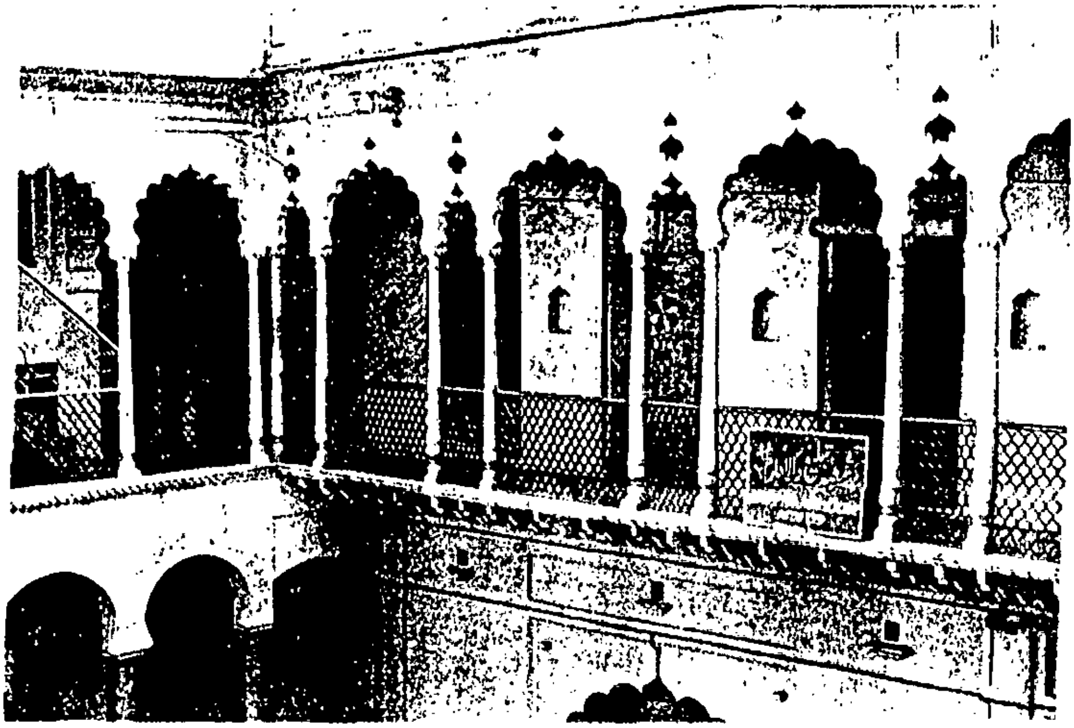

দারুল 'উলূম দেওবন্দের প্রচার কেন্দ্রসহ প্রশাসনিক ভবন

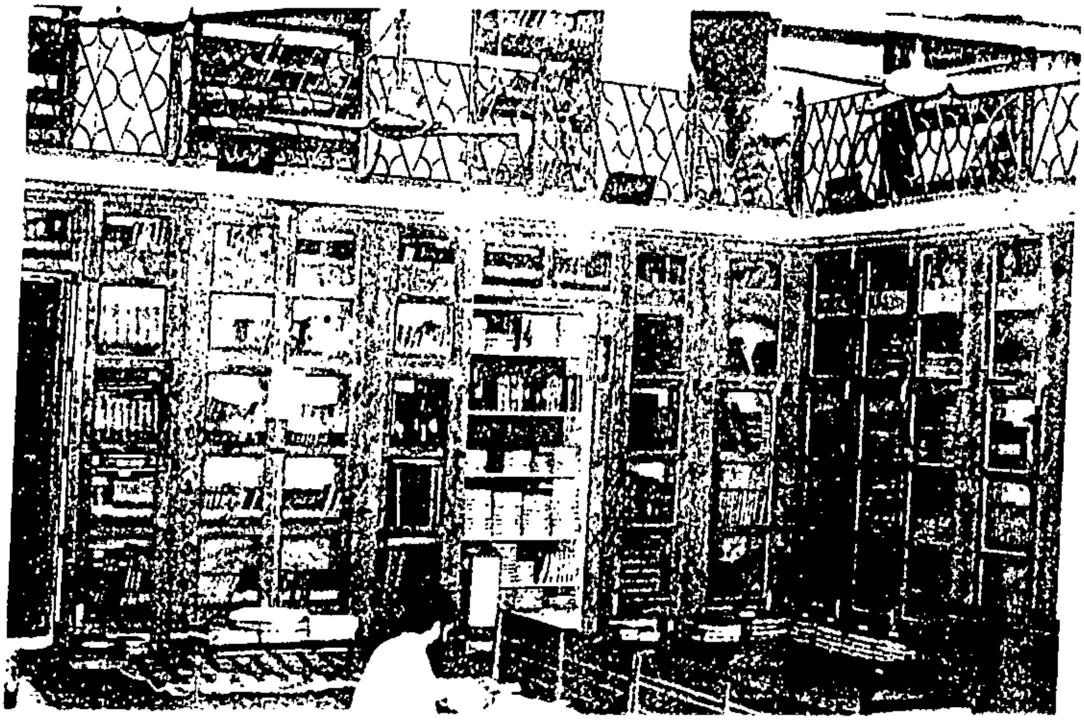

দারুল 'উলূম দেওবন্দের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী

Dhaka University Institutional Repository

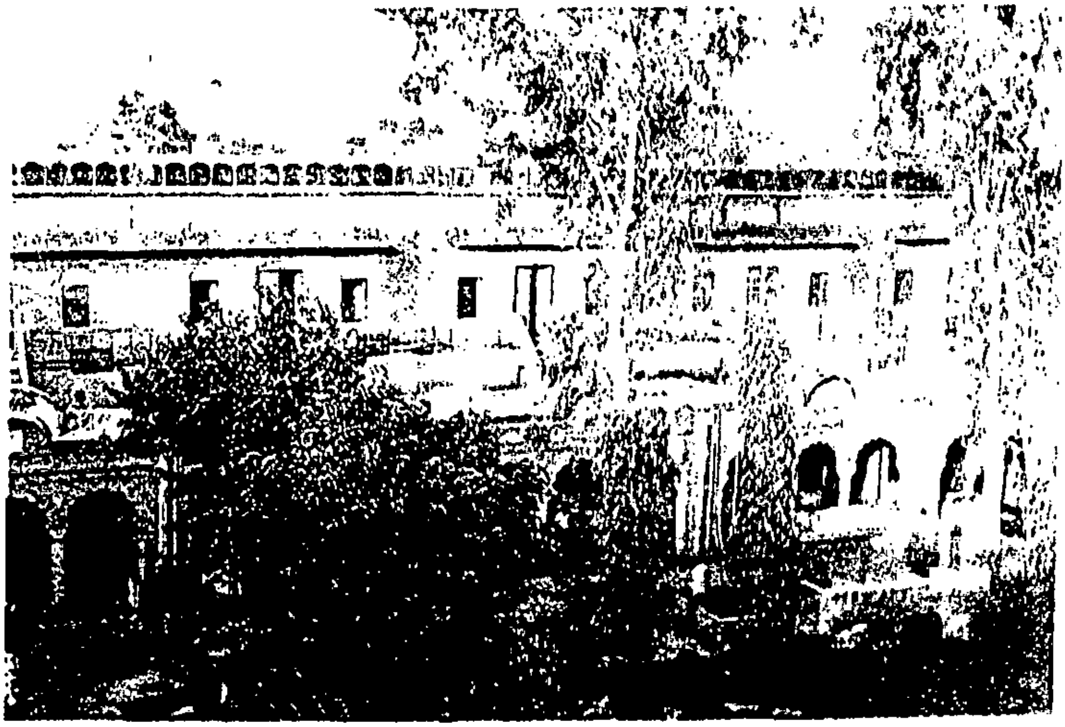

দারুল 'উলূমের ছাত্রাবাসের একাংশ

দারুল 'উলূমের ছাত্রাবাস ও কেন্টিনের একাংশ

Dhaka University Institutional Repository

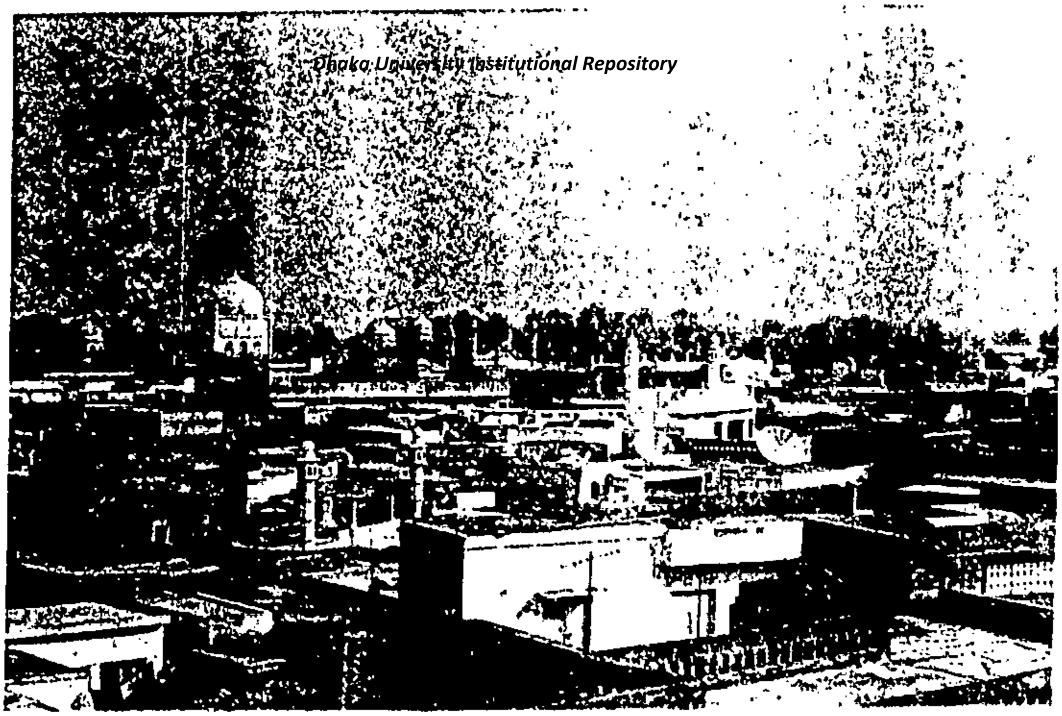

এক নজরে দেওবন্দ এলাকার কিছু অংশ এবং দারুল 'উলূমের দারুত তফসীরের সুদৃশ্য ও মনোরম শ্বেত গম্বুজ

দেওবন্দে অবস্থিত শায়খুলহিন্দ মাহমুদ হাসানের সমাধি

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট– ২

‘রেশমীপত্র ষড়যন্ত্র কেস’ এবং ‘কার কি ভূমিকা’–এর উদ্ধৃতাংশের বাংলা অনুবাদ

ফৌজদারি মামলা

ভারতের বড় লাট

বনাম

‘উবায়দুল্লাহ্ ও অন্যান্য

ভারতের ফৌজদারি আইনের ১২১ ক ধারা

ফৌজদারি মামলার আরজি

১. পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিবেদন করছে– নিম্নে বর্ণিত অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ ১ জানুয়ারি ১৯১৩ থেকে ১ জানুয়ারি ১৯১৭ সাল পর্যন্ত বৃটিশ ভারতের অভ্যন্তরে এবং এর বাইরে ষড়যন্ত্র করে। তারা ভারতের বড়লাটের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং যুদ্ধের সহযোগিতায় প্রয়াস চালানো ইত্যাদি রাষ্ট্রদ্রোহী ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছে। তদুপরি তারা বৃটিশ ভারতের সরকারকে উৎখাত করার প্রয়াস চালায়।

এ সকল কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিগণ ভারতের ফৌজদারি আইনের ১২১ ক ধারা মতে শাস্তিযোগ্য।

১. ‘আবদুল ‘আযীয মওলবী, পিতা হায়াগুল, আতমনযয়ী, পেশোয়ার। (পলাতক)।

২. ‘আবদুল বারী, পিতা গোলাম জীলানী, লায়ালপুর। (ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ অর্ডিনেন্সের অধীনে পাঞ্জাবে নযরবন্দ)

৩. ‘আবদুল হাই খাজা, পিতা খাজা ‘আবদুর রহমান, গুরুদাসপুর। (ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া এক্টের অধীনে পাঞ্জাবে অবাধ চলাফেরা সীমাবদ্ধ)

৪. ‘আবদুল হক শায়খ, ‘উরফে জীবন দাস, জেলা-শাহ্পুর। (ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া এক্টের অধীনে তার অবাধ চলাফেরা পাঞ্জাবে সীমাবদ্ধ)। সে একজন বৃটিশের রাজসাক্ষী।

৫. ‘আবদুল হক মওলবী, রেফাহে ‘আম প্রেস, লাহোর। (ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া এক্টের অধীনে তার অবাধ চরাফেরা পাঞ্জাবে সীমাবদ্ধ)।

Dhaka University Institutional Repository

৬. 'আবদুল মজীদ খান, জনৈক পঞ্চদশ অশ্বারোহী সেনাদলের মেজরের পুত্র। সে ইতঃপূর্বে ইন্‌তিকাল করেছে।

৭. 'আবদুল্লাহ্ মওলবী, পিতা নেহাল খান, জেলা সাখ্‌খার। (ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া এক্টের অধীনে তার অবাধ চলাফেরা পাঞ্জাবে সীমাবদ্ধ)। সে একজন রাজসাক্ষী।

৮. 'আবদুল কাদির বি.এ., পিতা আহমদ দীন, লায়ালপুর। (ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ অর্ডিনেন্সের অধীনে পাঞ্জাবে নযরবন্দ)।

৯. 'আবদুর রহীম সিন্ধী শায়খ, পিতা লালা ভগবান দাস, হায়দারাবাদ সিন্ধ। (পলাতক)।

১০. 'আবদুর রহীম মওলবী, পিতা রহীম বখ্‌শ্, মসজিদ চুন্‌ইয়াওয়ালী, লাহোর। (পলাতক)।

১১. 'আবদুর রশীদ, লাহোরের মুহাজির ছাত্র (পলাতক)।

১২. 'আবদুর রায্‌যাক আনসারী হাকীম, পিতা 'আবদুর রহমান দিল্লী।

১৩. 'আবদুল ওয়াহীদ, পিতা সাদিক আহ্মদ, টান্ডা, যুক্তপ্রদেশ। (বৃটিশ ভারতের বাইরে নযরবন্দ)।

১৪. আবুল কালাম আযাদ মওলবী, 'উরফে মুহ্‌য়িদ্দীন, পিতা মওলানা খায়রুদ্দীন, কোলকাতা। (ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া এক্টের অধীনে উড়িষা ও বিহারে তার অবাধ চলাফেরা সীমাবদ্ধ)।

১৫. আবূ মুহাম্মদ আহ্মদ মওলবী 'উরফে মওলবী আহ্মদ, পিতা গোলাম হুসায়ন, লাহোর। (ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া এক্টের অধীনে তার অবাধ চলাচল পাঞ্জাবে সীমাবদ্ধ)।

১৬. আহ্মদ 'আলী মওলবী, পিতা হাবীবুল্লাহ্ , গুজরানওয়ালা (ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া এক্টের অধীনে তার অবাধ চলাফেরা পাঞ্জাবে সীমাবদ্ধ)। সে একজন বৃটিশের রাজসাক্ষী।

১৭. আহ্মদ মিয়াঁ মওলবী, পিতা 'আবদুল্লাহ্ আনসারী, আম্বেঠ, সাহারানপুর, যুক্তপ্রদেশ। (সে একজন রাজসাক্ষী)।

১৮. আল্লাহ্ নাওয়ায খান, পিতা খান বাহাদুর রব নাওয়ায খান, অন্যারারি মেজিস্ট্রেট, মুলতান, পাঞ্জাব। (পলাতক)।

১৯. আনীস আহ্মদ বি.এ মওলবী, পিতা ইদ্‌রীস আহ্মদ, এসিস্ট্যান্ট অ্যাঙ্গলো অরিয়েন্টাল কলেজ, 'আলীগড়, যুক্তপ্রদেশ।

২০. 'উযায়রগুল মওলবী, পিতা শহীদগুল, দরগায়ী, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। (বৃটিশ ভারতের বাইরে নযরবন্দ)।

২১. বরকতুল্লাহ্ মওলবী, ভূপাল। (পলাতক)।

Dhaka University Institutional Repository

২২. ফত্হ্ মুহাম্মদ সিন্ধী, রোক সিন্ধ। (পলাতক)।

২৩. ফযলুল হাসান মওলবী, 'উরফে হাসরাত মোহানী, 'আলীগড়। (ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া এক্টের অধীনে শাস্তি হিসেবে যুক্তপ্রদেশে দু'বছরের জেল ভোগ করছে।)।

২৪. ফয্ল্ ইলাহী মওলবী, পিতা মীরান বখ্শ্, হরীপুর, থানা ওযীরাবাদ, জেলা গুজরানওয়ালা, পাঞ্জাব। (পলাতক)।

২৫. ফয্ল মাহ্মূদ মওলবী, পিতা মওলবী নূর মুহাম্মদ, চারসিদ্দা, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (পলাতক)।

২৬. ফয্লে রাব্বী মওলবী, পেশোয়ার। (পলাতক)।

২৭. ফয্লে ওয়াহিদ মওলবী, পিতা ফয়য আহ্মদ, 'উরফে হাজী তরঙ্গযয়ী, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। (পলাতক)।

২৮. হাবীবুল্লাহ্ গাযী, পিতা রূহুল্লাহ্, কাকূরী, জেলা লক্ষ্ণৌ, যুক্তপ্রদেশ। (পলাতক)।

২৯. হাদী হাসান সায়্যিদ, খান জাহানপুর, মুযাফ্ফর নগর, যুক্তপ্রদেশ।

৩০. হামদুল্লাহ মওলবী, পিতা হাজী সিরাজুদ্দীন, পানিপথ। (ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া এক্টের অধীনে অবাধ চলাফেলা পাঞ্জাবে সীমাবদ্ধ)।

৩১. হুসায়ন আহ্মদ মদনী মওলবী, পিতা মওলবী হাবীবুল্লাহ্, ফয়যাবাদ। (বৃটিশ ভারতের বাইরে নযরবন্দ)।

৩২. ইব্রাহীম সিন্ধী এম.এ শায়খ, পিতা 'আবদুল্লাহ্, কারাচী। (পলাতক)।

৩৩. কালা সিং, লুধিয়ানা, পাঞ্জাব। সে দেশ ত্যাগ করে চলে যায় পরে ফিরে আসে। (পলাতক)।

৩৪. খান মুহাম্মদ খান হাজী, পেশোয়ার। (পলাতক)।

৩৫. খুশী মুহাম্মদ, পিতা জান মুহাম্মদ, তলূলী, জেলা জালান্ধর, পাঞ্জাব। (পলাতক)।

৩৬. মহেন্দ্র প্রতাপ কণ্ণুর, পিতা সূর গাবাশী, রাজা ঘনসিয়ান সিং, মুরসাল, যুক্তপ্রদেশ। (পলাতক)।

৩৭. মাহমূদ হাসান মওলানা, প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক, দারুল 'উলূম দেওবন্দ, যুক্তপ্রদেশ। (বৃটিশ ভারতের বাইরে নযরবন্দ)।

৩৮. মতলূবুর রহ্মান মওলবী, দেওবন্দ (যুক্তপ্রদেশের এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের কর্মচারী)।

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. মুহয়িদ্দীন 'উরফে বরকত 'আলী মওলবী, কাসূর। (ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া এক্টের অধীনে তার চলাফেরা পাঞ্জাবে সীমাবদ্ধ)।

৪০. মুহয়িদ্দীন খান মওলবী, মুরাদাবাদ। (কাযী ভূপাল)।

৪১. মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ্ বি.এ, পিতা শায়খ 'আবদুল কাদির, সেক্রেটারি মিয়ানওয়ালী ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড। (পলাতক)।

৪২. মুহাম্মদ 'আলী বি.এ, পিতা 'আবদুল কাদির, কাসূর। (পলাতক)।

৪৩. মুহাম্মদ 'আলী সিন্ধী, পিতা হাবীবুল্লাহ্, গুজরানওয়ালা। (পলাতক)।

৪৪. মুহাম্মদ আসলাম 'আত্তার, পেশোয়ার। (ভারত প্রবেশের অর্ডিনেন্সের অধীনে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নযরবন্দ)।

৪৫. মুহাম্মদ হাসান বি.এ, লাহোর। তার পিতা 'পয়সা' পত্রিকা কার্যালয়ে চাকুরিরত ছিল।

৪৬. মুহাম্মদ হাশিম মওলবী সায়্যিদ, কূড়া জাহাঁআবাদ, ফত্হ্পুর। (ভারত প্রবেশের অর্ডিনেন্সের অধীনে যুক্তপ্রদেশে নযরবন্দ)।

৪৭. মুহাম্মদ মাস'উদ মওলবী, পিতা মাযহার হুসায়ন দেওবন্দ, যুক্তপ্রদেশ। (সে একজন রাজসাক্ষী)।

৪৮. মুহাম্মদ মিয়াঁ মওলবী, পিতা মওলবী 'আবদ আনসারী, আম্বেঠ, জেলা সাহারানপুর, যুক্তপ্রদেশ। (সে একজন বৃটিশের রাজসাক্ষী)।

৪৯. মুহাম্মদ মুবীন মওলবী, পিতা মুহাম্মদ মু'মিন, দেওবন্দ। (সে একজন রাজসাক্ষী)।

৫০. মুহাম্মদ মুরতাযা মওলবী সায়্যিদ, পিতা বুনয়াদ 'আলী, বিজনৌর, যুক্তপ্রদেশ। (সে একজন রাজসাক্ষী)।

৫১. নূরুল হাসান সায়্যিদ, রাথেড়ী, মুযাফ্ফরনগর, যুক্তপ্রদেশ।

৫২. 'উবায়দুল্লাহ্ মওলবী 'উরফে বোটাসিং, সিয়ালকোট, পাঞ্জাব। (পলাতক)।

৫৩. সদরুদ্দীন 'উরফে ডাক্তার 'আবদুল করীম বরলাসী, পিতা আমীর 'আলী, বেনারস। (ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধের অর্ডিনেন্সের অধীনে যুক্তপ্রদেশে নযরবন্দ)।

৫৪. সায়ফুর রহমান মওলবী, পিতা গোলাম খান, পেশোয়ার, সীমান্ত প্রদেশ। (পলাতক)।

৫৫. শাহ্ বখ্শ্ হাজী, পিতা ইমাম বখ্শ্ আনসারী, হায়দারাবাদ সিন্ধ। (ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধের অর্ডিনেন্সের অধীনে সিন্ধুতে নযরবন্দ)।

Dhaka University Institutional Repository

৫৬. শাহ্ নাওয়ায খান, পিতা খান বাহাদুর রব নাওয়ায খান, অন্যারারি মেজিষ্ট্রেট, মুলতান, পাঞ্জাব। (পলাতক)।

৫৭. শুজা'উল্লাহ্, পিতা হাবীবুল্লাহ্, লাহোর। (ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধের অর্ডিনেন্সের অধীনে পাঞ্জাবে নযরবন্দ)।

৫৮. ওয়ালী মুহাম্মদ মওলবী, ফতূহীওয়ালা, লাহোর, পাঞ্জাব। (পলাতক)।

৫৯. যহুর মুহাম্মদ মওলবী, রুড়কী, পিতা 'ইনায়াতুল্লাহ্, সাহারানপুর।

২. বৃটিশ সরকারের সেনাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রয়াস চালানো, যুদ্ধ পরিচালনায় সহায়তা করা এবং বড়লাটের সিংহাসনচ্যুত করাই ছিল ষড়যন্ত্রকারীদের মূল উদ্দেশ্য।

ষড়যন্ত্রের পদ্ধতির মধ্যে ছিল ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে কুর'আন মজীদের ভ্রান্তমূলক ব্যাখ্যা প্রদান, বিভিন্ন পন্থায় ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা, সীমান্তের উপজাতি এবং আফগানিস্তানে বৃটিশের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক প্রোপ্যাগাণ্ডা চালানো, ঐসকল দেশের জনগণকে বৃটিশ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রেরণা প্রদান, যুদ্ধে তুর্কী সরকারের সহায়তা গ্রহণ এবং এ সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য চাঁদা আদায় করা। পরিশেষে ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্কল্প ছিল– যখনই আন্তর্জাতিকভাবে সকল প্রকারের সহায়তা ও সহযোগিতা লাভ সম্ভব হয় তখনই বৃটিশ ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা।

৩. ষড়যন্ত্রকারীদের পরস্পর একের অন্যের সাথে যোগসূত্র ছিল। তাদের নিয়মিত অধিবেশন হতো। এ সকল অধিবেশনে তাদের চক্রান্ত এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো। এদের কেউ কেউ জম্'ইয়াতুল আনসার, জম্'ইয়াতে হিয্বুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠান এবং নিযারাতুল মা'আরিফিল কুর'আনিয়া এবং দারুল ইরশাদ ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। তারা ভারতকে দারুল হরব ঘোষণা করে ধর্মপরায়ণ মুসলমানদের হিজরত করা জরুরী ঘোষণা করে। মুসলমানদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রচারপত্র বিলি করে। তাদের কেউ কেউ ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে জিহাদ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করে সীমান্তে গমন করে। ভারতে অবস্থানকারী ষড়যন্ত্রকারীগণ এই মুহাজির মুজাহিদদের সহায়তার জন্য অর্থ ও গোলাবারুদের যোগান দেয়।

'আলিম শ্রেণীর ষড়যন্ত্রকারীগণ ১৯১৫ সালের জুন মাসে ভারত থেকে স্বাধীন উপজাতি এলাকা সীমান্তে গমন করে এবং এদেরকে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অনুপ্রাণিত করে। এতে সীমান্তের উপজাতীয়রা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এদের নেতৃত্ব দেয় ভারতীয় দু'জন ষড়যন্ত্রকারী 'আলিম। যুদ্ধশেষে এ দু'জন ১৯১৫ সালের আগস্টে কাবুলে যায়। এদের তথায় গমনের পূর্বেই ভারতীয় ষড়যন্ত্রকারী দু'জন সদস্যসহ শত্রুদেশের একটি মিশন কাবুলে পৌঁছে যায়।

ষড়যন্ত্রকারীগণ কাবুলে এক পরামর্শ সভায় মিলিত হয়। বৃটিশের ক্ষমতা লোপ করে কিভাবে ভারতে রাজত্ব স্থাপন করা হবে– এ সম্পর্কে তারা বিস্তারিত আলোচনা করে। এ সময়ে তারা একটি অস্থায়ী

Dhaka University Institutional Repository

সরকার গঠন করে। ভারতকে মুক্ত করার জন্য একটি মুক্তি ফওজও গঠন করে। উচ্চ পদস্থ ষড়যন্ত্রকারীদেরকে মুক্তি ফওজের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত করে। তদুপরি অস্থায়ী সরকারের পক্ষ থেকে ষড়যন্ত্রকারী দ্বারা গঠিত মিশন বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রেরণ করে। তারা কাবুলের আমীরকে প্ররোচিত করে বৃটিশের পক্ষপাতিত্ব বর্জন করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায়। এতে তারা কিছুটা সফলতাও লাভ করে।

ষড়যন্ত্রকারীগণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য উপমহাদেশে বহু চাঁদা আদায় করে এবং কতিপয় ষড়যন্ত্রকারীসহ মওলানা মাহ্মূদুল হাসান 'আরব গমন করে। সে তথায় পৌঁছে স্বাধীনতা লাভের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সমাধা করে কিছু উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে কিছু ষড়যন্ত্রকারীকে ভারতে পাঠিয়ে দেয়। তারা ভারতে পৌঁছে তাঁর নির্দেশ মতে কার্য সম্পাদন করে। এদিকে উপমহাদেশে অবস্থানরত ষড়যন্ত্রকারীগণ 'আরব, সীমান্ত ও কাবুলের ষড়যন্ত্রদলের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে। তারা প্রচুর পরিমাণে চাঁদা আদায় করে 'আরব ও কাবুলে তার দলের লোকদেরকে প্রেরণ করে।

৪. ষড়যন্ত্রকারীগণ জনসাধারণকে বিপ্লবী বানাবার জন্য মিশনারির সাহায্যে তাদের মধ্যে তবলীগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আর বিশেষজ্ঞ 'আলিমদের দ্বারা এ মিশনারি গঠিত হবে। আর এ ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্রের উদ্যোক্তা মওলবী 'উবায়দুল্লাহ্ 'আলিমদের কেন্দ্রস্থল দারুল 'উলূম দেওবন্দকে কার্যপরিচালনার জন্য নির্বাচিত করে। মওলবী 'উবায়দুল্লাহ্ হলো একজন নও মুসলিম। সে নিজেও দারুল 'উলূম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা লাভ করেছে।

৫. মওলানা মুহাম্মদ কাসিম দেওবন্দ মাদ্রাসা স্থাপন করে। সে উপমহাদেশের একজন প্রসিদ্ধ বিশিষ্ট 'আলিম। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে বৃটিশের বিরুদ্ধে হাজী ইমদাদুল্লাহ্র নেতৃত্বে তথাকথিত স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ বিদ্রোহে ব্যর্থ হয়ে তারা আত্মগোপন করে। হাজী ইমদাদুল্লাহ্ অতিসন্তর্পণে হিজাযে হিজরত করতে সক্ষম হয়। সেখানে সে কয়েক বছর অবস্থান করার পর ইনতিকাল করে।

মওলবী মুহাম্মদ কাসিম ভারতেই থেকে যায়। তাকে গ্রেফতার করা হয়[১]। তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। পরবর্তীতে সে এ মামলা থেকে মুক্তি লাভ করে। মুক্তি লাভের পর সে দেওবন্দেই জীবন অতিবাহিত করে। এখানেই তার ইন্তিকাল হয়। সে জনগণের অধিক সম্মানের পাত্র ছিল। মওলানা মাহ্মূদুল হাসান ছিল তাঁর ভক্ত ও অনুসারী। সে দীর্ঘদিন দারুল 'উলূম দেওবন্দের প্রধান অধ্যাপক ছিল।

---

১. এটি একটি ভ্রান্তিমূলক তথ্য। মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানুতবী ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে শামেলী প্রান্তরে হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কীর নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করেন এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তবে তিনি গ্রেফতার হন নি এবং তাঁর বিরুদ্ধে মামলাও হয়নি। পক্ষান্তরে মওলানা রশীদ গঙ্গূহী এ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বৃটিশ কর্তৃক গ্রেফতার হন এবং তাঁর বিরুদ্ধে মামলাও হয়। (মওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ, '*উলামায়ে হিন্দ কা শান্দার মাযী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ১৮৯)।

Dhaka University Institutional Repository

৬. মওলবী 'উবায়দুল্লাহ্‌র ক্ষতিকর প্রভাব দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় দ্রুত বিস্তার লাভ করে। সে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ ছাত্র-শিক্ষককে বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন করে তোলে। সে মওলানা মাহ্‌মূদুল হাসানকে ইতঃপূর্বেই সর্বাত্মকভাবে তার আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে গড়ে তোলে।[২] মওলানা মাহ্‌মূদুল হাসান ছিল ব্যুৎপত্তিশীল বিশিষ্ট একজন 'আলিম। মুসলিম সমাজে একজন বিশিষ্ট 'আলিম ও নেতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করায় তাকে বিদ্রোহী দলের নেতা নির্বাচন করা হয়।

৭. মওলবী 'উবায়দুল্লাহ্‌র পরিকল্পনা হলো– দারুল 'উলূম দেওবন্দকে তার ষড়যন্ত্রের হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করবে। ইসলামী ঐক্য এবং বৃটিশের বিরুদ্ধে বিপ্লবী আন্দোলন দেওবন্দের ডিগ্রীধারী শিক্ষিত 'আলিমদের মাধ্যমে ভারতব্যাপী ছড়িয়ে দেবে। কেননা দারুল 'উলূম দেওবন্দ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত 'আলিমরা উপমহাদেশের সর্বত্র বিস্তার লাভ করে আছে।

৮. মওলবী 'উবায়দুল্লাহ্ তার ষড়যন্ত্রকে রূপ দেয়ার জন্য ১৯০৯ সালে দেওবন্দে জম্'ইয়াতুল আনসার নামক এক আঞ্জুমন প্রতিষ্ঠা করে। এ আঞ্জুমনকে দারুল 'উলূম দেওবন্দের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের আঞ্জুমন বললে অত্যুক্তি হবে না। মওলবী 'উবায়দুল্লাহ্ দারুল 'উলূম দেওবন্দের সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষার্থীদেরকে এ আঞ্জুমনের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়। এ আঞ্জুমনের উন্নতিকল্পে ব্যাপকভাবে চাঁদা গ্রহণ করা হয়। এ চাঁদা দ্বারা আঞ্জুমনের প্রয়োজনীয় কার্য সমাধাসহ নূতন তথ্য এবং সমালোচনামূলক বিষয়ের পত্রিকা ক্রয় করে ভারত ও বর্হিভারতে বিলি করা হয়। এ ছাড়া আনীস আহ্‌মদ বি.এ, খাজা 'আবদুল হাই এবং কাযী যিয়াউদ্দীনের ন্যায় আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে মওলবী 'উবায়দুল্লাহ্ এ আঞ্জুমনের অন্তর্ভুক্ত করে। এদের মধ্যে রাজনীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এরা মধ্যমপন্থী মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। জম্'ইয়াতুল আনসার ফাণ্ড থেকে এদের কার্যক্রমের জন্য সম্মানী দেয়া হত। মওলবী মুরতাযা আমাদেরকে জানায়– এ আঞ্জুমন প্রতিষ্ঠা করে মওলবী 'উবায়দুল্লাহ্ একটি গোপন দল গঠন করে। এ গোপন দলটি আঞ্জুমনের অভ্যন্তরীণ কাজে নিয়োজিত ছিল; কিন্তু এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রকাশ করা হয় নি। এ গোপন দল প্রতিষ্ঠা মূলত সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিল না বলে মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ মওলবী 'উবায়দুল্লাহ্‌কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং নিন্দা করে।

ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে জম্'ইয়াতুল আনসারের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন– (১) মওলবী 'উবায়দুল্লাহ্ (সাধারণ সম্পাদক) (২) মওলবী আবূ মুহাম্মদ আহ্‌মদ (সহকারী সাধারণ সম্পাদক) (৩) মওলবী মুহাম্মদ মিয়াঁ (৪) মওলবী হামদুল্লাহ্ (৫) মওলবী আনীস আহ্‌মদ (৬) মওলবী খাজা 'আবদুল হাই (৭) মওলবী মুরতাযা (৮) মওলবী যহূর মুহাম্মদ। মওলবী মুরতাযা দেওবন্দে অধিক সময় অনুপস্থিত থাকায় জম্'ইয়াতের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন করতে সক্ষম হয় নি।

---

২. এ তথ্যটি যথার্থ নয়। বরং শায়খুলহিন্দ তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মওলানা সিন্ধীকে প্রভাবিত করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

৯. দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মুহাম্মদ কাসিমের তনয় শামসুল 'উলামা' হাফিয মুহাম্মদ আহ্মদের তত্ত্বাবধানে দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসা পচিালিত হয়। মওলবী 'উবায়দুল্লাহ্‌র আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এ মাদ্রাসাটি রাজনীতিমুক্ত ছিল। তার আগমনের পরে তার প্রভাবে এ মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে।

১০. ভারতের মুসলমানগণ ইটালী ও তুর্কী যুদ্ধ (সেপ্টেম্বর ১৯১১-অক্টোবর ১৯১২) সংঘটিত হওয়ার কারণে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তদুপরি প্রথম বলকান যুদ্ধ ও দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ (অক্টোবর ১৯১২-অক্টোবর ১৯১৩) সংঘটিত হওয়ায় এবং এ যুদ্ধদ্বয়ে তুর্কীদের বিরুদ্ধে বৃটিশের সক্রিয় ভূমিকা রাখায় ভারতীয় মুসলমানদের উত্তেজনা আরও অধিক বৃদ্ধি পায়। বৃটিশের মুসলিম বিদ্বেষী পলিসির কারণে ভারতীয় 'আলিম সম্প্রদায় তাদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করে দেওবন্দের এক পরামর্শ সভায় তুর্কীদের সাহায্যার্থ চাঁদা আদায়ের বিষয়টি উত্থাপিত হলে মওলানা মাহ্মূদ দারুল 'উলূম বন্ধ করে চাঁদা আদায়ের পরামর্শ দেয়। তার মতে দারুল 'উলূম খোলা রাখার চেয়ে তুর্কীদের সাহায্যার্থ চাঁদা আদায় শ্রেয়। মওলানা মাহ্মূদের বিশ্বস্ত সহচর মওলবী মুরতাযা জানায় যে, মওলানা মাহ্মূদের এ প্রস্তাবের অন্তরালে একটি অন্তর্নিহিত বিষয় বিদ্যমান ছিল। তা' হলো ভারতীয় মুসলমানদেরকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের দিকে অগ্রসর করা। এই জন্যই তিনি মাদ্রাসা বন্ধ করার পরামর্শ দেন। এরপর বাস্তবেই কিছু সময়ের জন্য দারুল 'উলূম দেওবন্দ বন্ধ করে তুর্কীদের সাহার্য্যার্থ চাঁদা আদায় করা হয়।

১১. দারুল 'উলূম দেওবন্দে বৃটিশ বিদ্বেষীভাব প্রকাশ্যে জেগে উঠে। তদুপরি বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপও তথায় সংঘটিত হতে থাকে। এ বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপের মধ্যে বৃটিশ পণ্যদ্রব্য বয়কট আন্দোলনও ছিল। মওলবী ফযলুর রহমান দেওবন্দ আগমন করলে মওলবী আনীস আহ্মদ মওলানা মাহ্মূদের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দেয়। দেওবন্দে বয়কট আন্দোলন পরিচালনায় আনীস আহ্মদও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। সে দেশীয় প্রস্তুত খদ্দর কাপড়ের পোষাক পরত। সে দেওবন্দের জনৈক সিনিয়র মওলবীকেও অনুরূপ দেশীয় প্রস্তুত খদ্দর কাপড়ের পোষাক পরিধান করার উৎসাহ প্রদান করে।

১২. ১৯১২ সালের আগস্টে বৃটিশ কর্তৃক কানপুর মসজিদ ধ্বংস করায় মওলবী 'উবায়দুল্লাহ্ এর চরম প্রতিবাদ জানায়। মওলানা মাহ্মূদ এমনিতে বৃটিশ বিদ্বেষী ছিল। বৃটিশ তার প্রজাদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করায় ভারতকে দারুল হরব ঘোষণা দেয়ার জন্য মওলবী 'উবায়দুল্লাহ্ মওলানা মাহ্মূদকে উত্তেজিত করে।

১৩. মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ দারুল 'উলূম দেওবন্দের খ্যাতি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য 'উবায়দুল্লাহ্, আনীস আহ্মদ ও তাদের সহকর্মীদের মাদ্রাসা থেকে বের করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মওলানা মাহ্মূদ দারুল 'উলূম কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়। ইতঃপূর্বেও তিনি দারুল 'উলূমের অধ্যক্ষের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। কেননা দারুল 'উলূমের অধ্যক্ষ মওলবী মুহাম্মদ মিয়াঁকে মওলানা মাহ্মূদের পরামর্শ ছাড়া দারুল 'উলূম থেকে বের করে দেন। মাদ্রাসায় অধ্যাপনার সাথে সাথে মওলানা মাহ্মূদের বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

কাজের সহায়তার জন্য মওলবী মুহাম্মদ মিয়াঁকে দারুল 'উলূম দেওবন্দে নিয়োগ দান করা হয়েছিল। পরবর্তীতে মওলবী মুহাম্মদ মিয়াঁ বৃটিশের বিরুদ্ধে অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী হয়।

১৪. দারুল 'উলূম দেওবন্দ থেকে মওলবী 'উবায়দুল্লাহকে বের করে দিলেও সে দেওবন্দে মওলানা মাহ্মূদের আবাসস্থলে যাতায়াত করত। ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বরে মওলানা মাহ্মূদের ভারত থেকে হিজায যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত পরামর্শের জন্য দেওবন্দে তার আবাসস্থলে ষড়যন্ত্রকারীরা মিলিত হত।

১৫. সীমান্তে জিহাদের উদ্দেশ্যে আগন্তুক ফযলে ইলাহী, ফযলে মাহ্মূদ এবং 'আবদুল আযীযসহ অন্যান্য মুহাজির মওলবীরাও দারুল 'উলূম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা লাভ করেছে। কাবুলের প্রধান বিচারপতি হাজী 'আবদুর রায্যাক্ সাহারানপুর জেলার গঙ্গূহে ইসলামী শিক্ষা লাভ করায় আবূ মুহাম্মদ আহ্মদ ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল। এরই ফলে সীমান্তে আগন্তুক ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে তিনি গাঢ় সম্পর্ক বজায় রাখেন।

১৬. দেওবন্দকে তাদের মিশনারীর দীক্ষা লাভের কেন্দ্র বানাতে ব্যর্থ হওয়ায় 'উবায়দুল্লাহ্ দিল্লীতে নিযারাতুল মা'আরিফিল কুর'আনিয়া নামক একটি কেন্দ্র স্থাপন করে। আনীস আহ্মদ তার পিতা 'আলীগড় কলেজের সহকারী সম্পাদক মওলবী ইদ্রীস আহ্মদকে এ দীক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা বানাতে সক্ষম হয়। আর এরই প্রচেষ্টায় 'আলীগড়ের মুহাম্মদ ইসহাক খানকে এর পৃষ্ঠপোষক বানানো হয়। এর ফলে উপমহাদেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গও এ দীক্ষা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিশেষভাবে ভূপালের বেগম এ দীক্ষাকেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করতে রাজী হন। এ দীক্ষা কেন্দ্রের সাহায্যার্থ তিনি প্রতিমাসে দু'শ টাকা প্রদান করতেন।

এ কেন্দ্রের নামকরণ দ্বারা বোধগম্য হয় যে, এটি কুর'আনের একটি প্রকাশ্য মৌলিক ও প্রকৃত ব্যাখ্যা কেন্দ্র। এখানে 'আরবী ভাষার শিক্ষাও দেয়া হত, কিন্তু এটি ছিল গৌণ বিষয়।

ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে 'উবায়দুল্লাহ্ এবং আহ্মদ 'আলী যথাক্রমে সাধারণ সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদক ছিল। 'আবদুল হাই এবং আনীস আহ্মদ এ সংস্থা থেকে ভাতা পেত। মওলানা মাহ্মূদ হাসান, মওলবী আবুল কালাম আযাদ, মওলবী ফযলুল হাসান এবং কসূর নিবাসী মুহ্য়িদ্দীন এ সংস্থার সদস্য ছিল।

১৭. মওলবী 'উবায়দুল্লাহ্ জিহাদ ফরয হওয়া সম্পর্কিত কুর'আনের বিষয়গুলোর পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা করে। 'উবায়দুল্লাহ্র এ বিষয়ের শিক্ষাসমূহকে আনীস আহ্মদ তা'লীমে কুর'আন ও কলীদে কুর'আন নামক দু'টি গ্রন্থে ১৯১৪ ও ১৯১৫ সালে প্রাঞ্জল ও সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করে।

১৮. তা'লীমে কুর'আন ও কলীদে কুর'আন গ্রন্থদ্বয়ে সংক্ষিপ্তভাবে ভারতীয় মুসলমানদেরকে উপদেশ দেয়া হয় যে, মুসলমানদের উপর কাফির ইংরেজদের আধিপত্য লাভ করার কারণ হলো-এরা

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মের একটি বিশেষ অঙ্গ জিহাদকে উপেক্ষা করে চলেছে। আর মহানবী (সা.)-এর প্রাথমিক যুগের অনুসারীরা এর উপর আমল করেই পার্থিব ক্ষমতা এবং ধর্মীয় গৌরব লাভ করেছে।

সম্ভবত গ্রন্থদ্বয়ের একটি মওলবী 'উবায়দুল্লাহ্‌র উপদেশে আহ্‌মদ 'আলীর সহায়তায় তখনই প্রণীত হয়েছিল যখন আনীস আহ্‌মদ এবং আহ্‌মদ 'আলী নিযারাতুল মা'আরিফ থেকে নিয়মিত ভাতা পেতে। বিধিমতে এ গ্রন্থদ্বয়ের কপি সরকারকে প্রদান না করেই জনগণের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

১৯. নিযারাতুল মা'আরিফ কেন্দ্রে জিহাদের প্রশিক্ষণ ছাড়াও ষড়যন্ত্রকারীদের পরামর্শসভা অনুষ্ঠিত হয়। নিযারার এ সকল কার্যক্রম সম্পর্কে মুহাম্মদ 'আলী নামক জনৈক ষড়যন্ত্রকারী কাবুলে অবস্থানরত ষড়যন্ত্রকারী 'আবদুল হককে বলেছিল– তার ভাই আহ্‌মদ 'আলী দিল্লীতে মওলবী 'উবায়দুল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিযারাতুল মা'আরিফের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কর্মরত আছে। সে আশঙ্কা করছে– তার ভাই যে-কোন সময়ে গ্রেফতার হয়ে যেতে পারে।

২০. মওলবী আবুল কালাম আযাদ ১৯১২ সালে কোলকাতায় জম্‌'ইয়াতে হিযবুল্লাহ্‌ প্রতিষ্ঠা করে। এর প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম প্রচার ও প্রসার। সে আল্‌-হিলাল পত্রিকার সম্পাদকও ছিল। পরবর্তীতে বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রেস এক্টের অধীনে পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়া হয়। সে লেখক, বাগ্মী ও 'আলিম হিসেবে উপমহাদেশে খ্যাতিলাভ করে।

২১. জম্‌'ইয়াতে হিযবুল্লাহর যে বিষয়টি বিশেষ অর্থবহ তা' এই ঃ

হিয্‌বুল্লাহ্‌র একটি শাখা হ'ল السائحون العابدون (দেশ বিদেশে বিচরণকারী 'আবিদ ব্যক্তিগণ)। এ শাখায় যারা সদস্য হ'ত তাদের দায়িত্ব ছিল- ভ্রাম্যমাণ হিসেবে ইসলাম প্রচার করা। বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদে আগ্রহী ব্যক্তিরাই এ শাখার সদস্য হয়। তারা পার্থিব লোভ-লালসা ও স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়। তারা ধর্ম এবং শরী'অতের বিধান প্রচারের উদ্দেশ্যে সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করে। তারা ধর্মীয় বিশ্বাসের সংস্কার করে জনগণকে খাঁটি মুসলমানে রূপায়িত করে।

২২. ১৯১৪ সালের সম্ভবত নভেম্বর অথবা ডিসেম্বর মাস হবে। সীমান্ত প্রদেশের কতিপয় ব্যক্তির সাথে মওলানা মাহ্‌মূদকে পরামর্শরত অবস্থায় দেখা যায়। এদের সাথে কাবুলের দু'ব্যক্তিও আগমন করেছিল। তারা মওলানা মাহ্‌মূদের বাসভবনেই অবস্থান করে। তথায় তখন 'উবায়দুল্লাহ্‌, আনীস আহ্‌মদ, 'উযায়রগুল এবং হামদুল্লাহ্‌ ছিল। দু'মাস পর সীমান্তের এ লোকগুলো পুনরায় মওলানা মাহ্‌মূদের নিকট আগমন করে। এদের সাথে মওলবী ফযলে রব্বীও ছিল। এ সময়ে দু'টি বৈঠক হয়। এই বৈঠকদ্বয়ে মওলানা হামদুল্লাহ্‌, 'উযায়রগুল, আহ্‌সান আহ্‌মদ এবং যহুর আহ্‌মদও ছিল। এ সময়ে মুহাম্মদ মিয়াঁ, লাহোরের ওয়ালী মুহাম্মদ, 'উযায়রগুল এবং জান মুহাম্মদও ছিল। মওলবী আহ্‌মদ চাকওয়ালী এবং মুহাম্মদ মুবীনও এ সময়ে এখানে উপস্থিত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট–৩

শায়খুলহিন্দ মাহ্মুদ হাসান সম্পর্কে রাওল্যাট কমিটি প্রদত্ত রিপোর্টের অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি

"The Silk Letter" Conspirators

In August 1916 the plot known to Government as the "Silk Letters" case was discovered. This was a project hatched in India with the object of destroying British rule by means of an attack on the North-West Frontier, supplemented by a Muhammadan rising in this country. For the purpose of instigating and executing this plan a certain Maulvi Obeidullah crossed the North-West Frontier early in August 1915 with three companions, Abdullah, Fateh Muhammad and Muhammad Ali. Obeidullah is a converted Sikh and had been trained as a Mauivi in the Muslim religious school at Deoband in the Saharanpur district of the United Provinces. There he infected some of the staff and studnts with his own militant and anti-British ideas, and the principal person whom he influenced was Maulana Mahmud Hassan, who had long been head Maulvi in the school. Obeidullah wished to spread over India a pan-Islamic and anti-British movement through the agency of Maulvis trained in the famous Deoband school. But his plans were thwarted by the Manager and Committee, who dismissed him and some of his chief associates. There is evidence too that he got into trouble over some accounts. Maulana Mahmud Hassan, however, remained and continued to receive visits from Obeidullah. Secret meetings were held at the Maulana's house and it was reported that men from the frontier had been received

Dhaka University Institutional Repository

there. On September the 18th, 1915, Mahmud Hassan, with a certain Muhammad Mian Ansari and other friends, followed Obeidullah's example by leaving India, not however for the North, but for the Hedjaz tract of Arabia.

Before departing, Obeidullah had started a school in Delhi, and had put two books Into circulation preaching militant fanaticism to Indian Muhammadans and impressing on them the supreme duty of jihad. The common object of this man and his friends, including the Maulana was to promote a great Muslim attack on India which should synchronize with a Muslim rebellion. We shall see how each endeavoured to accomplish his purpose.

Obeidullah and his friends first visited the Hindustani fanatics and afterwards proceeded to Kabul. There he met the members of a Turco-German Mission with whom he fraternised; and after some time he was joined by his Deoband friend, Mauivi Muhammad Mian Ansari. This man had accompanied Maulana Mahmud Hassan to Arabia and returned in 1916 with a declaration of jihad received by the Maulana from the hand of Ghalib Pasha, then Turkish Military Governor of the Hedjaz. While on his way, Muhammad Mian distributed copies of this document, known as the "Ghalib-nama" both in India and among the frontier tribes. Obeidullah and his fellow-conspirators had devised a scheme for the provisional government of India after the overthrow of British power. A certain Mahendra Pratap was to be President. This man is a Hindu of good family and eccentric character, who, at the end of 1914, was granted a passport to travel in Italy, Switzerland and France. He had gone straight to Geneva, had there met the notorious Hardayal and had been by Hardayal introduced to the German Consul. He had then proceeded to Berlin and had thence been despatched on a special mission, having apparently impressed the Germans with an exaggerated idea of his importance.

Obeidullah himself was to be Minister of India, and Barkatulla, a friend of Krishnavarma's and a member of the American Ghadrparty, who had also

Dhaka University Institutional Repository

travelled to Kabul via Berlin, was to be Prime Minister. Son of a servant of the Bhopal State, he had visited England, America and Japan. He had been appointed Professor of Hindustani at Tokio. He had there edited a bitter anti-British paper called "The Islamic fraternity," which was suppressed by the Japanese authorities. He had later been dismissed from his appointment and had then joined his Ghadr friends in America.

The Germans of the Mission, failing to achieve their object left afghanistan early in 1916 ; but the Indians remained, and the 'Provisional Government' despatched letters to both the Governor of Russian Turkestan and the then Czar of Russia inviting Russia to throw over her alliance with Great Britain and assist in the overthrow of British rule in India. These were signed by Mahendra Pratap and subsequently fell into British hands : The letter to the Czar was on a gold plate, a photograph of which has been shown to us.

The "Provisional Government" also proposed to form an alliance with the Turkish Government, and in order to accomplish this object Obeidullah addressed a letter to his old friend, Maulana Mahmud Hassan. This together with another letter dated the 8th Ramzan (9th July 1916), written by Muhammad Mian Ansari, he forwarded under a covering note addressed to Sheikh Abdur Rahim of Hyderabad, Sind, a person who has since absconded. Sheikh Abdur Rahim was requested in the note to send on the enclosures by the hand of some reliable hadji (pilgrim) to Mahmud Hassan at Mecca, or even to convey them himself if no trustworthy messenger were obtinable. We have ourselves seen the letters to Mahmud Hassan which came into British hands. They are neatly and clearly written on yellow silk. Muhammad Mian's letter mentioned the previous arrival of the German and Turkish missions, the return of the Germans, the staying on of the Turks," "but without work," the runaway students, the circulation of the "Ghalibnama," the "Provisional Government," and the projected formation of an 'army of God.' This army was to draw recruits from India and to bring about an alliance

Dhaka University Institutional Repository

among Islamic rulers. Mahmud hassan was to convey all these particulars to the Ottoman Government. Obeidullah's letter contained a tabular statment of the "army of God". Its headquarters were to be at Medina and Mahmud Hassan himself was to the general-in-chief. Secondary headquarters under local generals were to be established at Constantinople, Tehran and Kabul. The general at Kabul would be Obeidullah himself. The table contains the names of three patrons, 12 field marshals, and many other high military officers. Of the Lahore students, one was to be a major-general, one a colonel, and six lieutenantcolonels. Most of the persons designated for these high commands cannot have been consulted as to their appointments. But the whole information conveyed by the silk letters has rendered certain precautions advisable, and these have been taken.

In December 1916 Maulana Mahmud Hassan and four of his companions fell into British hands. They are now prisoners of war interned in a British possession. Ghalib Pasha, the signer of the "Ghalibnama", is also a prisoner of war and has admitted signing a paper put before him by the Mahmud Hassan party. A translation of its prominent passages runs as follows : 'The Muhammadans in Asia, Europe and Africa adorned themselves with all sorts of arms and rushed to join the jihad in the path of God. Thanks to almighty God that the Turkish Army and the Mujahidin have overcome the enemies of Islam... Oh Moslems, therefore attack the tyrannical christian government under whose bondage you are. Hasten to put all your efforts, with strong resolution, to strangle the enemy to death and show your hatred and enmity for them. It may siso be known to you that Mauivi Mahmud Hassan Effendi (formerly at the Deoband Madrassa, India) came to us and sought our counsel. We agreed with him in this respect and gave him necessary instructions. You should trust him if he comes to you and help him with men, money and whatever he requires."[১]

---

১. Rowlatt Sedition Committee Report, 1918, Chapter XIV, pp. 125-127.

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আদ্‌রাবী, মওলানা (ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, মওলানা সম্পাদিত) : শায়খুল ইসলাম হযরত মওলানা মদনী (রঃ) : জীবন ও সংগ্রাম ॥ ঢাকা : জামান প্রিন্টার্স, ১৯৯১।

'আবদুর রশীদ, আরশাদ : বীস বড়ে মুসলমান ॥ দেওবন্দ : মাকতাবা কাসিমিয়া, ১৯৭০।

'আবদুর রহমান, মওলানা : তাহ্‌রীকে রেশমী রুমাল ॥ লাহোর : ক্লাসিক, ১৯৬০।

'আবদুর রহমান, মুন্সী : আহ্‌সানুস সাওয়ানিহ্‌ ॥ লাহোর : কিতাব মনযিল, ১৯৭৪।

'আবদুল 'আযীয, শাহ্‌ : ফাতাওয়া-এ 'আযীযী ॥ দিল্লী : মুজতবায়ী প্রেস, ১৩১১ হি., ১ম খণ্ড।

'আবদুল ওহীদ, সিদ্দীকী : মাকালাত-এ ওহীদ ॥ রাওয়ালপিন্ডি : পাক কিতাব ঘর, ১৯৭১।

'আবদুল কায়্যূম : তারীখে আদবিয়ানে মুসলমানানে পাকিস্তান ও হিন্দ ॥ পাঞ্জাব : পাঞ্জাব ইউনিভারসিটি, ১৯৭২, ২য় খণ্ড।

'আবদুল গাফফার, কাযী : হায়াতে আজমল ॥ অমৃতসর : ওয়ালী বুক ডিপো, ১৯২৫।

'আবদুল গাফফার : জামি'আ কি কাহানী ॥ দিল্লী : মাকতাবা জামি'আ, ১৯৬৫।

আবদুল জলীল, এ. এম. এম. : দেওবন্দ আন্দোলন একটি জেহাদ ॥ ঢাকা : ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৮৩।

'আবদুল বারী : কোম্পানী কী হুকূমত ॥ মুরাদাবাদ : ফখরিয়া কুতুবখানা, ১৯৪৮।

'আবদুল হাই, মওলানা, হাকীম : নুযহাতুল খাওয়াতির ॥
হায়দারাবাদ ঃ ১৯৭০, ৮ম খণ্ড।

'আবদুল্লাহ, বাট্ : শাহ্ ইসমা'ঈল শহীদ ॥
লাহোর ঃ কওমী কুতুবখানা, ১৯৯৫।

'আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ, ড. : স্যার সৈয়দ আহ্মদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা ॥
ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২।
: মওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ঃ জীবন ও কর্ম ॥
ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২।

আবুল হাসান 'আলী, সায়্যিদ, নদবী : সীরাতে সায়্যিদ আহ্মদ শহীদ ॥
লক্ষ্ণৌ ঃ মাকতাবা ইসলাম, ১৯৬৮, ১ম খণ্ড।
: হিন্দুস্তানী মুসলমান ॥
লক্ষ্ণৌ ঃ নুদওয়াতুল 'উলামা, ১৯৭৪।
: মিন নাহরি কাবুল ইলা নাহ্রিল য়্যারমূক ॥
বৈরূত ঃ 'আলমুল কুতুব, ১৯৭৪।

(আশিকুর রহমান কাসেমী, মওলানা, অনূদিত) : মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব ॥
ঢাকা ঃ আল্ আমিন প্রিন্টার্স, ১৯৯৭।

'আবিদ হুসায়ন, সায়্যিদ : হিন্দুস্তানী মুসলমান আয়না-এ আয়্যাম মেঁ ॥
দিল্লী ঃ কিতাবঘর, ১৯৫০।

'আমরুদ্দীন : 'আলীগড় তাহ্রীক ॥
আলীগড় ঃ 'আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০।

আমীন, মুহাম্মদ, যুবায়রী : মুসলমান-এ হিন্দ কী সিয়াসত-এ ওয়াতনী ॥
আগ্রাঃ 'আযীযী প্রেস, ১৯৬৭।

আয়্যূব, মুহাম্মদ কাদেরী : মওলানা মুহাম্মদ আহসান নানূতবী ॥
করাচী ঃ মাকতাবা 'উসমানিয়া, ১৯৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

'আযীযুর রহমান, মুফতী ঃ তাযকিরা-এ দেওবন্দ ॥
বিজনৌর ঃ মদীনা প্রেস, ১৯৫৩।

ঃ তাযকিরা শায়খুলহিন্দ ॥
বিজনৌর ঃ মদনী দারুত্ তালীফ, ১৯৬৫।

ঃ তাযকিরা মাশায়িখে দেওবন্দ ॥
বিজনৌর ঃ মদনী দারুত্ তালীফ, ১৯৬৭।

'আযীযুল হাসান, খাজা ঃ আশরাফুস সাওয়ানিহ্ ॥
লাহোর ঃ সানাউল্লাহ্ খান এন্ড সন্স, ১৯৬০, ১ম খণ্ড।

আলতাফ হুসায়ন, মওলানা, হালী ঃ হায়াতে জাবেদ ॥
লাহোর ঃ পাঞ্জাব একাডেমী, ১৯৫৭।

আশিক ইলাহী, মওলানা, মীরাঠী ঃ তাযকিরাতুর রশীদ ॥
মীরঠ ঃ মাকতাবা 'আশিকিয়া, ১৯৭০, ১ম খণ্ড।

ঃ তাযকিরাতুর রশীদ ॥
মীরঠ ঃ মাকতাবা 'আশিকিয়া ১৯৭০, ২য় খণ্ড।

আশ্রাফ 'আলী, মওলানা, থানবী ঃ হুস্নুল 'আযীয ॥
থানাভূন ঃ ১৩৮৬ হি., ২য় খণ্ড।

আশরাফ, মুহাম্মদ ঃ হিন্দুস্তানী মুসলিম সিয়াসত পর এক নযর ॥
দিল্লী ঃ আশরাফ বুক ডিপো, ১৯৬৩।

আসগর হুসায়ন, সায়্যিদ ঃ হায়াতে শায়খুলহিন্দ ॥
লাহোর ঃ ইদারা ইসলামিয়াত, ১৯৭৭।

আহ্মদ খান, স্যার, সায়্যিদ ঃ আসারুস সনাদীদ ॥
কানপুর ঃ নামী প্রেস, ১৯০৪।

ঃ আসবাবে বাগাওয়াতে হিন্দ ॥
করাচী ঃ উর্দু একাডেমী সিন্ধ, ১৯৫৭।

ঃ মাকালাত-এ স্যার সায়্যিদ ॥
লাহোর ঃ তরক্কিয়ে আদব, ১৯৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

আহ্মদ সা'ঈদ, প্রফেসর : মওলানা আশ্রফ 'আলী থানবী আওর তাহ্রীকে আযাদী ॥
লাহোর ঃ ফীরোয এন্ড সন্স, ১৯৭৫।

ইউসুফ 'আলী, 'আবদুল্লাহ : আংরেজী 'আহ্দ মেঁ হিন্দুস্তান কে তামাদ্দুন কী তারীখ ॥
করাচী ঃ করীম পাবলিশার্স, ১৯৬৭।

ইকরাম, মুহাম্মদ, শায়খ : রওদে কাওসার ॥
লাহোর ঃ ফীরোয সন্স, ১৯৫৮।

: মওজে কাওসর॥
লাহোর ঃ ফীরোয সন্স, ১৯৫৮।

ইনতিযামুল্লাহ্, মুফতী : মাশাহীরে জঙ্গে আযাদী ॥
করাচী ঃ মুহাম্মদ সা'ঈদ এন্ড সন্স, ১৩৭৬ হি.।

ইমদাদুল্লাহ, হাজী : যিয়াউল কুলূব ॥
লাহোর ঃ ফীরোয সন্স, ১৯৫৭।

ইসমা'ঈল, মুহাম্মদ, শাহ : তাকবিয়াতুল ঈমান ॥
কানপুর ঃ মুনশী নওয়াল কিশোর, ১৮৮৮।

: মানসাব-এ ইমামত ॥
লাহোর ঃ আনারকলি, ১৯৬২।

ইসহাক, মুহাম্মদ, ভাট্টী : ফুকাহায়ে হিন্দ ॥
লাহোর ঃ ১৯৮১, ৫ম খণ্ড।

ইসহাক, মুহাম্মদ : বাংলাদেশ ও ভারতের ইতিহাস ॥
ঢাকা ঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৬৩।

'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, মওলানা : ইফতিতাহী খুতবা ॥
করাচী ঃ লরেন্স প্রেস রোড, ১৯৪০।

: যাতী ডায়রী ॥
লাহোর ঃ সিন্ধ সাগর একাডেমী, ১৯৪৪।

: শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ আওর উনকী সিয়াসী তাহ্রীক ॥
লাহোর ঃ সিন্ধ সাগর একাডেমী, ১৯৫২।

Dhaka University Institutional Repository

'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, মওলানা ঃ কাবুল মেঁ সাত সাল ॥
লাহোর ঃ সিন্ধ সাগর একাডেমী, ১৯৫৫।

ওয়ালিউল্লাহ, শাহ্ ঃ তাফহীমাত ॥
লাহোর ঃ কওমী কুতুব খানা, ১৯৬৪, ১ম খণ্ড।

ঃ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ॥
করাচী ঃ আসাহ্‌হুল মাতাবি,' ১৯৬৪।

ওহীদ, মুহাম্মদ, মীর্যা (সম্পাদিত) ঃ দায়িরা-এ মা'আরিফ-এ ইসলামিয়া ॥
লাহোর ঃ পাঞ্জাব ইউনিভারসিটি, ১৯৭২, ৯ম খণ্ড।

কনহিয়া লাল ঃ মুহ্যরাবা-এ 'আযীম ॥
দিল্লী ঃ নিযামুদ্দীন বুক ডিপো, ১৯৮৯।

কয়সর মুস্‌তফা ঃ শের-এ ময়সুর ॥
লাহোর ঃ স্টার বুক ডিপো, ১৯৪৮।

কে, আলী ঃ ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস (১৭১২-১৮৫৭) ॥
ঢাকা ঃ আলী পাবলিকেসন্স, ১৯৮৯।

খলীক আহমদ, নিযামী ঃ শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ কে সিয়াসী মাকতূবাত ॥
'আলীগড় ঃ নফীস মনযিল, মুসলিম ইউনিভারসিটি, ১৯৫০।

ঃ সন্ন-এ আঠারা সও সাতাওয়ান কা তারীখী রোয-নামচা ॥
করাচী ঃ নফীস একাডেমী, ১৯৫৮।

খফী খান ঃ মুনতাখাবুল লুবাব ॥
কলিকাতা ঃ কলেজ প্রেস ১৮৬৯, ২য় খণ্ড।

খুরশেদ মুস্‌তফা, রিযবী ঃ জঙ্গে আযাদী সন্নে আঠারা সও সাতাওয়ান ॥
দিল্লী ঃ মাকতাবা বুরহান, ১৯৫৯।

গোলাম রসূল, মেহের ঃ সরগুযাশ্‌তে মুজাহিদীন ॥
লাহোর ঃ কিতাব মনযিল, ১৯৫৬।

জমীলুদ্দীন, মুহাম্মদ ঃ জদীদ দুনিয়ায়ে ইসলাম ॥
লাহোর ঃ মাকতাবা বুরহান, ১৯৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

জাফর, মুহাম্মদ, মওলবী, থানেশ্বরী ঃ কালাপানী ॥
দিল্লী ঃ আল্-জম'ইয়াত বুক ডিপো, ১৯৫৭।

তায়্যিব, মুহাম্মদ, কারী ঃ দারুল 'উলূম দেওবন্দ ॥
দিল্লী ঃ দারুল কুতুব, ১৯৬৫।

ঃ মাশাহীরে দারুল 'উলূম দেওবন্দ ॥
দেওবন্দ ঃ ১৯৭০।

ঃ তারীখে দারুল 'উলূম দেওবন্দ ॥
করাচী ঃ ১৯৭২।

তোফায়েল আহ্মদ, সায়্যিদ, মঙ্গলূরী ঃ মুসলমানোঁ কা রওশন মুস্তাকবিল ॥
লাহোর ঃ বদর রশীদ প্রিন্টার্স, ১৯৭৫।

নাসের কাযিমী ঃ সন্নে সাতাওয়ান মেরী নজর মেঁ ॥
অমৃতসর ঃ ওয়ালী বুক ডিপো, ১৯২০।

ফুয়ূযুর রহমান ঃ মাশাহীর 'উলামায়ে দেওবন্দ ॥
লাহোর ঃ আল্ - মাকতাবাতুল 'আযীযিয়্যা, ১৯৭৬, ১ম খণ্ড।

ঃ তা 'আরুফে কুর'আন ॥
লাহোর ঃ পাকিস্তান বুক সেন্টার, তা. বি.।

ফযলে হক, খায়রাবাদী ঃ 'আযাদী আন্দোলন' ১৮৫৭ ॥
(মুহিউদ্দীন খান, অনূদিত) ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮।

ফসীহুদ্দীন ঃ তারীখ-এ মগড় ॥
লাহোর ঃ স্টার বুক ডিপো, ১৯৪৮।

বিশ্বকোষ ঃ উর্দু ইনসাইক্লোপিডিয়া ॥
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত লাহোর ঃ ফীরোয সন্স, ১৯৬২, ১ম খণ্ড।

ঃ বাংলা বিশ্বকোষ ॥
ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭২, ১ম খণ্ড।

ঃ বাংলা বিশ্বকোষ ॥
১৯৭৫, ২য় খণ্ড।

বিশ্বকোষ	ঃ	বাংলা বিশ্বকোষ ॥
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত		১৯৭৩, ৩য় খণ্ড।
	ঃ	বাংলা বিশ্বকোষ ॥
		১৯৭৬, ৪র্থ খণ্ড।
	ঃ	সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট ॥
		ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫।
মঙ্গল সিং	ঃ	তাওয়ারিখে বলান্দ শহর ॥
		দিল্লী ঃ গণী মাতাবি,' ১৯৪৬।
মানাযির আহ্সান, সায়্যিদ, গীলানী	ঃ	তাযকিরা শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ॥
		করাচী ঃ নফীস একাডেমী, ১৯৫৯।
	ঃ	সাওয়ানিহ্-এ কাসিমী ॥
		লাহোর ঃ মাকতাবা রহ্মানিয়া, ১৯৬৭, ১ম খণ্ড।
	ঃ	সাওয়ানিহ্-এ কাসিমী ॥
		লাহোর ঃ মাকতাবা রহ্মানিয়া, ১৯৬৭, ২য় খণ্ড।
মাস্‌উদ 'আলম, মওলানা, নদবী	ঃ	মুহাম্মদ বিন 'আবদুল ওহ্হাব-এক মযলূম আওর বদনাম মুসলিহ॥
		হায়দারাবাদ ঃ মাক্তাবা নিশাত, ১৩৬১ হি.।
মাহ্বুব, সায়্যিদ, রিযবী	ঃ	তারিখে দারুল 'উলূম দেওবন্দ ॥
		দেওবন্দ ঃ ১৯৭৮, ২য় খণ্ড।
মাহ্মূদ, আহমদ	ঃ	তারীখ-এ আমরূহা ॥
		দিল্লী ঃ গণিয়ূল মাতাবি,' ১৯৬০, ১ম খণ্ড।
মাহ্মূদ হাসান, শায়খুলহিন্দ	ঃ	ঈযাহুল আদিল্লা ॥
		দেওবন্দ ঃ কাসিমী প্রেস, ১৩৩০ হি.।
	ঃ	আহ্সানুল কুর।॥
		দেওবন্দ ঃ কাসিমী প্রেস, ১৩৩০ হি.।
	ঃ	আল্-জুহ্দুল মুকিল ॥
		দেওবন্দ ঃ কাসিমী প্রেস, ১৩৩২ হি.।

Dhaka University Institutional Repository

মাহ্মূদ হাসান, শায়খুলহিন্দ ঃ ফতওয়া তরকে মুওয়ালাত ॥
আগ্রা ঃ খিলাফত কমিটি, ১৯২০।

ঃ খুত্বায়ে সদারত, ইজলাসে জম্'ইয়াতে 'উলামায়ে হিন্দ॥
দিল্লী ঃ গণিয়ূল মাতাবি; ১৯২০।

ঃ আল্-আবওয়াব ওয়াত তারাজিম ॥
বিজনৌর ঃ মাকতাবায়ে ইমদাদিয়া, ১৯৬৫।

ঃ টীকা -মুখতাসারুল মা'আনী ॥
দেওবন্দ ঃ হানীফ বুক ডিপো, ১৯৮৬।

ঃ মুকাদ্দামা তরজমাতুল কুর'আন ॥
মদীনা মুনাওয়ারা ঃ ওযারাতে আওকাফ, ১৯৯৩।

মিয়াঁ, মুহাম্মদ, সায়্যিদ, মওলানা ঃ 'উলামা-এ হক ॥
দিল্লী ঃ আল্-জম্'ইয়াত বুক ডিপো, ১৯৪৪,১ম খণ্ড।

ঃ 'উলামায়ে হিন্দ কা শান্দার মাযী ॥
দিল্লী ঃ আল্-জম্'ইয়াত বুক ডিপো, ১৯৫৭, ২য় খণ্ড।

ঃ তাহরীকে শায়খুলহিন্দ ॥
লাহোর ঃ মাকতাবা রশীদিয়া, ১৯৭৫।

ঃ আসীরান-এ মাল্টা॥
দিল্লী ঃ আল্-জম'ইয়াত বুক ডিপো, ১৯৭৬।

মু'ঈন আহসান, জযবী ঃ হালী কা সিয়াসী শু'উর ॥
ল্যাহোর ঃ আয়না-এ আদব, আনারকলি, ১৯৬৩।

মুখতার আহমদ, ডাক্তার, আনসারী ঃ শায়খুলহিন্দ ॥
দিল্লী ঃ আঞ্জুমনে ই'আনতে নযরবন্দানে ইসলাম, ১৯১৮।

মুশতাক আহ্মদ, মওলানা ঃ তাহরীকে দেওবন্দ ॥
ঢাকা ঃ বেফাকুল মাদারিস, ১৯৯২।

মুহিউদ্দীন খান, মওলানা ঃ হায়াতে মওলানা হুসাইন আহ্মদ মদনী ॥
ঢাকা ঃ আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

মুসা, মুহাম্মদ, শায়খ : উপমহাদেশের মুজাহিদীনের অবদান ॥
ঢাকা : হোছাইনিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭২।

মূসা, মুহাম্মদ : পাক ভারতের 'উলামার অবদান ॥
ঢাকা : ওসমানিয়া লাইব্রেরী, ১৩৯১ বাং।

য়া'কূব, মুহাম্মদ, মওলানা, নানূতবী : সাওয়ানিহ্-এ 'উমরী মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী ॥
দেওবন্দ : মাকতাবা কাসিমী, ১৩৭৩।

যাকাউল্লাহ্, মুন্সী : 'উরূজে সালতানাত-এ ইংলিশিয়া ॥
লাহোর : ফীরোয সন্স, ১৯৫৭।

যাফর হাসান : তাযকিরা-এ 'আলম ॥
বিজনৌর : মাকতাবা ইমদাদিয়া, ১৯৬৫।

যাফর হাসান, আয়বেক : আপবীতি ॥
লাহোর : মনসূর বুক হাউস, ১৯৬৮।

যহীর আহমদ, সিদ্দীকী : মু'মিন : শাখসিয়ত আওর ফন ॥
দিল্লী : দিল্লী ইউনিভারসিটি, ১৯৭২।

রহিম, এম. এ. : বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ১৭৫৭-১৯৪৭ ॥
ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৪।

রহীম, মুহাম্মদ, বখ্শ্ : হায়াতে ওয়ালী ॥
দিল্লী : খাজা আওলাদ কিতাব ঘর, ১৯৬৪।

রহমান 'আলী : তাযকিরা-এ 'উলামায়ে হিন্দ ॥
(অনুবাদ : আয়্যুব, মুহাম্মদ, কাদিরী) লাহোর : কিতাব মনযিল, ১৯৭৪।

শফী', মুহাম্মদ, মুফতী : মেরে ওয়ালিদ মাজিদ ॥
করাচী : ১৯৭৫।

(অনুবাদ : মওলানা মুহিউদ্দীন খান) : মা'আরিফুল কুর'আন ॥
মদীনা : বাদশাহ্ ফাহ্দ্ কুর'আন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.।

শফী', মুহাম্মদ : সন্ন-এ আঠারা সও সাতাওয়ান ॥
করাচী : করীম সন্স পাবলিশার্স, ১৯৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

সা'ঈদ আহ্মদ	ঃ	মুসলমানূঁকা 'উরূজ ও যাওয়াল ॥ বদায়ূন ঃ নিযামী প্রেস, ১৯৬৫।
সাদেক হুসায়ন	ঃ	হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান ॥ লাহোর ঃ দিল্লী কুতুবখানা, ১৯৫৫।
সারওয়ার মুহাম্মদ	ঃ	তা'লীমাত-এ মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ॥ লাহোর ঃ নোবেল কিশোর প্রেস, ১৯৫৫।
	ঃ	খুতুবাত-এ মওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ॥ লাহোর ঃ সিন্ধ সাগর একাডেমী, তা. বি.।
সুন্দর লাল, পণ্ডিত	ঃ	সন্নে সাতাওয়ান ॥ 'আলীগড় ঃ আঞ্জুমনে তরক্কীয়ে উর্দু, ১৯৫৭।
সুলায়মান, সায়্যিদ, নদবী	ঃ	য়্যাদরফতেগান ॥ করাচী ঃ ১৯৫৫।
হাসান, খাজা, নিযামী	ঃ	দেহ্লী কী জানকানী ॥ দিল্লী ঃ খাজা কিতাবঘর, ১৯৬৪।
	ঃ	বেগমাত কে আঁসূ ॥ দিল্লী ঃ খাজা আওলাদ কিতাব ঘর, ১৯৫২।
হিসামুদ্দীন	ঃ	সন্ন-এ আঠার সও সাতাওয়ান তস্বীরকা দুসরা রুখ ॥ লাহোর ঃ কিতাব মনযিল, ১৯৩১।
হুসায়ন আহ্মদ,মওলানা, মদনী, শায়খুল ইসলাম	ঃ	নকশে হায়াত ॥ দিল্লী ঃ আল্-জম'ইয়াত বুক ডিপো, ১৯৫৪, ২য় খণ্ড।
	ঃ	সফরনামা-এ আসীরে মাল্টা ॥ বিজনৌর ঃ মদনী দারুত্ তালীফ, ১৯৭০।
হ্যাপী	ঃ	হুকূমত - এ খোদ্ এখতিয়ারী ॥ করাচী ঃ কুতুবখানা ইমদাদিয়া, ১৯৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

Andrews, C.F. : The Rise and growth of the congress in India
London : George Allen and Unwin, 1938.

Adamec, Ludwing W. : Afghanistan 1900-1923.
California : California University, 1967.

Brill, E. J. : Shorter Encyclopaedia of Islam.
Lieden, 1953.

Dutt, Romesh : The Economic History of India under early British Rule.
London : Trubner Co. Ltd., 1908.

Faruqi, Zia-ul-Hasan : The Deoband School and Demand for Pakistan.
Bombay : Asia Publishing House, 1963.

Hunter, W.W. : The Indian Musalmans.
calcutta : The Comrade Publishers, 1945.

Irvine, W. : Later Mughals.Vol. II.
Calcutta : M.C Sarker & Sons, 1921.

Malik, Hafeez : Moslem Nationaiism in India and Pakistan.
Washington : Public Affairs Press, 1963.

Metcalf, Barbara Daly : Islamic Revival in British India : Deoband, 1860-1900.
Princeton : Princeton University Press, 1982.

Roberts, PE. : History of British India.
London : Oxford University Press, 1952.

Wensinck, M.TH. Houtsma; A.J.(ed.) : Encyclopaedia of Islam (III).
London: Lieden, 1936.

Dhaka University Institutional Repository

পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, রিপোর্ট

আল্ - কুর'আন, লক্ষ্ণৌ ঃ এপ্রিল ১৯৭৭।

আল্-কাসিম, মাসিক, দেওবন্দ ঃ দারুল 'উলূম, ১৩২৯ হি., রবী'উল আওয়াল সংখ্যা; ১৩৩০ হি. জুমাদাল উলা সংখ্যা; ১৩৩২ হি. সফর সংখ্যা।

আল্-খলীল, দৈনিক, বিজনৌর ঃ আল্-খলীল কার্যালয়, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮।

চাটান, দৈনিক, লাহোর ঃ ১ এপ্রিল ১৯৬৫ ; ৭ জুন ১৯৬৫।

আল্-জম্'ইয়াত, শায়খুল ইসলাম সংখ্যা, ১৯৫৮।

The Dhaka University Studies "A", Dhaka : Dhaka University, December, 1984.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঢাকা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন, ১৯৮৩ ; ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫।

নুকূশ, মাসিক, লাহোর ঃ ইদারা ফরূগ, উর্দু, ১৯৬৪, আপবীতী সংখ্যা।

আল্ - ফুরকান, মাসিক, বেরেলী ঃ মাকতাবা আল ফুরকান, ১৩৫৯ হি., শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ সংখ্যা ; ১৯৪১ শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ সংখ্যা।

আল্ ফুরকান, লক্ষ্ণৌ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫; মার্চ ১৯৭৬।

ফয়যুল 'উলূম স্মরণিকা, ঢাকা ঃ ১৯৯৫।

আল্-বুরহান, মাসিক, দিল্লী ঃ ডিসেম্বর, ১৯৪৮, একবিংশ সংখ্যা, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

মদীনা, দৈনিক, বিজনৌর ঃ ২৮ জুলাই ১৯২০।

আর-রশীদ, লাহোর ঃ দেওবন্দ সংখ্যা, ১৯৭৬।

আর - রহীম, মাসিক, দিল্লী ঃ অক্টোবর, ১৯৬৩ ; নভেম্বর ১৯৬৬ ; আগস্ট ১৯৯৬।

রোয়েদাদ , দেওবন্দ ঃ দারুল 'উলূম ১২৮৩ হি.।

হামদম, দৈনিক, দিল্লী ঃ ১২ জানুয়ারি ১৯২২।

রাওল্যাট কমিটি রিপোর্ট, লাহোর ঃ কাশিরাম প্রেস, ডিসেম্বর ১৯১৮।

Silken Letters Conspiracy Case and Who is Who, C.I. D. Report, (ইন্ডিয়া অফিস, লন্ডনে সংরক্ষিত রেকর্ড)।